চরিত্রে

রামায়ণ মহাভারত

তৃতীয় পর্ব

শিপ্রা দত্ত

আমার পরমাবাধ্যা মাতা ৺সুবালা দত্ত, শৈশবে যিনি সর্ব প্রথম আমাকে রামাযণ মহাভাবতেব গল্প শুনিয়েছিলেন, যাঁর উৎসাহে সাহিত্য সাধনাব পথে এতদূব অগ্রসর হযেছি—

ও

আমাব পবমাবাধ্য পিতা ৺অতুলচন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য সাধনায অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোবে প্রথম সাহিত্য সাধনায ব্যাপৃত হযেছিলাম, সেই পবম পূজণীয় ও পরম প্রিয জনক জননীব অমর আত্মাব স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখিকার অন্যান্য বই ঃ—

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকাব ডাযেবী।

ভেসে যাওযা ফুল।

এবা ভুল কবে বাবে বাবে।

আলে'ব ইসাবা।

কালেব পদধ্বনি।

কালেব ঢেউ।

কাচেব সংসাব।

সুখেব লাগিযা।

আলো ছায়াব অন্তবালে।

নানা বং।

চলাব পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝবা রাত্রি।

চট্টগ্রামেব লোকসঙ্গীত।

চবিত্রে বামাযণ মহাভারত।

(১ম পর্ব, ২য পর্ব)

মুখপত্র

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারতের তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হল। এত বিলম্বে প্রকাশিত হবার যুক্তিসঙ্গত কোন কৈফিয়ৎ নেই। এক বছর পূর্বে এই পর্বটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু নানা বাধা বিঘ্নের দরুণ পর্বটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আশা করি আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

প্রথম দুইটি পর্ব পাঠকবৃন্দের বিশেষ সমাদর লাভ করায় ও দেশ বিদেশ হতে ঐ পর্ব দুটির চাহিদ আমায় তৃতীয় পর্ব লিখতে উৎসাহিত করেছে। আশা করি প্রথম পর্বদ্বয়ের মত এই পর্বও পাঠকবর্গকে আনন্দ দেবে। পরবর্ত্তী পর্বগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি।

বহু চেষ্টা মুদ্রণ ত্রুটি থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকবৃন্দ মার্জনা করবেন।

গত দুটি পর্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সমালোচনা এর সঙ্গে ছাপানো হলো। সংক্ষেপে অধ্যাপক সিংহ মহাশয়ের পরিচয় দিচ্ছি। অখণ্ড ভারতের পাঠক পাঠিকাদের সঙ্গে তাঁর সবিশেষ পরিচয় আছে বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি ও রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে। কিন্তু খণ্ডিত ভারতের নবীন পাঠক পাঠিকার হাতে পূর্ব বাংলার মিলিটারীর লৌহ কপাট ভেদ করে তাঁর লেখা এসে পৌঁছায়নি। তাই তাঁদেরই জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যপক সিংহের পরিচিতি অতি সংক্ষেপে দিচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সিংহ মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন। অতঃপর চট্টগ্রাম নৈশ কলেজ এবং চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। সারা জীবন তিনি সাহিত্যব্রতী। তিনি 'ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ' 'রাসলীলা' এবং 'গীতাবোধিনী' প্রভৃতি বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা।

কুমাবী শিপ্রা দত্তেব "চবিত্রে বামায়ণ ও মহাভাবত" গ্রন্থেব প্রথম এবং দ্বিতীয খণ্ড পাঠ কবিয়া মনে হইতেছে যেন আমাদেব সুপ্রাচীন সংস্কৃতিব এক নব দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল।

কুমাবী শিপ্রা যে মনোজ্ঞ উপায়ে রামায়ণ এবং মহাভারতেব মধ্যে সুগ্রথিত সুগভীব সুদুর্লভ ধর্মতত্বসহ আদর্শনীয় জীবননীতি সমূহ চবিত্রের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে প্রশংসনীয। ইহা এই যুগেব পক্ষে সর্বাংশে সঙ্গত, যেহেতু আমবা জীবনেব সর্বক্ষেত্রে অসহাযভাবে ত্ববা কবলিত। কাহারও যেন বিন্দুমাত্র বিশ্রামেব সময নাই; সকলেই শুধু ছুটিয়া চলিয়াছে, গন্তব্য যাহাই হউক।

স্থানে স্থানে সমগ্র সমাজে আমাদেব সুপ্রাচীন মহান অনুপম সংস্কৃতির প্রতি যে ঔদাস্য পবিলক্ষিত হইতেছে, তাহাকে আবাব মনো-রাজ্যে পুনর্বাসিত কবিতে হইলে কুমাবী শিপ্রাব অবলম্বিত প্রথাই অপবিহার্য রূপেই কাম্য।

বামাযণ ও মহাভাবত হইতে জীবন তন্ত্রকে বিচ্ছিন্ন বাখিবার অপপ্রয়াস আত্মহত্যা স্বরূপ। আধুনিক আত্মঘাতী জীবন সংগ্রামেব কোলাহল কলবব, যান্ত্রিক সমারোহেব মর্মদাহী হুংকাবেব মধ্যে ভাব-জগতে নিবিষ্ট থাকিবাব সুযোগ দুষ্প্রাপ্য হইযাছে। এই অবস্থায় এই গ্রন্থ আমাদেব সনাতন সংস্কৃতিব প্রতি অনুবাগীব পক্ষে পবম সহাযক। বামাযণ ও মহাভাবত আমাদেব বৈদিক ঋষিগণেব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাঁহাদের সাধনা ও প্রজ্ঞাব প্রযুক্তি বিদ্যা স্বরূপ।

উনবিংশ শতাব্দীব শেষ পাদে মহাবাণী ভিক্টোবিযাব জ্যেষ্ঠপুত্র যুববাজ রূপে ভাবতে আগমন উপলক্ষে কবি নবীন তাঁহাব 'ভাবত-উচ্ছ্বাস' শীর্ষক কবিতায় লিখিযাছিলেন,

মহাকাব্য মহাভাবত যাহাব
মহাবঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্র, হায়,

ভীষ্ম কৃষ্ণার্জুন আছিল যাহার,
যুবরাজ আজ সে জাতি কোথায় ?

ভারত ও মহাভারত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত: মহাভারতকে এই কারণে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে। তদুপরি মহাভারতের মধ্যেই বিধৃত রহিয়াছে সেই মহাকালযাত্রী মহাবাণী :

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ ॥

"ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বিষয়ে মহাভারতে যাহা আছে তাহা অনুসন্ধান করিলে অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই।" ইহা শুধু কথার অতিরঞ্জন নহে, ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাসত্যের কালধ্বংসী ডমরু নাদ।

সর্বোপনিষদ-দুগ্ধ-নবনীত-সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা মহাভারতের অচ্ছেদ্য অংশ রূপে ইহার কেন্দ্রমণি সদৃশ।

রবীন্দ্রনাথের "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায়, রাম চরিত্রকে অনতিক্রমনীয় মানবত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদের মুখে তাহা ধ্বনিত—

বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম,
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো ·....

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, কর্মনীতি এক কথায় সামগ্রিক মানবজীবন নীতি, চিরমানবের শিক্ষামন্ত্র রূপে অমলিন গরিমায়, চিরন্তন মাধুর্যে বিশ্লেষিত রহিয়াছে রামায়ণে এবং মহাভারতে। সহস্র সহস্র বৎসর পার হইয়াছে, তথাপি এই বিংশ শতাব্দীতে ও এমন কোন নীতি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা তত্ত্বগত ভাবে মূলতঃ মহাভারতে মিলিবে না। যে কোন দেশে, যে কোন উদার পূর্বসংস্কার মুক্ত, নিরপেক্ষ মন তাহাকে নিশ্চিত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য এবং গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীঅববিন্দ বলিয়াছেন—Europe has never been able to develop a powerful religion of its own, it has been obliged to turn to Asia. Science takes possession of the measures and utilities of Force; rational philosphy pursues reason to its last subtleties; but inspired philosophy and religion can seize hold of the highest secret"—"উত্তমং বহস্যম্" তাঁহাব মতে আমাদেব বেদ বেদান্তের ঋষিগণই ছিলেন আমাদেব "পূর্বে পিতরঃ"। আমাদেব সেই পিতৃগণেব প্রতি ক্ষীণতম অসম্মানও বিশুদ্ধ মানবত্বেব বিভীষিকাময় বিপর্যয়। বুদ্ধদেব যাহাকে 'পিতৃধন' বলিয়াছিলেন আমরা উহাকে পশ্চাতে ঠেলিযা রাখিয়া বিনা পবিতাপে স্থূল মিথ্যার খেলায় মাতিয়া উঠিযাছি—(The truth is dead in us and we are living by a Lie)

কুমাবী শিপ্রা সাযন্যেব সহিত আমাদেব উপবোক্ত 'পিতৃধ-'কে চবিত্রেব মাধ্যমে উজ্জ্বল সাবল্যে উপস্থাপিত কবিযাছে। মূল মহাভাবত হইতে সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলি শুধু প্রাসঙ্গিক নহে, উহাবা সংশ্লিষ্ট বিষয় বস্তুকেও অধিকতব মনোহব কবিয়াছে। ইংবেজী উদ্ধৃতিগুলিও বর্ণিত ঘটনা বা ভাবেব সহিত পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া উপভোগ্য হইযাছে।

এই গ্রন্থেব বহুল প্রচাব হউক, ইহাই কামনা কবি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ
৯০, আবদুস সত্তার বোড
চট্টগ্রাম
১·২।১৯৭৮

রাবণ ও দুর্যোধন

The disposition to do an evil deed is of itself a terrible punishment of the deed it does—C. Mildmayর উপরোক্ত অভিমত ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের রাবণ ও দুর্যোধনের চরিত্রের সঙ্গে বিচিত্র ভাবে মিলে গেছে।

এই চরিত্রদ্বয়ের স্বভাবে যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়েই প্রবল পরাক্রমশালী বীর, বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিশ্বর, নানা গুণে অলঙ্কৃত হয়েও আপন আপন দুষ্কর্ম ও দুরাকাঙ্ক্ষার পরিণতিতে সবংশে ধ্বংস হয়েছিলেন।

চরিত্রই পরিণতির নিয়ামক—এই সত্য রাবণ ও দুর্যোধন এই দুই চরিত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য। পুলস্ত্যের মানস পুত্র ঋষি বিশ্রবা ও রাক্ষসরাজ সুমালীর কন্যা কৈকসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণ। মাতা কৈকসী প্রখর বেলায় পুত্র অভিলাষী হয়ে বিশ্রবার নিকট গেলেন। বিশ্রবা তাঁকে বললেন, যেহেতু তুমি নিদারুণ বেলায় আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, তাই তোমার পুত্ররা বিকট শরীরধারী ও ক্রূরকর্মার সঙ্গে সখ্য সম্পন্ন হবে। তুমি ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের প্রসব করবে।

দশটি মুখ নিয়ে রাক্ষস রূপে জন্মলাভ করায় বিশ্রবা পুত্রের নামকরণ করেন দশগ্রীব। দশানন নামে সে সর্বজন পরিচিত। তাঁর অপর নাম রাবণ। মহেশ্বর তাঁকে এই নাম দিয়েছিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন। দুর্যোধনের কলির অংশে জন্ম। তাঁর অপর নাম সুয়োধন। কলি অর্থ কলি-কাল, চতুর্থ যুগ, সম্পূর্ণ অধর্মের যুগ।

উভয়ের জন্মলগ্নে নানা অঘটন ঘটে। আকাশ হতে রক্ত বৃষ্টিপাত, অসময়ে মেঘ গর্জন, চারদিকে গৃধ্রর চীৎকার, দিবামধ্যে শেয়ালের ডাক, উত্তপ্ত হাওয়া খরার মত চারদিক দগ্ধ করছিল, কাকে সমস্ত নগর আচ্ছন্ন ইত্যাদি নানা অশুভ লক্ষণ এই বীরদ্বয়ের জন্ম ক্ষণে উভয়ের অশুভ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাষ দিয়ে যায়। ছায়া পূর্বগামিনী। (Caming events cast their shadows before—Campbell).

রাবণের অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন তাঁর সহজাত বীভৎস চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে। উভয়েরই যেন নিজ বংশ ধ্বংসের জন্য জন্ম।

দুর্যোধনের জন্মলগ্নেও নানা অশুভ লক্ষণ দেখে বিদুর দুর্যোধনকে ঐ মুহূর্তে হত্যা করে বংশ রক্ষা করতে ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছিলেন, কালই তাঁর পুত্র দুর্যোধনের রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই দুই মহান দ্রষ্টার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে ছিল।

ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভজাত বিশ্রবার ঔরসজাত পুত্র বৈশ্রবণ বা ধনেশ্বর কুবেরকে দেখে কৈকসী রাবণকে বলেছিলেন —পুত্র, তোমার ভ্রাতা তেজস্বী কুবেরকে দেখ, যাতে তাঁর মত হতে পার, সেই চেষ্টা কর।

ঈর্ষান্বিত রাবণ প্রত্যুত্তরে জননীকে বলেছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন যে তিনি কুবেরের সমান বা ততোধিক হবেন। তারপর তিনি ভ্রাতাদের নিয়ে গোকর্ণ আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে অমরত্ব বর চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন, অমর বরের যোগ্য তুমি নও। অন্য বর প্রার্থনা কর। তখন দশগ্রীব প্রার্থনা করলেন তিনি যেন পশু পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব রাক্ষস ও দেবতাদের অবধ্য হন। ব্রহ্মা তথাস্তু বললেন। ব্রহ্মা তাঁকে আরও একটি বর দিয়ে বললেন যে, দশগ্রীব যখন যে রূপ ধারণ করতে মানস করবেন, তখনই সেই রূপ গ্রহণ করতে পারবেন।

মাতামহ সুমালী ও মাতুল প্রহস্তের প্ররোচনায় রাবণ প্রথমেই আত্মরূপ প্রকাশ করলেন। ভাই কুবেরকে লঙ্কার সিংহাসন হতে বিতাড়িত করে, তিনিই সিংহাসন দখল করেন। কুবের কৈলাসে আশ্রয় নিলেন।

রাবণ ময়দানব ও অপ্সরাব গর্ভজাত কন্যা হেমার' কন্যা মন্দোদরীকে বিয়ে করেন, ময় তাঁর তপোলব্ধ অমোঘ শক্তি অস্ত্র রাবণকে দান কবেছিলেন।

মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েই মেঘ গর্জনের ন্যায় রোদন করতে লাগলেন। সেজন্য রাবণ তার নামকরণ করেন মেঘনাদ।

রাবণ শাস্ত্রবিদ্যায় পণ্ডিত ও শস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর শারীরিক শক্তিও ছিল অসাধারণ, দানবদের কাছ থেকে রাবণ নানা মায়াও আয়ত্ব করেছিলেন।

ব্রহ্মার বরে ও শক্তিমদে মত্ত হয়ে রাবণ কাউকেই গ্রাহ্য করতেন না। এবং যদৃচ্ছা অত্যাচার ও দুরাচার তাঁর চরিত্রের অঙ্গ ছিল। বহু পরস্ত্রীকে বলপূর্বক হরণ করে নিজের অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখেছিলেন।

রাবণ কৈলাসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর পুষ্পক বিমান কেড়ে নিয়ে কার্ত্তিকেয়র জন্মস্থান শরবণে উপস্থিত হলেন। পুষ্পকের গতি সহসা রুদ্ধ হল। তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচ রাবণকে জানালেন যে ঐ রথ কুবের ভিন্ন অন্য কাউকে বহন করে না। সেইজন্যই নিশ্চল হয়েছে।

শঙ্করের পার্ষদ নন্দী রাবণকে বললেন—রাবণ যেন ফিরে যান। কারণ এই পর্বতে শঙ্কর ক্রীড়া করেন। নাগ, পক্ষী, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব,, রাক্ষস সকলেরই এ স্থান অগম্য।

রাবণ নন্দীর কথায় ফিরে গেলেন না। বরং কে এই শঙ্কর দেখবার জন্য বিমান হতে নামলেন এবং শঙ্করের সঙ্গী নন্দীর রূপ

দেখে হেসেছিলেন। কারণ নন্দীর মুখ বানরের মত ছিল। নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে বানরাই রাবণের বংশ ধ্বংস করবে। রাবণ নন্দীর অভিশাপ উপেক্ষা করে স্পর্দ্ধা করে পর্বতে উঠতে লাগলেন। পার্বতী সহ পর্বতবাসীরা ভীত হয়ে পড়লে মহাদেব পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপ দিলেন। ফলে রাবণের বাহু নিপীড়িত হল এবং রাবণ ত্রিলোক কম্পিত করে গর্জন করে উঠলেন।

অমাত্যবর্গের পরামর্শে রাবণ সহস্র বৎসর মহাদেবের স্তব করেন। সহস্র বৎসর পর মহাদেব তাঁর বাহু মুক্ত করে বললেন, দশানন, তোমার পরাক্রমে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি পর্বতের ভারে নিপীড়িত হয়ে দারুণ রব করেছিলে, সেজন্য তোমার নাম রাবণ। মহেশ্বরের দেওয়া দশগ্রীবের অপর নাম রাবণ।

রাবণ মহাদেবকে জানালেন ব্রহ্মার থেকে তিনি পূর্বেই বর পেয়েছেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব প্রভৃতির তিনি অবধ্য। পূর্বে ব্রহ্মার বরে দীর্ঘায়ু লাভ করেছেন। তিনি এমন এক অস্ত্র প্রার্থনা করলেন যার দ্বারা অবশিষ্ট আয়ু তাঁর নিরাপদ হয়। এবং ব্রহ্মার থেকে বর প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর যে আয়ু শেষ হয়েছে, তা যেন তিনি ফিরে পান।

মহাদেব রাবণকে চন্দ্রহাস নামক খড়্গ দিয়ে বললেন, তোমার কামনা সিদ্ধ হবে। আরও বললেন এই অস্ত্রকে অবজ্ঞা কর না। যদি অবজ্ঞা কর তবে এই অস্ত্র আমার কাছে ফিরে আসবে।

রাবণ দেবতাদের কৃপা লাভের যে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, খুব কম ব্যক্তিরই অদৃষ্টে তা ঘটে। কিন্তু তিনি সেই শক্তির অপপ্রয়োগ করে নিজেকে ধ্বংস করেছেন।

রাবণ দিগ্বিজয়ী হবার ইচ্ছায় অনেক ক্ষত্রিয় বীরকে নিহত করেন, অনেকে আবার রাবণের বশ্যতা স্বীকার করেন।

রাবণ দেবলোক বিজয় করেছিলেন। অনেক নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাবণ অযোধ্যায় গেলেন। সেইখানে মহারাজ

অনরণ্যকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। অনরণ্যর মস্তক রাবণের করাঘাতে রথ হতে ভূতলে লুটিয়ে পড়লে রাবণ উপহাস করেন। রাবণের উপহাস সহ্য করতে না পেরে তিনি রাবণকে অভিসম্পাত করেন—

উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামো দাশরথির্নাম যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ (উঃ) ১৯।৩০

—ইক্ষ্বাকুবংশের মহাত্মাদের বংশে দশরথ নন্দন রাম জন্মগ্রহণ করবেন। তিনিই তোমার প্রাণ হরণ করবেন।

রাবণ যমরাজকেও যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। তিনি কালকেয়-দৈত্যদের বিনাশ সাধন করেন। চার হাজার কালকেয় দৈত্যকে হত্যা করবার সময় শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বকেও নিহত করেন। বরুণপুত্রদেরও পরাভূত করেন। নাগগণকে বশে আনেন। নিবাত কবচ দৈত্যগণের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করে ব্রহ্মার নির্দেশে সখ্য স্থাপন করেন। প্রত্যাবর্তন কালে রাবণ পথিমধ্যে বহু নৃপতি, ঋষি, দেবতা ও দানবদের কন্যাগণকে অপহরণ করলেন। তাঁরা রাবণকে অভিশাপ দিলেন, যেহেতু সে পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়েছে, সেজন্য স্ত্রীর জন্যই এই দুর্মতি বিনাশ প্রাপ্ত হবে। এই সতী সাধবী নারীদের অভিশাপ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দুন্দুভি বাদ্য এবং পুষ্প বৃষ্টি হলো। ব্রহ্মর্ষি কন্যা বেদবতীও রাবণকে অভিশাপ দেন, পরজন্মে বেদবতীর সীতা রূপে আবির্ভাব ঘটবে। (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য) Diogenes-এর—The vicious obey their passions—as slaves do their master এই উক্তি রাবণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

স্বামী শোকে ক্রন্দনরতা শূর্পণখাকে রাবণ আশ্বাস দিয়ে শূর্পণখার মাসতুত ভ্রাতা খরকে দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের অধিপতি করে পাঠালেন এবং শূর্পণখাও খরের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে লাগলো।

অতঃপর বিভীষণ রাবণকে পরস্ত্রী হরণের পাপের ফলে তাদের ভগ্নী (মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবানের কন্যা অনলা মাসীর

কন্যা) কুম্ভীনসীকে রাক্ষস মধু অপহরণ করেছে বলে দোষারোপ করেন। রাবণ মধু রাক্ষসকে শাস্তি দিতে গেলে কুম্ভীনসী মধুকে স্বামীরূপে স্বীকার করে তার প্রাণ ভিক্ষা করে। রাবণ তাকে আশ্বাস দিয়ে মধুকে সঙ্গে নিয়ে দেবলোক আক্রমণ করেন।

রাবণ স্বর্গ আক্রমণের অভিযানে পথিমধ্যে অপ্সরা রম্ভাকে কুবেরের পুত্র নলকুবেরের ভাবী বধূ জানা সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর উপর অত্যাচার করায় ধর্মে কর্মে ব্রাহ্মণ পরাক্রমে ক্ষত্রিয় বিখ্যাত নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু তিনি রম্ভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর উপর অত্যাচার করেছেন, সেজন্য অন্য কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সম্ভোগ করতে পারবেন না। যখনই তিনি অনিচ্ছুক নারীকে ধর্ষণ করতে যাবেন, তখনই তাঁর মস্তক সাত খণ্ডে বিভক্ত হবে। নলকুবেরের এই অভিশাপে ব্রহ্মা ও দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। রাবণ যে সব নারীকে হরণ করেছিলেন তাঁরাও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

রাবণের জীবন যেন অভিশাপের শোভাযাত্রা। দুশ্চরিত্র রাবণ কঠোর তপস্যায় দেবতাদের আশীর্বাদে গর্বে স্ফীত হয়ে অনাচার ব্যভিচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত হলেও রাক্ষস-রাজ রাবণ অভিশাপের অমোঘ শক্তিকে জয় করতে না পেরে নিজেকে দুর্বল মুষিকের মত অসহায় মনে করতেন। সেই জন্যই তাঁর শেষ পরিণতি এমন দুঃখাবহ।

রাবণ সসৈন্যে ইন্দ্রলোক আক্রমণ করেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তার জন্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু স্বয়ং ভবিষ্যতে রাবণকে বধ করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। দেবতাদের সঙ্গে রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। ইন্দ্রের সঙ্গে বাবণের যুদ্ধ হয়। রাবণকে ইন্দ্র প্রায় বন্দী করছে দেখে রাবণ পুত্র মেঘনাদ মায়াবলে ইন্দ্রকে বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। অতঃপর ব্রহ্মা ইন্দ্রকে মুক্ত করেন।

রাবণ মাহিষ্মতী নগরীতে এসে হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্য অর্জুনকে

যুদ্ধে আহ্বান করেন। ফলে অর্জুনের প্রচণ্ড গদাঘাতে রাবণ পশ্চাদ-পসরণে বাধ্য হয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে ভূপতিত হলেন। পরাজিত রাবণকে অর্জুন বন্দী করে নিজ পুরীতে প্রবেশ করেন।

রাবণের পিতামহ মহর্ষি পুলস্ত্যের অনুরোধে অর্জুন রাবণকে মুক্ত করেন। এবং অগ্নি সাক্ষী করে তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। অর্জুনের মিত্রতা লাভ করে রাবণ সদর্পে রাজাদের সংহার করতে করতে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় বালির বীর্য্যের খবর পেয়ে, একদিন তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। বালির অমাত্যগণ তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু রাবণ তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বালি তখন সান্ধ্য উপাসনা করছিলেন। রাবণ বালিকে ধরতে গেলে, বালি তাঁকে বগলে চেপে বায়ুবেগে আকাশে উড্ডীন হলেন। রাবণের সঙ্গীরা তাঁর অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলো। বালি এইভাবে রাবণকে বগলে ধারণ করে চতুঃসমুদ্রে গিয়ে সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করে সহাস্যে রাবণকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। রাবণ লজ্জিত হয়ে আত্মপরিচয় দিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বালির হাতে রাবণের লাঞ্ছনার চিত্র অন্য রঙে চিত্রিত করা হয়েছে।

লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালি ॥
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের বড় ॥

— — —

অতি শীঘ্র ধায় বালি পরাণের বেগে।
রাক্ষস না পায় লাজ অবসাদে ভাগে ॥
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারি শত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত ॥
সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্বলোক হাসে ॥

লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মূর্চ্ছিত।
ঝল্‌কে ঝল্‌কে মুখে উঠিল শোণিত ॥

— — — —

ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল সে পেটে নাহি ধরে।
অকট বিকট করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে বালি ও আকাশে ॥
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে।
রাবণ লইয়া বালি কিষ্কিন্ধায় নড়ে ॥ (উঃ)

রাবণ বালিকে বললেন—

সোঽহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব।
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ ॥ (উঃ) ৩৪।৪০

—হে বানরশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার বলবীর্য্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি। এখন আমি অগ্নি সাক্ষী করে আপনার সঙ্গে চির সখ্য স্থাপন করতে চাই।

অবশেষে বালির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে রাবণ একমাস সপারিষদ কিষ্কিন্ধ্যায় অবস্থান করে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অশ্মনগরে বহু রত্নখচিত সুন্দর ভবন রাবণকে আকৃষ্ট করে। রাবণ ঐ প্রাসাদের মালিক বলির সঙ্গে যুদ্ধ করবেন স্থির করলে, দ্বাররক্ষী দানবেন্দ্র বলির সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাৎ করাবার জন্য নিয়ে গেলেন।

বলি রাবণকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস কি চাও? কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলি জিজ্ঞেস করলেন—

জিজ্ঞাসিল পাতালেতে এলে কি কারণ ॥
সে বলে পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে ॥

বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে ॥

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু অন্যরূপ। বলি রাবণকে বললেন যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে দ্বার দেশে দেখেছ তিনি পূর্ব্ববর্তী সব দানব রাজকে বশীভূত করেছেন। ইনি আমাকেও বন্ধন করেছেন। ইনি তোমাকে, আমাকে এবং পূর্ব্ববর্তী সব বীরকে বন্দী করতে পারেন। নিরঞ্জন বাসুদেবই দ্বারে রয়েছেন। (এষ তিষ্ঠতি দ্বারস্থো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ)।

তথাপি রাবণ স্পর্দ্ধা করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে, হরি ভাবলেন, এই পাপীকে এখন বধ করব না। (নৈনব হন্ম্যধুনা পাপং চিন্তয়িত্বেতি) এই ভেবে তিনি অন্তর্হিত হলেন। রাবণ সিংহনাদ করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে—

বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ ॥
— — — —
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান ॥
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে ॥
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে।
রাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজ হাসে ॥
রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ।
— — — —
এই মত বন্দিশালে আছে ত রাবণ।
কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগণ ॥
— — — —
বলি ভূপতির আছে শত শত দাসী।
— — — —

উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ স্বর্ণ থালে।
পাখলিতে যায় তারা সাগরের জলে ।।

— — — —

রাবণ বলেন কন্যা শুনহ বচন।
এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন ।।
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বরে।

— — — —

দিতেছি তুলিয়া অন্ন দিল ততক্ষণ।
মুখ পসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ ।।
কুঁজী বলে রাবণ তুমি হে মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ ।।
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে।
আপনার বন্ধন লইল তৎক্ষণে।
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা।
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা ।।
যথায় যথায় আছেন বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তথ তথা রাবণ পাইল অপমান ।। (উঃ)

রাবণের মত দুর্ধর্ষ শক্তিশালী বীরকে কৃত্তিবাস কবি যেন উপহাসাস্পদ করে চিত্রিত করেছেন। রাবণের মত বীর পুরুষ ক্ষুধার্ত্ত হয়ে এইভাবে জীবন রক্ষার জন্য বলির দাসীদের নিকট উচ্ছিষ্ট যাচ্ঞা করার চিত্র বড়ই করুণ।

রাবণ সূর্যলোকে গিয়ে সূর্যলোকের সকলকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সূর্য দ্বারপাল দণ্ডিকে বললেন, দণ্ডি, তুমি রাবণকে পরাজিত কর অথবা নিগৃহীত হলাম বল। দণ্ডী রাবণকে তা জানালে রাবণ জয় ঘোষণা করে প্রস্থান করলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে পর্বত মুনির পরামর্শে রণপ্রিয় রাবণ রাজা মান্ধাতার সঙ্গেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
একই সমান যুদ্ধ ক'রে দশ মাস ।।
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্বত ।।
সপ্ত স্বর্গে কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ।। (উঃ)

ব্রহ্মা মহর্ষি ভার্গব মারফৎ রাজা মান্ধাতাকে বলে পাঠালেন,- ব্রহ্মার বরে রাবণকে তিনি নিহত করতে পারবেন না।

তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ।।
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেক শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে ।।

— — — —

অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুই জন ।।

— — — —

মান্ধাতা রাবণেতে সমান গেল রণে।
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ।। (উঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু অন্যরূপ বর্ণনা আছে। রাবণ সোমলোক যাত্রার পথে অনেক রাজাকে দেখে পর্বত মুনিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে সব রাজারা যাচ্ছেন এদের মধ্যে কে আজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ?

পর্বতমুনি বললেন, এইসব নৃপতিরা স্বর্গাভিলাষী, যুদ্ধার্থী নন। তিনি আরও বললেন, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর অত্যন্ত তেজস্বী মান্ধাতা নামে বিখ্যাত এক মহারাজা আছেন, তিনিই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতা সপ্তদ্বীপ জয় করে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য আসলেন। রাবণ মান্ধাতাকে বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। মান্ধাতা রাবণকে উপহাস করে বললেন, রাক্ষস, যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে, তাহলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

উত্তরে রাবণ বললেন—

বরুণস্য কুবেরস্য যমস্যাপি ন বিব্যথে ॥
কিং পুনর্মানুষাত্বত্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ ॥ (উঃ) (প্রঃ)
৩।৩০-৩১

—বরুণ, কুবের এবং যমের নিকট আমি ব্যথিত হইনি। তুমি মানুষ তোমার ভয়ে রাবণ ভীত হবে ?

উভয়েব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধে উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হলেন। উভয়ের তপস্যালব্ধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রয়োগে ত্রিলোকের প্রাণীরা দেবতারা ভয়ে কম্পিত হলেন এবং নাগরা লয় প্রাপ্ত হলেন। এই সময় মুনি পুলস্ত্য ও গালব ধ্যান যোগে তা দেখতে পেলেন। তাঁরা নানা উপদেশে উভয়কে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করলেন এবং উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপন করলেন।

রাবণ চন্দ্রলোকে গেলেন চন্দ্রকে জয় করতে। ব্রহ্মা তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন, তুমি চন্দ্রকে পীড়ন কর না। অবিলম্বে এ স্থান হতে চলে যাও। কারণ এই মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ লোকের হিতাভিলাষী। আমি তোমাকে একটা মন্ত্র দিচ্ছি। যখন প্রাণ যাবে মনে হবে সেই সময় এই মন্ত্র স্মরণ করলে মৃত্যুর বশীভূত হবে না। রাবণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, লোকনাথ, আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাকে এমন মন্ত্র দিন, যে মন্ত্র জপ করে আমি—

যং জপ্তাহং মহাভাগ সর্বদেবেষু নির্ভয়ঃ ॥
অসুরেষু চ সর্বেষু দানবেষু পতত্রিষু।
ত্বৎপ্রসাদাত্তু দেবেশ স্যামজেয়ো ন সংশয়ঃ ॥ (উঃ) (প্রঃ)
৪।২৬-২৭

—দেব, দানব, অসুর এবং গরুড়াদি পক্ষিদের মধ্যে নির্ভয় হব দেবেশ, অধিক কি ? আপনার প্রসাদে আমি অজেয় হব। এতে সংশয় নেই।

ব্রহ্মা বললেন, প্রাণ বিনাশকালেই মন্ত্র জপ করা উচিত। নিত্য জপ করা উচিত না। অক্ষসূত্র গ্রহণ করেই এই শুভ মন্ত্র জপ করতে হয়। অতএব তুমি মন্ত্র জপ করেই অজেয় হবে।

রাবণকে বর দিয়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মালোকে গমন করলেন। রাবণ ব্রহ্মার বর লাভ করে দেব, গন্ধর্ব, মানব প্রভৃতি শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হলেন।

কিছুকাল পর রাবণ পশ্চিম সাগরে আসলেন। সেখানে ভীষণাকার এক পুরুষ দেখে রাবণ বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। সেই পুরুষ বজ্রের ন্যায় ছয় হস্ত দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসকে নিপীড়িত করে ভূপাতিত করলেন। রাবণ উঠে মন্ত্রীদের বললেন, সেই মহাপুরুষ কোথায় গেলেন, তা আমাকে বল। তারা জানাল তিনি এই স্থানেই প্রবেশ করেছেন। রাবণ পাতালে প্রবেশ করে দেখল, যাকে তিনি দেখেছিলেন, সেই পুরুষের ন্যায় তিন কোটি পুরুষ প্রত্যেক দিন উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা পূর্ব দৃষ্ট পুরুষটির ন্যায় চর্তুভুজ। রাবণ আরও দেখলেন পাতালে কোন এক গৃহের মধ্যে শয্যায় এক পরম পুরুষ শয়ান রয়েছেন। তিনি পাবক দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং স্বয়ং লক্ষ্মী চামর হস্তে ব্যজন করছেন। দুর্মতি রাবণ তাঁকে স্পর্শ করতে গেলে, সেই পরম পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। রাবণ ছিন্নমূল তরুর মত ভূপতিত হলেন। রাক্ষসকে পতিত হতে দেখে তিনি বললেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তুমি উঠ, আজ তোমার মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মার বরে তুমি জীবিত রয়েছে। এখন তোমার মৃত্যু নেই। তুমি চলে যাও,

রাবণ জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে?

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলেছে—

> রাবণ বলিছে তুমি কোন অবতার।
> পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার॥ (উঃ)

সেই দিব্য পুরুষ বললেন, আমি তোমাকে এখন বিনষ্ট করব না। উত্তরে রাবণ বললেন—

ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥
তুমি যে আমারে মার তবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হাতে ন মরে রাবণ ॥
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ ॥
সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয় ॥
চর্তুভুজ তিন কোটি তাঁর পরিবার ॥ (উঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে সেই পুরুষের পরিচয়ে বলা হয়েছে তিনি ভগবান কপিল। তাঁর অপর নাম নর। কপিল ক্রুদ্ধ নেত্রে রাবণকে দেখেননি তা হলে রাবণ ভস্ম হয়ে যেতেন।

বাল্মীকি রামায়ণে সেই মহাপুরুষ রাবণের প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন—

কিংতে ময়া দশগ্রীব বিজ্ঞাতেন নিশাচর ॥ (উঃ) (প্রঃ)
৪। ৫৬

—হে নিশাচব দশানন, আমাকে জেনে তোমার লাভ কি ?

উত্তরে রাবণ বললেন—

অমরোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশদ্ভয়ম্।
তথাপি চ ভবেন্মৃত্যুস্ত্বত্তস্তান্নান্যতঃ প্রভো ॥ (উঃ) (প্রঃ)
৪। ৬০

—প্রভো যদিও আমার মৃত্যু নেই তথাপি যদি আমার মৃত্যু ঘটে তবে আপনার হাত ব্যতীত অপর কারো হাতে যেন না হয়।

আপনার হাতে মৃত্যুতে আমি যশস্বী হব এবং গর্ব অনুভব করব। তারপর রাবণ সেই দেবতার শরীরে সমগ্র ত্রৈলোক্য দেখতে পেলেন। সেই দ্বীপের নর ভগবান কপিলমুনি নামে অভিহিত ছিলেন। তিনিই নারায়ণ। তিনিই বিষ্ণু। তিনিই প্রাণীদের সৃষ্টি ও সংহারের কর্তা। যে সব দেবতা সেখানে নৃত্য করছিলেন তাঁরা সকলেই সেই কপিলের ন্যায় তেজ ও প্রভাবসম্পন্ন। তিনি ক্রুদ্ধ পাপী রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। তাই রাবণও ভস্মীভূত হননি। অতঃপর বহু বিলম্বে সেই মহাশক্তিশালী রাবণ সংজ্ঞা লাভ করে যেখানে তাঁর মন্ত্রীবর্গ

ছিল, সেখানে গমন করেন। (আজগাম মহাতেজা যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ)।

রাবণ একদিন ঋষি সনৎকুমারকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলেন, দেবতারা যাঁকে আশ্রয় করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের পরাজিত করে, ইহলোকে সেই দেবতাদের মধ্যে কে বলবান? দ্বিজগণ কার পূজা করেন? এবং যোগীরাই বা নিত্য কার ধ্যান করেন?

ঋষি সনৎকুমার বললেন, যিনি এই জগতের স্রষ্টা—সেই নারায়ণ হরিকেই সকলে প্রণাম করে। তিনি যুদ্ধে দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে পরাজিত করেন।

রাবণ জিজ্ঞেস করলেন, দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি যে সব শত্রু দেবতাদের দ্বারা নিহত হয়েছে, তাদের কি গতি হবে? এবং যাদের হরি হত্যা করেছেন তাদেরই বা কি গতি হবে?

উত্তরে মহামুনি সনৎকুমার জানালেন, দেবতা যাঁদের হত্যা করেছেন তাঁদের স্বর্গলাভ হবে। এবং পুনরায় তাঁরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন। কারণ পূর্ব জন্মার্জিত পাপ পুণ্যের ফলে জীবদের জন্ম ও মৃত্যু হয়। কিন্তু স্বয়ং হরি বা জনার্দ্দন যাঁদের নিহত করেছেন, সেই নরোত্তমগণ তাঁতেই লয় প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর ক্রোধও আশীর্বাদ।

সনৎকুমারের কথা শুনে—

তথা প্রহৃষ্টঃ স বভূব বিস্মিতঃ।

কথং ন যাস্যামি হরিং মহাহরে॥ (প্রঃ) ৬।২৩

—(রাবণ) সন্তুষ্ট হয়ে এবং বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে কিরূপে হরিকে মহাসমরে পাওয়া যায়?

সনৎকুমার রাবণকে বললেন, তুমি সুখী হও। কিছুকাল অপেক্ষা কর। তাহলে তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে।

অতঃপর রাবণ কৌতূহলী হয়ে সনৎকুমারের নিকট জিজ্ঞেস করলেন তাঁর লক্ষণ কিরূপ? সনৎকুমার রাবণকে বললেন—

স হি সর্বগতো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্য সচরাচরম্॥
স ভূমৌ দিবি পাতালে পর্বতেষু বনেষু চ।
স্থাবরেষু চ সর্বেষু নদীষু নগরীষু চ॥ (প্রঃ) ৭। ৫-৬

—তিনি সনাতনদের অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং সর্বত্রগামী। তিনি এই চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যেই ব্যাপ্ত আছেন। তিনি কি ভূমি, কি স্বর্গ, কি পাতাল, কি বন, কি স্থাবর, কি নদী এবং কি নগরী সর্বত্রই অধিষ্ঠিত আছেন।

এইভাবে তিনি জনার্দ্দনের স্বরূপ ও অবস্থান বর্ণনা করেন। এবং বললেন যদি তাঁকে দর্শন করতে তোমার ইচ্ছা হয় বা তোমার যদি তাঁর বৃত্তান্ত শ্রবণ করবার অভিলাষ হয়, তবে তা শ্রবণ কর।

সত্য যুগ শেষ হলে ত্রেতাযুগের প্রথমে দেবতা এবং মানুষদের মঙ্গলের জন্য তিনি রাজদেহ ধারণ করবেন। ইক্ষাকুবংশীয় রাজা দশরথের এক মহাতেজস্বী পুত্র জন্ম গ্রহণ করবেন। তাঁর নাম হবে রাম। সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাম ক্ষমাগুণে পৃথিবীব সমান, অত্যন্ত তেজস্বী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিশালবাহু এবং মহাত্মা রাম পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ভ্রাতার সঙ্গে দণ্ডক বনে বিচরণ করবেন। বসুধাতল হতে উত্থিত জনক দুহিতা সর্বসুলক্ষণযুক্তা সীতা তার পত্নী হবেন।

সনৎকুমারের মুখে রাম-সীতার বৃত্তান্ত শুনে রাবণ রামের সঙ্গে কিরূপে বিরোধ ঘটাবেন তা চিন্তা করতে লাগলেন।

এতদর্থং মহাবাহো রাবণেণ দুরাত্মনা।
সুতা জনকরাজস্য হৃতা রাম মহামতে॥ (প্রঃ) ৮।৪

—এই জন্য দুরাত্মা রাবণ জনক দুহিতা সীতাকে হরণ করেছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ধার্মিক বিভীষণ নানা অশুভ লক্ষণ দেখে রাবণকে পূর্বেই বলেছিলেন—

জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন ॥
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥ (অঃ)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে যে রাবণও জনক রাজার হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করতে গিয়েছিলেন।

ধনুক তুলিয়া যায় বীর দশানন ॥
আঁচিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে ॥
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুক খানি টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে ॥
নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায়।
কি হইবে মামা ধনু তুলা নাহি যায় ॥ (আঃ)

শক্তিশালী বীর রাবণকে কবি কৃত্তিবাস বার বার হাস্যাস্পদ চরিত্রে চিত্রিত করেছেন। যে মহাবীর রাবণ স্বর্গ মর্ত পাতাল জয় করেছেন, যিনি কৈলাস পর্বতও তুলেছেন, সেই রাবণ মাতুল প্রহস্তকে বলছেন :—

দশগ্রীব বলে আর নাড়িতে না পারি ॥
প্রাণ যায় মামা তবু তুলিতে না পারি ॥
— — — —
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ আন তুমি ॥
আরবার রাবণ ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে চায় প্রহস্তের পানে ॥
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে ॥
— — — —
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া ॥
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী। (আঃ)

রাবণের মত বীরকে কবি কৃত্তিবাস এমন দুর্বল চরিত্র করেছেন কেন

অঙ্কিত করলেন জানি না। হয়ত রামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য রাবণকে উপরোক্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাবণ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করার পথে নারদের সঙ্গে দেখা হয়। রাবণ নারদকে জিজ্ঞেস করলেন কোন লোকের মানবরা বেশী শক্তিশালী? আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি। নারদ তাঁকে শ্বেত দ্বীপের নাম বলেন।

রাবণ শ্বেত দ্বীপে গমন করলেন। সেই দ্বীপের তেজ প্রভাবে রাবণের পুষ্পক বিমান বায়ু দ্বারা সমাহত হয়ে বাতাহত মেঘের ন্যায় অবস্থান করতে পারল না। রাবণের মন্ত্রীরা ভয়ে পলায়ন করল। তখন রাবণ একা সেই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করলেন, শীঘ্রই সে অঞ্চলের রমণীদের দৃষ্টিপথে এলেন। তাদের মধ্যে এক রমণী রাবণের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্য এস্থানে এসেছো? তুমি কে? কার পুত্র? কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?

উত্তরে রাবণ বললেন—

অহং বিশ্রবসঃ পুত্রো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
যুদ্ধার্থমিহ সম্প্রাপ্তো ন চ পশ্যামি কঞ্চন॥ (প্রঃ) ৯।৩২

—আমি বিশ্রবামুনির পুত্র। আমার নাম বাবণ। আমি যুদ্ধাভিলাষী হয়ে এস্থানে এসেছি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

সেই দ্বীপের যুবতীরা রাবণকে নানাভাবে অপদস্থ করলে তা দেখে নারদ হাস্য ও নৃত্য করতে থাকেন।

সীতা হরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অগস্ত্য মুনি রামকে বলেছিলেন, রামের হস্তে মৃত্যু কামনা করেই রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। (বিজ্ঞায়াপহৃতা সীতা ত্বত্তো মরণকাঙ্ক্ষয়া)

সাবা জীবন রাবণ পাপেব সাগরে ভেসে বেড়িয়েছেন। দেবদত্ত আশীর্বাদে বলীয়ান হয়ে তিনি একের পর এক পাপ করে বেড়িয়েছেন। এই প্রসঙ্গে Leighton এর উক্তি—Sin is first pleasing, then if grows easy, then delightful, then

frequent, then habitual, then confirmed, then the man is impenitent, then he is obstinate, then he is resolved never to repent, and then he is ruined রাবণের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।

বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করালে গন্ধর্বসহ সমস্ত দেবতা, ঋষি ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মাকে জানালেন, আপনার আশীর্বাদে প্রমত্ত রাক্ষসরাজ রাবণ বল প্রয়োগ করে আমাদের পীড়ন করেছেন, আমরা তাঁকে শাসন করতে পারছি না। আপনি তাঁকে বরদান করেছেন। অতএব তা মান্য করে আমাদের তাঁর সব দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হচ্ছে। ঐ দুরাত্মা রাবণ স্বর্গ মর্ত ও পাতাল এই তিন লোককেই অতিষ্ঠ করছেন। সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করছেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে নিগৃহীত করতে ইচ্ছা করছেন। তিনি ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণ ও অসুরদিগকেও অতিক্রম করেছেন।

নৈনং সূর্য্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে ॥ (আঃ)
১৫।১০

—সূর্য্য ঐ রাবণকে উত্তপ্ত করে না, বায়ু তার পার্শ্বে বেগে প্রবাহিত হয় না, সমুদ্রও রাবণকে দেখে একটুও চঞ্চল হয় না, অর্থাৎ তরঙ্গ সঞ্চালন না করে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এই বিকটাকৃতি রাক্ষস আমাদের সবার ভীতিপ্রদ। আপনি শীঘ্রই রাক্ষসকে প্রতিরোধের উপায় স্থির করুন।

দেবতাগণ ব্রহ্মাকে এইরূপ বললে পর তিনি খানিকক্ষণ চিন্তিত থেকে বললেন, আমি ঐ দুর্বৃত্ত রাক্ষসের বিনাশের উপায় স্থির করেছি। রাবণ আমার থেকে গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণের অবধ্য হবার বর চেয়েছিল। আমি সেই বরই দিয়েছি। অবজ্ঞা ভরে সে মানুষের নাম উল্লেখ করেনি। সুতরাং সে মানুষের দ্বারাই নিহত হবে।

বিষ্ণু দশরথের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দেবতাদের প্রিয় কাজ করবার সঙ্কল্পে ব্রহ্মার নিকট উপবেশন করলেন। তখন দেবতারা তাঁকে স্তুতি করে বললেন, সব লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি মহারাজ দশরথের গৃহে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করুন। আপনি মনুষ্য রূপ ধারণ করে সব লোকের কন্টক ও পীড়াদায়ক রাবণকে পরাভূত করুন। কারণ সে দেবতাদের দ্বারা অবধ্য।

রাক্ষসো রাবণো মূর্খো বীর্য্যোদ্রেকেণ বাধতে।
ঋষয়শ্চ ততস্তেন গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা॥ (আঃ) ১৫।২৩

—সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ শক্তি মদে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ঋষি শ্রেষ্ঠ জনকে অত্যন্ত পীড়ন করছে।

আপনি আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয়। আপনি দেব-শত্রুদের বিনাশের জন্য মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হতে সঙ্কল্প করুন। দেবতাদের প্রার্থনা শুনে বিষ্ণু বললেন, দেবগণ, তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য ক্রূর হৃদয় রাবণকে পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় সভাসদ্ ও অনুচরবর্গ সহ যুদ্ধে নিহত করব। এইজন্য আমি পৃথিবী পালনের ছলে একাদশ সহস্র বৎসর মনুষ্য-লোকে বাস করব। বিষ্ণু দেবতাদের জিজ্ঞেস করলেন কি উপায়ে রাক্ষস রাবণকে বধ করা সম্ভব। তাঁরা তাঁকে ব্রহ্মার বরের প্রসঙ্গ জানালেন। সেই বরবলে কিরূপে রাবণ ত্রিলোককে নিগৃহীত করছেন তা বর্ণনা করেন। একমাত্র মনুষ্য ভিন্ন অন্য কারো হতে রাবণের ভয় নেই। সুতরাং আপনি মানব রূপ ধারণ করে যুদ্ধে রাবণকে নিহত করুন।

উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চাপ্যপকর্ষতি।
তস্মাত্তস্য বধো দৃষ্টো মনুষেভ্যঃ পরন্তপ॥ (আঃ) ১৬।৭

—এখন সে ত্রিভুবনকে বিপর্য্যস্ত করছে। এবং নারীদের অপহরণ করছে। হে শত্রুনাশক, মানুষ হতেই তার মৃত্যু সুনিশ্চিত দেখা যাচ্ছে।

দেবতাদের কথা শুনে সর্বেশ্বর বিষ্ণু নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করে দশরথের সন্তান রূপে জন্ম নিতে সম্মত হলেন। দশরথের পুত্র না থাকার জন্য ঐ সময়েই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিলেন। (প্রথম পর্বে রাম ও যুধিষ্ঠির চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

অরণ্যকাণ্ডে রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা লক্ষ্মণের হাতে লাঞ্ছিতা হয় এবং তার ভ্রাতা খর রামের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য চতুর্দশ রাক্ষস সৈন্য পাঠিয়েছিল। রাম তাদের সকলকেই বধ করেন। শূর্পণখা তাদের মৃত্যু সংবাদ দিলে খর ও দূষণ চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সেনা নিয়ে জনস্থান হতে পঞ্চবটী বনে যায়, রাম তাদের সকলকেই যুদ্ধে বধ করেন।

রাক্ষস অকম্পন কোন প্রকারে সেই যুদ্ধ হতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে রাবণকে খর দূষণ ইত্যাদির মৃত্যু সংবাদ জানায়। এই দুঃসংবাদ পেয়ে রাবণ অকম্পনকে বললেন, কোন্ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবার জন্য আমার জনস্থান নষ্ট করছে ?

ন হি মে বিপ্রিয়ং কৃত্বা শক্যং মঘবতা সুখম্।
প্রাপ্তুং বৈশ্রবণেনাপি ন যমেন চ বিষ্ণুনা ॥ (অরণ্য) ৩১।৫

—স্বয়ং বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম ও কুবের ও আমার অপ্রিয় কাজ করে সুখী হতে পারে না।

কালস্য চাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্।
মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে ॥ (অরণ্য) ৩১।৬

—আমি কালেরও কাল যমকে নাশ করতে পারি। অগ্নিকেও দগ্ধ করতে পারি। মৃত্যুকেও মৃত্যুর মুখে মুক্ত করতে পারি।

আমি আমার তেজে সূর্য্য ও অগ্নিকে দগ্ধ করতে পারি। বায়ুর ক্ষিপ্রগতিকেও বিনষ্ট করতে পারি।

উত্তরকাণ্ডে রাবণের শৌর্য্য বীর্য্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে রাবণের উপরোক্ত দম্ভ বাহুল্য নয়।

অতঃপর অকম্পন রাবণের উক্তিতে অভয় পেয়ে জানালো রাজা

দশরথের অন্যতম শক্তিশালী পুত্র রাম জনস্থানে এসে খর ও দূষণকে বধ করেছে।

এই কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেই রাম কি ইন্দ্র ও সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে জনস্থানে এসেছেন? রাবণের এই কথা শুনে অকম্পন পুনরায় রামের বল ও বিক্রমের বর্ণনা করলো এবং বললে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে যে গুণ থাকা প্রয়োজন, সেই সব গুণ সম্পন্ন ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী রাম যুদ্ধ বিষয়ে উত্তমরূপে অবগত আছেন। তাঁর ন্যায় বলবান, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। এই দুই ভ্রাতা জনস্থান নষ্ট করছেন। দেবতারা বা মহাত্মগণ সেখানে আগমন করেন না। তখন রাবণ বললেন, আমি লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে বধ করবার জন্য জনস্থানে যাব। তখন অকম্পন পুনরায় রামের পরাক্রমের বর্ণনা দিয়ে বললে, সেই রাম তার শক্তির দ্বারা সমস্ত লোক সংহার করে পুনবায় তা সৃষ্টি করতে পারেন (স পুরুষঃ স্রষ্টুং পুনরপি প্রজাঃ)।

নহি রামো দশগ্রীব শক্যো জেতুং রণে ত্বয়া।
রক্ষসাং বাপি লোকেন স্বর্গঃ পাপজনৈরিব॥

(অরণ্য) ৩১। ২৭

—পাপী ব্যক্তিরা যেমন স্বর্গলাভ করতে পারে না। সেইরূপ আপনি যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন না। এমন কি রাক্ষসরাও তাকে পরাজিত করতে পারবে না।

সমস্ত দেবতা অসুর মিলিত হয়েও যে তাঁকে বধ করতে পারবে আমার তা মনে হয় না। তাঁকে বধ করবার একটি মাত্র উপায় আছে। অপূর্ব সুন্দরী সীতা নামে রামের এক স্ত্রী আছেন। এমন সুন্দরী মানবী দূরে থাক, দেবী, গন্ধর্বী, অপ্সরা বা নাগিনীর মধ্যেও নেই। তিনি সেই সীতাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। (সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হি ভবিষ্যতি) আপনি কৌশলে সেই ভার্য্যাকে অপহরণ করুন।

রাবণ তখন চিন্তা করে বললেন, আমি আগামী কালই প্রসন্ন চিত্তে বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে এই মহানগরীতে আনবো। (আনেষ্যামি চ বৈদেহীমিমাং হৃষ্টো মহাপুরীম্)।

অকম্পনের কাছে ঐরূপ দম্ভ প্রকাশ করে রাবণ বেগবান সূর্যের দীপ্তির ন্যায় রথে করে তাড়কানন্দন মারীচের আশ্রমে গমন করলেন। মনুষ্যগণ যা লাভ করতে পারে না, সেইরূপ ভোগ্য ভোজ্য দ্রব্যের দ্বারা তাঁর অভ্যর্থনা করা হল। মারীচ রাবণকে আসন ও জল প্রদান করে অভ্যর্থনা করে অর্থ যুক্ত এই বাক্য জিজ্ঞেস করলো—হে রাক্ষশধিপতি। রাজ্যের সকলের কুশল তো? এখানে আপনার হঠাৎ আগমনের কারণ বুঝতে পারছি না। আপনার আগমনে আমার মনে আশঙ্কার উদ্রেক হচ্ছে।

রাবণ উত্তরে বললেন—

আরক্ষো মে হতস্তাতে রামেণাক্লিষ্টকারিণা।
জনস্থানমবধ্যং তৎ সর্বং যুধি নিপাতিতম্॥
তস্য মে কুরু সাচিব্যং তস্য ভার্য্যাপহরণে।

(অরণ্য) ৩১।৪০-৪১

—অক্লিষ্টকর্মা রাম আমার সীমারক্ষক খর ও দূষণকে বধ করেছে, জনস্থানে সেই সমস্ত অবধ্য যুদ্ধে তাদের নিপাতিত করেছে। আমি তার ভার্য্যাকে হরণ করতে চাই, তুমি আমাকে এই কাজে সহায়তা কর।

রাবণের কথা শুনে মারীচ তাঁকে বলল—

আখ্যাতা কেন বা সীতা মিত্ররূপেণ শত্রুণা।

— — — —

সীতমিহানয়স্বেতি কো ব্রবীতি ব্রবীহি মে।
রক্ষোলোকস্য সর্বস্য কঃ শৃঙ্গং ছেত্তুমিচ্ছতি॥
প্রোৎসাহয়তি যশ্চ ত্বাং স চ শত্রুরসংশয়ম্।
আশীবিষমুখাদ্ দংষ্ট্রামুদ্ধর্তুং চেচ্ছতি ত্বয়া॥

(অরণ্য) ৩১।৪২-৪৪

—মিত্ররূপধারী কোন শত্রু আপনার নিকট সীতার কথা বলেছে? সীতাকে এখানে আনবার কথা কে আপনাকে বলেছে? কে সমস্ত রাক্ষসলোকের শৃঙ্গ ছেদনে অভিলাষী হয়েছে? যে আপনাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছে, সে আপনার শত্রু, এতে সংশয় নেই। কারণ সে আপনাকে তীব্র বিষধর সর্পের মুখ হতে দন্ত উৎপাটন করার ন্যায় ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত করতে ইচ্ছা করছে।

কে আপনাকে এই কর্মে লিপ্ত করে কুপথে প্রবর্ত্তিত করছে? হে রাজন, সুখ শয্যায় শায়িত আপনার মস্তকে কে প্রহার করেছে? (সুখ সুপ্তস্য তে রাজন্ প্রহৃতং কেন মূর্ধনি।)

বিশুদ্ধবংশাভিজনোঽগ্রহস্ত
স্তেজোমদঃ সংস্থিতদোর্বিষাণঃ।
উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ
স সংযুগে রাঘব-গন্ধহস্তী॥ (অরণ্য) ৩১।৪৬

—হে রাবণ, যাঁর বিশুদ্ধ বংশে জন্ম এবং সেই বিশুদ্ধ বংশের যিনি রাক্ষসরূপী গজরাজের শুণ্ডের ন্যায় যাঁর প্রভাব মদ, অনুকূল স্থানে অবস্থিত বাহু যুগল যাঁর দন্ত, সেই রঘুকুলজাত রামরূপী গন্ধহস্তীকে যুদ্ধে দেখাও আপনার উচিত নয়।

অসৌ রণান্তঃস্থিতিসন্ধিবালো
বিদগ্ধরক্ষোমৃগহা নৃসিংহঃ।
সুপ্তস্ত্বয়া বোধয়িতুং ন শক্যঃ
শরাঙ্গপূর্ণো নিশিতাসিদংষ্ট্রঃ॥ (অরণ্য) ৩১।৪৭

—মানবদেহী সিংহতুল্য, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান ও সন্ধান বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, রণে চতুর রাক্ষসরূপ মৃগদের যিনি বিনাশ করেছেন, যাঁর অঙ্গ শরপূর্ণ, তীক্ষ্ণধার অসি যাঁর দন্ত স্বরূপ, সেই নিদ্রিত নর সিংহকে (প্রবোধিত) উত্তেজিত করা আপনার উচিত নয়।

রাম পাতালতল ব্যাপী সাগর তুল্য, সাগরের কুম্ভীরের ন্যায় তাঁর

ধনু তাঁর বাহুতে মহাবল, সমুদ্রের তরঙ্গমালার তুল্য তাঁর বাণ। সুতরাং এই বাড়বানলের মুখে পতিত হওয়া আপনার উচিত নয়।

রামের প্রবল পরাক্রম সম্বন্ধে মারীচের এই উক্তি মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। কারণ তাড়কাবধের পর রামের সম্মুখে মারীচ উপস্থিত হলে, রামের পরাক্রম মারীচ উপলব্ধি করেছিল। Bulwer বলেছেন **One vice worn out makes us wiser than fifty tutors.** এই উক্তিটির সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে মারীচের শুভবুদ্ধির উদ্রেকে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে।

মারীচ বললে, আপনি প্রসন্ন হয়ে লঙ্কায় ফিরে যান। এবং নিজের স্ত্রী নিয়ে সুখে বাস করুন। রামও তাঁর পত্নীর সঙ্গে বনে সুখে থাকুন।

মারীচের যুক্তি শুনে রাবণ লঙ্কাপুরীতে ফিরে গেলেন।

অতঃপর খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে রাম একা যুদ্ধে নিহত করায় ভয় বিহ্বলা শূর্পণখা ক্রুদ্ধ হয়ে লঙ্কাপুরীতে এসে রাজসভায় মহাবীর রাবণকে বললে, লক্ষ্মণ নাক ও কান কেটে আমাকে কুরূপা করেছে। সে রাবণকে উদ্দেশ্য করে আরও বললে, তুমি স্বেচ্ছাচারী নিরঙ্কুশ হয়ে কাম ভোগে মত্ত রয়েছ। সেইজন্য তোমার জন্য মহাভয় উপস্থিত হয়েছে। যা তোমার অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাও তুমি জানতে পারছ না।

সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্।
লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ॥
স্বয়ং কর্মাণি যঃ কালে নানুতিষ্ঠতি পার্থিবঃ।
স তু বৈ সহ রাজ্যেন তৈশ্চ কার্যৈর্বিনশ্যতি॥
অযুক্তং চারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্।
বর্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ॥ (অরণ্য) ৩৩।৩-৫

—যে রাজা ইতর সুখ ভোগে আসক্ত স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হয়, প্রজারা তাকে শ্মশান অগ্নির ন্যায় বিশেষ সমাদর করে না। যে

রাজা স্বয়ং সময় মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সমস্ত কার্য্যের সঙ্গে বিনষ্ট হন। যিনি গর্হিত কাজে নিযুক্ত, যাঁর দর্শন অতি দুর্লভ এবং যিনি চর নিয়োগে অপটু, হস্তী যেমন পঙ্কিল নদী পরিত্যাগ করে, সেইরূপ প্রজারা দূর হতেই সেই নরপতিকে পরিহার করে।

যে নৃপতি নিজের অবশীভূত রাজ্য উপায় দ্বারা আয়ত্ব করতে চেষ্টা করেন না, সাগর মধ্যবর্ত্তী পর্বতের ন্যায় তার বৃদ্ধি ঘটে না। তুমি উত্তম রূপে চর নিয়োগ কর না এবং তোমার চিত্তও চঞ্চল। অতএব তুমি দেব দানব ও গন্ধর্বগণকে প্রতিকূল করে কিরূপে রাজা থাকবে? রাক্ষস, তুমি নির্বোধ ও তোমার স্বভাব বালক সুলভ। জ্ঞাতব্য বিষয় কি তাও জান না, সুতরাং তুমি কি প্রকারে রাজা হবে? (জ্ঞাতব্যং তন্ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি।) যে সব মহীপতির গুপ্তচর, ধনাগর ও রাষ্ট্রনীতি নিজের আয়ত্বে থাকে না, সে সব মহীপতি সাধারণ মনুষ্যের তুল্য। নরপতিরা সব বিষয় গুপ্তচরের চোখে দেখে থাকেন। তাই তাঁরা দুরদর্শী বলে অভিহিত হন। আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভাল রূপে চর নিযুক্ত করনি এবং তোমার মন্ত্রীবাও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। কারণ জনস্থানে যে তোমার আত্মীয়রা নিহত হয়েছে, সে খবর তুমি জানতে পারনি।

রাম একাকীই খর, দূষণ ও চতুর্দশ সহস্র পরাক্রান্ত রাক্ষসকে নিহত করেছেন। রাম ঋষিদের অভয় দিয়েছেন। তুমি—জনস্থানে অত্যাচার করেছ—এবং তিনি বিঘ্ন সঙ্কুল দণ্ডকারণ্যে শান্তি স্থাপন করেছেন।

ত্বং তু লুব্ধঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাক্ষস।
বিষয়ে স্বে সমুৎপন্নং যত্তয়ং নাববুধ্যসে ॥ (অরণ্য) ৩৩।১৪

—হে রাক্ষসরাজ, তুমি লুব্ধ প্রমত্ত ও পরাধীন। এজন্য তোমার রাজ্য মধ্যে যে সব ভয়ের ব্যাপার ঘটেছে, তা অবগত হতে পারছো না।

তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্বিতং শঠম্।

ব্যসনে সর্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্॥ (অরণ্য) ৩৩।১৫

—অল্পপ্রদাতা, তীব্র প্রকৃতি, প্রমত্ত গর্বিত ও শঠ নরপতি বিপদগ্রস্ত হলে প্রজামণ্ডলী তাকে রক্ষা করে না।

অতিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।

ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্॥ (অরণ্য) ৩৩।১৬

—যে অত্যন্ত অভিমানী ও ক্রোধপরায়ণ, যে মনে মনে নিজেকে অভিজ্ঞ মনে করে এবং অভিজ্ঞতার কথা যে অগ্রাহ্য করে, সেই রাজার বা কোন মনুষ্যের বিপৎকাল উপস্থিত হলে তার আত্মীয়ও তাকে বিনাশ করে।

নানুতিষ্ঠতি কার্য্যাণি ভয়েষু ন বিভেতি চ।

ক্ষিপ্রং রাজ্যাচ্চ্যুতো দীনস্তৃণৈস্তুল্যো ভবেদিহ॥ (অরণ্য) ৩৩।১৭

—যে রাজা স্বয়ং কার্য্য নির্বাহ করেন না এবং ভয় উপস্থিত হলেও ভীত হন না, তিনি শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত ও দীন হয়ে লোকসমাজে তৃণতুল্য নগণ্য হয়ে যান।

শুষ্ককাষ্ঠৈর্ভবেৎ কার্য্যং লোষ্ট্রৈরপি চ পাংসুভিঃ।

ন তু স্থানাৎ পরিভ্রষ্টৈঃ কার্য্যং স্যাদ্ বসুধাধিপৈঃ॥ (অরণ্য) ৩১।১৮

—শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও ধূলি দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু স্থান ভ্রষ্ট ভূপতি দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

রাজ্যভ্রষ্ট রাজা শক্তিসম্পন্ন হলেও, পরিত্যক্ত বস্ত্র ও বিমর্দিত মালার ন্যায় নিরর্থক হয়। যে রাজা সর্বদা সাবধান, রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান নিরত, সেই রাজা রাজ্যে বহুকাল স্থিতিশীল হন। স্থূল নয়নে প্রসুপ্ত হয়ে যিনি নীতি রূপ নয়নে সর্বদা জাগ্রত থাকেন এবং যাঁর ক্রোধ ও অনুগ্রহ কার্য্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, সেই মহীপতিকে সকলেই পূজা করে।

রাবণ, তুমি দুর্বুদ্ধি, তুমি পূর্বোক্ত গুণবর্জিত। কারণ তুমি চর দ্বারা রাক্ষসদের বধ বৃত্তান্ত জানতে পারনি। তুমি অন্যের অবমাননা-

কারী, বিষয়াসক্ত, দেশ ও কালের ভাগ যথার্থরূপে জান না এবং দোষ গুণ নির্ণয়ে চিত্ত সমাহিত করতে অসমর্থ। অতএব তুমি শীঘ্রই বিপন্ন ও রাজ্য ভ্রষ্ট হবে।

যে ভাব ও ভাষা দিয়ে শূর্পণখা রাবণকে তিরস্কার করল সে ভাব ও ভাষাতে তার প্রখর রাজনীতি জ্ঞানের এক স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। অনার্য্য রাক্ষসীর মুখে এই ধরণের নীতি বাক্য শুনে মনে হয় এই রাক্ষসকুলেও শিক্ষার প্রচলন ছিল। নতুবা এমন জ্ঞান গর্ভ নীতি বাক্য একটি রাক্ষসীর মুখে কবি কখনই দিতেন না। তাই ভগ্নীর এই শাস্ত্র সমন্বিত নীতি বাক্য রাবণের মত দুর্ধর্ষ বীর রাক্ষসের বিবেককে নাড়া দিল।

অতঃপর মন্ত্রীদের মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ শূর্পণখাকে ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রাম কে? তার বীরত্ব কিরূপ? পরাক্রম এবং রূপই বা কি প্রকার? অত্যন্ত দুর্গম দণ্ডকারণ্যে কি জন্য সে প্রবেশ করেছে? রামের অস্ত্রই বা কি—যার দ্বারা যুদ্ধে খর দূষণ প্রভৃতির রাক্ষসদের সে নিহত করেছে? কে তোমাকে কুরূপা করেছে—তা বল? রাবণ এইভাবে জিজ্ঞেস করলে শূর্পণখা ক্রোধে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

রামের দেহ সৌষ্ঠবের ও অমিত বিক্রমের বর্ণনা করে শূর্পণখা বললে কন্দর্পের মত তার রূপ, পরিধানে বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, দীর্ঘ বাহু এবং নয়ন বিশাল। ইন্দ্রের ধনুর ন্যায় স্বর্ণ বলয় যুক্ত ধনু আকর্ষণ করে তীব্র বিষধর সাপের মত ভয়ঙ্কর নারাচ নিক্ষেপ করেন। আমি তাঁকে যুদ্ধে শরবর্ষণ করে রাক্ষসদের নিহত করতে দেখিনি। যেমন ইন্দ্র শিলা বর্ষণ করে উত্তম শস্য বিনষ্ট করে তেমনি সে পদাতি হয়েও একাকীই দেড় মুহূর্তে খর, দূষণ ও ভীম পরাক্রমে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে তীক্ষ্ন বাণের দ্বারা নিহত করেছে। (অর্ধাধিক মুহূর্তেন খরশ্চ সহদূষণঃ)।

সে ঋষিদের অভয় দিয়েছে এবং দণ্ডকারণ্যে শান্তি স্থাপন

করেছে। সেই রাম স্ত্রী বধ মহাপাপ এই আশঙ্কা করে কেবল আমাকেই কুরূপা করে পরিত্যাগ করেছে। (স্ত্রীবধং শঙ্কমানেন রামেণ বিদিতাত্মনা)।

লক্ষ্মণের পরিচয় দিতে গিয়ে শূর্পণখা বললে, তার অনুরক্ত, ভক্ত ও বীর লক্ষ্মণ নামে এক ভ্রাতা আছে। গুণে ও বিক্রমে সে রামের তুল্য। সে যেন তার দক্ষিণ বাহু কিংবা বাইরের প্রাণ। (রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ)। সে বুদ্ধিমান, দুর্জয়, মহা-বিক্রমশালী, অমর্ষ স্বভাব, ও মহাতেজস্বী এবং শত্রু বিনাশকারী।

সেই রামের সীতা নামে এক ধর্মপত্নী আছে, তার নয়ন যুগল সুদীর্ঘ, মুখ মণ্ডল চন্দ্রতুল্য। সেই সীতা সর্বদা স্বামীর প্রিয় ও হিত-সাধনে ব্যগ্র। অতঃপর শূর্পণখা বিশদভাবে সীতার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করে বলে, সীতা যেন দণ্ডকারণ্যে দেবতার ন্যায় দ্বিতীয় লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করছে। পূর্বে মানবলোকে এমন সুন্দরী নারী দেখিনি। এখন সীতা যার স্ত্রী, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি মহেন্দ্রের থেকেও বেশী সুখী।

নারীর প্রতি রাবণের আসক্তির কথা স্মরণ করে চতুরা শূর্পণখা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সীতার রূপ বর্ণনার দ্বারা রাবণকে প্রমত্ত করার জন্য বললে, পৃথিবীতে সে সুশীলা, প্রতিমার মত রূপসী ও দেহ সৌষ্ঠবে প্রশংসার যোগ্যা সেই সীতা আপনারই ভার্য্যা হবার যোগ্যা। আপনিই তার শ্রেষ্ঠ স্বামী। রাবণের মধ্যে কন্দর্পের স্পর্শ বিধানের জন্য শূর্পণখা সীতার যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক মনোহর বর্ণনা দিয়ে বললে, আমি তাকে আপনার ভার্য্যা রূপে আনতে গেলে ক্রূর লক্ষ্মণ আমাকে কুরূপা করেছে। (বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণে মহাভুজ)।

স্বীয় কার্য সিদ্ধির জন্য এ ক্ষেত্রে শূর্পণখা মিথ্যা ভাষণেও কুণ্ঠা-বোধ করলে না।

এখন যদি আপনি চন্দ্রমুখী সেই বিদেহ রাজনন্দিনী সীতাকে

দর্শন করেন তবে নিশ্চয় আপনি কামবাণে বিদ্ধ হবেন। (মন্মথস্য শরাণাঞ্চ ত্বং বিধেয়ো ভবিষ্যসি)। যদি তাকে ভার্য্যা রূপে পেতে চান তবে শীঘ্র রামকে জয় করবার জন্য অগ্রসর হোন। যদি আপনি আমার কথা শোনেন তবে শীঘ্র আমার কথানুযায়ী কাজ করুন। আপনি সীতাকে ভার্য্যা রূপে গ্রহণ করুন। খর দূষণাদির মৃত্যু সংবাদ জেনে আপনি যা কর্ত্তব্য তা করুন।

অতঃপর রাবণ শূর্পণখার এই মনোরম কথা শুনে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ত্তব্য স্থির করে মনে মনে সীতা হরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর তিনি দর্শনীয় পরিচ্ছদ পরে ইচ্ছানুগামী সুন্দর দ্রুত রথে করে সমুদ্রতীরের শোভা অবলোকন করতে করতে সমুদ্রের পরপারে জটা জুটধারী নিয়তাহারী, কৃষ্ণ মৃগের চর্ম পরিহিত মারীচ রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। রাবণ সেখানে উপস্থিত হলে মারীচ তাঁকে ভোজ্য ও জল দিয়ে অভ্যর্থনা করে তাঁর ও রাজধানী লঙ্কার কুশল জানতে চাইল। তাঁর পুনরাগমনের হেতুও জানতে চাইল।

তখন তীক্ষ্ণধী রাবণ তার কাছে শূর্পণখা বর্ণিত রামের অপরাধে অর্থাৎ খর দূষণাদি চৌদ্দ হাজার বীর রাক্ষস বধের বৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন, রামের ক্রুদ্ধ পিতা তাকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নির্বাসিত করেছেন। তার জীবন ক্ষীণ হতে চলেছে। দুঃশীল, কর্কশভাষী, তীক্ষ্ণ স্বভাব, মূর্খ, লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয়, ধর্মত্যাগী, অধর্মাত্মা, ক্ষীণজীবী ও ক্ষত্রিয়াধম রাম সমস্ত রাক্ষস সৈন্য বিনাশ করেছে। রাম শত্রুতার কারণ না থাকা সত্ত্বেও জোর করে রাক্ষস সৈন্য বিনাশ করেছে এবং আমার ভগ্নী শূর্পণখার নাক কান কেটে তাকে কুরূপা করেছে বলে, দেবকন্যার ন্যায় তার ভার্য্যা সীতাকে আমি বলপূর্বক হরণ করব। তুমি আমার এই কাজের সহায় হও। তুমি আমার সহায় হলে এবং আমার ভ্রাতারা আমার সহায় থাকলে আমি দেবগণকেও গ্রাহ্য করি না। (ভ্রাতৃভিশ্চ সুরান্ সর্বান্নাহমত্রাভিচিন্তয়ে)। তুমি আমাকে সাহায্য করতে সমর্থ। তুমি মহামায়ার মায়ায় নিপুণ। যুদ্ধে বীরত্বে তোমার

তুল্য কেউ নেই। এই প্রয়োজনেই আমি তোমার নিকট এসেছি, আমার সাহায্যার্থে তোমাকে যা করতে হবে, তা আমি বলছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে—

রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥ (আঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ বলেছেন—তুমি রজতবিন্দু দ্বারা চিত্রিত স্বর্ণ মৃগ রূপে সেই রামের আশ্রমে গমন করে সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। সীতা মৃগ রূপী তোমাকে দেখে তোমাকে ধরে দিতে রাম লক্ষ্মণকে বলবে, এতে কোন সংশয় নেই। তারপর তারা তোমাকে ধরবার জন্য দূরে চলে গেলে আমি আশ্রমে গিয়ে যেমন রাহু চন্দ্র প্রভা হরণ করে, তেমনি অবাধে সীতাকে হরণ করবো। (নিরাবাধো হরিষ্যামি রাহুশ্চন্দ্রপ্রভামিব)।

তারপর রাম যখন স্ত্রী শোকে কাতর হয়ে পড়বে, তখন আমি নির্ভয়ে তাকে আক্রমণ করব।

রাবণের কথা শুনে মারীচের মুখ শুকিয়ে গেল এবং সে অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রত্যুত্তরে বললে—

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ (অরণ্য) ৩৭।২

—হে রাজন্ প্রিয়ভাষী ব্যক্তি সর্বদাই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।

মারীচ রাবণ চরিত্রের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে বললে, আপনি চঞ্চল স্বভাব ও উপযুক্ত চর নিযুক্ত করেন না। সুতরাং রাম যে মহাবীর ও গুণসম্পন্ন এবং মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায় তা বুঝতে পারছেন না। সমস্ত রাক্ষসদের মঙ্গল হোক এবং রাম ক্রুদ্ধ হয়ে জগৎকে রাক্ষসহীন করবেন না। এইরূপে মারীচ রাক্ষসকুলের মঙ্গল কামনা করে।

অপি তে জীবিতান্তায় নোৎপন্না জনকাত্মজা।
অপি সীতা নিমিত্তঞ্চ ন ভবেদ্ ব্যসনং মহৎ॥ (অরণ্য) ৩৭।৫

—আপনার জীবন নাশের জন্য সীতার উৎপন্ন হয়নি তো? এমন কিছু না হোক, যাতে সীতার জন্য আপনার মহা বিপদ ঘটে।

অপি ত্বামীশ্বরং প্রাপ্য কামবৃত্তং নিরঙ্কুশম্।

ন বিনশ্যেৎ পুরী লঙ্কা ত্বয়া সহ সরাক্ষসা॥ (অরণ্য) ৩৭।৬

—আপনি যেমন কামাতুর এবং আপনার প্রকৃতি যেমন উচ্ছৃঙ্খল আপনাকে রাজা রূপে লাভ করে লঙ্কাপুরী রাক্ষসকুল সমেত যেন বিনষ্ট না হয়।

আপনার ন্যায় দুঃশীল, দুর্বুদ্ধি, স্বেচ্ছাচারী ও পাপীদের সঙ্গে মন্ত্রণাকারী রাজা আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যের সঙ্গে নিজেকে ধ্বংস করে।

রাম সমস্ত প্রাণীর হিত সাধন করে। কারো প্রতি তীক্ষ্ণ স্বভাব নহেন, লোভী নন, ধর্মহীন, মর্য্যাদাশূন্য ও অধম ক্ষত্রিয় নন। তাঁর পিতা তাঁকে নির্বাসন দেননি। বরং জননী কৈকেয়ী পিতা দশরথকে বঞ্চনা করছে দেখে তিনি স্বয়ং বনে এসেছেন। মাতা কৈকেয়ী ও পিতা দশরথের প্রিয় কাজ করবার জন্যই রাম দণ্ডকারণ্যে এসেছেন। তিনি (রাম) কর্কশ স্বভাব বা অবিদ্বান, অজিতেন্দ্রিয় নন। এবং মিথ্যাচার বলেও কখন শোনা যায়নি। তাঁর সম্বন্ধে এরূপ বলা আপনার উচিত নয়। তিনি ধর্মের বিগ্রহ, সাধু স্বভাব, সত্য পরাক্রম, ইন্দ্র যেমন দেবগণের রাজা, সেইরূপ তিনিও সমগ্র জগতের রাজা। (রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ)। যেমন সূর্য্য হতে সূর্য্য প্রভাবকে পৃথক করা যায় না, সেইরূপ রাম রক্ষিতা সীতাকে কেউই হরণ করতে পারবে না। সুতরাং আপনি বলপূর্বক সীতাকে কেন হরণ করবার ইচ্ছা করছেন?

শরার্চিষমনাধৃষ্যং চাপখড়্গেন্ধনং রণে।

রামগ্নিং সহসা দীপ্তং ন প্রবেষ্টুং ত্বমর্হসি॥ (অরণ্য) ৩৭।১৫

—রাম প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, তাঁর বাণ সেই অগ্নির শিখা, ধনু ও খড়্গ ইন্ধন, সেই রাম-রূপ অগ্নিতে প্রবেশ করা আপনার উচিত নয়।

আপনি রাজ্য, সুখ ও প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করে রাম রূপ যমের নিকট গমন করবেন না। জনক দুহিতা সীতা যাঁর পত্নী, তাঁর তেজ অজেয়। রামের ধনু আশ্রয় করে সীতা বনে বাস করছেন। অতএব আপনার এমন কোন শক্তি নেই যে আপনি সীতাকে হরণ করতে পারেন।

হে রাক্ষসরাজ, নিষ্ফল চেষ্টা করে আপনার কি লাভ? রাম যদি আপনাকে যুদ্ধে দেখতে পায়, তবে আপনার জীবন বিনষ্ট হবে। যদি চিরকাল বিষয় রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আপনি রামের অপ্রিয় কাজ করবেন না।

আপনি বিভীষণ প্রভৃতি ধার্মিক অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ত্তব্য স্থির করুন। আপনার ও রামের শক্তি এবং দোষগুণ বিচার করে উভয়ের পরাক্রম বুঝে যা কর্ত্তব্য মনে করেন তা করুন। আমি মনে করি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার পক্ষে মঙ্গল জনক হবে না। আমি আপনাকে যথোচিত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলছি।

অতঃপর মারীচ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা চারণ করে বললে, এক সময় আমি সহস্র হস্তীর বলের ন্যায় শরীর নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলাম। আমি দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করবার সময় ঋষিদের মাংস ভক্ষণ করতাম। অতঃপর বিশ্বামিত্র মুনি স্বয়ং দশরথের নিকট হতে রাক্ষসদের ধ্বংস করবার জন্য বালক রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আসলেন। তখন আমি আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করলাম। রাম আমাকে দেখতে পেয়ে ধনুতে জ্যা যোজন করলেন। কিন্তু আমি রামকে বালক মনে করে অবজ্ঞা করে ক্ষিপ্র গতিতে বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞ বেদির অভিমুখে ধাবিত হলাম। তারপর রাম শত্রু বিনাশন এক শাণিত বাণ নিক্ষেপ করলেন। আমি তাঁর বাণে শত যোজন দূরে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম।

তখন বীর রাম ইচ্ছা করেই আমাকে বধ না করে রক্ষা করেছিলেন। সমুদ্রের গভীর জলে আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পতিত

হলাম। বহুক্ষণ পর জ্ঞান লাভ করে লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাগমন করলাম।

সেই সময় রাম বালক ছিলেন এবং অস্ত্র চালনে তাঁর নৈপুণ্য ছিল না। তিনি আমার সাহায্যকারীকে নিহত করে আমাকে জীবিত রেখেছেন। তাই আমি আপনাকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করছি। তবু যদি আপনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে শীঘ্রই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে ধ্বংস হবেন। কেন অকারণে রাক্ষসদের দুঃখ ডেকে আনছেন। হর্ম্য ও প্রাসাদে পূর্ণ এবং নানা রত্ন ভূষিত এই লঙ্কা নগরীকে সীতার জন্য ধ্বংস দেখতে পাবেন।

অকুর্বন্তোহপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগহ্রদে যথা॥ (অরণ্য) ৩৮।২৩

—যাঁরা অত্যন্ত পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন, এবং কিছুমাত্র পাপ করেন না, তাঁরাও পাপীর আশ্রয়ে থেকে নাগপূর্ণ হ্রদের মধ্যে বাসকারী মৎস্যদের ন্যায় পরপাপে বিনষ্ট হন।

বলপূর্বক পরস্ত্রীর নিকট গমন অপেক্ষা মহাপাতক আর নেই। আপনার গৃহে সহস্র যুবতী আছে। আপনি নিজের ভার্য্যাদের প্রতিই আসক্ত হোন নিজের বংশ ও রাক্ষসকুল রক্ষা করুন এবং নিজের মান বৃদ্ধি করুন। নিজের জীবন দিয়ে ভার্য্যাদের ও মিত্রবর্গকে রক্ষা করুন। যদি বহুকাল ধরে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র সুন্দরী স্ত্রী আছে এবং মিত্রবর্গ আছে, তাদের ভোগ করুন, তথাপি রামের অপ্রিয় কাজ করবেন না।

এইভাবে মারীচ রাবণকে সীতা হরণের দুরভিসন্ধি হতে বিরত থাকতে বলে পুনরায় তার পূর্ব অভিজ্ঞতার একটি ঘটনা বিবৃত করে বললে, পূর্বে রামের হাত হতে মুক্ত হয়েছি। বর্ত্তমান কালেও যা ঘটেছে তা শুনুন। রামের নিকট নিগৃহীত হয়েও আমি অনুতপ্ত না হয়ে মৃগরূপী দুই রাক্ষসের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলাম। মাংস-

ভোজী আমি মহামৃগের রূপ ধরে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতে লাগলাম। আমি তপস্বীদের হত্যা করে তাঁদের রক্তপান ও মাংস ভক্ষণ করতে লাগলাম। বনবাসীদের ভীতির কারণ হলাম। অবশেষে আমি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের নিকটবর্তী হলাম। আমি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী মৃগের আকৃতি ধারণ করে পূর্ব শত্রুভাব ও প্রহার স্মরণ করে নিবুদ্ধিভাবশতঃ বনবাসী রামকে বধ করবার অভিপ্রায়ে তাঁর অভিমুখে ধাবিত হলাম। (জিঘাংসুরকৃত প্রজ্ঞস্তং প্রহার-মনুস্মরন্)। তিনি বাণ নিক্ষেপ করলেন। ধূর্ত্ত আমি পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বাণ আসতে দেখে পালিয়ে রক্ষা পেলাম। কিন্তু আমার সহযাত্রী সেই রাক্ষসদ্বয় নিহত হল।

কোন প্রকারে রামের বাণ হস্তে মুক্ত হয়ে জীবন লাভ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই স্থানে এসে যোগাভ্যাসে সমাহিত চিত্ত হয়ে তপস্যা করছি। সেই হতে আমি পাশধারী যমের মত চীর ও কৃষ্ণজিন পরিহিত ধনুর্ধারী সেই রামকে প্রতি বৃক্ষেই দেখতে পাই। এই সমগ্র অরণ্যই আমার নিকট রামময় বলে মনে হয়। রাম বিহীন স্থানেও সর্বত্র রামকে দেখতে পাই। স্বপ্নেও তাঁকে দেখতে পাই। আমি রামের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত আছি। অতএব তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার উচিত নয়। রাম ইচ্ছা করলে বলি বা নমুচিকেও বধ করতে পারেন। (বলিং বা নমুচিং বাপি হন্যাদ্ধি রঘুনন্দন।)

আপনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করুন বা না করুন, যদি আমাকে দেখতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার কাছে রামের কথা বলবেন না।

বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তা ধর্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥

(অরণ্য) ৩৯।২১

—ইহলোকে ধার্মিক যোগী অনেক সাধু পরের অপরাধে বান্ধবদের সঙ্গে ধ্বংস হয়েছেন, সেইরূপ আমারও অন্যের অপরাধে বিনষ্ট হবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে।

আপনার যা খুশী করুন। কিন্তু আমি আপনার অনুগামী হব না। রাম নিশ্চয়ই রাক্ষসকুল ধ্বংস করবে—এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যদিও জনস্থানবাসী দুরাচার খর শূর্পণখার জন্য রামের হাতে নিহত হয়েছে। সে বিষয়ে রামের দোষ কি? তা আপনি বলুন? আমি আপনার বন্ধু সেই জন্যই আমি আপনার মঙ্গলার্থে এই কথা বললাম যদি আপনি আমার কথা না শোনেন, তাহলে যুদ্ধে সবান্ধব রামের হাতে নিহত হবেন।

রামের শৌর্য্য বীর্য্যের দোহাই দিয়ে তার চরিত্র বলের কথা জানিয়ে তার ধর্ম নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে মারীচ রাবণকে রামের অপ্রিয় কাজ করতে বারণ করে। কিন্তু মৃত্যুকামী পুরুষ যেমন ঔষধ গ্রহণ করে না, (উক্তো ন প্রতিজগ্রাহ মর্তুকাম ইবৌষধম্।) তেমনি কাল প্রেরিত রাবণ মারীচের হিতকর, যুক্তিযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। বরং তাকে যুক্তি বিরুদ্ধ কর্কশ বাক্যে বললেন, মারীচ, তুমি অধম বংশে জন্মেছ বলেই আমাকে যুক্তি বিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য বললে। তোমার বাক্য ঊষর ভূমিতে বপন করা বীজের ন্যায় নিষ্ফল। (বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোষরে)। কারণ তোমার বাক্যে পাপকারী বিশেষতঃ মূর্খ মানুষ রামের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বিচলিত হবার পাত্র আমি নই। যে ব্যক্তি সামান্য নারীর (কৈকেয়ী) কথায় পিতা মাতা রাজ্য ও বন্ধুবর্গ ত্যাগ করে বনে এসেছে, যুদ্ধে সেই রামের প্রাণোপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আমি তোমার সম্মুখে অপহরণ করব। আমি যা স্থির করেছি তার থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ বা অসুরগণ কেউই তার বিচ্যুতি ঘটাতে সক্ষম হবে না। যদি আমি এ বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাইতাম, তবেই তোমার এরূপ বলা উচিত হত।

যে বিজ্ঞমন্ত্রী নিজের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, নৃপতি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তিনি রাজনীতি সম্মত হিতকর কথা বলবেন, যদি মন্ত্রীর হিতকর বাক্যও অপমান জনক ভাবে বলে, তাহলে সম্মানাকাঙ্ক্ষী

রাজা সেই অপমান জনক বাক্যের প্রতি অভিনন্দন জানান না। নৃপতিরা সর্বদা মাননীয় ও পূজনীয়। তুমি দুরাত্মা অত্যন্ত মোহগ্রস্ত ও ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সেইজন্য তোমার গৃহে আমাকে অভ্যাগত জেনেও ঐরূপ কঠোর বাক্য বলছ। আমি তোমাকে কেবল বলছি তুমি এই কাজে আমাকে সাহায্য কর। তোমাকে কি করতে হবে বলছি, তা শ্রবণ কর।

তুমি রজতবিন্দু চিত্রিত স্বর্ণ মৃগ হয়ে সেই রামের আশ্রমে গিয়ে সীতার সম্মুখে বিচরণ করবে, এবং তাকে প্রলুব্ধ করে যেখানে ইচ্ছা গমন করবে। মায়া বলে স্বর্ণমৃগ তোমাকে দেখলে সীতা বিস্মিত হয়ে তৎক্ষণাৎ রামকে এই মৃগকে এনে দাও—বায়না ধরবে। তারপর রাম আশ্রম হতে বের হলে, তুমি বহুদূরে গিয়ে অবিকল রামের স্বরে 'হা সীতা,' 'হা লক্ষ্মণ, বলে আর্তভাবে ডাকবে। তোমার ডাক শুনে সীতা লক্ষ্মণকে রামের নিকট পাঠিয়ে দেবে। লক্ষ্মণও ভ্রাতার সাহায্যার্থে তার অনুগমন করবে। এইভাবে রাম লক্ষ্মণ স্থানান্তরে গেলে, ইন্দ্র যেমন শচীকে হরণ করেছিল, আমিও সীতাকে তেমনি হরণ করব (আহরিষ্যামি বৈদেহীং সহস্রাক্ষঃ শচীমিব)।

তুমি এই কাজ সম্পন্ন করে যদৃচ্ছা গমন কর। তোমাকে আরও বলছি। তোমাকে আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দেবো। তুমি আমার কাজ কর। আমি রথ নিয়ে দণ্ডকারণ্যে তোমার অনুগমন করছি। আমি এইভাবে রামকে ছলনা করে বিনা যুদ্ধে সীতাকে লাভ করে লঙ্কাপুরীতে যাব। তোমার ইচ্ছা না থাকলেও আমি বলপূর্বক তোমাকে দিয়ে এই কাজ করাবো। তাতেও যদি তুমি সম্মত না হও, তবে তোমাকে বধ করব।

রাজ্ঞো বিপ্রতিকূলস্থো ন জাতু সুখমেধতে॥ (অরণ্য) ৪০,২৬

—কোন ব্যক্তিই রাজার প্রতিকূল আচরণ করে সুখলাভ করতে পারে না। রামের নিকট গমন করলে তোমার জীবন হয়ত সঙ্কটাপন্ন হবে। কিন্তু আমার সঙ্গে বিরোধ করলে এই মুহূর্তে

তোমার জীবন নাশ হবে। নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে কর্ত্তব্য স্থির কর।

রাবণের উক্তি হতে তিনি যে কতটা আত্মসম্মান সম্পন্ন ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। শত্রুকে ছলে বলে কৌশলে কিভাবে জয় করা যায় রাবণের মত বিচক্ষণ ধূর্ত্ত রাক্ষসরাজের তা অজ্ঞাত নয়। তাই মারীচের এত উপদেশ তাঁর কাছে ব্যর্থ হলো। এই প্রসঙ্গে Bolingbroke এর Cunning pays no regard to virtue, and is put the low mimic of wisdom এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য।

মারীচ পুনরায় রাবণকে তাঁর সঙ্কল্পচ্যুত করবার জন্য প্রশ্ন করলে, কোন ব্যক্তি আপনার মৃত্যুর দ্বার স্বরূপ এই উপায় নির্দ্দেশ করেছে? আপনার দুর্বল শত্রুরা বলবানের সঙ্গে আপনার বিরোধ বাধিয়ে আপনার ধ্বংস করতে ইচ্ছা করছে। আপনি যদি বিপথগামী হন, মন্ত্রীরা যদি আপনাকে সুপথে আনতে চেষ্টা না করে, তবে তারা আপনার বধযোগ্য হবে। কিন্তু আপনি তাদের বধ করেন না। (বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ)।

রাজা স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিপথগামী হলে সাধু অমাত্যগণ সর্বোতভাবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে থাকেন, আমিও আপনাকে নিষেধ করছি। কিন্তু আপনি নিবৃত্ত হচ্ছেন না।

ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যশশ্চ জয়তাং বর।
স্বামিপ্রসাদাৎ সচিবাঃ প্রাপ্নুবন্তি নিশাচর ॥
বিপর্য্যয়ে তু তৎসর্বং ব্যর্থং ভবতি রাবণ।
ব্যসনং স্বামিবৈগুণ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তীতরে জনাঃ ॥

(অরণ্য) ৪১।৮—৯

—হে নিশাচর, অমাত্যগণ প্রভুর প্রসাদে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যশলাভ করে থাকেন এবং প্রভু অপ্রসন্ন হলে তা হতে বঞ্চিত হন। রাজার বৈগুণ্যে প্রজারাও বিপদাপন্ন হয়ে থাকে।

রাজমূলো হি ধর্মশ্চ যশশ্চ জয়ভাং বর।
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু রক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ॥
(অরণ্য) ৪১।১০

—নরপতিগণই প্রজাদের ধর্ম ও যশ প্রাপ্তির মূল। অতএব সব অবস্থাতেই তাঁদের রক্ষা করা উচিত।

যে রাজা প্রজাবর্গের নিতান্ত প্রতিকূলচারী উদ্ধতস্বভাবের ও তীক্ষ্ণস্বভাব সেই রাজা রাজ্য রক্ষা করতে পারে না। যে মন্ত্রীরা কুট মন্ত্রনা দিয়ে থাকে, সেই রাজা শীঘ্রই ধ্বংস হয়। সংসারে অনেক উপযুক্ত সাধু চরিত্র মানুষ অপরের অপরাধে সবান্ধব ধ্বংস হয়েছেন।

রাবণ, আপনি দুর্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় ও সেই আপনি যাদের রাজা, সেই রাক্ষসরা অবশ্যই ধ্বংস হবে। কাকতালীয়ের মত আমি হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর বিপদ গ্রস্ত হয়েছি। এই আপনারই শোক করা উচিত নতুবা আপনি সসৈন্যে ধ্বংস হবেন।

রাম আমাকে হত্যা করে অনতিবিলম্বে আপনাকে বিনাশ করবেন। আমি যুদ্ধে শত্রুরূপী রামের হাতে নিহত হয়ে প্রাণত্যাগ করব। আপনিও সীতাকে হরণ করে সবান্ধবে ধ্বংস হবেন। যদি আপনি সীতাকে হরণ করেন তবে আপনি, আমি লঙ্কা ও রাক্ষসগণ কেউই থাকব না। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আপনাকে বারণ করছি। আপনি আমার কথা শুনুন।

মারীচের ন্যায় একটি সাধারণ রাক্ষসের মুখে এমন সুন্দর ধর্মতত্ত্ব শুনে মনে হয় লঙ্কার অনার্য্য রাক্ষসরা মূর্খ ছিল না। এ যেন কোন শিক্ষিত ধার্মিকের উক্তি।

মারীচের এত হিতোপদেশ রাবণের দুষ্ট বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অতঃপর মারীচ রাবণকে কর্কশ বাক্য বলে রাবণের ভয়ে ভীত হয়ে রাবণকে পুনরায় সর্তক করে দিয়ে তাঁর অভিলষিত কাজ করবার জন্য যেতে উদ্যত হলো। তখন রাবণ তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি আমার অভিপ্রায় অনুসারে যে বাক্য বললে, তাই

তোমার বীরত্বের উপযুক্ত। এখনই তুমি যথার্থ মারীচ হলে, পূর্বে তুমি অন্য রাক্ষস ছিলে। এখন তুমি আমার রথে উঠ। পরে সীতাকে প্রলুব্ধ করে পরে যেখানে ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমি রাম ও লক্ষ্মণ—শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করে বলপূর্বক মিথিলার রাজকন্যা সীতাকে হরণ করব।

অতঃপর মারীচ তাই হবে বলে উভয়ে বিমানের ন্যায় রথে আরোহণ করে নানা রাষ্ট্র, নগর, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী অতিক্রম করে দণ্ডকারণ্যে রামের আশ্রম দেখতে গেলো। তারপর রাবণ সেই স্বর্ণ ভূষিত রথ হতে নেমে মারীচের হাত ধরে বললেন, সখা, কদলীবন পরিবৃত রামের ঐ আশ্রম দেখা যাচ্ছে। আমরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছি, তুমি তা শিগ্‌গির শেষ কর। রাবণের কথা শুনে মারীচ অতি অদ্ভুত ও সুন্দর এক মৃগরূপ ধারণ করে রামের আশ্রমের নিকট বিচরণ করতে লাগল। (প্রথম পর্বে সীতা ও রাম চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

রাবণ রাম লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে সীতার সম্মুখে আসলেন। গৈরিকবসন পরিধান করে ছত্র ও শিখা ধারণ করে—এবং পাদুকা পরিহিত হয়ে বাম স্কন্ধে লাঠি ও কমণ্ডুল হাতে সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর অভিমুখে গমন করলেন। রামের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য সুযোগ সন্ধানী দশানন রাবণ সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করে স্বামী বিরহী সীতার নিকট গমন করলেন, রাবণের এই ছদ্মবেশ দেখে স্কটিশ কবি Robert Pollock এর The hypocrite was a man who stole the livery of the court of heaven to serve the devil in, উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

সীতা তখন পর্ণশালায় রামের শোকে কাতর হয়ে কাঁদছিলেন। রাবণ সীতাকে দেখে কামাসক্ত হলেন। তারপর রাবণ বেদবাক্য উচ্চারণ করে নির্জন স্থানে বিনীত ভাবে সীতার প্রশংসা করতে

লাগলেন। দুষ্ট রাবণ এক এক করে সীতার সর্বাঙ্গের বর্ণনা করে তাঁর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করছিলেন।

খল প্রকৃতি রাবণ নারী মন প্রলুব্ধ করবার সব রকম কৌশল জানতেন। তাই তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সীতার সমীপে উপনীত হলে সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রথমেই তাঁকে বশীভূত করবার জন্য তাঁর রূপের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

হে সুকেশী, তোমার কটিদেশ এইরূপ ক্ষীণ যে তা মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। গন্ধর্বী, দেবী, যক্ষী, কিন্নরী ও মানবীর মধ্যে এমন রূপবতী নারী কখনও পূর্বে দেখিনি। তোমার এই ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ রূপ সুকুমার নবীন বয়স এবং এই নির্জন বনে বাস আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করছে। তুমি এ স্থান ত্যাগ কর। এইস্থান তোমার বাস যোগ্য নয়। কামরূপী ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের এটা বাসস্থান। সমস্ত কাম্যবস্তুপূর্ণ, সুগন্ধযুক্ত ও রমণীয় প্রাসাদ শিখর নগর সন্নিহিত উপবন এই সব স্থানই তোমার বাস করার যোগ্য। সেই মাল্য শ্রেষ্ঠ, সেই গন্ধ উত্তম এবং সেই বস্ত্র সুন্দর যা তোমার প্রয়োজনে আসবে। সেই পতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি যে তোমাকে সুখী করবে। তোমাব মঙ্গল হোক, তুমি এ স্থান ত্যাগ কর।

হে সুন্দরী তুমি কে? তুমি রুদ্র, মরুৎ বা বসুগণের মধ্যে কারও ভার্য্যা হবে বলে মনে হচ্ছে। দেব, গন্ধর্ব বা কিন্নরগণ এই প্রদেশে বিচরণ করেন না। এটা রাক্ষসদের বাসস্থান, তবে তুমি কি প্রকারে এই স্থানে এসেছ? এখানে অনেক ভয়ঙ্কর পশু আছে। তুমি কেন তাদের ভয় করছ না? হে সুন্দরি, তুমি একা থেকেও ভয়ঙ্কর হস্তীদের ভয় করছ না? হে কল্যাণি, তুমি একাকিনী রাক্ষস সেবিত এই ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে কি জন্য বিচরণ করছ? তুমি কে? কার ভার্য্যা? এবং কোথা হতে এখানে এসেছ?

ভাল পোষাকে প্রচ্ছন্ন ঐ দুরাত্মা রাবণ ঐরূপ প্রশংসা করলে

সীতা ব্রাহ্মণ বেশে আগত রাবণকে অতিথি সৎকারের উপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা পূজা করলেন। প্রথমতঃ আসন ও পাদ্য প্রদান করে পরে ভোজনের জন্য রাবণকে নিমন্ত্রণ করে সীতা বললেন, অন্ন প্রস্তুত, গ্রহণ করুন। গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত ও কমণ্ডুলধারী ব্রাহ্মণ বেশে সমাগত সেই রাবণকে দর্শন করে তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই সীতা ব্রাহ্মণ ভ্রমে তাকে নিমন্ত্রণ করলেন।

ইয়ং বৃষী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতা—
মিদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।
ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং
ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম ॥ (অরণ্য ; ৪৬,৩৬

—হে ব্রাহ্মণ, আপনি এই কুশাসনে ইচ্ছানুসারে উপবেশন করুন এবং এই পাদ ধৌতের জল গ্রহণ করুন। আপাততঃ এই সিদ্ধ বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট অন্ন শান্তভাবে আপনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, আপনি তা ভোজন করুন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে সীতা আত্মপরিচয় দিয়ে অতিথি সেবা করতে চাইলে—

রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে।
— আশ্রমে ন লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে ॥ (আঃ)

উত্তরে সীতা জানালেন—

আজ্ঞা বিনে প্রভুর ঘরের বাহির নহি ॥
রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর ॥ (আঃ)

সীতা অতিথি সৎকার করতে চাইলে, রাবণ আত্মহননের জন্য বলপূর্বক বাল্মীকি রামায়ণে তাঁকে হরণ করবার জন্য সঙ্কল্প করলেন। তখন সীতাও মৃগয়া হতে রাম ও লক্ষ্মণ কখন ফিরে আসবে, এইরূপ প্রতীক্ষা করে চারদিকে তাকাতে থাকলে কেবল নিবিড় বন দেখতে পেলেন। রাম বা লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন না।

ব্রাহ্মণ বেশী রাবণের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দিলে তাঁকে (সীতা) অভিশাপ দিতে পারেন, মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করে রাবণকে আত্ম-পরিচয় ও পতির পরিচয় দিয়ে তাঁকে বনে আগমনের কারণ বললেন, এবং আরও বললেন, আপনি যদি এই স্থানে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তবে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী এখনই অরণ্যজাত প্রচুর ফলমূল এবং অনেক রুরু, গোধা, ও বরাহ বধ করে প্রভূত মাংস নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন। অতঃপর তিনি জানতে চাইলেন—

স ত্বং নাম চ গোত্রঞ্চ কুলমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।
একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ॥ (অরণ্য) ৪৭।২৪

—হে দ্বিজ, আপনি কে? কোন বংশে আপনার জন্ম? কি জন্যই বা দণ্ডকারণ্যে একাকী বিচরণ করছেন এবং আপনার গোত্র কি? এ সমস্ত যথার্থরূপে বলুন।

উত্তরে রাবণ বললেন—

যেন বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুর মানুষাঃ।
অহং স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ॥ (অরণ্য) ৪৭।২৬

—হে সীতে, দেব অসুর ও মনুষ্য অধ্যুষিত সমস্ত লোক যাকে ভয় করে। আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ—এই বলে রাবণ সগর্বে আত্মপরিচয় দিলেন।

হে অনিন্দিতে, তোমার প্রশংসনীয় সৌন্দর্য্য দেখে আমার নিজের স্ত্রীদের প্রতি আর অনুরাগ হচ্ছে না। আমি নানা স্থান হতে অনেক উত্তমা স্ত্রী এনেছি। তুমি আমার মহিষী হয়ে তাদের সকলেরই প্রধান হও—তোমার মঙ্গল হবে।

রাজ্য ঐশ্বর্য্য দিয়ে সীতার হৃদয় জয়ের আকাঙ্ক্ষা করে রাবণ বললেন, সাগর মেখলা পর্বত শৃঙ্গোপরিস্থিত লঙ্কা নামে আমার এক মহানগরী আছে। তুমি সেখানে আমার সঙ্গে বিচরণ করলে এই বনবাসে অভিলাষিণী হবে না। তুমি যদি আমার ভার্য্যা

হও, তবে সমস্ত আভরণে ভূষিতা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার সেবা করবে।

নিজের ঐশ্বর্য্যের পাশে রামের বর্ত্তমান দারিদ্রের তুলনা করে রাবণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বললেন—

কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন ॥
দেখিবে কেমন করি তোমার পালন। (অঃ)

পুনরায় সীতাকে বলপূর্বক হরণ করে বলছেন—

রাবণ বলিল সীতা ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন জন। (অঃ)

রাবণের এই উক্তি হতেই বোঝা যায়, রাবণ কতটা কামুক ও পর-স্ত্রী লোলুপ ছিলেন।

প্রত্যুত্তরে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে সীতা তিরস্কার করে বললেন—

মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্র সদৃশং পতিম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামবনুব্রতা ॥ (অরণ্য) ৪৭।৩৩

—মহাপর্বতের ন্যায় অকম্পনীয় ও মহাসাগরের ন্যায অক্ষোভনীয় মহেন্দ্রতুল্য স্বামী রামের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত রয়েছে।

যিনি সমস্ত শুভ লক্ষণ সম্পন্ন। যাঁর বটবৃক্ষ সদৃশ বিশাল দেহ, যিনি সত্য প্রতিজ্ঞ, মহাভাগ ও মহাবাহু, যাঁর বক্ষ বিশাল, সিংহের ন্যায় গতি ও বিক্রম, যিনি নরশ্রেষ্ঠ ও বিশাল কীর্ত্তি, যাঁর বদন পূর্ণ চন্দ্রের মত এবং যিনি রাজকুমার সেই রামের প্রতিই আমি অনুরাগিনী রয়েছি। তাঁরই অনুগামিনী হয়ে নিরন্তর তাঁর অভিপ্রায় মত কার্য্য করে থাকি এবং তাঁর মতানুসারেই এই বনে এসেছি।

ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥ (অরণ্য) ৪৭।৩৭

—তুই শৃগাল, আমি সিংহী, আমাকে লাভ করার যোগ্যতা

তোর নেই। তথাপি আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা করছিস। সূর্য্য প্রভা যেমন কেহ স্পর্শ করতে পারে না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শ করতে পারবি না।

অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং তর্তুমিচ্ছসি।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্তুমিচ্ছসি॥
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছসি।
অগ্নিং প্রজ্বলিং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্তুমিচ্ছসি॥ (অরণ্য)

৪৭।৪২-৪৩

—রামের প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করতে অভিলাষ করে কণ্ঠে শিলা বেঁধে সমুদ্র উত্তরণ করতে ইচ্ছা করছিস এবং হস্ত দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে হরণ করতে কামনা করছিস? প্রজ্বলিত অগ্নি বস্ত্র দ্বারা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করছিস?

তুই রামের কল্যাণময় আচার পালনকারিণী ভার্য্যাকে লাভ করে তাকে অধিগমন করতে অভিলাষী হয়ে যেন লৌহময় শূলের উপরি ভাগে বিচরণ করতে ইচ্ছা করছিস? সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্র ও ক্ষুদ্র নদীতে, উৎকৃষ্ট সুরায় ও মদ্যে, চন্দনে ও পঙ্কে, হস্তী ও বিড়ালে, কাঞ্চনে ও লৌহে বা সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও মদগু পক্ষীতে এবং হাঁসে ও গৃধ্রে যেমন প্রভেদ আছে রামে ও তোতে তেমনি প্রভেদ আছে। ধনুর্বাণধারী মহেন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী সেই রাম বর্ত্তমান থাকতে মক্ষিকা যেমন ঘৃত ভোজন করে হজম করতে পারে না, বরং মরে যায়, তেমনি তুই আমাকে হরণ করে উপভোগ করতে পারবি না, নিহত হবি।

সীতা রাক্ষসকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলে কদলী বৃক্ষের ন্যায় কম্পিতা হলেন এবং ক্ষীণাঙ্গী সীতা মনে মনে ব্যথিত হলেন।

রাবণ সীতাকে

কুলং বলং নাম চ কর্ম চাত্মনঃ
সমাচক্ষে ভয়কারণার্থম্'। (অরণ্য) ৪৭।৫০

পুরূরবা রাজাকে পদাঘাত করে অনুতপ্ত হয়েছিল, তেমনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকেও অনুতাপ করতে হবে।

অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ
তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্তং ভজস্ব বরবর্ণিনি ॥ (অঃ) ৪৮।১৯

—সেই মনুষ্য রাম যুদ্ধে আমার অঙ্গুলিরও তুল্য হবে না। তোমার ভাগ্যানুসারে আমি এখানে আগমন করেছি। তুমি আমাকে ভজনা কর।

উপরোক্তভাবে রাবণ রামকে হেয় করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণ রামের বর্তমান দারিদ্র্যের চিত্র সীতার সামনে তুলে ধরে বলেছেন—

অধিক অর্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
কি গুণে রামের প্রতি মজে মন।
বল্কল পরিয়া বস বেড়ায় বনে বনে ॥
দেখিবে কেমন করি তোমার পালন। (অঃ)

যদিও উপরোক্ত আত্মশ্লাঘার মাধ্যমে রাবণের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার পৌরুষের পরিচয়ও পাওয়া যায়। সীতাকে আপন ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নানাভাবে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে এবং বারবার রামের দীনতার পাশে নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য তুলে ধরেন।

রাবণের দাম্ভিকতার উত্তরে সীতা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, তুই সর্ব দেবপূজ্য কুবের দেবের ভ্রাতা বলে পরিচয় দিয়ে কি প্রকারে এইরূপ পাপকর্ম করছিস্?

অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ।
যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ (অঃ) ৪৮।২২

—তুই নিতান্ত দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন, কর্কশ স্বভাব ও অজিতেন্দ্রিয়। সুতরাং তুই যাদের রাজা, সেই রাক্ষসরা সকলেই অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

ইন্দ্রের শচীকে হরণ করে জীবিত থাকা যেতে পারে, কিন্তু আমি রামের ভার্য্যা, আমাকে হরণ করে জীবিত থাকতে পারবে না।

সীতার বাক্য শুনে হস্তে হস্তে আঘাত করে রাবণ অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করলেন। তিনি পুনরায় সীতাকে বললেন, তুমি উন্মত্ত এবং আমার বীর্য্য ও পরাক্রম উপলব্ধি করছ না।

উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাং তু মেদিনীম্বরে স্থিতঃ।
আপিবেয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিত ॥ (অঃ) ৪৯।৩

—আমি আকাশে থেকে হস্তদ্বয় দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করতে পারি এবং সমুদ্রও পান করতে পারি। যুদ্ধে যমকেও হত্যা করতে পারি। সূর্য্যকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করতে ও পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারি। আমি ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করতে পারি। তুমি আমাকে সেইভাবে দর্শন কর।

সীতার উক্তিতে রাবণের পৌরুষকে আঘাত করায় রাবণ আপন বীর্য্যের বর্ণনা করে নিজের পরাক্রম সীতার কাছে প্রকাশ করলেন।

ক্রুদ্ধ রাবণ অতঃপর তার সুন্দর রূপ ত্যাগ করে যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করলেন। কপট ব্রাহ্মণর বেশ ত্যাগ করে দশ বদন ও বিংশতি বাহু যুক্ত মূর্ত্তি ধারণ করলেন। এবং সীতাকে বললেন, হে সুন্দরি, যদি তুমি ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাত পুরুষকে পতিরূপে লাভ করতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় করো। আমিই তোমার উপযুক্ত পতি। (মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ।) আমি প্রতিজ্ঞা করছি কখনই তোমার অপ্রিয় কাজ করব না। যে দুর্মতি সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্য ও বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করে হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত এই বনে বাস করছে, তুমি রাজ্য ভ্রষ্ট, অসিদ্ধ মনোরথ ও পরিমিতায়ু সেই রামের প্রতি তার কোন্ গুণে অনুরক্তা রয়েছো? মানুষ রামের প্রতি প্রেম ত্যাগ করে আমার অনুরাগিনী হও। এই কথা বলে রাবণ কাম বশে সীতাকে স্পর্শ

করে ঘোর পাপে নিমগ্ন হলেন। তিনি বাম হাতে সীতার কেশ ও ডান হাতে উরুদ্বয় ধারণ করে রথে তুলে নিলেন। তখন বন দেবতারাও রাবণকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

সেই সময় রাবণ সীতাকে কর্কশ বাক্যে গম্ভীর স্বরে ভর্ৎসনা করে তাঁকে ক্রোড় মধ্যে বসিয়ে তাঁর দিব্য রথে বসলেন। রাবণের দ্বারা অপহৃতা দুঃখী সীতা বন মধ্যে 'রাম' 'রাম' বলে রামকে ডাকতে লাগলেন। রাবণকে সীতা কখনও কামনা করেননি। সেইজন্য তিনি পলায়ন করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই কাম পীড়িত রাবণ—সর্প রাজবধূর ন্যায় তাঁকে গ্রহণ করে উর্দ্ধে উঠলেন। আকাশ পথে অপহৃতা সীতা উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হয়ে উন্মত্ত ও পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

হে মহাবাহো লক্ষ্মণ, তুমি গুরুজনের মন প্রসন্নকারী। এই রাক্ষস যে আমাকে হরণ করছে—তা কি তুমি জানতে পারছ না? হে রঘুনন্দন রাম, তুমি ধর্ম রক্ষার জন্য অর্থ, সুখ, এমন কি জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পার, কিন্তু আমি অর্ধম অনুসারে অপহৃতা হচ্ছি, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না? তুমি তো নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যকারী ব্যক্তিদের শাসন কর, তবে এই পাপবুদ্ধি রাবণকে শাসন করছ না কেন?

নমু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে॥
ত্বং কর্ম কৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ। (অরণ্য) ৪৯।২৭-২৮

—নীতিবিরুদ্ধ কাজের সদ্য ফল লাভ করতে দেখা যায় না। শস্যকে যেমন পরিপক্কতার জন্য তার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তেমন কর্মফল লাভের তার সহকারী কারণ কালের অপেক্ষা করতে হয়। এই জন্যই কি এখন তুমি উপেক্ষা করছ?

সাধ্বী সীতার এই বিলাপই রাবণের সবংশে ধ্বংসের অন্যতম কারণ। সীতা পুনরায় বললেন, রাবণ, কাল তোর চৈতন্য হরণ করেছে, সেই জন্য তুই এই কর্ম করলি। এর দ্বারা তোর রামের

নিকট হতে প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। (জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ ব্যসনমাপ্নুহি)। হায় আমি রামের ধর্মপত্নী হয়ে অপহৃতা হচ্ছি। এখন কৈকেয়ী ও তাঁর বন্ধুবর্গের অভিলাষ সিদ্ধ হলো।

যম যদি আমাকে অপহরণ করেন এবং তা যদি সেই মহাবল মহাবাহু রাম জানতে পারেন, তবে যমলোকে গিয়েও তিনি পরাক্রম প্রকাশ করে আমাকে উদ্ধার করবেন।

ক্রন্দনরতা দুঃখী সীতা এইভাবে বিলাপ করতে করতে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট জটায়ুকে দেখতে পেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে জটায়ু, রাক্ষসরাজ পাপী রাবণ আমাকে অনাথার মত নির্দয়ভাবে হরণ করছে আপনি তা দেখুন। আপনি এই ক্রূর নিশাচর রাবণকে নিবারণ করতে পারবেন না। কারণ সে দুর্মতি, বলবান ও অস্ত্রধারী। অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করে সে দুঃসাহসী হয়েছে। অতএব আপনি রাম ও লক্ষ্মণকে আমার হরণ বার্ত্তা অবশ্য বলবেন।

সীতা হরণ রূপ দুষ্কর্ম হতে রাবণকে নিবৃত্ত করতে জটায়ু নানা উপদেশ দিয়ে সাবধান করলেন। তিনি রাবণকে আরও বললেন—

স ভারঃ সৌম্য ভর্তব্যো যো নরং নাবসাদয়েৎ।
তদন্নমপি ভোক্তব্যং জীর্য্যতে যদনাময়ম্॥ (অরণ্য) ৫০।১৮

হে সৌম্য—যে ভার বহন করতে বিশেষ কষ্ট হয় না, সে ভারই বহন করা উচিত এবং যে অন্ন বিনা ক্লেশে জীর্ণ হয়, সেই অন্নই ভক্ষণ করা উচিত।

যৎকৃত্বা ন ভবেদ্ধর্মো ন কীর্তির্ন যশো ধ্রুবম্।
শরীরস্য ভবেৎ খেদঃ কস্তং কর্ম সমাচরেৎ॥ (অরণ্য) ৫০।১৯

—যে কাজ করলে ধর্ম, অক্ষয় যশ এবং কীর্ত্তি স্থায়ী হয় না বরং কেবল শরীরের ক্লেশ জন্মে, কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ কর্ম করে?

হে রাবণ, আমি জন্মগ্রহণ করে পিতৃ পিতামহের রাজ্য লাভ করে যথা নিয়মে ষাট হাজার বছর পালন করেছি। যদিও আমি বৃদ্ধ

হয়েছি, তথাপি তুই যুবা, কবচধারী, রথারোহী ও ধনুর্বাণধারী হয়েও আমার সামনে বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে নিয়ে অক্ষত শরীরে যেতে পারবি না। আমি জীবিত থাকতে তুই রামের মহিষী সীতাকে নিয়ে যেতে পারবি না। জীবন ত্যাগ করেও মহাত্মা দশরথের ও রামের প্রিয় কাজ সম্পন্ন করা উচিত। আমি যথাশক্তি যুদ্ধে তোকে পরাজিত করব যেমন বৃন্ত হতে ফল পতিত হয়, তেমনি তুই উৎকৃষ্ট রথ হতে পতিত হবি। (বৃন্তাদিব ফলং ত্বাং তু পাতয়েয়ং রথোত্তমাৎ)।

অতঃপর জটায়ু ও রাবণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। রাবণ জটায়ুকে আহত করে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে সীতাকে নিয়ে লঙ্কাভিমুখে চললেন। সীতা রাম ও লক্ষ্মণের নাম করে বিলাপ করতে লাগলেন।

রাবণকে ধ্বংস করার জন্যই সীতা হরণের প্রয়োজন। তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রাবণ যখন বলপূর্বক সীতাকে হরণ করছিলেন, তখন—

কৃতং কার্য্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ।
প্রহৃষ্টা ব্যথিতাশ্চাসন্ সর্বে তে পরমর্ষয়ঃ ॥
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ প্রাপ্তং বুদ্ধা যদৃচ্ছয়া ॥ (অরণ্য) ৫২।১১-১২

—শ্রীমান পিতামহ ব্রহ্মা দিব্য নয়নে সীতাকে ধর্ষিতা হতে দেখে কার্য্য সিদ্ধি হলো বলে বললেন। দণ্ডকারণ্যবাসী সমস্ত মহর্ষিগণ সীতা ধর্ষিতা হচ্ছেন দেখে আনন্দিত ও ব্যথিত হয়ে রাবণের ধ্বংস উপস্থিত—তা জানতে পেরে হৃষ্ট হলেন।

ব্রহ্মার আশীর্বাদেই দুর্জন রাবণ এতটা দুর্ধর্ষ হয়েছিল। সেই রাবণের মৃত্যুর জন্য সীতা হরণ ঘটিয়ে এবং রাবণের হস্তে সীতাকে নিগৃহীত করিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে ব্রহ্মার আত্মপ্রসাদ লাভ করা কি সঙ্গত হয়েছে? দেবাদিদেব ব্রহ্মার একটি নারীকে ধর্ষিতা হতে দেখে এইরূপ সন্তোষ প্রকাশের মধ্যে তাঁর দেবোপম

উদারতা প্রকাশ পায়নি বরং স্বার্থপরতাই প্রকাশ পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেব ও মানবে প্রভেদ কোথায়?

সীতা বিলাপ করতে করতে ও সারাপথ রাবণকে অভিসম্পাত দিয়ে পালাবার জন্য বহু চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি রাবণকে বলেছিলেন—

মৃত্যুকালে যথা মর্ত্যো বিপরীতানি সেবতে।
মুমূর্ষূণাং তু সর্বেষাং যৎ পথ্যং তন্ন রোচতে ॥ (অরণ্য) ৫৩,১৭

—মৃত্যু কাল এলে মানুষ যেমন বিপরীত কাজ করে থাকে তেমন তুই বিপরীত কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিস্। মুমূর্ষু ব্যক্তিদের হিতকর পথ্যে রুচি হয় না।

আমি তোর কণ্ঠ কালসাপে আবদ্ধ দেখছি। ওরে নিশাচর, তুই ভয়স্থানে ভয় করছিস না। রাম অবশ্যি তোকে তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে বধ করবেন। যেহেতু তুই তাঁর প্রেয়সীকে হরণ করছিস।

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সীতা উপায়ন্তর না দেখে পর্বতোপরি উপবিষ্ট প্রধান পাঁচটি বানরকে দেখলেন। তারা যাতে রামের কাছে তাঁর অপহরণের সংবাদ জানায়-সেই জন্য সীতা তাঁদের নিকট তাঁর উত্তরীয় কৌশের বস্ত্র ও মনোহর অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করলেন। রাবণ যখন লঙ্কাপুরী অভিমুখে এগোচ্ছিলেন, সীতার দুঃখে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের চারণগণ সকলেই দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করছিল। সিদ্ধগণ বললেন—দশানন রাবণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে।

কামান্ধ রাবণ তাঁর ক্রোড়স্থিত সীতার অঙ্গ সৌষ্ঠবে অধিকতর কামান্ধ হয়ে সীতাব কার্য কলাপের দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বন নদী পর্বত ইত্যাদি অতিক্রম করে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। সীতাকে লঙ্কাপুরীতে রেখে রাবণ ভয়ঙ্করী (অঘোরদর্শনা) পিশাচীদের আদেশ দিলেন যেন কোন পুরুষ কি নারী কাউকে রাবণের বিনা অনুমতিতে সীতার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া হয়। সীতা

যখন যা চাইবে তা তৎক্ষণাৎ সীতাকে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে, কেউ যেন তাঁর সঙ্গে কটু ভাষণ না করে ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে রাবণ তাঁর পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য কি চিন্তা করার সময়ে আটজন উগ্র রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। তাদের বললেন, তোমরা জনস্থানে, খর ও দূষণ যেখানে বাস করত সেখানে গিয়ে বসবাস কর। রাম তাদের সসৈন্যে নিহত করেছে। এই মহাশত্রু রামকে নিহত করতে না পারলে আমি নিদ্রা যেতে পারবো না। তোমরা জনস্থানে বাস করে রাম কখন কি করে সে সংবাদ আমাকে জানাবে। তোমরা সেখানে সাবধানে থাকবে এবং রামকে বধ করতে চেষ্টা করবে। যুদ্ধের সময় আমি তোমাদের বীর্য দেখেছি, সেইজন্যই তোমাদের সেই জনস্থানে পাঠাচ্ছি। তারপর সেই আটজন রাক্ষস রাবণকে অভিবাদন করে অদৃশ্য হয়ে জনস্থানে গেল। রাবণ সীতাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং সীতাকে হরণ করে রামের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারবেন ভেবে আনন্দ লাভ করলেন।

রাবণ রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করে দেখলেন শোকাভিভূতা সীতা কাঁদছেন। সীতাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য রাবণ তাঁব রম্য ও হিরন্ময় রাজপ্রাসাদ যা দেবতাদের অন্তপুরের ন্যায়, সেই প্রাসাদ দেখিয়ে সীতাকে বললেন, এই নগরে বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি ভয়ঙ্কর কর্মরতা রাক্ষস আছে। আমি তাদের প্রভু। একা আমারই এক সহস্র ভৃত্য আছে। এখন আমার এই সম্পূর্ণ রাজ্য ও জীবন তোমারই অধীন। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আমার বহু ভার্যা আছে। তুমি আমার ভার্যা হয়ে তাদের প্রধান হও, আমি তোমার প্রতি কামাসক্ত হয়েছি। শত যোজন বিস্তৃতা এই লঙ্কা নগরীর চারদিক সমুদ্রে বেষ্টিত। ইন্দ্রের সঙ্গে দেব এবং দানব কেউই এই রাজ্যে উৎপীড়ন করতে পারে না।

ন দেবেষু ন যক্ষেষু ন গন্ধর্বেষু ন যষু।
অহং পশ্যামি লোকেষু যো মে বীর্য্যসমো ভবেৎ॥ (অঃ) ৫৫।২০

—আমি দেব, ঋষি, গন্ধর্ব ও যক্ষ প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী প্রাণীদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখি না, যে বীর্য্যে আমার সমান হতে পারে।

সীতা, তুমি সেই দুর্বল, রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, তপশ্চারী ও ভিখারী মানুষ রামকে নিয়ে কি করবে? রামের দর্শন আশা তুমি ত্যাগ কর।

ন শক্যো বায়ুরাকাশে পাশৈর্বদ্ধুং মহাজবঃ।
দীপ্যমানস্য বাপ্যগ্নের্গ্রহীতুং বিমলাঃ শিখা॥ (অরণ্য) ৫৫।২৪

—যেমন কেউ আকাশে বায়ুকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করতে পারে না বা প্রদীপ্ত আগুনের নির্মল শিখা হাতে নিতে পারেনা, তেমনি কেউ মনোহর রথের দ্বারাও এখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

তুমি আমার দ্বারা রক্ষিতা হলে ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে পরাক্রম দেখিয়ে তোমাকে এখান হতে নিয়ে যেতে পারবে। তুমি লঙ্কারাজ্য আমার সঙ্গে পালন কর। অভিষেক জলে দেহ ধৌত করে সন্তুষ্টচিত্তে আমার সঙ্গে রমণ কর। তাহলে আমি তোমার দাস হব। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণ এমন কি স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ সহ সম্পূর্ণ জগৎই তোমার দাস হবে। পূর্বে তোমার যে কুকর্ম ছিল, তা বনবাস দ্বারা ক্ষয় হয়েছে, এখন তোমার যে সুকর্ম আছে, তার ফল লাভ কর। এখানে উত্তম উত্তম বহু অলঙ্কার ও দিব্য গন্ধযুক্ত শ্রেষ্ঠ দ্রব্য আছে, তুমি আমার সঙ্গে তা ভোগ কর। আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে বিমান, আমি তাকে পরাজিত করে তা লাভ করেছি। তুমি তাতে আরোহণ করে যত্র তত্র আমার সঙ্গে বিহার কর। রাবণ আরও বললেন, তুমি ধর্মলোপের আশঙ্কায় লজ্জিত হয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার যে বিয়ে হবে তা ঋষিদের সম্মত বিবাহ। আমি তোমার চরণে প্রণাম করছি।

ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিন্মূর্ধ্না স্ত্রীং প্রণমেত হ।
এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মৈথিলীং জনকাত্মজাম॥ (অঃ) ৫৫।৩৭

—রাবণ কোন স্ত্রীকে প্রণাম করে না। দশানন রাবণ মিথিলা-রাজ জনক দুহিতাকে এইরূপ বললেন।

কামের প্রভাবে দাম্ভিক রাবণ দীন হতে দীন হতে পারেন—এই উক্তি তারই দৃষ্টান্ত।

প্রত্যুত্তরে সীতা রাবণ ও তাঁর মধ্যে এক গাছি তৃণ রেখে নির্ভয়ে তাঁকে উত্তর দিলেন—রাজা দশরথ ধর্মের অচল সেতু সদৃশ ছিলেন। যিনি সত্য প্রতিজ্ঞ ও ধর্মাত্মা বলে ত্রিলোকে খ্যাত, সুপুরুষ রাম সেই মহাত্মার ভ্রাতা, লক্ষ্মণের সঙ্গে তোকে বিনাশ করবেন। যদি তাঁর সামনে আমার উপর বলপূর্বক অত্যাচার করতিস্, তবে যেমন জনস্থানবাসী খর নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করেছে, তেমনি তুইও যুদ্ধে শায়িত হতিস্। তুই দেব এবং দানবদের অবধ্য হলেও তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে জীবিত থাকতে পারবি না। রাম তোকে হত্যা করবে। অতএব যূপে বদ্ধ পশুর ন্যায় তোর জীবন দুর্লভ হয়েছে। (পাশোযুপগতস্যেব জীবিতং তব দুর্লভম্।) তোর আয়ু নিশেষ প্রায়। তুই শক্তিহীন, রাজ্য লক্ষ্মী ভ্রষ্ট দুর্বলেন্দ্রিয় হয়েছিস্। তোর অপরাধেই লঙ্কাপুরী বিধবা হবে। ওরে রাক্ষস, আমার এই অচৈতন্য দেহকে তুই বন্ধন বা বিনাশ কর। আমি পৃথিবীতে নিজের কলঙ্ক বিস্তার করতে পারবো না। এইভাবে সীতা তাকে অভিসম্পাত করলে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—

শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি॥
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ॥ (অঃ) ৫৬।২৪-২৫

—হে চারুহাসিনি মিথিলারাজ নন্দিনী, তুমি আমার কথা শোন। হে ভামিনি, তুমি যদি সং বৎসর কালের মধ্যে আমার অনুগত না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতরাশের জন্য তোমাকে টুকরো টুকরো করে কাটবে।

অতঃপর রাবণ রাক্ষসীদের বললেন, তোরা শীঘ্র এর দর্প চূর্ণ

কর। রাক্ষসীরা তাঁর বাক্যানুসারে সীতাকে পরিবেষ্টন করল। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের বললেন, তোরা সকলে এই মিথিলারাজ দুহিতা সীতাকে অশোকবনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিবেষ্টন করে তাকে গুপ্তভাবে রক্ষা কর। তারপর কখনও সান্ত্বনা দিয়ে কখনও বা ভর্ৎসনা করে বন্য হস্তিনীর ন্যায় তাঁকে আমার বশীভূত কর।

রাক্ষসীরা শোকার্ত্ত সীতাকে অশোকবনে নিয়ে গেল। ব্যাঘ্রীদের মধ্যে হরিণী যেমন বশীভূত হয়, তেমনি সীতাও রাক্ষসীদের বশীভূতা হলেন। (রাক্ষসী বশমাপন্না ব্যাঘ্রাণাং হরিণী যথা)। সীতা রাক্ষসীদের সঙ্গে খুসী হতে পারলেন না। তিনি প্রিয় স্বামী ও দেওরকে স্মরণ করে ভয়ে ও শোকে পীড়িত হয়ে সংজ্ঞা হারালেন।

বেদব্যাসের মহাভারতে আছে রাবণকে দিয়ে সীতাহরণ সম্পন্ন করে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়ে ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—ত্রিলোকের হিতের জন্য এবং রাক্ষসদের বিনাশের জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাকে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু পতিব্রতা সীতা সদা সুখে পালিতা, রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সর্বদা কেবল রাক্ষসীদের দেখছেন। কিন্তু স্বামী দর্শন করবার ইচ্ছা তাঁর অন্তরে সর্বদা জাগ্রত। রাম কিভাবে তাঁর সংবাদ পাবেন এবং তাঁকে উদ্ধার করবেন এই চিন্তার বিষে তিনি কোন কিছু আহার করছেন না, সেই জন্য সন্দেহ হচ্ছে ঐরূপ অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করবেন।

স ভূয়ঃ সংশয়ো জাতঃ সীতায়াঃ প্রাণসংক্ষয়ে॥ (অঃ) (প্রঃ) ৬

—সীতার প্রাণক্ষয় হলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

স ত্বং শীঘ্রমিতো গত্বা সীতাং পশ্য শুভাননাম্।
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং প্রযচ্ছ হবিরুত্তমম্॥ (অঃ) (প্রঃ) ৭

—তুমি শীঘ্র লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে সুমুখী সীতাকে অবলোকন কর এবং তাঁকে এই উত্তম হবি প্রদান কর।

ব্রহ্মার নির্দেশে ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সঙ্গে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। নিদ্রাদেবী দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য রাক্ষসদের নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন। ইন্দ্র সীতাকে বললেন—আমি আপনার উদ্ধার কাজ সিদ্ধির জন্য রামকে সহায়তা করবো। আপনি শোক করবেন না। রাম আমার কৃপায় সৈন্যদের সঙ্গে সমুদ্র পার হবেন। আমি মায়ার দ্বারা রাক্ষসীদের নিদ্রাচ্ছন্ন করেছি। আপনি আমার হাত হতে এই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে ভোজন করলে সহস্র বৎসরেও আপনি খিদে ও পিপাসায় পীড়িত হবেন না। সহস্র বৎসর আপনার কোন ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে না।

ইন্দ্রের কথা শুনে সীতা বললেন, আপনি যে শচীপতি ইন্দ্র তা আমি কি করে বুঝবো? যদি আপনি সত্যি ইন্দ্র হন, তবে দেবতাদের যে সব লক্ষণ আছে তা আমাকে দেখান। সীতার এই কথা শুনে শচীপতি

পৃথিবীং ন স্পৃশেৎ পদ্ভ্যামনিমেষেক্ষণানি চ।
অরজোঽম্বরধারী চ নম্লানকুসুমস্তথা॥ (অঃ) (প্রঃ) ১৮-১৯

—তাঁর চরণদ্বয় পৃথিবী স্পর্শ করে না। তিনি শূন্যে দাঁড়িয়ে চক্ষুর অনিমেষ পলক ফেললেন না। তাঁর পরিহিত বস্ত্র ধূলোর দ্বারা স্পৃষ্ট নয়, তাঁর কণ্ঠের ফুলের মালার ফুল সর্বদা অম্লান ইত্যাদি।

দেবতাদের লক্ষণ দেখালে তাঁকে ইন্দ্র বলে জেনে সীতা অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন আজ আমার সৌভাগ্য যে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে রামের নাম আমি শুনেছি। আমার নিকট যেমন আমার শ্বশুর দশরথ, পিতা জনক, তেমনি আপনাকেও দেখছি। আপনি যে হবিষ্যান্ন এনেছেন আমি আপনার আজ্ঞায় তা গ্রহণ করব। তিনি ইন্দ্রের হাত হতে সেই পায়স গ্রহণ করে স্বামী রাম ও দেওর লক্ষ্মণকে নিবেদন করে বললেন, যদি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে আমার শক্তিশালী স্বামী জীবিত থাকেন, তাহলে ভক্তিভরে আমি যে পায়স নিবেদন করলাম, তা তাঁরা গ্রহণ করুন।

এইরূপ বলে স্বয়ং সেই পায়স খেলেন। অতঃপর ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সঙ্গে দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

সুন্দরকাণ্ডে দেখা যায় রাবণ সীতাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে তাঁর অনুগত করবার চেষ্টা করে বললেন—

এবং চৈবমকামাং ত্বাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি।

কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ততাম॥ (সুন্দর) ২০।৬

—হে মৈথিলি, তোমার জন্য কামে আমি উত্তেজিত হলেও, কামরহিতা তোমাকে আমি কখনও স্পর্শ করব না।

দুরাত্মা রাবণের উপরোক্তি হতে মহানুভবতা প্রকাশ পায়নি। কামান্ধ রাবণের মধ্যে এইরূপ নীতিবোধ তাঁর চরিত্র গুণ নয়। ব্রহ্মাও ভ্রাতুষ্পুত্র নলকুবেরের অভিশাপ তাঁর মনে সতত অতন্দ্র থেকে তাঁকে এরূপ দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত করেছে।

এইভাবে সীতাকে মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির প্রলোভনে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় রাবণের মধ্যে সাধারণ কামুক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

রামের প্রতি সীতার মন বিরূপ করবার জন্য সীতাকে রাবণ বার বার বললেন, আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো। আমার সব ধন-সম্পদ তোমার। আমার এত ধন সম্পদ দেখেও

কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা॥

নিক্ষিপ্তবিজয়ো রামো গতশ্রীর্বনগোচরঃ।

ব্রতী স্থণ্ডিলশায়ী চ শঙ্কে জীবতি বা ন বা॥ (সুন্দর) ২০।২৫-২৬

—সুভগে তুমি সেই চীরবসনধারী রামকে নিয়ে কি করবে? বিজয়শূন্য, হতশ্রী বনবাসী, ব্রতাচরণকারী ও ভূতলশায়ী রাম জীবিত কি মৃত সন্দেহের বস্তু।

রাম আর তোমাকে দেখতে পাবে না। ইন্দ্র করতলগত হিরণ্যকশিপুর কীর্তি (ভার্য্যার) ন্যায় আমার কবল হতে রাম তোমাকে উদ্ধার করে নিতে পারবে না। গরুড় যেমন সর্পকুল হরণ করে,

তেমনি তুমিও আমার মন হরণ করেছো। তোমাকে জীর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধানা ও নিরাভরণা দেখে আমার অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের উপভোগ করতে পারছি না। তুমি তাদের উপর আধিপত্য কর। কুবেরের যে সব ধন ও রত্ন ছিল, তার সমস্তই আমার আয়ত্বে আছে। সেইসব ধনরত্ন ও ত্রিভুবনের সঙ্গে তুমি আমার সঙ্গে ভোগ কর।

ন রামস্তপসা দেবি ন বলেন চ বিক্রমৈঃ।
ন ধনেন ময়া তুল্যাস্তেজসা যশসাপি বা॥ (সুন্দর) ২০।৩৪

—রাম তপস্যায়, বলে, বিক্রমে, সম্পদে, বীর্য্যে বা খ্যাতিতে কিছুতেই আমার সমকক্ষ নয়।

তুমি পান কর, বিহার কর, যথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর, পর্যাপ্ত বিত্ত ও পৃথিবী ইচ্ছানুসারে দান কর। তুমি আমার সঙ্গে যথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর। তোমার বন্ধুবর্গও আমার নিকট এসে তাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুক।

সীতা রাবণকে দুঃখিত চিত্তে বললেন—

নিবর্ত্তয় মানো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ॥
ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্ত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ। (সুন্দর) ২১।৩-৪

—আমা হতে তোমার মনকে ফিরিয়ে নাও, তোমার স্বজনের (ভার্য্যার) দ্বারা তোমার চিত্তকে প্রীত কর। পাপী যেমন সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, তেমনি তোমার প্রার্থনা আমার নিকট যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

সীতা উপমা দিয়ে আরও বললেন—

শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বর্য্যেণ ধনেন বা।
অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা॥ (সুন্দর) ২১।১৫

—সূর্য্য ও সূর্য্যের প্রভা যেমন পৃথক ভাবে থাকতে পারে না। অতএব ঐশ্বর্য্যে বা ধনের প্রলোভনে তুই আমাকে লুব্ধ করতে পারবিনা।

সীতা রামের মহিমা বর্ণনা করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতার সুফল ও

শত্রুতার কুফল দেখিয়ে রামের নিকট আত্মসমর্পণ করে মিত্রতা বন্ধনের উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি সংযত চিত্তে আমাকে তাঁর নিকট প্রত্যর্পণ করে শরণাগত বৎসল রামকে প্রসন্ন কর। এতে তোমার মঙ্গল হবে, নতুবা তোমার সমূহ বিপদ আসন্ন।

বর্জয়েদ বজ্রমুৎ সৃষ্টং বর্জয়েদন্তকশ্চিরম্।

ত্বদ্বিধং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ।। (সুন্দর) ২১।২৩

—নিক্ষিপ্ত বজ্রও তোমাকে বর্জন করতে পারে, কিন্তু লোকনাথ ক্রুদ্ধ রাঘব তোমার ন্যায় দুর্জনকে বর্জন করবেন না, অবশ্যই বধ করবেন।

বিষ্ণু যেমন তিন পাদক্ষেপে ত্রিবিক্রম প্রকাশ করে অসুরগণের নিকট হতে প্রত্যোভিতা শ্রীকে আহরণ করেছিলেন, তেমনি আমার স্বামী তোমার নিকট হতে সত্বর আমাকে উদ্ধার করবেন।

সীতার উপদেশ ও হুঁশিয়ারি রাবণকে কেবল ক্রুদ্ধ করলো। উত্তরে তিনি বললেন, সচরাচর দেখা যায় যে পুরুষ স্ত্রীকে যথোচিত সান্ত্বনা বাক্য বলে, তেমন পুরুষকে স্ত্রী অধিকতর সমাদর ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আমি তোমাকে যতই প্রিয়বাক্য বলছি, তুমি ততই আমাকে পর্যুদস্ত করছ। বিপথগামী অশ্বকে সুসারথি যেমন সংযত করে, তোমার প্রতি আমার কামভাব তেমনি আমার ক্রোধকে সংযত করছে।

যার প্রতি কামভাব জন্মে সেই ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হলেও তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশে সাধারণতঃ বিলম্ব ঘটে। তুমি বধার্হা, অবমাননার যোগ্য, মিথ্যে তাপস ব্রত রত। তবুও তোমাকে বধ করতে পারছি না।

দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ।

ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি।। (সুন্দর) ২২.৮

—তোমার জন্য আমি দুই মাস প্রতীক্ষা করব। তারপর তুমি আমার শয্যায় আরোহণ করবে।

নতুবা আমার পাচকরা আমার প্রাতরাশের জন্য তোমাকে টুকরো টুকরো করে কাটবে।

রাবণ বহু বছর তপস্যা করে দেবতাদের অনেক আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। দেবতাদের বর ও আশীর্বাদে তাঁর রাক্ষস স্বভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটাতে পারেনি। তিনি রাক্ষসই থেকে গেলেন। নতুবা জনার্দ্দন পত্নী লক্ষ্মীর কাছে ঐরূপ গর্হিত প্রস্তাব করতে পারতেন না।

সীতা রাবণকে দৃঢ় চিত্তে বললেন, বোধহয় তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই যে তোমাকে এই অন্যায় কর্ম হতে নিবৃত্ত করতে পারে। শচী পতির শচীর ন্যায় আমি ধর্মাত্মা রামের পত্নী। এই ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় অধম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা করতে পারে না।

তুমি আমাকে যে সব পাপ কথা শোনাচ্ছ, তা হতে কিভাবে তোমার মুক্তি হবে ?

যথা দৃপ্তশ্চ মাতঙ্গঃ শশশ্চ সহিতৌ বনে।
তথা দ্বিরদবদ্ রামস্ত্বং নীচ শশবৎ স্মৃতঃ॥ (সুন্দর) ২২।১৬

—বলবান হস্তী ও নীচ শশক বনে যুদ্ধার্থে মিলিত হলে যেমন ঘটে তেমনি হস্তী রামের সঙ্গে তুমি শশকের সংগ্রামে সেইরূপ অবস্থা হবে।

এইভাবে সীতা রাবণকে তিরস্কার করে আরও বললেন তোমাকে ভস্মীভূত করার মত তেজ আমার আছে, কিন্তু রামের আদেশ না থাকায় যথা রীতি পাতিব্রত্য পালন করছি। (অর্থাৎ অভিশাপ দিলে তপঃক্ষয় ও ব্রত ভঙ্গ হয়) তোমাকে কোপ দগ্ধ করছি না।

সীতার রূঢ় বাক্য শুনে রাবণ ক্রোধান্বিত হয়ে সীতার প্রতি ক্রুর দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন তোমার ব্রত পালন প্রয়োজন হীন ও নীতিহীন, অতএব সূর্য যেমন নিজের প্রভায় প্রভাত কালের অন্ধকার দূর করে, আমিও সেইরূপ বলপূর্বক তোমাকে বিনাশ করব।

(নাশয়াম্যহমত্ত ত্বাং সূর্য্যঃ সন্ধ্যামিবৌজসা)। অতঃপর রাক্ষসীদের নির্দেশ দিলেন যেমন করে হোক সীতাকে যেন রাবণের বশীভূত করা হয়। এবং নিজে মৈথিলীকে ভৎর্সনা করে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করলেন।

রাবণের দ্বারা নিযুক্ত রাক্ষসীদের ভৎর্সনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে অনেক কান্নাকাটি করে সীতা বেণীর দ্বারা বৃক্ষের ডালে উদ্‌বন্ধনের চেষ্টা করবার সময় তাঁর প্রাক্‌ বিবাহকালীন শুভ লক্ষণ সমূহের আবির্ভাব দেখে নিবৃত্ত হলেন।

অন্যদিকে হনুমান সীতা অন্বেষণে এসে অশোক বনে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে যাবার সময় লঙ্কাতে লঙ্কাকাণ্ড করে বসলেন। রাবণের অনেক বিশ্বস্ত বলশালী রাক্ষস হনুমানকে আয়ত্বে আনতে পারল না।

হনুমান রাক্ষসদের হত্যা করে চৈত্য প্রাসাদের স্তম্ভ উৎপাটন করে প্রাসাদ দগ্ধ করে অন্তরীক্ষে গমন করে বললেন অচিরেই এই নগরী ও তোমরা বিধ্বস্ত হবে। হনুমানকে নিগৃহীত করবার জন্য প্রহস্ত পুত্র জম্বুমালীকে পাঠান হয়েছিল, তাকে হনুমান যুদ্ধে নিহত করেন। এইরূপে রাবণের দ্বারা প্রেরিত বহু সৈন্য হনুমানের দ্বারা নিহত হয়। এমন কি রাবণ পুত্র অক্ষ নামে রাক্ষসও নিহত হয়।

অবশেষে রাবণের পরামর্শে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বন্দী করলেও হনুমান বন্ধন মুক্ত হতে পারতেন, তথাপি রাবণের সান্নিধ্যের জন্যই স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। রাবণের মধ্যে মহাপুরুষের চিহ্ন সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বন্দী হনুমান মনে মনে বললেন—

যদ্যধর্মো ন বলবান্‌ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা।। (সুন্দর) ৪৯,১৮

—যদি অধর্ম উহার মধ্যে এত প্রবল না হত, তবে রাক্ষসেশ্বর (রাবণ) ইন্দ্রের সঙ্গে দেবলোকের রক্ষক হতে পারতেন।

অর্থাৎ রামভক্ত হনুমানও সিদ্ধ জীব। তিনি রাবণের দুর্লক্ষণ

ও সুলক্ষণ এক নজরে পড়ে নিলেন। রাবণের মধ্যে দুর্লক্ষণগুলি এত বলবান যে ঐ দুর্লক্ষণের প্রবলতার জন্য তিনি সুরলোকের অধীশ্বর হতে বঞ্চিত হয়েছেন।

তাঁর নৃশংস ক্রূর ও গর্হিত কার্য্য কলাপে দেব দানবের সঙ্গে সমস্ত লোক বিব্রত। ক্রুদ্ধ হলে রাবণ এই বিশ্ব সংসার এক মহা সমুদ্রে পরিণত করতে পারেন। অপরিমেয় তেজ সম্পন্ন রাক্ষসরাজের প্রভাব নিরীক্ষণ করে হনুমান এইভাবে নানা চিন্তায় মগ্ন হলেন।

রাবণ সম্বন্ধে হনুমানের এই প্রকার সমীক্ষা রাবণকে রাক্ষস দানব হলেও বহু উচ্চস্তরে স্থাপন করে।

অতঃপর হনুমান আত্মপরিচয় দিয়ে লঙ্কায় তাঁর আগমনের কারণ প্রকাশ করে রাম মহিমা বর্ণনা করে সীতাকে তাঁর নিকট প্রত্যর্পণ করে নিজের জীবন লাভ ও রাজ্য ঐশ্বর্য্য রক্ষা করতে রাবণকে উপদেশ দেন।

হনুমানের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ তাঁর বধের আদেশ দেন। বিভীষণ প্রত্যুত্তরে দূত অবধ্য জানালেন। তখন রাবণ হনুমানের লেজ (লাঙ্গুল) তৈলসিক্ত বস্ত্র খণ্ডে মুড়ে অগ্নি সংযোগ করে বাদ্য সহকারে লঙ্কা প্রদক্ষিণ করাতে রাক্ষসদের আদেশ দেন।

রাক্ষসীদের নিকট এই কথা শুনে জানকী অগ্নির নিকট শপথ করে প্রার্থনা করতে থাকলে পুচ্ছাগ্নির দ্বারা হনুমান লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেন, এবং রাক্ষসেরা বিলাপ করতে থাকেন। আগুন হনুমানের লাঙ্গুল পুচ্ছের কোন ক্ষতি করলনা।

হনুমানের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ সীতার সঙ্গে দেখা, রাক্ষসদের বধ ও লঙ্কাপুরী দগ্ধ—এসব ঘটনা পরম্পরায় প্রবল বাত্যা বিক্ষুব্ধ মহা-সমুদ্রের মত রাবণ ব্যাকুল হয়ে মন্ত্রীদের ও মিত্রবর্গের পরামর্শ চেয়ে বললেন, হনুমান একা এসে দুর্জয় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে প্রাসাদ ধ্বংস করে প্রধান প্রধান রাক্ষসদের হত্যা করে সমগ্র লঙ্কাপুরী বিপর্যস্ত করে গেছে। তোমরা আমাকে রাম সম্বন্ধে সুপরামর্শ দাও।

তিনি বললেন, কর্মোদ্যমের পদ্ধতির বিভিন্নতার দরুণ মানুষকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যে পুরুষ মিত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দৈবের আনুকূল্যে যত্নের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে—তাকেই পণ্ডিতরা উত্তম পুরুষ বলে। যে পুরুষ স্বয়ং ধর্ম ও অর্থের বিচার ও বিবেচনা করে কাজ করে তাকে মধ্যম বলে। যে ব্যক্তি নিজ গুণ ও দোষের বিচার ও দৈবের উপর নির্ভর না করে নিজেই কার্য সম্পন্ন করতে বদ্ধ পরিকর হয় তাকে অধম পুরুষ (হঠকারী) বলে। মানুষের মধ্যে যেমন তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে, তেমনি মন্ত্রণারও তিনটি শ্রেণী আছে।

যথেমে পুরুষা নিত্যমুত্তমাধম—মধ্যমাঃ।
এবং মন্ত্রোঽপি বিজ্ঞের উত্তমাধম—মধ্যমাঃ॥ (যুদ্ধ) ৬।১১

—পুরুষদের মধ্যে যেমন উত্তম, মধ্যম ও অধম ভাগ আছে, মন্ত্রণার মধ্যেও সেরূপ উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণী দেখা যায়।

মন্ত্রণার শ্রেণী বিভাগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাবণ বললেন—নীতিবিদ্ মন্ত্রীরা সব বিষয় পর্যালোচনা করে একমত হয়ে যে পরামর্শ দেন, সে মন্ত্রণা উত্তম। মন্ত্রীরা প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন মত হয়েও পরে বিচার করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে মন্ত্রণা দেন সেই মন্ত্রণাকে মধ্যম মন্ত্রণা বলে। যে পরামর্শে মন্ত্রীরা ভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও অবশেষে কিছুটা একমত হলেও পরিণামে শুভফল হয় না, তাকে অধম মন্ত্রণা বলা হয়। সুতরাং মন্ত্রীরা আমাকে সুপরামর্শ দিন। রাম বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমাদের অবরুদ্ধ করবার জন্য শীঘ্রই লঙ্কায় উপস্থিত হবেন। নিজের শক্তির দ্বারা ও সৈন্যদের সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হবেন। তিনি আত্মশক্তির দ্বারা সমুদ্র শোষণ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করবেন। এই অবস্থায় বানরদের সঙ্গে বিরোধে আমার প্রাসাদ ও সৈন্যদের যাতে মঙ্গল হয় সেই সুপরামর্শ দিন।

মানুষ ও মন্ত্রণার সম্বন্ধে রাবণের এই প্রকার বিশ্লেষণ আমাদের

বিভ্রান্ত করে। আমরা কি মহাবল নৃশংস, ব্যভিচারী রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনছি না কোন শুদ্ধচিত্ত, মহাপ্রাজ্ঞ, বিদগ্ধ রাজনীতিজ্ঞর ভাষণ শুনছি।

এই ধরণের বিচক্ষণ উক্তি রাবণের রাক্ষস চরিত্রের অন্য একটি দিক। সীতাহরণের প্রাক্কালে মারীচের সদুপদেশ তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। বরং জোর করে মারীচকে তাঁর সেই গর্হিত কাজের প্রধান সহায়ক রূপে ব্যবহার করেছিলেন। হনুমানের বিক্রম দেখে রাবণের বোধোদয় হয়েছে যে সঙ্কট কাল উপস্থিত। তা সত্ত্বেও তিনি কিছু মাত্র বিভ্রান্ত না হয়ে তাঁর মন্ত্রীদের অমাত্যদের ও বন্ধুদের কাছে সুমন্ত্রণা চাইলেন। সাধারণের মত নিজের কাঁধের উপর এ গুরু দায়িত্ব নিলেন না। ইচ্ছা করলে রাবণের মত মহাশক্তিশালী রাক্ষস Dictatorship চালাতে পারতেন, কিন্তু বিপদেও তিনি বুদ্ধিভ্রংশ হননি।

তবে রামের শক্তি ও বীর্য সম্বন্ধে রাবণ যে যথেষ্ট সন্ত্রস্ত হয়েছেন, তার আভাষও পাওয়া যাচ্ছে।

রাক্ষসরা রাবণের পুর্ব কৃতিত্ব স্মরণ করে বলল, তিনি পাতালে নাগরাজকে জয় করেছেন, মহেশ্বরের সখা কুবেরকে জয় করে তাঁর বিমান লাভ করেছেন। দানবরাজ ময়দানব ভীত হয়ে তার সঙ্গে তাঁর দুহিতা মন্দোদরীর বিয়ে দিয়েছেন, দানবেন্দ্র মধুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বশীভূত করেছেন, রসাতলে গমন করে নাগদের পরাজিত করে বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটী প্রভৃতি নাগদের বশ করেছেন, কালকেয় প্রভৃতি দানবদের নিজের বশীভূত করেছেন এবং তাদের থেকে মায়াবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। যুদ্ধে চতুরঙ্গিনী সেনার সঙ্গে শূর এবং মহাবল বরুণ নন্দনকেও জয় করেছেন। যমলোক জয় করে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন, ইন্দ্রের ন্যায় বীর ক্ষত্রিয় দ্বারা যে পৃথিবী পূর্ণ ছিল, তাদেরও তিনি সংহার করেছেন। এই ভাবে তারা রাবণের শক্তিকে উঁচু করে রামের শক্তিকে হেয় দেখিয়ে তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করলো।

মন্ত্রীরা আরও পরামর্শ দিল রাবণের প্রয়োজন হবে না মহাশক্তিশালী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ একাই বানরদের সংহার করতে পারবে। অতঃপর তারা ইন্দ্রজিৎ এর শক্তি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করল (ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে দ্রষ্টব্য)। মন্ত্রীরা রাবণকে প্রবোধ দিয়ে বলল রাবণের মত দুর্ধর্ষ বীরের রামের ন্যায় নর ও বানরদের ন্যায় জন্তুদের জন্য চিন্তান্বিত হবার কোনই কারণ নেই। তিনি অক্লেশে রামকে বধ করবেন।

এইভাবে শত্রুসৈন্যদের ধ্বংস করবার জন্য প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ, বজ্রহনু ও বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতি রাক্ষস বীররা রাবণকে উৎসাহ দিতে লাগলো।

কিন্তু রাবণের অনুজ বিভীষণ এইসব রাক্ষসদের নিবৃত্ত করে করযোড়ে বললেন—রাম অজেয়।

বিনশ্যেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্বে চ রাক্ষসাঃ।
রামস্য দয়িতা পত্নী স্বয়ং যদি ন দীয়তে॥ (যুঃ) ৯।১৯

—যদি রামের পত্নীকে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহলে এই লঙ্কাপুরী ও সমস্ত বীর রাক্ষসরা ধ্বংস হবে।

এই ভয় দেখিয়ে বিভীষণ রাবণকে রামের সঙ্গে যুদ্ধ হতে বিরত হতে অনুরোধ করেছিলেন (বিভীষণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

বিভীষণের পরামর্শ শুনে রাবণ সকলকে বিদায় দিয়ে নিজ প্রাসাদে চলে গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সহোদর বিভীষণ পুনরায় রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সীতার আগমনের পর রাজ্যে নানা অমঙ্গল ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে অনুরোধ করেন।

বিভীষণের কথা শুনে রাবণ বললেন. আমি কারো নিকট হতে ভয়ের হেতু দেখছি না। রাঘব কখনই মৈথিলীকে লাভ করতে পারবে না। (ন রাঘবঃ প্রাপ্স্যতি জাতু মৈথিলীম্।) রাম ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ জয় লাভ করতে পারবে না। রাবণ এই বলে ভ্রাতা বিভীষণকে বিদায় দিলেন।

অতঃপর রাবণ রাজসভায় এসে দ্রুতগামী দূতদের আদেশ করলেন সমস্ত রাক্ষসদের রাজসভায় আনবার জন্য। কারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। দূতদের আহ্বানে রাক্ষসমণ্ডলী রাজসভায় একত্রিত হয়ে রাবণকে অভিবাদন জানালো। বিভীষণও অগ্রজের সভায় এসে রাবণকে প্রণাম করলেন।

রাবণ সেনাপতি প্রহস্তকে আদেশ করলেন, তুমি অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের নগর রক্ষার জন্য আদেশ কর। প্রহস্ত রাবণ রাজার আদেশ পালন করল।

অতঃপর রাবণ সভাসদ্‌বর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা সর্বদা পরস্পর বিচার করে যে যে কাজ আরম্ভ করেছো, আমার সেই সমস্ত কাজ কখনও ব্যর্থ হয়নি। চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও মরুদ্‌গণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্র যেমন স্বর্গ সুখ উপভোগ করেন, সেই প্রকার তোমাদের কর্ত্তৃক পরিবৃত হয়ে আমিও লঙ্কায় অত্যন্ত সুখভোগ করছি। আমি যে কাজ করি, প্রথমে তোমাদের সমর্থন নিয়ে থাকি। কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকে বলে তাকে কোন কিছু বলতে পারি না। কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাকে। বর্ত্তমানে সে জাগ্রত আছে। তারপর রাবণ সীতা হরণ ও তাঁর প্রতি তাঁর আসক্তির কথাও ব্যক্ত করেন। রাবণ আরও বলেলন, একটি মাত্র বানর আমাদের প্রভূত ক্ষতি করে গেছে।

দুর্জ্জ্ঞেয়াঃ কার্য্যগতয়ো ব্রূত যস্য যথামতি।

মানুষান্নো ভয়ং নাস্তি তথাপি তু বিমৃশ্যতাম্॥ (যুঃ) ১২।২২

—কাজের গতি দুর্জ্জ্ঞেয়। নিজের বুদ্ধি অনুসারে উপায় উদ্ভাবন কর। মানুষের থেকে ভয় নেই, তবুও তোমরা বিচার করে চল।

দেবাসুরের যুদ্ধের সময় তোমাদের সহায়তায় আমি যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলাম। আজও তোমরা সেইরূপ আমার সহায়ক। রাজকুমারদ্বয় সীতা উদ্ধারের জন্য বানরদের সঙ্গে সমুদ্রের পরপারে

উপস্থিত হয়েছে। তোমরা আমাকে এমন একটি সুপরামর্শ দাও যাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে না হয় এবং দশরথ পুত্রদ্বয়ও নিহত হয়। বানরদের সঙ্গে সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় আসবার শক্তি কারো নেই। সুতরাং আমাদের জয় নিশ্চিত। (নিশ্চয়েন জয়ো মম)।

রাবণের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই তাঁর সবংশে নিধনের কারণ। এতটা আত্মবিশ্বাস তাঁর না থাকলে তাঁর এমন শোচনীয় পরিণতি হত না।

রাবণর কথা শুনে কুম্ভকর্ণ রাবণকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করে পরে স্বয়ং সমস্ত সৈন্য নাশ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। (কুম্ভকর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

মহাপার্শ্ব রাবণকে তাঁর অমিত শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে সীতাকে পরিপূর্ণ রূপে ভোগ করবার পরামর্শ দিল। অধিকন্তু সে জানায় তাঁর পক্ষে কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা রয়েছে।

তখন রাবণ মহাপার্শ্বকে বললেন, পূর্বে কোন এক গুপ্ত ঘটনার জন্য আমি শাপগ্রস্ত হয়েছিলাম। ঘটনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাবণ বললেন, একদিন আমি সুন্দরী পুঞ্জিকস্থলা নামক কোন এক অপ্সরাকে ব্রহ্মার ভবনে যেতে দেখেছিলাম। তখন আমি বলপূর্বক তাকে বিবস্ত্রা করে উপভোগ করেছিলাম। ব্রহ্মা তার দুর্দশার কথা জ্ঞাত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন—

অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ (যুঃ) ১৩।১৪

—আজ হতে তুমি যদি বলপূর্বক অন্য কোন নারীর নিকট গমন কর, তা হলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রহ্মার শাপ স্মরণ করে আমি সীতার উপর বল প্রয়োগ করতে অসমর্থ।

রাজসভায় এভাবে প্রকাশ্যে নিজের চরিত্র দোষ ও ব্রহ্মার অভিশাপ এরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য নিজের সাময়িক

দুর্বলতার কৈফিয়ৎ দেওয়া। কোন কোন বরের দ্বারা রাবণ নিজেকে বলিষ্ঠ বোধ করলেও একটি অভিশাপ তাঁর প্রচণ্ড বলিষ্ঠতাকে একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছে এ সত্য রাবণের উক্তি থেকে প্রকাশ পায়।

রাবণ আরও বললেন, রাম আমার শক্তি সম্বন্ধে জানে না। তাই আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তা নাহলে

কো হি সিংহমিবাসীনং সুপ্তং গিরিগুহাশয়ে।
ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবাসীনং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি॥ (যুঃ) ১৩।১৭

—পর্বত গুহায় সুপ্ত সিংহের ন্যায় ও কুপিত মৃত্যুর ন্যায় প্রতীক্ষমান আমাকে কে জাগাতে ইচ্ছা করে?

অতঃপর দম্ভভরে রাবণ বললেন—

আমার ধনুক হতে নির্গত দ্বিজিহ্বা সর্পের ন্যায় বাণগুলি রাম যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও দেখেনি, তাই আমার নিকট আসছে।

ক্ষিপ্রং বজ্রসমৈর্বাণৈঃ শতধা কার্ম্মুকচ্যুতৈঃ।
রামমাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্॥ (যুঃ ঃ ১৩।১৯

—যেমন উল্কা হস্তীকে দগ্ধ করে, তেমনি আমি আমার ধনুক হতে নির্গত বজ্রের ন্যায় বাণ দ্বারা শীঘ্রই রামকে শতধা বিদীর্ণ করব।

যেমন প্রভাতের উদীয়মান সূর্য্য নক্ষত্ররাজির প্রভাকে বিলীন করে দেয়, তেমনি বিশাল সৈন্য পরিবৃত হয়ে আমি তার বল হরণ করব। ইন্দ্র ও বরুণও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়। কুবেরের এই লঙ্কাপুরী আমি বাহুবলে জয় করেছি।

রাবণেব এই আত্মম্ভরিতাই তাঁর পরাজয়ের মূল কারণ। শত্রু পক্ষের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে আত্মতুষ্টি মূর্খতার লক্ষণ।

রাম অজেয় এই কথা বলে বিভীষণ সীতাকে প্রত্যর্পণ করবার জন্য রাবণের নিকট স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। (বিভীষণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)। প্রহস্ত বিভীষণের উক্তিতে প্রতিবাদ করলে, বিভীষণ রাম মাহাত্ম্য ব্যক্ত করে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে বিশদ রূপে বর্ণনা দিয়ে রাবণকে

এই যুদ্ধ হতে বিরত হতে বললেন। বিভীষণের কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ তাঁকে উপহাস করেন। (ইন্দ্রজিৎ চরিত্র দ্রষ্টব্য)। বিভীষণ তাঁকে তিরস্কার করে সভায় রাবণকে যথার্থ সুপরামর্শ দেন।

রাবণ বিভীষণের শুভ কিন্তু অপ্রিয় বাক্য শুনে কৃত্তিবাসী রামায়ণে এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে বলছেন :—

একি একি একি রে দুর্ম্মতি বিভীষণ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে শমন ॥
চৌদ্দ চতুর্যুগ হৈল আমার জনম।
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন দুর্ব্বচন ॥
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব সনে।
কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচন ॥
তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয়ে মোরে।
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে ॥

— — — —

এত কহি খরতর খড়গ করি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেক ভূতল উপরে ॥
পদাঘাত কৈলা বিভীষণ বক্ষঃস্থলে ॥ (সুন্দর)

শক্তিমদে মত্ত রাবণ অপ্রিয় সত্য কথা সহ্য করতে না পেয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সভা মধ্যে এইভাবে লাঞ্ছিত করেন।

বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছত্রুসেবিনা। (সুন্দর) ১৬৷২

—শত্রু এবং ক্রুদ্ধ সর্পের সঙ্গেও বাস করবে, কিন্তু মিত্র বেশী শত্রুর সঙ্গে কখনও বাস করবে না।

জ্ঞাতিদের স্বভাব আমি জানি।

হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা ॥ (সুন্দর) ১৬৷৩

—জ্ঞাতিদের বিপদ উপস্থিত হলে জ্ঞাতীরা সর্বদা আনন্দিত হয়।

নিশাচর, জ্যেষ্ঠত্বের জন্য প্রাপ্য রাজ্য। রাজ কার্য্যে দক্ষ, সাধক,

বিদ্বান, ধর্মশীল ও বীর হলেও জ্ঞাতিগণ তাকে অবমাননা করে থাকে এবং পরাভূত করে। শত্রুরূপী জ্ঞাতিদের মনোভাব গোপনীয়। ক্রূর ও ভয়াবহ। তারা বিপদ উপস্থিত হলে আনন্দিত হয়ে থাকে। অতঃপর রাবণ বললেন পূর্বকালে পদ্মবনে পাশহস্ত মানুষদের দেখে হস্তি যূথের গানের যে শ্লোক শুনেছিলাম, তা আমার কাছে শোন।

নাগ্নির্নন্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ।। (যুঃ) ১৬।৭

—অগ্নি, অন্যান্য সব অস্ত্র ও পাশ আমাদের ভয়ের কারণ নয়। ভীষণ স্বার্থপর জ্ঞাতিরাই আমাদের ভয়াবহ, কারণ জ্ঞাতিরাই আমাদের ধরবার উপায় বলে দেয়। সমস্ত ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতি ভয়ই আমাদের অত্যন্ত প্রবল—এটা অবগত আছি।

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নঃ বিদ্যতে জ্ঞাতিতে ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ।। (যুঃ) ১৬,৯

—গাভীদের মধ্যে দুগ্ধ সম্পত্তি, নারীদের চপলতা, ব্রাহ্মণদের তপস্যা এবং জ্ঞাতীদের ভয় অবশ্য বিদ্যমান থাকে।

রাবণ উপরোক্ত প্রবচন বলে বিভীষণকে ভৎর্সনা করে বললেন, যেহেতু আমি লোক পূজিত, ঐশ্বর্য্যবান, কুলীন ও শত্রুদের মস্তকে অবস্থিত, আমার এসব ঐশ্বর্য্য তোমার অভীষ্ট নয়। পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দু যেমন স্থির থাকে না, তেমনি অনার্য্যদের হৃদয়ে সৌহার্দ্য থাকতে পারে না। যেমন শরৎ ঋতুতে গর্জন ও বর্ষণ মুখর মেঘের জল পৃথিবী প্লাবিত করতে পারে না, তেমনি অনার্য্যদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ নিষ্ফল। ভ্রমর যেমন অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে ফুলের রস পান করেও সেখানে থাকে না, অনার্য্য হৃদয়ে সহৃদয়তা সেরূপ থাকে না, তুমি ঐ প্রকার অনার্য্য। ভ্রমর যেমন রসের জন্য কাশ পুষ্পের রস পান করেও রস পায় না, অনার্য্যদের হৃদয়ে বন্ধুত্ব তেমনি শুষ্ক। হস্তী যেমন স্নানান্তে স্বীয় শুণ্ডের দ্বারা ধূলি নিয়ে নিজের শরীর দূষিত করে তেমনি দূষিত অনার্য্য ব্যক্তির সৌহার্দ্যে।

কুলকলঙ্ক রাক্ষস, তোমাকে ধিক্, যদি তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এই কথা বলতো, তাহলে এই মুহূর্ত্তে সে জীবিত থাকত না। রাবণ এইরূপ কঠোর বাক্য বললেও বিভীষণ রাবণকে পুনরায় সতর্ক করে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন, এবং ভ্রাতৃ শত্রু রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাবণের দূত শুক রামের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার জন্য রামের শিবিরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করলে শুককে গ্রেপ্তার করা হয়। অতঃপর রামের আদেশে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। ছিন্ন পক্ষ শুককে দেখে রাবণ তার এইরূপ অবস্থার কারণ কি জিজ্ঞেস করলে, শুক জানালো রাবণের নির্দেশ মত সে বানর সেনাদের যুদ্ধে নিরুৎসাহিত করতে যায়। কিন্তু তাকে দেখা মাত্র বানর সেনারা তার পক্ষদ্বয় ছিন্ন করে মুষ্টি প্রহার করতে আরম্ভ করে। অতঃপর সে রামের শক্তি বর্ণনা করে অবিলম্বে সীতাকে ফেরৎ দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে লঙ্কা রক্ষা করতে অনুরোধ করে।

শুকের কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যদি দেব, দানব ও গন্ধর্বরা একত্র মিলিত হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে অথবা ত্রিলোক-বাসীরা আমার প্রতিকূল হয় তথাপি আমি ভীত হয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করব না। শুক, আমি নিশ্চয় করে বলছি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নক্ষত্রের জ্যোতি হ্রাস পায়, তেমনি আমিও বিপুল বল পরিবৃত হয়ে সেই সামান্য বলকে বিলুপ্ত করে ফেলব। রাম বোধ হয় আমার বায়ুর সমান বেগ ও সাগরের ন্যায় বল সম্বন্ধে অবগত নয়। সেই জন্যই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করছে। এই ভাবে রাবণ আপন শক্তির অহঙ্কার করে থাকেন এবং তাঁর প্রবল পরাক্রম সম্বন্ধে রাম অজ্ঞ বলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে বললেন। ইন্দ্র কিংবা বরুণ রাবণকে পরাজিত করতে পারেনি, যম অথবা স্বয়ং কুবেরও তাঁকে শরাগ্নি দ্বারা পরাস্ত করতে পারেনি।

রাবণ বারবার শত্রু শক্তিকে ছোট করে নিজের শক্তিকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর এই দুরদর্শিতার অভাবই তাঁর পতনের মূল।

'অতঃপর বানরসেনা সাগরে সেতু বন্ধন করে সমুদ্র অতিক্রম করে এসেছে জেনে রাবণ বিস্মিত হয়ে মন্ত্রী শুক ও সরণকে পরামর্শ দিলেন তাঁরা যেন গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে বানর সেনাদের মধ্যে মিশে বানর সেনার সংখ্যা নির্ণয় করে। তারা যেন বানর সেনাদের মধ্যে মিশে তাদের শক্তি, তাদের মধ্যে যারা প্রধান, রামের মন্ত্রী এবং যারা সুগ্রীবের সঙ্গী ও যারা অগ্রগামী সৈন্য এবং যে যে বানরগণ বীর বলে খ্যাত—তাদের সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জেনে আসতে বললেন। কিভাবে সমুদ্রে সেতু নির্মিত হয়েছে? বানররা কিভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে? বীর রাম লক্ষ্মণের কার্য্য প্রণালী তাঁদের বিক্রম ও অস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে অবগত হতে বললেন। এই বানরদের সেনাপতিই বা কে? এই সব বিস্তৃত অবগত হয়ে শীঘ্র ফিরে আসতে বলেন। মন্ত্রী শুক ও সরণ রাবণের আদেশে বানর রূপ নিলেন। কিন্তু তারা অগণিত বানরসেনার হিসাব করতে পারল না।

রাবণ রাক্ষস হলেও কুট রাজনীতিজ্ঞ তা উপরোক্ত উক্তি হতে বোঝা যায়। যুদ্ধের প্রারম্ভে শত্রুর শক্তি ও যুদ্ধের কলা কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। এই বিষয়ে রাবণ দুর্যোধন অপেক্ষা অনেক বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

বিভীষণ মায়ারূপী শুক ও সরণকে চিনতে পেরে তাদের বন্দী করে রামের কাছে আনলেন। রাম দূত অবধ্য বলে তাদের মুক্ত করে দিলেন। এবং তাদের দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখতে ও জ্ঞাতব্য সব কিছু জেনে লঙ্কায় ফিরে যেতে বললেন এবং রাবণকে জানাতে বললেন যে বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবদের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন, কাল প্রাতে তাঁর উপর তিনি ক্রোধ নিক্ষেপ করবেন। (শ্বঃ কাল্যে বজ্রবান্ বজ্রং দানবেষ্বিব বাসবঃ)। শুক ও সরণ রামকে আপনি বিজয়ী হোন বলে অভিবাদন করে লঙ্কায় এসে রাবণকে তাদের অভিজ্ঞতা যথাযথ বিবৃত করল। তারা আরও বলল, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব এই চার বীরই প্রাকার ও

তোরণের সঙ্গে লঙ্কাপুরীকে স্বস্থান হতে উঠিয়ে অন্যস্থানে সংস্থাপিত করতে পারবেন। রামের যেরূপ অস্ত্রাগ্নি দেখলাম, তাতে লক্ষ্মণ, বিভীষণ অথবা সুগ্রীব কারো সাহায্যের আবশ্যক হবে না। তিনি একাই লঙ্কাপুরী ধ্বংস করবেন। রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব—এই বানর সেনারা সমগ্র অমর এবং অসুরদেরও অজেয় বলে মনে হলো। সেই মহাবল বানরসেনারা সকলেই রণকুশল এবং তারা যুদ্ধাভিলাষী হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

অলং বিরোধেন শমো বিধীয়তাং
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ (যুঃ) ২৫।৩৩

—অতএব তাদের সঙ্গে বিরোধ অনাবশ্যক, আপনি দাশরথির কাছে মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করুন।

অতঃপর সরণ পৃথক পৃথক ভাবে বানর সেনাপতিদের পরিচয় রাবণের নিকট দিল। শুক সুগ্রীবের মন্ত্রীদের মৈন্দ, দ্বিবিধ, হনুমান, বিভীষণ, রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পরিচয় রাবণের কাছে দিয়ে বানর সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ করল।

রাবণ শুকের বর্ণিত রাম ও তার সহযোগিদের শক্তির কথা শুনে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হলেন এবং পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ হয়ে শুক ও সরণকে তিরস্কার করতে লাগলেন। উভয়ে করজোরে অধোমুখে দণ্ডায়মান হ'লে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ কর্কশ বাক্য বলতে লাগলেন—

ন তাবৎ সদৃশং নাম সচিবৈরুপজীবিভিঃ।
বিপ্রিয়ং নৃপতের্বক্তুং নিগ্রহে প্রগ্রহে প্রভোঃ॥
(যুঃ) ২৯.৭

—নিগ্রহ অনুগ্রহে দুইই যার অনুগ্রহের বিষয় সেই রাজার সামনে তাঁর অপ্রিয় নিবেদন করা উপজীবী মন্ত্রীদের কখনই উচিত নয়।

তোমরা জিজ্ঞাসিত না হয়েও শত্রু বীর্য্যের যে বর্ণনা দিলে তা কি রাক্ষস রাজার মন্ত্রীর যোগ্য কাজ হয়েছে? আচার্য্য, গুরু

এবং বৃদ্ধদের বৃথা উপাসনা করেছিলে, কারণ রাজধর্মের সার স্বরূপ যা অনুজীবি ধর্ম তা গ্রহণ করনি। অথবা তা গ্রহণ করেও সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় অজ্ঞানের ভার গ্রহণ করছ। আমি এমন মূর্খ মন্ত্রী নিয়ে অদৃষ্টের জোরেই রাজ্য রক্ষা করছি।

অপ্যেব দহনং স্পৃষ্টা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।

রাজদণ্ডপরামৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনিঃ॥ (যুঃ) ২৯।১২

—বনমধ্যে অগ্নি দগ্ধ হয়েও বৃক্ষগুলি কোন প্রকারে জীবিত থাকতে পারে, কিন্তু রাজদণ্ডাধিকারীর অপরাধিরা কখনই জীবিত থাকতে পারে না।

যদি পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করে আমার ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম না হত, তাহলে এই দণ্ডেই শত্রুদের স্তাবক এই দুই পাপাত্মাকে আমি বিনাশ করতাম। তোমরা যেমন কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহহীন (স্নেহপরাঙমুখো) তাতে তোমাদের নিশ্চঙ্ক বধ করা উচিত। কিন্তু তোমাদের পূর্ব উপকার স্মরণ করে বধ করলাম না। আমার নিকট হতে চলে যাও আর রাজসভামধ্যে প্রবেশ করবে না। রাবণের আদেশ শুনে শুক ও সরণ রাবণের জয়ধ্বনি করে লজ্জিতভাবে সভা ত্যাগ করল।

রাবণের দ্বিমুখী চরিত্র স্থানে স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। তাই নিষ্ঠুর চরিত্রহীন, দুর্ধর্ষ রাবণের অন্তরে কৃতজ্ঞতার একটি কোমল দিক দেখা গেছে। যেমন পূর্ব উপকার স্মরণ করে বধ্য মন্ত্রীদের কেবলমাত্র কর্মচ্যুতিই ঘটালেন। এখানে তাঁর মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপর রাবণ চরদের ডেকে পাঠালেন। তারা রাবণের সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাদের শীঘ্র রাম ও তার মন্ত্রীবর্গের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করবার জন্য যাওয়ার আদেশ করলেন, এবং বললেন তারা কিরূপে নিদ্রা যায়, জাগরিত অবস্থায় কি করে এবং অতঃই বা কি করবে তোমরা কৌশলে সব জেনে আসবে।

চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ পণ্ডিতৈর্বসুধাধিপৈঃ।
যুদ্ধে স্বল্পেন যত্নেন সমাসাদ্য নিরস্যতে ॥ (যুঃ) ২৯।২১

—বসুধার পণ্ডিত অধিপতি চর দ্বারা শত্রুদের অবস্থা অবহিত হতে পারলে যুদ্ধে স্বল্পায়াসেই তাদের নিরস্ত করতে পারেন।

এখানেও রাবণের কূট রাজনীতিজ্ঞানের ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও রাবণ রাক্ষসের আকারে জন্মেছিলেন, কিন্তু তাঁর এইসব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শত্রুর গতিবিধি পর্য্যালোচনা করবার কলা কৌশল যে কোন ক্ষত্রিয় যোদ্ধার সমতুল্য। কৃতকর্মের অভিশাপ ক্লিষ্ট না হলে রাবণকে যুদ্ধে জয় করা বোধ হয় এত সহজ হত না।

চরগণ রাবণের আদেশ পালনে রামের শিবিরে গেল এবং বিভীষণ তাদের চিনতে পেরে বানরদের দ্বারা তাদের নিগৃহীত করলেন এবং তাদের রাবণের চর বলে বন্দী করে রামের নিকট হাজির করলেন। রাম তাদের মুক্তি দিলেন। তারা লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করে রামের বীর্য্যের কথা বর্ণনা করল। তারা শত্রুপক্ষের বীরদের পরিচয় দেয়।

চর.দর সংবাদে রাবণ চিন্তিত হয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। অত:পর তাদের বিদায় দিয়ে মায়াবী বিদ্যুজ্জিহ্বা নামক রাক্ষসকে নিয়ে যেখানে সীতা ছিলেন, সেখানে প্রবেশ করে বিদ্যুজ্জিহ্বাকে বললেন, তুমি রাক্ষসের মায়া মস্তক এবং একটি ধনুর বাণ নিয়ে আমার উপস্থিতিতে সীতার নিকট উপস্থিত হবে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ছলনা করে সীতাকে আপন বসে আনবার জন্য রাবণ সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড দেখিয়ে বললেন—

বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান।
খড়্গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি দুইখান ॥
পড়িল তোমার রাম লক্ষ্মণ কাতর।
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর ॥
এই দেখ জানকি রামের কাটামুণ্ড ॥

এইটিও রাবণের দুষ্ট বুদ্ধির একটি দৃষ্টান্ত।

রাবণ অশোক বনে প্রবেশ করে সীতাকে বললেন, তোমাকে অনেক কথা বললে, তুমি যার জন্য আমাকে তিরস্কার করছে। তোমার সেই স্বামী রাম যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এখন তোমার মূল ছিন্ন হয়েছে ও দর্পচূর্ণ হয়েছে। (ছিন্নং তে সর্বথা মূলং দর্পশ্চ নিহতো ময়া)। এখন মৃত পতির ভাবনা করে কি ফল? সুতরাং বিপদে দুবুদ্ধি ত্যাগ করে আমার পত্নী হও। যে রামের আশায় এতদিন কালাতিপাত করেছো, সে আশা যখন শুকিয়ে গেল, তখন আমার স্ত্রীদের মধ্যে প্রধানা হয়ে কালাতিপাত কর।

রাবণ সীতাকে মিথ্যে রামের মৃত্যু সংবাদ সবিস্তারে দিলেন এবং বললেন তোমার বিশ্বাস জন্মাবার জন্য তার রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তক আনিয়েছি। (ক্ষতজার্দ্রং রজোধ্বস্তমিদং চাস্যহৃতং শিরঃ।) অতঃপর রাবণ একজন রাক্ষসীকে বললেন, রণভূমি হতে ক্রূরকর্মা বিদ্যুৎজিহ্ব রাক্ষস যে রামের ছিন্ন মস্তক এনেছে, শীঘ্র তাকে আন। বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের সম্মুখে এসে তাঁকে প্রণাম করল। রাবণ তাকে বললেন, দাশরথির ছিন্নমস্তক শীঘ্র সীতার সামনে রাখো, সে তার স্বামীর অন্তিম দশা দেখুক। বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষস রাবণের আদেশে সেই প্রিয় দর্শন মস্তক সীতার সামনে রেখে শীঘ্রই অন্তর্হিত হল।

রাবণ বললেন—

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রামস্যৈতদিতি ব্রুবন্।।
ইদং তৎ তব রামস্য কার্মুকং জ্যাসমাবৃতম্।
ইহ প্রহস্তেনানীতং তং হত্বা নিশি মানুষম্।। (যুঃ) ৩১।৪৩-৪৪

—এই সেই রাঘবের ত্রিলোক বিখ্যাত উজ্জ্বল সুমহৎ ধনু। প্রহস্ত নিশাকালে তোমার সেই রামকে নিহত করে এই সুবৃহৎ স-জ্যা এনেছে।

অতঃপর রাবণ সীতাকে বললেন—যা হবার হয়েছে, এখন আমার বশীভূত হওয়াই তোমার কর্তব্য (তাং ভব মে বশানুগা।)

রাবণের এক বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাবণের জননী সীতাকে প্রত্যাবর্ত্তন করে রামের সঙ্গে সন্ধি করতে পরামর্শ দেন। অপর দিকে রাক্ষসরা বানরসেনাদের সিংহনাদ শুনে রাজার অন্যায় ব্যবহারে অমঙ্গল আশঙ্কায় নিঃস্তেজ ও অত্যন্ত কাতর হয়ে জীবনের আশা ত্যাগ করল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের জননী নিকষা সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনে রাবণকে পরামর্শ দিলেন। প্রত্যুত্তরে—

শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে ॥
মায়ের গৌরব রাখি তেকারনে সই।
অন্য জন হইলে তাহার প্রান লই ॥

অর্থাৎ সীতার জন্য মায়ের প্রান নিতেও রাবণের দ্বিধা নেই।

মাতামহ মাল্যবানও রামের সঙ্গে বৈরীভাব বর্জন করে সীতাকে প্রত্যর্পন করতে বলেছেন ঃ—

সুজনের বন্ধু বাম দুর্জনের যম ॥
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল বাবণ।
মাল্যবান্ রহিল হইয়া ভীত মন ॥

কিন্তু রাবণ কারো উপদেশই গ্রাহ্য করলেন না।

রাম শঙ্খ ও ভেরীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার নিকটবর্ত্তী হতে লাগলেন। বাবণ সেই তুমুল শব্দ শুনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে মন্ত্রীদের উপর দৃষ্টিপাত করে বললেন—তোমরা রামের বল, বিক্রম এবং পৌরুষ সম্বন্ধে যা বলছ, আমি তা শুনলাম। তোমরা পরাক্রম কৃতী হয়েও যে রামের পরাক্রম অবগত হয়ে নিরুৎসাহে পরস্পরের মুখাবলোকন করছ, তা বুঝতে পারছি।

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের মাতামহ মাল্যবান রাবণের কথা শুনে বললেন—মহারাজ যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে নীতিশাস্ত্র অনুসারে কাজ করেন, তিনি শত্রুদের বশীভূত এবং ঐশ্বর্য্য রক্ষা করতে সমর্থ হন।

সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্ণংশ্চারিভিঃ সহ।
স্বপক্ষে বর্ধনং কুর্বন্মহদৈশ্বর্য্যমশ্নুতে॥
হীয়মানেন কর্ত্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্বীত বিগ্রহম্॥ (যুঃ) ৩৫।৮-৯

—যিনি সময় মত শত্রুর সঙ্গে সন্ধি অথবা বিগ্রহ করে স্বপক্ষ বর্দ্ধন করেন, তিনিই মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করে থাকেন। নৃপতি হীন বল অথবা সমান বল হলেও সন্ধি করবেন, কিন্তু শত্রু অপেক্ষা প্রবল হলে বিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য।

রাবণ, সেইজন্য রামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করাই শ্রেয় বলে আমার ধারণা। যাঁর জন্য তুমি অভিযুক্ত হয়েছ সেই সীতাকে তুমি রামের নিকট সমর্পণ কর। দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ সকলেই রামের জয় কামনা করছেন। এজন্য তার সঙ্গে বিরোধ অনুচিত। ভগবান পিতামহ সুর ও অসুরদেব আশ্রয় করে ধর্ম ও অধর্ম রূপ দুটি পক্ষ সৃষ্টি করেছেন। আমি শুনেছি ধর্ম অমরদের এবং অধর্ম অসুর রাক্ষসদের পক্ষ বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

ধর্মো বৈ গ্রসতেঽধর্মং যদা কৃতমভূদ্ যুগম্।
অধর্মো গ্রসতে ধর্মং তদা তিষ্যঃ প্রবর্ত্ততে॥ (যুঃ) ৩৫।১৪

—যখন সত্যযুগ আসে, তখন ধর্ম অধর্মকে গ্রাস করে। অধর্ম যখন ধর্মকে গ্রাস করে, তখনই কলিযুগের প্রারম্ভ।

তুমি দিগ্বিজয়কালে ধর্ম ত্যাগ করে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে পীড়ন করে অধর্ম আচরণ করেছ, সেইজন্য তোমার শত্রুরা এমন প্রবল হয়েছে। তোমার অসাবধানতা দোষে সেই অধর্মই সম্প্রতি আমাদের গ্রাস করছে। কিন্তু সুরগণের নিত্য অনুষ্ঠিত ধর্ম তাঁদের পক্ষ সমর্থন করছে। তুমি যথেচ্ছাচারী এবং বিষয়াসক্ত হয়ে নিত্য অনল তুল্য ঋষিদের ক্রোধ উৎপাদন করছ। হে রাবণ, যাঁরা তপস্যা দ্বারা সর্বদা ধর্মের উপাসনা করেন, সেই মহর্ষিদের ক্রোধ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অতীব দুঃসহ। এইভাবে রাবণের মাতুল

রাবণের সম্মুখে তপস্বী, ঋষিদের শক্তির সঙ্গে রাক্ষসদের অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করে বললেন, তুমি প্রজাপতির নিকট বর লাভ করে কেবল দেব, দানব ও যক্ষগণের অবধ্য ও গোলাঙ্গুলগণ তোমার দোষে গর্জন করছে। এই অসংখ্য প্রকার উৎপাত দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, সমস্ত রাক্ষসই বিনষ্ট হবে।

লঙ্কার আকাশে বাতাসে অশুভ চিহ্নের বর্ণনা করে মাল্যবান বললেন, ঐ দেখ, অতি ভীষণ মেঘ লঙ্কার চতুর্দিকে উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করছে। বাহনরা অশ্রু বর্ষণ করছে। ধূলি ধূসরিত হওয়ায় দিক নির্ণয় করা যাচ্ছে না। শৃগাল, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী হিংস্র পশু পক্ষিরা লঙ্কার উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করে দলবদ্ধ হয়ে ভীষণ শব্দ করছে। আরও স্বপ্ন দেখেছি যে মহাকালী মূর্তি স্ত্রীবা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে সেখানকার দ্রব্য অপহরণ করে পাণ্ডুরবর্ণ দন্ত বের করে বিকট হাস্য সংযোগে আমাদের প্রতি প্রতিকূল সম্ভাষণ করছে। পূজার উপাচার সামগ্রী কুকুরে ভক্ষণ করছে, গর্দভরা গোগর্ভে এবং মূষিকরা নকুলী গর্ভে জন্মাছে। ব্যাঘ্রের সঙ্গে বিড়াল, কুকুরের সঙ্গে শূকর এবং রাক্ষস ও মানুষের সঙ্গে কিন্নররা সঙ্গম করছে। পাণ্ডুরবর্ণ রক্তপাদ কপোতরা রাক্ষসদের বিনাশের জন্য কাল প্রেরিত হয়েই যেন গৃহমধ্যে বিচরণ করছে। গৃহপালিত শারিকারা পরস্পর কলহ করে গৃহমধ্যে পড়ে চীৎকার করছে। পশু পক্ষীরা সূর্য-মুখী হয়ে রোদন করছে, করাল ও বিকট মুণ্ড কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ কাল পুরুষ সন্ধ্যাকালে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করে বিচরণ করছে।

মহারাজ, নিত্যই অশুভ নানা উৎপাত উপস্থিত হচ্ছে। সুতরাং যিনি সমুদ্র মধ্যে অদ্ভুত সেতু নির্মাণ করেছেন, তিনি অসীম পরাক্রম শালী, সামান্য মনুষ্য নন। বোধহয় স্বয়ং বিষ্ণু মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তুমি রামের বীরোচিত কর্ম এবং এই অশুভ লক্ষণের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে যাতে উত্তর কালে মঙ্গল হয়, রামের সঙ্গে সন্ধি করে তাই কর।

মাল্যবানের উক্তি হতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রাবণ নিজেকে অজেয় মনে করে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছিলেন সেটাই তাঁর সর্বনাশের মূল। মাল্যবানের উক্তি রাবণের উশৃঙ্খল চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। Shakespear লিখেছেন—Vice repeated is like the wandering wind ; blows dust in others' eyes to spread itself.

মাল্যবানের পরামর্শে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি শত্রু পক্ষকে প্রবল মনে করে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে যে অহিতকর কঠোর কথা বললে তা আমি শুনিনি। যে পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বনবাসী হয়ে বানরদের শরণাপন্ন হচ্ছে, সেই দরিদ্র রামকে সমর্থ এবং দেবতাদের ভীতির কারণ, প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদের ঈশ্বর স্বরূপ আমাকে অক্ষম মনে করছ কেন? বোধ হয় বীরদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুদের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ অথবা আমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করবার জন্যই এমন কঠোর কথা বললে। কারণ উৎসাহিত করবার ইচ্ছা না থাকলে, কোন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত যুদ্ধে সমর্থ পদস্থ প্রভুকে এরূপ পরুষ বাক্য বলতে সমর্থ হয় না।

আনীয় চ বনাৎ সীতাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।
কিমর্থং প্রতিদাস্যামি রাঘবস্য ভয়াদহম্॥ (যুঃ) ৩৬।৮

—পদ্মাসনা না হলেও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রূপিনী সীতাকে আমি বন হতে এনে কি জন্য রাঘবের ভয়ে তাকে প্রত্যর্পণ করব?

তুমি অল্প দিনের মধ্যেই দেখবে আমি অসংখ্য বানর, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাঘবকে নিহত করেছি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবতারাও দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যার সমকক্ষ নয়, সেই রাবণ কি জন্য যুদ্ধ করতে ভীত হবে?

দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥ (যুঃ) ৩৬।১১

—বরং দ্বিধা ভঙ্গ হব, তবু কারো নিকট নত হব না, যদিও

৬

এইটি স্বভাব সিদ্ধ দোষ বটে, তথাপি স্বভাব দুরতিক্রমনীয়।

রাবণের এই উক্তি হতে তাঁর পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনমনীয় স্বভাব সর্বত্র দোষনীয় নয়। বিশেষ করে বীর পুরুষদের একরূপ দৃঢ় মনোবল প্রশংনীয়।

রাবণ আরও বললেন—

রামের সমুদ্রে সেতুবন্ধন দেখে তুমি ভীত হচ্ছ। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ কি? দৈববশেই এমন ঘটনা ঘটেছে। রাম বানর সেনার সঙ্গে সমুদ্র অতিক্রম করে এখানে এসেছে বটে, কিন্তু আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, রাম জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না। মাল্যবান রাবণকে আশীর্বাদ করে স্বগৃহে গমন করলেন।

অতঃপর রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে লঙ্কার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। প্রহস্ত পূর্বদ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে থাকবে। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দ্বার রক্ষা করবে এবং শুক ও সরণকে উত্তর দ্বার হতে সরিয়ে বাবণ স্বয়ং সেই স্থানে অবস্থান করবেন স্থির হলো। বিরূপাক্ষ পুরমধ্যবর্তী শিবিরে বহু সংখ্যক রাক্ষসদেব সঙ্গে থাকবে। এইভাবে রাবণ যথাযথ ব্যবস্থা করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

অন্যদিকে রাম, সুগ্রীব ও বানর সেনারা সুবেল শৃঙ্গ আরোহণ করে দশদিকে তাকিয়ে লঙ্কা নগরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন—রাবণ বহির্দ্বারের উপরি ভাগে অবস্থান করছেন। তাঁর মাথায় বিজয়চ্ছত্র ও দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর দ্বারা ব্যজন করছে। সর্বাঙ্গ রক্ত চন্দনে লিপ্ত, রক্ত আভরণে ভূষিত, উত্তরীয় বস্ত্র সুবর্ণ রঞ্জিত এবং গাত্র লালবর্ণ—এ কারণে দূর হতে দেখলে নীল মেঘ বলে মনে হয়। তাঁর বক্ষঃস্থলে ঐরাবত হস্তীর দন্তাঘাত চিহ্ন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র শশরক্তের মত রক্তবর্ণ। এই জন্য রাবণকে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় মনে হচ্ছিল। রাম ও বানররা এইরূপ দেখলেন। ইতিমধ্যে সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতাগ্র হতে লাফ

দিয়ে গোপুরে রাবণের অবস্থান স্থানে উপনীত হয়ে তাঁকে অবজ্ঞা করে বললে, হে নিশাচর, আমি রামের সখা ও দাস। আমি সেই পৃথিবীপতির অনুগ্রহে যেরূপ তেজশালী হয়েছি, তাতে তুই আজ কোন প্রকারেই আমার নিকট হতে মুক্তি লাভ করতে পারবি না।

বানররাজ সুগ্রীব একথা বলে আচমকা রাবণের মাথার উপর চড়ে তাঁর মুকুট টেনে ভূতলে নিক্ষেপ করে ভূতলে নেমে রাবণের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। রাবণ সুগ্রীবকে দ্রুতবেগে আসতে দেখে বললেন, সুগ্রীব তুমি যতক্ষণ আমার দৃষ্টি পথে পতিত হও নাই, ততক্ষণই সুগ্রীব ছিলে, এখন ভগ্নগ্রীব হবে। (সুগ্রীবস্ত্বং পরোক্ষং মে হীনগ্রীবো ভবিষ্যসি।) এই কথা বলেই রাবণ সুগ্রীবকে দুই হাতে ধরে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। সুগ্রীবও রাবণের বাহুদ্বয় আক্রমণ করে তাঁকে ভূতলে ফেলে দিল। অতঃপর উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধল, রাবণ মুক্তিলাভের উপায় না দেখে মায়া বিস্তার করতে আরম্ভ করলে রাবণ বিজয়ী সুগ্রীব তা জানতে পেরে সহসা আকাশে আরোহণ করল। রাবণ সুগ্রীবকে পরাস্ত করতে না পেরে ঐ স্থানেই অবস্থান করতে লাগলেন। সুগ্রীব যুদ্ধে রাবণকে পরিশ্রান্ত করে গগন উল্লঙ্ঘন করে রামের নিকট ফিরে গেল।

অতঃপর রামচন্দ্রের দূত বালি পুত্র অঙ্গদ রাবণের নিকট এসে রাবণের ভবনে উপস্থিত হয়ে তথায় মন্ত্রীদের সঙ্গে শান্তভাবে উপবিষ্ট রাবণকে দেখল। অঙ্গদ প্রথমে আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, আমি রামচন্দ্রের দূত এবং বালির পুত্র অঙ্গদ। রাম বলে পাঠিয়েছেন যে যদি তুমি প্রকৃত পুরুষ হও, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি মন্ত্রী, পুত্র এবং সবান্ধব তোমাকে বধ করব। তুমি নিহত হলে ত্রিভুবনের লোক নিশ্চিন্ত হবে।

দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।
শত্রুমদ্যোদ্ধরিষ্যামি ত্বামৃষীণাঞ্চ কন্টকম্॥ (যুঃ) ৪১।৮০

—তুমি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষসদের শত্রু। ঋষিদের কণ্টক স্বরূপ, আজ আমি তোমাকে উদ্ধার করব।

সেইজন্য যদি তুমি আমার চরণে পতিত হয়ে সাদরে সীতাকে প্রত্যর্পণ না কর, তাহলে আমার হাতে নিহত হবে এবং বিভীষণ লঙ্কার সমস্ত ঐশ্বর্য পাবে।

অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রীদের বললেন, এই দুর্বুদ্ধি বানরকে ধর এবং বধ কর। অঙ্গদ নিজের বল দেখাবার জন্য ধরা দিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের ভেদ বুদ্ধির কূটনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণ বালি পুত্র অঙ্গদকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বলেছেন—

রাবণ বলে শোন্ বানরা ধিক্
জীবনে তোর।
রাজার বেটা হয়ে হলি মানুষের নফর॥
পুত্র হয়ে পরশুরাম সুধিল পিতার ধার।
নিঃক্ষত্রিয় ধরা কৈল তিন সাতবার।
পুত্র হয়ে তুই তার কোন কর্ম কৈলি।
বাপকে মারিল যে তার গোলাম হলি॥ (লঃ)

রাজনীতিতে দক্ষ রাবণ এইভাবে ভেদ বুদ্ধিব দ্বারা রামের বন্ধু ও সহায়কদের তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করেন।

অঙ্গদ চারজন রাক্ষসকে নিয়ে পাখীর ন্যায় লাফ দিয়ে উচ্চ প্রাসাদে উঠল। তার উলজ্ঘন বেগে কম্পিত হয়ে ঐ রাক্ষসরা ছিট্‌কে রাবণের সামনে ভূমিতে পড়ল। অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদ শিখরে আস্ফালন করে ভ্রমণ করতে লাগল। অঙ্গদের পায়ের ভাবে প্রাসাদ শিখর খণ্ডিত হয়ে রাবণের সামনে ভেঙ্গে পড়ল। এইভাবে প্রাসাদ শিখর ভেঙ্গে অঙ্গদ নিজের নাম শুনিয়ে আকাশ পথে রামের নিকট প্রত্যাগমন করে রামের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত

করল। অপর দিকে নিজের প্রাসাদ ধ্বংস হতে দেখে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং নিজের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। (বিনাশঞ্চাত্মনঃ পশ্যন্ নিঃশ্বাসপরমোহভবৎ।) লঙ্কাব দ্বারদেশ হতে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই বানর বৃন্দের শত অক্ষৌহিনী সেনাদের দেখে রাক্ষসরা অত্যন্ত বিস্মিত হল। লঙ্কার প্রাকার পরিখা সমূহ বানরদের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়েছিল। বানরদের আক্রমণে রাক্ষসরা ভীত হলো।

রাক্ষসরা রাবণের ভবনে গিয়ে বানরদের সহায়তায় রাম লঙ্কাপুরী অবরোধ করেছে এই সংবাদ জানালো। লঙ্কা অবরুদ্ধ শুনে রাবণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

লঙ্কা অবরুদ্ধ শুনে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং নগর রক্ষার উপায় নিদ্ধারণের জন্য প্রাসাদের উপর আরোহণ করলেন। সেখান থেকে রাবণ দেখলেন—পর্বত, বন, কাননসহ সমস্ত লঙ্কা সর্বতোভাবে অসংখ্য যুদ্ধাভিলাষী বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। তাদের দেখে রাবণ কি ভাবে বানরদের ধ্বংস করবেন সেই চিন্তায় মগ্ন হলেন। অতঃপর লঙ্কার উপর.বানরদের আক্রমণ ও রাক্ষসদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বানরদের কাছে রাক্ষসরা পরাজিত হয়। ইন্দ্রজিতের বাণে রাম লক্ষ্মণ সংজ্ঞা হারালেন। ইন্দ্রজিৎ মূর্চ্ছিত রাম লক্ষ্মণকে মৃত মনে করে রাবণের নিকট শত্রু বধ সংবাদ ঘোষণা করলেন এবং রাবণ প্রসন্ন চিত্তে পুত্রকে অভিনন্দিত করে সীতার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্তা রাক্ষসীদের আহ্বান করলেন। ত্রিজটা ও অন্যান্য রাক্ষসীরা উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তোমরা সীতার নিকট গিযে বল যে ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত করেছে।

পুষ্পক বিমানে সীতাকে চড়িয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যাও এবং নিহত ভ্রাতৃদ্বয়কে দখাও। (পুষ্পকং তৎসমারোপ্য দর্শয়ধ্বং রণে হতৌ) যার আশ্রয়ের গর্বে সীতা আমাকে উপেক্ষা করেছে তার সেই স্বামী ভ্রাতার সঙ্গে রণমধ্যে নিহত। যুদ্ধক্ষেত্রে রাম লক্ষ্মণের

অবস্থা দেখে সীতা আমার বশীভূত হবে। তবে সীতা নিরপেক্ষা, উদ্বেগ-রহিতা, আশঙ্কাশূন্যা ও সর্বাভরণভূষিতা হয়ে আমার সেবার জন্য উপস্থিত হবে। রাবণের কথা শুনে রাক্ষসীরা যেখানে পুষ্পক বিমান ছিল সেখানে গেল। (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য)।

গরুড়ের আগমনে ও সান্নিধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সাপ পাশ মুক্ত হলেন। ইহাতে বানররা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হর্ষ ধ্বনি করতে থাকে। বানরদের সমবেত হর্ষধ্বনি শুনে রাবণ মন্ত্রীদের বললেন, শোকের সময় বানরদের আনন্দেব কি কারণ ঘটেছে—তা সত্বর দেখে এসো। রাবণের আজ্ঞায় রাক্ষসরা প্রাকারে উঠে দেখল, রাম লক্ষ্মণ ভয়ানক নাগবান বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছেন। রাক্ষসরা তা দেখে ভীত হয়ে ও বিষন্ন চিত্তে রাবণের নিকট এই অপ্রিয় সংবাদ জানাল।

রাক্ষসরাজ সেই দুঃসংবাদ শুনে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ানক সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ভীষণ শরের দ্বারা ইন্দ্রজিৎ যাদের বন্ধন করেছিল, যখন সেই শত্রুদ্বয় নাগপাশ হতে মুক্ত হয়েছে, তখন এই সমস্ত সেনার দ্বারা জয় লাভের সম্ভাবনা দেখছি না। এই চিন্তা করে রাবণ রাক্ষস ধূম্রাক্ষাকে বললেন, বানর সেনা সহ রামকে বধ করবার জন্য শীঘ্র যাও। রাবণের আদেশ পেয়ে সসৈন্যে ধূম্রাক্ষ নগর ত্যাগ করল। ধূম্রাক্ষের সঙ্গে বানরদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বীর হনুমান তাকে বধ করে।

ধূম্রাক্ষ নিহত হয়েছে শুনে রাবণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্রূর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসকে বললেন, তুমি রাক্ষস পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রামকে ও বানরসৈন্য সহ সুগ্রীবকে সংহার কর। মায়াবী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রের রাক্ষস সেনাদলের সঙ্গে বানর সেনাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অতঃপর বালিপুত্র অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রকে বধ করে।

অতঃপর রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সর্ব অস্ত্রবিদ অকম্পনকে বীর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দিলেন।

অকম্পন সসৈন্যে সমর ক্ষেত্রে বানরদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। হনুমান অকম্পনকে বধ করে।

অকম্পনও নিহত হয়েছে শুনে রাবণ বিষন্ন বদনে মন্ত্রীদের দিকে তাকালেন। মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাবণ সেনা বাহিনীকে দেখবার জন্য সেনা নিবাসে গমন করলেন। রাবণ রাক্ষসদের দ্বারা রক্ষিত বহু সেনা ব্যূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পতাকা ও ধ্বজা সমূহদ্বারা সমালঙ্কৃতা লঙ্কানগরী দেখলেন। চারিদিক শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধ কুশল প্রহস্তকে বললেন, শত্রু লঙ্কাপুরীতে উৎপীড়ন করছে। যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

অহং বা কুম্ভকর্ণো বা ত্বং বা সেনাপতির্মম।
ইন্দ্রজিদ্ বা নিকুম্ভো বা বহেয়ুর্ভারমীদৃশম্॥ (যুঃ) ৫৭।৬

—আমি, কুম্ভকর্ণ অথবা সেনাপতি তুমি কিংবা ইন্দ্রজিৎ বা নিকুম্ভ এইরূপ ভার বহন করতে সমর্থ।

অতএব তুমি শীঘ্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাও এবং বানররা তোমার গর্জন সহ্য করতে না পেরে ভয়ে পালাবে। তখন রাম-লক্ষ্মণ তোমার বশীভূত হবে।

প্রহস্ত রাবণের আদেশে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিক্রম প্রদর্শন করল। কিন্তু নীলের হাতে নিহত হল। প্রহস্তের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত চিত্তে রাক্ষসদের বললেন, ইন্দ্রসেনা সংহারকারী সেবক এবং হস্তিগণের সঙ্গে আমার সেনাপতিকে যারা হত্যা করেছে সেই শত্রুকে আর অবজ্ঞা করা উচিত নয়। আমি স্বয়ং শত্রুনাশের জন্য রণক্ষেত্রে যাব।

সময়ে হিতাকাঙ্ক্ষীদের সুপরামর্শ রাবণ গ্রহণ করেননি। চরম অবস্থা যখন উপস্থিত হয়েছে তখন শত্রুদের অবজ্ঞা করা সঙ্গত নয়—এ সিদ্ধান্তে এলেন।

অদ্য তদ্ বানরনীকং রামঞ্চ সহলক্ষ্মণম্।
নির্দহিষ্যামি বাণৌঘৈর্বনং দীপ্তৈরিবাগ্নিভিঃ॥
অদ্য সন্তর্পয়িষ্যামি পৃথিবীং কপিশোণিতৈঃ। (যুঃ) ৫৯।৬

—যেমন জ্বলন্ত অগ্নি বনকে ভস্মীভূত করে। তেমনি আজ আমার শরের দ্বারা বানরসেনা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে দগ্ধ করব। আজ কপি শোণিত পৃথিবীকে তৃপ্ত করবে।

এই কথা বলে রাবণ রথে চড়লে নানা শুভ মঙ্গল সূচক বাদ্য বাজতে লাগল। যোদ্ধাগণ গর্জন করে উঠল ও বন্দীদের স্তব এবং পুষ্পের দ্বারা পূজিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ যাত্রা করলেন। বিভীষণ রামের নিকট রাবণের অনুগামী রাক্ষসদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—এই যে ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, হস্তি, মৃগ এবং অশ্বের ন্যায় বদন ধারী নানা প্রকার ভীষণ রূপ ভূতদের দ্বারা পরিবৃত শিরোপরি শশধরের ন্যায় শ্বেত ছত্র শোভিত দেবতাদের দর্প বিনাশকারী বীরই রাক্ষসরাজ সেই রাবণ। তিনি মুকুটধারী কুণ্ডল শোভিত। হিমালয় এবং বিন্ধ্যাচলের ন্যায় বিরাট শরীর সুরেন্দ্র ও যমরাজের দর্পহারী সাক্ষাৎ সূর্যের ন্যায় এই রাক্ষসরাজ শোভা পাচ্ছেন।

বিভীষণের এ বর্ণনায় রাম রাবণ সম্বন্ধে তাঁকে বললেন—

অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ (যুঃ) ৫৯।২৬

—অহো, রাক্ষসপতি রাবণ মহাতেজে তেজোময় মনে হচ্ছে।

রাবণ স্বীয় প্রভাব দ্বারা দুর্ভেদ্য সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন। তেজসম্পন্ন তাঁর রূপ আমি দেখতে পাচ্ছি। দেব দানব বীরদের দেহও রাবণের দেহের ন্যায় প্রভান্বিত নয়। এই বিশালকায় রাক্ষসদের সমস্ত অনুচর যোদ্ধা পর্বতের ন্যায়, সকলে পর্বতের দ্বারা যুধ্যমান সকলেই উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রধারী। ভয়ঙ্করদর্শী এবং তীক্ষ্ণ স্বভাব রাক্ষস বৃন্দ পরিবৃত, দেহধারী ভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই রাক্ষসরাজ রাবণকে যমের ন্যায় মনে হচ্ছে।

রামের ন্যায় শক্তিশালী শত্রুর মুখে রাবণের অবয়বের ও বীর্যের এই পরিচয় হতে রাবণ যে কত পরাক্রমশালী ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাবণ নিজের সৈন্যদের বললেন, তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ কর।

রাবণকে সমরক্ষেত্রে আসতে দেখে সুগ্রীব অনেক বৃক্ষ ও শিখর যুক্ত প্রকাণ্ড পর্বত শিখর সমুৎপাটিত করে রাবণের উপর নিক্ষেপ করলেন। রাবণ তা দেখতে পেয়ে বহু বাণের দ্বারা তা ছেদন করলেন। সেই মহাশৈল শৃঙ্গ বিদীর্ণ হয়ে ধরণীতলে পতিত হল। ক্রুদ্ধ রাবণ সুগ্রীবের প্রতি বজ্রের ন্যায় বেগবান একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ তীব্র বেগে সুগ্রীবকে বিদীর্ণ করল। সেই আঘাতে সুগ্রীব আর্তনাদ করে সংজ্ঞা হারিয়ে ধরাতলে পতিত হলেন। তাঁকে ভূপতিত হতে দেখে রাক্ষাসরা হর্ষধ্বনি করতে লাগল। তখন গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ, নলাদি বিশাল দেহধারী বানরবৃন্দ পর্বতাদি সমুৎপাটন করে রাবণের প্রতি ধাবিত হল। রাবণ সুতীক্ষ্ণ শরের দ্বারা তাদের আঘাত ব্যর্থ করে দিলেন, এবং রাবণের শরাঘাতে বিশালদেহী বানররা ভূপতিত হলো। অবশেষে রাবণ নিজের শরজালে বানর সেনাদের সমাচ্ছন্ন করলেন। রাবণের বাণে বিদ্ধ বানররা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে করতে ভূতলে পতিত হল।

তখন বাণাহত বানররা রামের শরণাপন্ন হল। রাম ধনু নিয়ে গমন করতে উদ্যত হলে লক্ষ্মণ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করবার জন্য আমিই যথেষ্ট। আমাকে আজ্ঞা দিন— তাকে বিনাশ করব। রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, যাও যুদ্ধে জয় লাভ করে ফিরে এসো।

রাবণো হি মহাবীর্য্যো রণেঽদ্ভুতপরাক্রমঃ।
ত্রৈলোক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো দুষ্প্রসহ্যো ন সংশয়ঃ॥ (যুঃ) ৫৯।৪৯

—রাবণ অতি বীর্যবান, রণেও তাঁর অদ্ভুত পরাক্রম, তিনি ক্রুদ্ধ হলে, ত্রিভুবনও তা সহ্য করতে পারে না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মহাপরাক্রমশালী রামের মুখে শত্রু রাক্ষসরাজ রাবণের সম্বন্ধে উপরোক্তিটি রাবণের পরোক্ষ প্রশংসা।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি যুদ্ধে রাবণের দোষ এবং নিজের ত্রুটি অন্বেষণ করবে। সংযত হয়ে চক্ষু ও ধনুর দ্বারা আত্মরক্ষা

করবে। (চক্ষুষ্মা ধনুষাত্মানং গোপায়স্ব সমাহিতঃ।) রামের কথা শুনে লক্ষ্মণ রামকে আলিঙ্গন করে ও অভিবাদন জানিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তিনি ভয়ঙ্কর রাবণকে দেখলেন।

বীর হনুমান রাবণকে বাণ নিক্ষেপে নিবৃত্ত করবার জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। তাঁর রথের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় দক্ষিণ বাহু উঠিয়ে বুদ্ধিমান হনুমান রাবণকে এই কথা বললেন—

দেব-দানব-গন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ।

অবধ্যত্বং ত্বয়া প্রাপ্তং বানরেভ্যস্তু তে ভয়ম্॥ (যুঃ) ৫৯।৫৫

—রাক্ষস, তুমি দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসের দ্বারা অবধ্য এই বর পেয়েছো। কিন্তু বানরদের থেকে তোমার ভয় আছে।

পাঁচ আঙুল সহ সমুদ্যত আমার দক্ষিণ বাহু দেখ। তোমার দেহে চিরকাল যে জীবাত্মা বাস করে আমি তাকে বধ করব।

হনুমানের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ হনুমানকে বললেন, বানর তুমি নির্ভয়ে সত্বর আমাকে আঘাত কর, কীর্তিলাভ কর, অতঃপর তোমার বিক্রম দেখে তোমাকে বিনাশ করব।

রাবণের কথা শুনে হনুমান বললেন, আমি প্রথমে তোমার পুত্র অক্ষকে নিহত করে তোমাকে বধ করছি—সে কথা মনে রেখো।

হনুমান এই কথা বললে রাবণ পবন তনয়ের বক্ষে এক চপেটাঘাত করলেন। সেই আঘাতে হনুমান পুনঃ পুনঃ চলতে লাগলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান বীর হনুমান মুহূর্তকালের মধ্যে স্থির হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি রাবণকে ফিরে চপেটাঘাত করলেন। হনুমানের চপেটাঘাতে রাবণ ভূমিকম্পে পর্বত যেমন কম্পিত হয়, তেমনি কম্পিত হতে থাকলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে চপেটাঘাতে নিপীড়িত দেখে ঋষি, বানর, সিদ্ধ ও অসুরগণ সহ সুবমণ্ডলী হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। (ঋষয়ো বানরাঃ সিদ্ধা নেদুর্দেবাঃ সহাসুরৈঃ)।

অতঃপর বীর রাবণ আশ্বস্ত হয়ে বললেন—বানর, তুমি বীরত্বে

আমার প্রশংসনীয় শত্রু। (সাধু বানর বীর্যেণ শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ।)

রাবণ রাক্ষসরাজ হলেও বীরকে প্রশংসা করতে জানেন। তাই শত্রু হনুমানের প্রশংসা করতে রাবণ কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। এখানে তাঁর উদার মনের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে।

রাবণের কথা শুনে হনুমান বললেন, আমার বীরত্বে ধিক্। কারণ তুমি এখনও জীবিত আছ। তুমি আমাকে একবার আঘাত করে কি আত্মপ্রশংসা করছ? তারপর আমার মুষ্টি প্রহার তোমাকে নিহত করবে। হনুমানের বাক্যে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে হনুমানের বক্ষে একটা মুষ্ট্যাঘাত করলেন। হনুমান রাবণের সেই আঘাতে বিহ্বল হলে, রাবণ নীলের প্রতি ধাবিত হলেন। রাবণের বাণে পীড়িত হয়ে বানরসেনা নীল এক হস্তে একটি পর্বত শিখর নিয়ে রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করল। ইতিমধ্যে হনুমান সুস্থ হয়ে যুদ্ধরত রাবণকে বললেন, রাক্ষস তুমি যখন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ এ অবস্থায় তোমাকে আর এক ব্যক্তি আক্রমণ করা উচিত নয়।

হনুমানের ন্যায় একটি পশুর মধ্যে বিবেকের যে পরিচয় পাওয়া গেল আধুনিক সভ্য সমাজ সেই বিবেক রহিত। তাই আজ বিশ্ব জুড়ে এমন অশান্তি অরাজকতা। কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কালে উভয়পক্ষ যে যুদ্ধের রীতি অনুমোদন করে তার মধ্যে উপরোক্ত নিয়মটি আবদ্ধ ছিল।

রাবণ সাতটি বাণাঘাতে পর্বত শৃঙ্গটি খণ্ড খণ্ড করলেন। পর্বত শৃঙ্গ বিকীর্ণ হতে দেখে নীল নানা প্রকার বৃক্ষ উপড়ে রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করল রাবণ সেই বৃক্ষরাশিকে খণ্ড খণ্ড করে নীলের উপর ভীষণ শরাঘাত করতে লাগলেন। রাবণ যখন বর্ষার ধারার মত নীলের উপর শরাঘাত করতে থাকেন, তখন নীলকে কখনও রাবণের ধ্বজের উপর, কখন ধনুর অগ্রে, কখনও মুকুটাগ্রে সঞ্চারমান দেখে লক্ষ্মণ, হনুমান ও রাম বিস্মিত হলেন।

রাবণও নীলের ক্ষিপ্রতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে অদ্ভুত উজ্জ্বল আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করলেন। নীলের দক্ষতায় রাবণকে বিভ্রান্ত হতে দেখে বানরগণ কলরব করে উঠলো। তখন বানরদের হর্ষধ্বনিতে রাবণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং নীলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বানর, তুমি মায়ার দ্বারা দ্রুতগামী হয়েছো। যদি সম্ভব হয় তবে তোমার জীবন রক্ষা কর। যদিও তুমি অনেক কাজ করেছ, তবু আমার নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্রে তোমার জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও তোমার মৃত্যু অনিবার্য এই কথা বলে রাবণ একটি তীক্ষ্ণ আগ্নেয়াস্ত্র নীলের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে নীল সংজ্ঞা হারালেও প্রাণ হারালো না।

নীলকে অচেতন দেখে রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হলেন। তখন লক্ষ্মণ বললেন, আমি এসেছি। সুতরাং তুমি বানরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, হে রাঘব, সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আমার দৃষ্টিপথে এসেছ। তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। তাই তুমি বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছো। এক্ষুণি তুমি আমার বাণবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

লক্ষ্মণ বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বললেন—

রাজন্ ন গর্জন্তি মহাপ্রভাবা

বিকত্থসে পাপকৃতাং বরিষ্ঠ ॥ (যুঃ) ৫৯।৯৭

—রাজন, মহাপ্রভাবশালিরা তোমার ন্যায় বৃথা গর্জন করে না, পাপীদের অগ্রগণ্য তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করছ।

আমি তোমার শক্তি, বীর্য, প্রতাপ ও পরাক্রম উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি। এইজন্য ধনুর্বাণ নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এস, যুদ্ধ কর। বৃথা বাক্য ব্যয়ে কি লাভ?

এই কথা শুনে রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি সাতবাণ নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণও তা ছেদন করলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলেন লক্ষ্মণও বিচলিত না হয়ে শরবর্ষণ করতে লাগলেন

এবং ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, উত্তমকর্ণী ও ভল্লের দ্বারা রাবণের সব বাণ ছিন্ন করলেন। লক্ষ্মণের দক্ষতা দেখে রাবণ বিস্মিত হয়ে পুনরায় তার উপর তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণও বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর বেগগামী বাণ রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাবণ সেইসব বাণ ছিন্ন করে ব্রহ্মা দত্ত কালাগ্নির ন্যায় শরের দ্বারা লক্ষ্মণের ললাট আহত কবলেন। এইভাবে লক্ষ্মণ ও রাবণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। বিষ্ণুর অংশধন্য লক্ষ্মণ রাবণের ব্রহ্মার শক্তির দ্বারা পীড়িত হয়ে মাটিতে পড়ে জ্বলতে লাগলেন। শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণকে বিহ্বল দেখে, রাবণ তাড়াতাড়ি তাঁকে বাহু দ্বারা ধরতে গেলেন, কিন্তু পরাক্রমশালী হয়েও রাবণ সুমিত্রা নন্দনকে মাটির থেকে তুলতে পারলেন না।

যে রাক্ষসরাজ রাবণের বিক্রমে দেবতারা পর্য্যন্ত ভীত, সেই রাবণ মানুষ লক্ষ্মণকে উত্তোলন করতে সমর্থ হলেন না! এই সামান্য ঘটনা যেন রাবণের ভবিষ্যৎ পরিণতির সূচনা করছে।

অতঃপর ক্রুদ্ধ হনুমান রাবণের বক্ষে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করে তাঁকে ভূতলে পতিত করলেন। তাঁর মুখ, চোখ ও কান হতে শোণিত ধারা নিঃসৃত হতে থাকে। রাবণ ক্লান্ত হয়ে রথের পশ্চাদভাগে উপবেশন করলেন, এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। রাবণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ায় ঋষিরা বানররা অসুররা ও সুরবৃন্দ সন্তুষ্ট হলেন। হনুমান লক্ষ্মণকে স্বীয় বাহুদ্বারা উত্থিত করে তাঁকে রামের নিকটে আনলেন।

পরাজিত লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করে সেই শক্তি রাবণের রথে পুনরায় গমন করলো। কিছুক্ষণ সংজ্ঞা লুপ্ত থাকার পর, রাবণ পুনরায় মহাধনুও শাণিত শর সমূহ হস্তে গ্রহণ করলেন। লক্ষ্মণও পুনরায় সুস্থ হলেন।

বানরদের বিরাট বাহিনীর মহা মহা বীরদের যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত দেখে, রাম রাবণের অভিমুখে ধাবিত হলেন। তখন হনুমান রামকে বললেন, যেমন বিষ্ণু গরুড়ের উপর আরোহণ করে দানবদের বিনাশ

করেন (বিষ্ণুর্যথা গরুত্মন্তমারুহ্যামরবৈরিণম্) তেমনি আপনি আমার পিঠে আরোহণ করে এই রাক্ষসকে শাসন করুন।

রাম হনুমানের পিঠে আরোহণ করলেন। রাম রথোপরি রাবণকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন। তিনি রাবণকে বললেন, আমার অপ্রিয় কাজ করে তুমি কোথায় গিয়ে প্রাণ রক্ষা করবে ?

যদীন্দ্র-বৈবস্বত-ভাস্করান্ বা
স্বয়ম্ভু-বৈশ্বানর-শঙ্করান্ বা,
গমিষ্যসি ত্বং দশধা দিশো বা
তথাপি মে নাদ্য গতো বিমোক্ষ্যসে ॥ (যুঃ) ৫৯।১৩০

—যদি ইন্দ্র, যম অথবা সূর্যের নিকট কিম্বা ব্রহ্মা, অনল ও শঙ্করের নিকট বা রণে ভঙ্গ দিয়ে দশ দিকে পলায়ন কর, তথাপি অদ্য আমার হস্ত হতে বিমুক্ত হবে না।

আজ তুমি নিজের শক্তির দ্বারা লক্ষ্মণকে আহত করেছ। তাতে বিষণ্ণ হয়ে আমি তার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি। রাক্ষসরাজ, আমি পুত্র, পৌত্রসহ তোমার মৃত্যু ঘটাবো। রাবণ, জনস্থানের অদ্ভুত দর্শন, উত্তম অস্ত্রধারী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এই রাম স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা নিহত করেছে।

রামের কথা শুনে পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করে রাক্ষসরাজ রাবণ রামের বাহন হনুমানকে আক্রমণ করলেন। রাবণের দ্বারা আহত হনুমানকে দেখে রাম ক্রুদ্ধ হলেন। রাম রাবণের অশ্ব, ধ্বজ ছত্র, পতাকা, সারথি, অশনি, শূল, খড়গ, রথ প্রভৃতি তাঁর শাণিত বাণের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করলেন। রাম বজ্র ও অশনির ন্যায় তেজ দীপ্ত বাণের দ্বারা সবেগে রাবণের বিশাল ও সুন্দর বক্ষে আঘাত করলেন। রামের আঘাতে রাবণ পীড়িত ও কম্পিত হলেন এবং তাঁর হস্তস্থিত ধনু বিচ্যুত হল। রাবণকে বিহ্বল হতে দেখে রাম রাবণের সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান কিরীট ছেদন করলেন। রাম অতঃপর রাবণকে বললেন—

কৃতং ত্বয়া কর্ম মহৎ সুভীমং
হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াবৃম্।
তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়মি ।। (যু:) ৫৯।১৪২

—তুমি আজ অত্যন্ত ভয়ানক কাজ করেছো। আমার সেনাদের মধ্যে বীরদের নিহত করেছো সেইজন্য পরিশ্রান্ত—এই স্থির করে শরের প্রহারে তোমাকে যমের অধীন করব না।

নিশাচরপতি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে পীড়িত বলে জানাচ্ছি, শোন লঙ্কায় ফিরে সুস্থ হয়ে রথ, ধনু, সেনাসহ এসে আমার পরাক্রম দর্শন কর।

রামের এই উক্তি শুনে আহত রাবণ সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরদের শরীর হতে বানগুলি নিষ্কাশন করলেন। রাবণকে পরাজিত হতে দেখে তাঁর শত্রুরা আনন্দিত হলো।

এদিকে রামের বাণাঘাতের ভয়ে রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর দর্প চুর্ণ হয়েছিল। তাঁব ইন্দ্রিয় পীড়িত হলো। (ভগ্নদর্পস্তদা রাজা বভুব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ)।

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ
অভিভূতোহভবদ রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা ।। (যু:) ৬০।২

—যেমন সিংহ হস্তীকে, গরুড় সর্পদের পীড়িত করে, তেমনি মহাত্মা রাঘব রাবণকে অভিভূত করলেন।

ব্রহ্মদণ্ডের প্রতীক ও বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল তেজস্বী রাঘবের বাণগুলি স্মরণ করে রাবণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে রাবণ রাক্ষসদের সম্বোধন করে বললেন—

সর্বং তৎ খলু মে মোক্ষং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ।
যৎ সমানো মহেন্দ্রেন মানুষেণ বিনির্জিতঃ ।। (যু:) ৬০।৫

—আমি যে কঠোর তপস্যা করেছিলাম. সে সমস্ত ব্যর্থ হল। কারণ আজ মহেন্দ্রের সমতুল্য আমি (রাবণ) মানুষের দ্বারা পরাজিত হলাম।

ব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন যে, তোমার মনুষ্য হতে ভয় আছে। তাঁর সেই ভীষণ বাক্য এই সময় সত্যে পরিণত হচ্ছে।

দেব-দানব-গন্ধর্বৈ- যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ।

অবধ্যত্বং ময়া প্রোক্তং মানুষেভ্যো ন যাচিতম্॥ (যুঃ) ৬০।৭

—দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ও পন্নগগণ আমাকে বধ করতে পারবে না—আমি এ বর চেয়েছিলাম, মানুষের দ্বারা অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিনি।

পূর্বকালে ইক্ষ্বাকুলজাত রাজা অনরণ্য অভিশাপ দিয়ে বলে ছিলেন তাঁর বংশে এক মহাপুরুষ জন্মাবেন, তিনিই আমাকে সপুত্র সসচিব বধ করবেন। অনরণ্য যাঁর কথা বলেছিলেন দশরথ তনয় রামই তিনি। তাছাড়া পূর্বকালে বেদবতীকে আমি ধর্ষণ করায় তিনি আমাকে শাপ দিয়েছিলেন। তিনি এই জনক নন্দিনী সীতা রূপে সমুৎপন্ন হয়েছেন। সেই প্রকার উমা, নন্দীশ্বর, বরুণ কন্যা পুঞ্জিকাস্থলী (র জন্য ভগবান ব্রহ্মা) ও রম্ভা (র জন্য নলকুবের) যা বলেছিলেন তারই ফল আমি পাচ্ছি। ঋষিদের বাক্য কখনও অসত্য হয় না। তাঁদের শাপই আমার ভয় অথবা সঙ্কটের কারণ হয়েছে—এই কথা জেনে এখন তোমরা বিপদ দূর করবার জন্য উপায় চিন্তা কর।

রাবণের মত মহাপরাক্রমশালী রাজার তাঁর অধীনস্থ সামান্য রাক্ষসদের সমীপে আত্ম অপকীর্ত্তি প্রকাশ করা ও তার জন্য প্রাপ্ত অভি-শাপের কথা ব্যক্ত করার মধ্যে তাঁর সরল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই বোধ করি অকপটে এমন ভাবে আপন পাপের স্বীকারোক্তি করে না। বরং নিজের পাপ কর্মকে সমর্থন করে। রাবণের কঠোর তপস্যার ফলেই বোধ হয় তাঁর পক্ষে এতটা স্পষ্টকথা ও আত্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গ Pope এর উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়—A man should never be ashamed to own that he has been in the

wrong, which is but saying, in other words that he is wiser today than he was yesterday.

রাবণের জন্ম বৃত্তান্তে জানা যায় যে তাঁর জন্মকালে তাঁর দুটো সত্তা ছিল। একটি মুনি, ঋষির সত্তা, অন্যটি রাক্ষসীর সত্তা। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাবণের মুখে যে সব স্পষ্ট বা অকপট উক্তি শোনা গেছে তা তাঁর মধ্যে ঋষি সত্তারই পরিচয় বহন করেছে। অন্যপক্ষে তাঁর চরিত্রগত ব্যভিচার, শক্তি গর্ব, দুষ্কার্য প্রভৃতি তাঁর রাক্ষস সত্তার প্রমাণ।

রাবণ রাক্ষসদের নির্দেশ দিলেন তারা রাজমার্গে তথা গোপুর শিখরে যেন অবস্থান করে এবং দেব ও দানবদের দর্পহারী ব্রহ্মার শাপে নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগায়। যুদ্ধে নিজের পরাজয়, প্রহস্তের নিধন জেনে রাবণ ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের আদেশ করলেন— তোমরা নগরের দ্বারগুলিতে থেকে তা রক্ষা কর ও প্রাকারে আরোহণ কর। আর নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাও। কামোপভোগ হত— চেতন সে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে নিদ্রিত আছে। সে কখনও নয়, কখনও সপ্ত, কখনও দশ, কখনও বা অষ্ট মাস ঘুমিয়ে থাকে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সে আজ নয় দিন নিদ্রিত আছে। মহাশক্তিশালী কুম্ভকর্ণ সমস্ত রাক্ষসদের শিরোমণি। তোমরা তাকে দ্রুত জাগাও। সে নিশ্চয় সমরে বানরদের ও রাজপুত্রদ্বয়কে শীঘ্র নিহত করবে। কুম্ভকর্ণ জাগরিত হলে এই অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রামের হাতে পরাজিত হবার দুঃখ আমার খণ্ডন হবে।

কিং করিষ্যাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন হি।
ঈদৃশে ব্যসনে ঘোরে যো ন সহায় কল্পতে॥ (যুঃ) ৬০।২১

এই নিদারুণ বিপদে যে আমার সাহায্য করবে না, সে ইন্দ্রতুল্য বীর হলেও তাকে নিয়ে আমি কি করব?

রাবণের কথা শুনে রাক্ষসরা অতি শীঘ্র কুম্ভকর্ণের আবাসে গেল। (কুম্ভকর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কুম্ভকর্ণকে জাগিয়ে রাক্ষসরা রাবণকে জিজ্ঞেস করল, কুম্ভকর্ণ কি সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন অথবা তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ?

রাবণ কুম্ভকর্ণ জেগেছেন শুনে হৃষ্ট চিত্তে বললেন—আমি কুম্ভকর্ণকে এখানে দেখতে ও পূজা করতে চাই। রাক্ষসরা তাঁর আজ্ঞা পালন করতে গেল।

কুম্ভকর্ণ রাবণের প্রাসাদে প্রবেশ করে পুষ্পকবিমানে রাবণকে বসে থাকতে দেখলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণকে দেখে আনন্দে তাঁকে নিকটে আনলেন। কুম্ভকর্ণ রাবণকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন কি কাজ করবেন। রাবণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। কুম্ভকর্ণের প্রশ্নোত্তরে রাবণ বললেন—নিদ্রিত অবস্থায় তোমার বহুকাল অতীত হয়েছে। নিদ্রিত থাকায় রামের থেকে আমার ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে, তুমি তা জান না।

দশরথপুত্র রাম সুগ্রীবের সঙ্গে সাগর লঙ্ঘন করে আমার কুলনাশ করতে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রে সেতু বন্ধন করে সুখে লঙ্কায় এসে বন উপবন বানরদের দ্বারা আচ্ছন্ন করেছে। আমার প্রধান প্রধান রাক্ষস বীরদের বানররা নিহত করেছে। যুদ্ধে বানরদের কেউ জয় করতে পারেনি। এদের হত্যা করে আমার ভয় দূর কর, সেই জন্য তোমাকে জাগিয়েছি। আমার সমস্ত কোষ ক্ষয় হয়েছে।

ত্রায়স্বেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেষিতাম্ ॥ [যু:] ৬২।১৮

—তুমি বালবৃদ্ধ অবশেষিত এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা কর।

তুমি ভাইয়ের জন্য এ সুদুষ্কর কাজ কর। পূর্বে আমি কখনও কোন ভ্রাতাকে এ কথা বলিনি। তোমার প্রতি আমার কত স্নেহ এবং তোমার উপর কত আশা। তুমি দেবাসুর সমরে বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বী স্থান নিয়েছো এবং পূর্বে দেবতা ও অসুরদের পরাজিত করেছো। মহাবীর, তুমি সমস্ত বিক্রমের কাজ কর। প্রাণীদের মধ্যে তোমার মত বলবান দেখা যায় না। রণপ্রেমী বান্ধবদের তুমি

প্রিয়। তুমি তোমার প্রিয় কাজ সম্পন্ন করে শত্রু সেনাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।

রাবণের মত দুর্ধর্ষ মহাপরাক্রমশালী বীর যিনি একদিন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জয় করেছিলেন, উপরের উক্তি তাঁর অসহায় অবস্থার কথা প্রকাশ করে। শৌর্য বীর্য থাকা সত্বেও নিজের কুকর্মের স্মৃতি তাঁর সমস্ত কিছু যেন অপহরণ করেছে, তাই অসহায় ভাবে রাবণ বলেছেন—ময়ৈবং নোক্তপূর্বো হি ভ্রাতা কশ্চিৎ পরন্তপ। এই একটি বাক্যে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত ব্যথা ফুটে উঠেছে। যে বীরের পরাক্রমে দেবতা, দানব, যক্ষ প্রভৃতি সকলেই ভীত, আজ তিনিই অসহায় শিশুর মত কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্য কামনা করছেন। এর চেয়ে পরিহাস আর কি হতে পারে?

কুম্ভকর্ণ রাবণের কুকর্মের জন্য তাঁকে নিন্দা করলেন। রাবণ তা সহ্য করতে না পেরে ক্রুদ্ধ স্বরে তাঁকে বললেন তুমি মাননীয় গুরু এবং আচার্য্যের ন্যায় কেন উপদেশ দিচ্ছ? এই রকম কথায় কি প্রয়োজন? এখন যা অবশ্য কর্ত্তব্য তা কর। আমি ভ্রান্তি বশে চিত্ত মোহে অথবা নিজের বিক্রমে আশান্বিত হয়ে প্রথমে যে তোমাদের কথা শুনিনি তা পুনরায় ব্যক্ত করা নিরর্থক।

অস্মিন্ কালে তু যদ্ যুক্তং তদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্।

গতন্তু নানুশোচন্তি গতন্তু গতমেব হি ॥ [যুঃ] ৬৩,২৫

—যা অতীত, তাতো অতীতই। তার জন্য বারংবার শোক কর না, অধুনা যা কর্ত্তব্য, তা চিন্তা কর।

তোমার পরাক্রম দিয়ে আমার অনীতি জনিত ত্রুটি জয় কর। যদি আমার উপর তোমার কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে, যদি নিজেকে বীর মনে কর, যদি এই কার্যকে কর্ত্তব্য বলে হৃদয়ে স্থান দাও, তাহলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

রাবণ ভাই কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবার উদ্দেশ্যে কে প্রকৃত সুহৃদ বা কে প্রকৃত বন্ধু তা ব্যাখ্যা করে বললেন—

যদি কার্য্যং মমৈতত্তে হৃদি কার্য্যতমং মতম্।
স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে ॥
স বন্ধুর্যোঽপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে। [যুঃ] ৬৩।২৭-২৮

—তিনি প্রকৃত সুহৃদ, যিনি সমস্ত কার্য্য নষ্ট হয়ে যাবার পর দীন স্বজনগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তিনি বন্ধু, যিনি বিপথে গমনকারী পুরুষকে রক্ষা করেন।

রাবণের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যুদ্ধ বিষয়ে মন্ত্রণা দিলেন এবং যাত্রা করলেন। (কুম্ভকর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) কিন্তু রামের হাতে কুম্ভকর্ণ নিহত হলেন।

কুম্ভকর্ণ নিহত হয়েছেন সংবাদে রাবণ সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। সংজ্ঞা লাভ করে পুনরায় রাবণ বিলাপ করে বললেন, মহাবল কুম্ভকর্ণ, দৈববশতঃ তুমি আমাকে ত্যাগ করে যমালয়ে গিয়াছ। তুমি আমাকে ও বান্ধবদের কণ্টক মুক্ত না করে শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধি করে কোথায় যাচ্ছ ?

ইদানীং খল্বহং নাস্মি যস্য মে পতিতো ভুজঃ।
দক্ষিণোঽয়ং সমাশ্রিত্য ন বিভেমি সুরাসুরাৎ ॥ (যুঃ) ৬৮।১২

—যে দক্ষিণ হস্ত আশ্রয় করে আমি সুরাসুরকে ভয় করিনি, সেই বাহু পতিত হওযায় এখন আমি লুপ্তপ্রায় হলাম।

রাজ্যেন নাস্তি মে কার্য্যং কিং করিষ্যামি সীতয়া।
কুম্ভকর্ণবিহীনস্য জীবিতে নাস্তি মে মতিঃ ॥ (যুঃ) ৬৮।১৭

—রাজ্যের আমার প্রয়োজন নাই। সীতাকে নিয়ে আমি কি করব ? কারণ কুম্ভকর্ণ বিহীন হয়ে বেঁচে থাকতে আমার ইচ্ছা নেই।
রাবণের এ ভ্রাতৃ প্রেম নিখুঁত।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুমূর্ষু লক্ষ্মণকে দেখে রামও এই ভাবে শোক করেছিলেন। দুর্যোধন চরিত্রে এ ধরণের ভ্রাতৃ প্রেম কোথাও দেখা যায়নি।

রাবণের এই উক্তিতে তাঁর মধ্যে গভীর হতাশার এবং ভগ্নোদ্যমের

ভাব প্রকাশ পেয়েছে। দুর্ধর্ষ ব্যক্তি কোন কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে তাঁর মানসিক দুর্বলতা তাঁকে গ্রাস করে। রাবণের এই স্বীকারোক্তি হতে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কুম্ভকর্ণের জন্য পুনরায় রাবণ শোক করে বললেন কি করে দেব-দানব দর্পহারী কালাগ্নির ন্যায় এরূপ বীর আজ রামের দ্বারা নিহত হল। বজ্র নিষ্পেষণে যার কখনও পীড়া হত না। সেই তুমি রাম বাণে পীড়িত হয়ে কিরূপে ভূতলে শয়ন করে আছ। ঋষিবৃন্দ সহ দেবতারা যুদ্ধে তোমাকে নিহত দেখে আনন্দিত হয়েছেন। আজই বানরেরা সুযোগ পেয়ে নিশ্চয়ই সানন্দে লঙ্কা দ্বার এবং দুর্গের সর্বত্র আরোহণ করবে। যদি আমি ভ্রাতৃ হত্যাকারী রাঘবকে নিহত করতে না পারি তবে এই ব্যর্থ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু আমার শ্রেয়। অদ্যই আমি রণক্ষেত্রে যাব, যেখানে আমার অনুজ শায়িত রয়েছে। আমি ভ্রাতৃবিহীন হয়ে ক্ষণ মাত্র বাঁচতে পারব না। (নহি ভ্রাতৄন সমুৎসৃজ্য ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে) কুম্ভকর্ণ পূর্বে আমি দেবতাদের নানাভাবে নির্জিত করেছি, তাঁরা আজ আমাকে দেখে উপহাস করছেন। তুমি নিহত হওয়ায় আমি কিরূপে ইন্দ্রকে জয় করব? বিভীষণের কল্যাণকর উপদেশ আমি শুনিনি। তারই ফল আমি ভোগ করছি। কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তের নিদারুণ পরিণতি এখন আমাকে বিভীষণ বাক্য স্মরণ করিয়ে লজ্জা দিচ্ছে। যেহেতু আমি ধর্মাত্মা বিভীষণকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজ সেই দুষ্কর্মের দুঃখাবহ পরিণাম উপস্থিত।

ভ্রাতা ও অনুগামীদের জন্য রাবণের এই শোক বা বিভীষণের উপদেশ উপেক্ষার জন্য এই অনুশোচনা কি সত্যিই রাবণের জীবনের গতি ফিরিয়েছিল? রাবণের পরবর্তী পদক্ষেপ তাঁর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনের সূচনা করে না। Martin Luther বলেছেন—To do so no more is the truest repentance—এই প্রকারের সদেচ্ছা রাবণের মধ্যে কখনও দেখা যায় নি।

যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি রাবণের বিবেককে জাগালো না অন্যপক্ষে রাবণ পুত্রদের ও ভাইদের যুদ্ধে যাবার আদেশ দিলেন। তারাও যুদ্ধে পরাজিত হয়, রাক্ষস বীররা এক এক করে বানরসেনা ও রাম লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়। রাবণ পুত্র অতিকায় লক্ষ্মণের দ্বারা নিহত হওয়ায় রাবণ চিন্তিত হয়ে বললেন সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে অগ্রগণ্য অমর্ষণ ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবীর প্রত্যেকেই এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। বীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে নাগ পাশে আবদ্ধ করেছিল, যে বন্ধন মহাবল সুর অসুর যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্পগণও কাটবার সক্ষম নয়। জানি না কোন মায়ায় রাম লক্ষ্মণ সেই বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছিল। আমার আজ্ঞায় যে সব মহাবীর রাক্ষস যুদ্ধে বের হয়েছিল, তারা সকলেই মনুষ্য বীর রামের হাতে নিহত হয়েছে, কেউ রণক্ষেত্র হতে ফিরে আসে নাই।

নাশয়েৎ সবলং বীরং সসুগ্রীবং বিভীষণম্।
অহো সুবলবান্ রামো মহদস্ত্রবলঞ্চ বৈ॥ (যু◌ং)৭২।১০

—সৈন্যবর্গসমেত বীর সুগ্রীব ও বিভীষণকে শাসন করতে সমর্থ এমন বীর দেখছি না। রাম কি বিপুল শক্তিশালী এবং তাঁর অস্ত্র বলও কি ভয়ঙ্কর।

যাঁর বিক্রমে রাক্ষসরা নিহত হয়েছে সেই বীর রামকে রোগ শোকমুক্ত নারায়ণ বলে আমার মনে হচ্ছে। (রাঘবং বীরং নারায়ণ মনাময়ম।)

যে মনুষ্যরূপী রামকে রাবণ এতদিন হেয় জ্ঞান করেছিলেন তাঁরই শরাঘাতে মহাবীর প্রিয়জনদের হারিয়ে রাবণের রাম সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

রামের ভয়ে লঙ্কাপুরীর দ্বার ও তোরণ বন্ধ। তখন রাবণ দিকে দিকে আদেশ জারি করলেন—অপ্রমত্ত সৈনিক দ্বারা এই পুরীর সর্বত্র রক্ষা করবে। অশোক বনে সীতার শিবিকা রক্ষা করবে। সেখানে কে ঢুকছে বা বার হচ্ছে সেই দিকে নজর রাখবে। যেখানে

যেখানে সৈন্যদের শিবির আছে, সেখানে নিজ নিজ সৈন্য দ্বারা সর্বত্র ঘিরে রাখবে। দিবারাত্র বানরদের কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বানরদের উপেক্ষা করবে না। শত্রু পক্ষীয় সৈন্যদের সতর্ক ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

রাবণের এইরূপ সতর্ক নির্দেশ থেকে রণ ও রণকৌশল সম্বন্ধে তাঁর বিচক্ষণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং তিনি যে যথার্থই একজন প্রধান যুদ্ধবিদ ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাবণ সকলকে যথাসময়ে উপদেশ দিয়ে শোকার্ত্ত হয়ে নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করলে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ পিতাকে শোকমগ্ন ও দীন দেখে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বাণে কেউ বাঁচতে পারবে না। এরূপে আশ্বাস দিয়ে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে, রাবণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, পুত্র, যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রথী কেউ নেই। তুমি ইন্দ্রকে জয় করেছ। তোমার নিকট মানুষ তুচ্ছ, তুমি নিশ্চয় রাঘবকে বধ করে আসবে। ইন্দ্রজিৎ পিতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। (ইন্দ্রজিৎ চরিত্র দ্রষ্টব্য।) ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে বহু বানর সেনা নিহত করেন এবং রাম লক্ষ্মণকে অচৈতন্য করে রণক্ষেত্রে শায়িত রেখে রাবণের কাছে তাঁর রণজয়ের সংবাদ ঘোষণা করলেন।

এদিকে রাম লক্ষ্মণের মূর্চ্ছিত অবস্থা ও বানর সেনা ছিন্ন ভিন্ন দেখে জাম্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে দিব্য ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমান হিমালয়ের দিকে গেলেন। এবং ওষধি নিয়ে প্রত্যাগমন করে সেই ওষধির গন্ধে রাম লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানর সেনা পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠলেন।

অন্যদিকে লঙ্কার যুদ্ধে আহত ও নিহত রাক্ষসদের রাবণের আজ্ঞায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো। সুগ্রীব বললেন কুম্ভকর্ণ এবং কুমারগণ নিহত হওয়ায় রাবণের পক্ষে লঙ্কাপুরী রক্ষা করা কোন

প্রকারে সম্ভব নয়। সুতরাং বীর বানরেরা উল্কা হস্তে লঙ্কাভিমুখে অভিযান কর। এ আদেশ অনুযায়ী বানরেরা উল্কা হস্তে লঙ্কাপুরীর সহস্র সহস্র অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, ক্ষুদ্র পথ এবং প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করলে, তাতে সহস্র সহস্র গৃহ অগ্নি দগ্ধ হল। রাক্ষসরা ভয়ে পলায়ন করতে লাগল। তখন দগ্ধ শরীরে রাক্ষসরা বানর সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বানরদের সিংহনাদে ও রাক্ষসদের আর্তনাদে দশদিক্ সমুদ্র ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। তার সঙ্গে রামের ধনুর জ্যা—এই দশ দিক ব্যপ্ত করল। বিমান ও গৃহগুলি রামের বাণে পতিত হচ্ছে দেখে রাক্ষসরা তুমুল যুদ্ধের উদ্যোগ করল।

সুগ্রীব বানরদের আদেশ করলেন নিজ নিজ দ্বারে দণ্ডায়মান থেকে যুদ্ধ করতে। বানর বীররা উল্কা হস্তে লঙ্কার দ্বার রক্ষা করতে ব্রতী হলে রাবণ তা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ পুত্র কুম্ভ, নিকুম্ভকে যুদ্ধে পাঠালেন। রাবণ যূপাক্ষ, শোনিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন নামে চার রাক্ষসকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবার নির্দেশ দিলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। বানর বীর অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ ও সুগ্রীব কম্পন প্রজঙ্ঘ শোনিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও কুম্ভকে বধ করে। হনুমান নিকুম্ভকে বধ করে।

কুম্ভ নিকুম্ভের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ ক্রোধে ও শোকে খর পুত্র বিশালক্ষ মকরাক্ষকে বললেন, তুমি বিপুল সৈন্য নিয়ে বানর সৈন্য সহ রাম লক্ষ্মণকে বধ কর। কিন্তু রাম মকরাক্ষকে বধ করেন।

অতঃপর রাবণ পুনরায় ইন্দ্রজিৎকে বললেন, তুমি সর্বপ্রকারে বলবান। সুতরাং দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে মহাশক্তিমান ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে বধ কর। তুমি ইন্দ্রকে জয় করেছো, দুজন মানুষকে দেখে যুদ্ধে তাদের বধ করতে পারবে না? (কিং পুনর্মানুষৌ দৃষ্টা ন বধিষ্যসি সংযুগে।) ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করে যথাবিধি অগ্নিতে হোম করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। অতঃপর রাবণেব আজ্ঞায় ইন্দ্রজিৎ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সুরু করেন। ইন্দ্রজিতের বধের উপায় নিয়ে রাম

লক্ষ্মণের মধ্যে আলোচনা হয় এবং এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেন। (ইন্দ্রজিৎ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

রাবণের মন্ত্রীরা ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করল। তারপর তারা সত্বর রাবণের নিকট গিয়ে বলল, মহারাজ, আমরা দেখলাম বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদের সম্মুখে আপনার তেজস্বী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করেছে। আপনার বীরপুত্র যিনি রণক্ষেত্রে কখনও পরাজিত হননি, তিনি প্রথমে লক্ষ্মণকে শরসমূহ দ্বারা পরিবৃত্ত করে অবশেষে লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়ে উত্তম লোকে গমন করেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ বীর পুত্র ইন্দ্রজিতের সেই ভয়ঙ্কর নিধনবার্ত্তা শুনে মূর্ছিত হলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে পুত্র শোকে আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তুমি দেবেন্দ্রকে পরাজিত করে সম্প্রতি কি প্রকারে লক্ষ্মণের বশীভূত হলে? যুদ্ধে তুমি ক্রুদ্ধ হলে কালান্তক যুগল অথবা মন্দরগিরির শৃঙ্গ সকলকেও ভেদ করতে পারতে। আজ আমি যমরাজকে প্রশংসা করছি। কারণ তোমাকে আজ তিনি তাঁর কবলীভূত করতে পেরেছেন। তুমি যে পথের পথিক হয়েছ, যোদ্ধারাও অমরগণও সেই পথের অভিলাষী হয়ে থাকে।

যঃ কৃতে হন্যতে ভর্তুঃ স পুমান্ স্বর্গমৃচ্ছতি।
অদ্য দেবগণাঃ সর্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥
হতমিন্দ্রজিতং শ্রুত্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ। (যুঃ) ৯২।১০

—যে পুরুষ প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। হায় আজ ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখে সমস্ত দেবতা, মহর্ষি এবং লোক-পালরা নির্ভয়ে সুখ নিদ্রা উপভোগ করবে।

শত শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শুনে রাবণ এত দুঃখ অনুভব করেননি, বীর সন্তান ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে যতটা শোকাভিভূত হয়েছেন। রাবণের এই মহাযুদ্ধ জয়ের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন মহাবীর কুম্ভকর্ণ ও

মহামায়ার অধিকারী বীর ইন্দ্রজিৎ। এক এক করে উভয়ের মৃত্যুতে তিনি যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেললেন।

ইন্দ্রজিৎ বিনা আজ ত্রিলোক কাননসহ সমস্ত পৃথিবী (অদ্য লোকাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্না পৃথিবী চ সকাননা) আমার শূন্য বোধ হচ্ছে। আজ অন্তঃপুরের সমস্ত ভর্ত্তাশূন্য রাক্ষস কন্যাদের ক্রন্দনরোল হৃদয় চূর্ণ করছে। ইন্দ্রজিতের জন্য আক্ষেপ করে আরও বললেন, হে পুত্র যৌবরাজ্য, লঙ্কা, তোমার রাক্ষস পরিজন পিতা, মাতা এবং ভার্যাকে ছেড়ে কোথায় গেলে ?

মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্।

প্রেতকার্য্যাণি কার্য্যাণি বিপরীতে হি বর্ত্তসে॥ (যুঃ) ৯২।১৪

—হে বীর, আমি পরলোক গমন করলে, কোথায় তুমি আমার প্রেত কার্য করবে, আজ তার বিপরীত হল। আমাকে তোমার প্রেত কার্য করতে হচ্ছে।

সুগ্রীব, রাম, লক্ষ্মণ জীবিত থাকতে তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করেই আমাদের ত্যাগ করে কোথায় গেলে ?

পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের অকাল মৃত্যু যে কি গভীর শোকের কারণ এই দুর্ধর্ষ মহাবীরের বিলাপ হতেই তা উপলব্ধি করা যায়। যে বীর ত্রিলোক বিজয়ী, বীর পুত্রের মৃত্যুতে আজ তাঁকে কত অসহায় মনে হচ্ছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে মুহ্যমান রাবণ

উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিত।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্ছিত॥

— — —

চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
রাক্ষসকুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের হাতে॥

আমার সর্বস্ব তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী॥
পর্বত কন্দর কাঁপে দেখে তোর বাণ।
একবাণে ইন্দ্রবেটা না সহিত টান॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান।
মনুষ্যের বাণে তুমি হারাইলে প্রাণ॥
কুম্ভকর্ণ ভাই-শোক রহিয়াছে বুকে।
লঙ্কায় রাবণ মরে তোমা-পুত্র শোকে॥
ভাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
যজ্ঞ ভঙ্গ করি তোমার বধিল জীবন॥
যদি প্রাণ বাঁচে রাম তপস্বীর রণে।
আগে আজি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে॥
হাহা পুত্র ইন্দ্রজিত গেলি কোথাকারে।
সম্মুখে সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে॥ (লঃ)

পুত্রশোক কত নির্মম। রাবণের মত এমন দুর্ধর্ষ মহাবীরও পুত্রশোকে কতটা কাতর হয়েছেন তা এখানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই শোক তাঁর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে প্রবলতর করে তুললো। রাবণ যেন ইন্দ্রজিতের শোণিত নিয়ে রাঘব ভাইদ্বয়কে হত্যা করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন।

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ রাক্ষসদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাবার উদ্দেশে তাদের বললেন—

ময়া বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা পরমন্তপঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু স্বয়ম্ভূঃ পরিতোষিতাঃ।। (যুঃ) ৯২।২৮

—আমি বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করে পিতামহকে তুষ্ট করে তপস্যার ফল স্বরূপ তাঁর নিকট এই বর লাভ করেছি যে, দেবতা ও অসুরগণ হতে আমার কোন ভয়ের সম্ভাবনা নেই। পিতামহ আমাকে আদিত্যের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট যে কবচ দান করেছেন,

দেবাসুর সংগ্রাম কালে বজ্র প্রহার দ্বারাও তা ছিন্ন হয়নি। আমি সেই কবচ ধারণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলে সাক্ষাৎ পুরন্দরের ন্যায় আমার সামনে কে আসতে পারবে? পূর্বে দেবতা ও অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় পিতামহ সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে উৎকৃষ্ট ধনুর্বাণ দিয়েছিলেন। মহাসমরে আজ রাঘবদ্বয়কে বধ করবার জন্য শত শত তূর্যাদি মঙ্গল বাদ্যের সঙ্গে আজ সেই ধনু ব্যবহার করবো।

অতঃপর রাবণ বললেন, ইন্দ্রজিৎ বানরদের বঞ্চনা করবার জন্য মায়া-ময়ী সীতাকে বধ করিয়ে দেখিয়েছিল। আজ আমি সত্য সত্যই ক্ষত্রিয় বন্ধু রামের বৈদেহীকে বধ করে নিজের অভিষ্ট সাধন করব। এইরূপ বলে রাবণ খড়গ নিয়ে ভার্য্যা ও সচিবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সীতা অভিমুখে রওনা হলেন। ক্রুদ্ধ রাবণকে ঐভাবে অগ্রসর হতে দেখে রাক্ষসী পরিবৃতা সীতা বললেন, দশানন ক্রুদ্ধ হয়ে খড়গ হস্তে আমার দিকে আসছে। সে নিশ্চয় আজ আমাকে অনাথার ন্যায় বধ করবে, আমি একমাত্র স্বামীর অনুব্রতা। তথাপি সে আমাকে বারংবার আমার ভার্য্যা হও—এইরূপ প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বোধহয় আমি সম্মত না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বধ করতে আসছে। অথবা নীচাশয় নরব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণকে আমার জন্য হয়ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত করেছে। সীতা বিলাপ করে বললেন, আজ আমার জন্যই রাজকুমার যুগল নিহত হলেন। অথবা এই পাপী ভীমমূর্ত্তি নিশাচর পুত্র শোকে রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ না করে আমাকেই বধ করতে এসেছে। সীতার মনে এরূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো।

হনূমতস্তু তদ্বাক্যং ন কৃতং ক্ষুদ্রয়া ময়া॥
যদ্যহং তস্য পৃষ্ঠেন তদায়াসমনির্জিতা।
নাদ্যৈবমনুশোচেয়ং ভর্তুরঙ্কগতা সতী॥ (যুঃ) ৯২।৫৪-৫৫

আমি মূর্খ, সেই জন্য হনুমানের কথামত কাজ করিনি। হায়, আমি যদি হনুমানের পিঠে চড়ে চলে যেতাম, তাহলে সুখে স্বামীর ক্রোড়ে

থাকতে পারতাম। আজ আর এই শোক করতে হত না। (সীতা চরিত্র দ্রষ্টব্য)

সীতাকে এভাবে রোরুদ্যমানা দেখে শুদ্ধাচারী মেধাবী অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে বলল, আপনি বৈশ্রবণের সাক্ষাৎ অনুজ সহোদর হয়েও কি প্রকারে ধর্ম ত্যাগ করে বৈদেহীকে বধ করার ইচ্ছা করছেন।

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর ॥ (যুঃ) ৯২ ৬৪

—বীর রাক্ষসেশ্বর, যথাবিধি ব্রত এবং বেদাদি অধ্যয়ন করেও অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্মে অনুরক্ত থেকে আপনি কি করে স্ত্রীবধে অভিলাষী হয়েছেন ?

সুপার্শ্বের মতে রাবণের মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উভয়ই বিদ্যমান ছিল। রাক্ষস হলেও রাবণ শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

সুপার্শ্ব আরও বলল আপনি এই রূপবতী মৈথিলীকে দেখুন। তারপর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই রাঘবের উপর ক্রোধ প্রকাশ করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। অতএব আজই যুদ্ধের প্রস্তুতি করে আগামী কাল অমাবস্যায় বল পরিবৃত হয়ে যুদ্ধের জন্য জয় যাত্রা করুন। আপনি বীর, ধীমান এবং মহারথ, সুতরাং আপনি খড়্গ দ্বারা দাশরথি রামকে হত্যা করে সীতাকে লাভ করুন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু অন্যরূপ বিবরণ দেখা যায় :—

সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধায় মন্দোদরী।
ছি ছি মহারাজ বধ কর না হে নারী ॥
....
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ ॥

বিশ্রবা পিতা তব সংসার পূজিত।
তোমার এ নারী বধ না হয় উচিত॥
একে দেখ জমেছে কনক লঙ্কাপুরী।
পাপেতে ম'জ না তাহে বধ করে নারী॥
করে ধরি মন্দোদরী ফিরায়ে রাবণ। (লঃ)

এইখানে অমাত্যবর্গরা নয়, স্বয়ং স্ত্রী মন্দোদরী রাবণকে এই পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত করেন।

রাবণের মত জ্ঞানীজনও আপন দুষ্কর্ম সমন্ধে অন্ধ হয়ে নারী হত্যা রূপ মহাপাতকের কাজ করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। পুত্র শোকে অন্ধ হয়ে—আপন দুষ্কর্মের জন্য সীতাকে দায়ী করা কোন প্রকারেই সমর্থন যোগ্য নয়।

অতঃপর রাবণ সুহৃদদের ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনে গৃহে প্রত্যাগমন করে সভামধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিঃশ্বাস ছেড়ে দুঃখিত চিত্তে সিংহাসনে বসে শোকাভিভূত হয়ে রাক্ষস সেনাপতিদের বললেন, তোমরা সকলে অবশিষ্ট রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্বগুলির সঙ্গে সমরে নির্গত হও। আজ তোমরা মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণ করে একমাত্র রামকেই বধ করতে চেষ্টা কর। (প্রহৃষ্টাঃ শরবর্ষাণি প্রাবৃটকাল ইবাম্বুদাঃ) অথবা আমিই তোমাদের সঙ্গে আগামীকাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সকলের সম্মুখে রামকে নিহত করব।

রাবণের আজ্ঞানুযায়ী রাক্ষসরা নানা রকম অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সমরক্ষেত্রে গিয়ে বানরদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু করল। রাম এই যুদ্ধে বহু রাক্ষস সেনা বধ করেন। লঙ্কাপুরীতে বিধবা রাক্ষসীরা বিলাপ করে বললে—

কি অশুভক্ষণে কুরূপা বৃদ্ধা শূর্পণখা কন্দর্পের ন্যায় রূপবান রামকে দেখেছিল? শূর্পণখা রাক্ষসদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ও তাদেরও খর দুর্যণের বিনাশের জন্য রামকে কামনা করেছিল। তার

কথানুসারে রাবণ রাক্ষসদের বধের জন্যই সীতাকে এনে এই ভীষণ কলহ সৃষ্টি করেছে। জনক নন্দিনীকে দশানন কোন প্রকারেই লাভ করতে পারবেন না। তাঁর কেবলমাত্র বলবানের সঙ্গে অক্ষয় শত্রুতা করাই বৃথা হল। তিনি যে বৈদেহীকে পাবেন না, এক মাত্র বিরাধই তার প্রমাণ। (বৈদেহীং প্রার্থয়ানং তং বিরাধং প্রেক্ষ্য-রাক্ষসম্) কারণ সীতাকে কামনা করে সে রামের হাতে নিহত হয়েছিল। ঐ বিরাধ ব্রহ্মার বরে অমর হয়েছিল। রাম জনস্থানে চতুর্দশ নিশাচর, খর, দূষণও ত্রিশিরাকে নিহত করেছেন—এটাও তার পর্যাপ্ত প্রমাণ। কবন্ধ যে রামের হাতে নিহত হয়েছে—তাতেও অসীম শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাম যে ইন্দ্রপুত্র বালীকে বধ করেছেন, তাতেই বোঝা গেছে যে রাবণের সীতা বিষয়ে আশা বৃথা। তিনি যে ঋষ্যমূক পর্বত থেকে সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করেছেন, এটাও তার যথেষ্ট প্রমাণ। বিভীষণ রাক্ষসদের মনঃপূত হয়নি। যদি বিভীষণের বাক্যানুসারে কাজ করা হোত, তবে লঙ্কাপুরী আজ কান্নায় শ্মশান ভূমি হত না। রাম যে মহাশক্তিশালী কুম্ভকর্ণ এবং লক্ষ্মণ যে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেছেন তা দেখেও কি রাবণ রামের পরাক্রম অবগত হতে পারেননি ?

প্রথমতঃ হনুমান লাঙ্গুলানলে লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও কুমার অক্ষকে নিহত করল, তা দেখেও তাঁর জ্ঞানোদয় হল না ? হাজার হাজার অশ্ব, হস্তী রাক্ষস রামের হস্তে নিহত হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে রাম সাক্ষাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র অথবা যম রূপ ধারণ করে আমাদের হত্যা করেছে। দশানন ব্রহ্মার বরে গর্বিত হয়ে রাম যে সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন তা উপলব্ধি করতে পারছেন না। রাম যখন তাঁর বধে উদ্যত, তখন দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ অথবা রাক্ষসদের মধ্যে কেউই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। রাবণের প্রত্যেক যুদ্ধেই অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতেই মনে হচ্ছে যে রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু অনিবার্য্য। পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে রাক্ষসরাজ দশাননকে দেব, দানব ও

রাক্ষসগণের অবধ্য বর দিয়েছিলেন। কিন্তু বর গ্রহণ কালে রাবণ মনুষ্যের নিকট অবধ্যতা বর প্রার্থনা করেননি। এখন এই রাক্ষসকুল ও দশাননকে ধ্বংস করবার জন্যই যে মনুষ্য উপস্থিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। আমরা শুনেছি দশাননের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা মহাদেবের পূজা করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন রাক্ষসদের ধ্বংস করবার জন্য এক কামিনী উৎপন্ন হবে। (উৎপৎস্যতি হিতার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষয়াবহা) এই সীতাই আমাদের ধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। হায়, এই দুর্মতি দুর্বিনীত দশাননের বুদ্ধির দোষে আমাদের এই শোক ও ধ্বংস উপস্থিত হয়েছে।

তং ন পশ্যামহে লোকে যো নঃ শরণদো ভবেৎ।
রাঘবেণোপসৃষ্টানাং কালেনেব যুগক্ষয়ে॥ (যু) ৯৪।৩৮

—যুগান্ত কালে সংহারকারী রুদ্র যেমন জগতের সমস্ত প্রাণীকে সংহার করতে উদ্যত হন, তেমনি রাম আমাদের সংহার করতে উদ্যত। এ সময়ে আমাদের রক্ষাকারী এমন কোন লোককে দেখছি না।

আমরা মহাসঙ্কটে পড়েছি আমাদের আর উপায় নেই যা হতে আমাদের এই ভয়ের সৃষ্টি। বিভীষণ তাঁর শরণাপন্ন হয়ে উত্তম কাজই করেছেন। এই বলে রাক্ষসীরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল।

রাক্ষসীদের বিলাপের মাধ্যমে এটাই বোঝা যাচ্ছে, তারা অন্তঃপুরবাসিনী হলেও দেশের সব সংবাদ অবগত ছিল। রাষ্ট্র নায়কের কুকর্মের পরিণতিতেই যে রাক্ষসবংশ ধ্বংস হচ্ছে এবং তাঁর (রাবণ) প্রতিপক্ষ যে সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ তা তারা উপলব্ধি করেছিল।

সাধারণ অনার্য্য অশিক্ষিত রাক্ষসীরা রামের বীরত্বের যে বর্ণনা দিয়াছে তাতে তিনি যে সামান্য নন তা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল, কিন্তু মহাশক্তিশালী রাবণ বার বার রামের নিকট পরাজিত হয়েও এক এক করে প্রিয় আত্মীয়দের হারিয়েও সেই সত্যোপলব্ধি করতে পারেননি। বা উপলব্ধি করলেও তাঁর আত্ম-

শীঘ্র সৈন্যদেব বেব হতে বল।

পবাজযেব গ্লানিতে দেশবাসী যখন দুঃখে হতাশায ভেঙ্গে পড়েছে, তখনও মহাবীব বাবণ তেমনি আশাবাদী, ধৈর্যশীল। এ প্রসঙ্গে **Washington Irving** এব উক্তি-ই—**Little minds are tamed and subdued by misfortune, but great minds rise above it**—বাবণেব চবিত্রেব যথার্থ মূল্যায়ণ।

মহাবথীগণ যথাবিধি বাবণকে পূজা কবে তাব বিজয কামনা কবল। দশানন হেসে মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে বললেন—

অদ্য বাণৈর্ধনুর্মুক্তৈর্যুগান্তাদিত্যসন্নিভৈঃ।
বাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব নেষ্যামি যমসাদনম্॥ (যুঃ) ৯৫।১০

—আমি অদ্য প্রলয়কালেব আদিত্যের মত তেজস্বী ধনুর্মুক্ত শরেব দ্বাবা বাম ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেবণ করব।

বাবণেব মত মহাশক্তিশালী বীবেব এই স্পর্দ্ধা বাক্য যদিও সম্ভব, কিন্তু যুদ্ধেব পবিণতি যেভাবে এগিযে চলেছে, তা দেখেও এমন কথা বলা মূঢ়তাবই লক্ষণ।

বাবণ পুনরায় বললেন, আজ শত্রুদেব বধ করে খব, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এবং ইন্দ্রজিতের বধেব প্রতিশোধ নেবো। অদ্য বানবদের দলে দলে বধ কববো। যে বমণীদের ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্রবা নিহত হয়েছে, আমি অদ্য শত্রুদেব বধ কবে তাদেব অশ্রু মুছিযে দেবো। মৃত বানবদেব মাংসে কাক, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী জীবদেব মাংস দ্বাবা পবিতৃপ্ত কবব। শীঘ্র আমার বথ সজ্জিত কর এবং ধনু আনয়ন কব। অবশিষ্ট সব রাক্ষসবাই এখন আমাব সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা করুক।

অতঃপব বাবণ বহু বাক্ষস দ্বাবা পবিবৃত হযে স্বীয বল গাম্ভীর্য্যে পৃথিবী বিদীর্ণ কবে বণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

কাল, মৃত্যু ও যমেব ন্যায় ভযঙ্কব তেজস্বী বাক্ষসবাজ বলেব দ্বাবা পবিবৃত হয়ে ধনু হস্তে বেব হলেন। সেই মহাবথী বেগে অশ্ব চালনা কবে বাম লক্ষ্মণ যে স্থানে অবস্থান কবছিলেন, সেই দ্বাব দিযে বেব হলেন।

ততো নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো দিশশ্চ তিমিবাবৃতাঃ।
দ্বিজাশ্চ নেদুর্ঘোবাশ্চ সঞ্চচাল চ মেদিনী॥ (যুঃ) ৯৫।৪৩

—তখন সূর্য্য নিষ্প্রভ চতুর্দিক ঘোব অন্ধকাবাচ্ছন্ন, ঘোব মূর্ত্তি পাখীবা অশুভ বব কবতে লাগল এবং পৃথিবী কাঁপতে লাগল।

অশ্বদলেব গতি স্খলিত হল, আকাশ হতে বক্ত বৃষ্টি হতে লাগল। রাবণেব ধ্বজাগ্রে শকুনি পতিত হল, শৃগালবা অমঙ্গল ধ্বনি কবতে লাগল। (বিনেদুশ্চাশিবাঃ শিবাঃ।) তখন বাবণেব কণ্ঠস্বব বিকৃত এবং বদন বিবর্ণ হল। বাম নয়ন কাঁপতে লাগল ও বাম বাহু স্পন্দিত হতে লাগল। (নয়নশ্চাস্ফূবদ্ বামং বামো বাহুবকম্পত।) উল্কা পতন হল, কাক ও শকুন অমঙ্গল শব্দ কবতে লাগল বাবণ এই সব অশুভ লক্ষণ দেখেও, আশু পবিণামেব কথা চিন্তা না কবেই আত্মহননেব জন্যই যেন যুদ্ধেব জন্য যাত্রা কবলেন।

অতঃপব ক্রুদ্ধ বাক্ষস ও বানবদেব মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আবম্ভ হল। বাবণেব শবাঘাতে কাবও মস্তক কাবো বা কর্ণ ছিন্ন হলো, কাবো বক্ষ বিদীর্ণ হলো, কেউ চক্ষুহীন, কেউ বা মুণ্ডহীন, কাবো বা শ্বাস বোধ হল। যেদিকে বাবণ গমন কবল, কেউ তাঁব শবাঘাত সহ্য কবতে পাবল না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাবণ যেন প্রলয় নাচন নাচতে লাগলেন।

বাবণেব শবাঘাতে বানবদেব দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পবিপূর্ণ হয়ে গেল। বাবণেব ভয়ে বানব সেনাদেব বণে ভঙ্গ দিতে দেখে সুগ্রীব বাক্ষস সৈন্যদেব উপর প্রস্তব বর্ষণ কবতে লাগল এবং বহু বাক্ষসসেনা বিকীর্ণ মস্তক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপাতিত হল। বাক্ষসদেব আর্ত্ত বব চতুর্দিক হতে শোনা গেল। সুগ্রীবেব সঙ্গে বাক্ষস সেনাদেব প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। সেই যুদ্ধে সুগ্রীব বহু বাক্ষসসেনা বধ কবে ও বিৰূপাক্ষকে সংহাব কবে। এবং মহোদবকে বিনাশ কবে। অঙ্গদ মহাপার্শ্বকে বধ কবে।

মহাপার্শ্ব মহোদব এবং বীব বিৰূপাক্ষ নিহত হওয়ায় বাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, এবং সাবথিকে বললেন, আমি আজ বাম লক্ষ্মণকে হত্যা

কবে আত্মীয় বন্ধু অমাত্যদেব মৃত্যুব প্রতিশোধ নেবো এবং লঙ্কাপুবী অববোধ কবাব দুঃখ দূব কবব।

বামবৃক্ষং বণে হন্মি সীতাপুষ্পফলপ্রদম্।
প্রশাখা যস্য সুগ্রীবো জাম্ববান্ কুমুদো নলঃ॥
দ্বিবিদশ্চৈব মৈন্দশ্চ অঙ্গদো গন্ধমাদনঃ।
হনূমাংশ্চ সুষেণশ্চ সর্বে চ হবিযূথপযাঃ॥ (যুঃ) ৯৯।৪-৫

—আজ আমি সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনূমান, সুষেণ ও সমস্ত বানব দলপতিগণ ৰূপ শাখা সমন্বিত এবং বৈদেহী ৰূপ পুষ্প ফল শোভিত বামৰূপ বৃক্ষকে ছেদন কবব।

বাবণেব উপবোক্তি হতে তিনি যে ৰূপক প্রয়োগেও বিদগ্ধ ছিলেন তাব প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই কথা বলেই বাবণ চতুর্দিক বথেব শব্দে প্রতিধ্বনিত কবে দ্রুতগতিতে বামেব অভিমুখে ধাবিত হলেন। সেই বথধ্বনিতে নদী, গিবি, কানন ও সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ ও কম্পিত হলো এবং মৃগ ও বিহঙ্গমগণ ভীত হযে পড়লো। অতঃপব বাক্ষসবাজ ভীষণ তামস অস্ত্র নিক্ষেপ কবে বানবদেব সর্বতোভাবে দগ্ধ কবতে লাগলেন। তাতে চতুর্দিকে বানবদেব দেহ পতিত হতে লাগল। ব্রহ্মা স্বযং সেই অস্ত্র নির্মাণ কবেছিলেন, সুতবাং বানববা তা সহ্য কবতে না পেবে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলাযন কবল।

দশাননেব শবাঘাতে শত শত সৈন্যকে পলাযনপব দেখে বাম যুদ্ধার্থ অগ্রসব হয়ে দণ্ডায়মান হলেন। বাবণ বানব সেনাদেব বিতাড়িত কবে এসে দেখলেন বঘুনন্দন বাম বিষ্ণুব সঙ্গে বাসবেব ন্যায ভ্রাতা লক্ষ্মণেব সঙ্গে একত্র অবস্থান কবছেন। (লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিষ্ণুনা বাসবং যথা।) বানবদেব বণে ভঙ্গ এবং বাবণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে লক্ষ্মণেব সঙ্গে মহাতেজস্বী ও মহাবীব বাম প্রসন্ন চিত্তে মহান বেগশালী ভীষণ শব্দকারী ও উত্তম ধনু নিয়ে মেদিনী বিদীর্ণ কববাব উদ্যোগী হলেন। সেই সময বাবণেব বাণ বর্ষণ ও বাঘবেব ধনু বিস্ফাবণ

এই উভযেব তুমুল শব্দে শত শত বাক্ষস নিপতিত হল। সেই সময বাজকুমাবদ্বযেব বাণ পথে পতিত বাবণকে চন্দ্র সূর্য্যেব সমীপস্থ বাহু-গ্রহেব ন্যায় প্রতীয়মান হতে লাগল। (স বভৌ চ যথা বাহুঃ সমীপে শশি-সূর্য্যয়োঃ।) লক্ষ্মণ বাবণেব প্রতি বাণাঘাত কবলেন। বাবণ লক্ষ্মণেব তিন বাণকে তিন বাণেব দ্বাবা নিবাবণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে বামেব সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

ক্রুদ্ধ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে বামকে দেখে তাঁব প্রতি বাণ নিক্ষেপ কবতে লাগলেন। বামও বাবণেব তীব্র বিষের ন্যায মহাঘোব ও দীপ্ত শবগুলি তাঁব তীক্ষ্ণ ভল্লব দ্বাবা ছেদন কবতে থাকেন। কখনও বাম দ্রুত গতিতে কখনও বাবণ দ্রুত গতিতে উভয উভয়কে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বাবা প্রহাব কবতে লাগলেন।

তযোবভূন্মহাযুদ্ধমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণোঃ।
অনাসাদ্যমচিন্ত্যঞ্চ বৃত্র-বাসবয়োবিব॥ (যুঃ) ৯৯।৩১

—পূর্বে বৃত্রাসুব ও বাসবেব মধ্যে যেরূপ যুদ্ধ হযেছিল তেমনি পবস্পব বধাকাঙ্ক্ষী সেই দুই বীবেব অচিন্ত্য ও অদৃষ্টপূর্ব ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল।

উভয়েই যুদ্ধ-বিশাবদ, ধানুষ্ক প্রবব ও শস্ত্র বিদ্যায় পাবদর্শী। সুতবাং উভযে বিচিত্র গতিতে বিচবণ কবে যে দিকে গমন কবতে লাগলেন, সেই দিকেই বায়ু তাড়িত মহাসাগবেব তবঙ্গ মালাব ন্যায বাণ তরঙ্গগুলি উত্থিত হতে থাকে। এইভাবে উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। বাম বহুবিধ বাণ নিক্ষেপ কবলে বাবণেব ভীষণ শবগুলি বামেব দ্বাবা প্রতিহত হয়ে কতক আকাশে বিলীন হল এবং তথাপি সহস্র সহস্র বানবকে বিনাশ কবল। সুগ্রীব প্রমুখ বানববা বাবণেব অস্ত্রগুলি বামকে প্রতিহত কবতে দেখে বামকে ঘিবে আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ কবতে লাগল।

বাক্ষসবাজ রাবণ তাঁব সমস্ত অস্ত্র বিফল হতে দেখে ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি ক্রোধান্বিত হযে মযদানব নির্মিত অন্য একটি ভীষণ উজ্জ্বল অস্ত্র

বামেব উপব নিক্ষেপ কববাব উপক্রম কবলেন। বাম গান্ধর্বাস্ত্র প্রযোগে তা স্বচ্ছন্দে ছেদন কবলেন। তাঁব অস্ত্র প্রতিহত হতে দেখে ক্রোধে আবক্ত চক্ষু হযে সৌব অস্ত্র প্রযোগ কবলেন। বাম সৈন্যদেব সামনে বাবণেব সেই বিচিত্র অস্ত্রগুলি ছেদন কবলেন। বাবণ সেই অস্ত্রও বিফল হতে দেখে দশ প্রাণ প্রযোগে বামেব বক্ষস্থল বিদ্ধ কবলেন। বাম বাবণেব সেই বাণে বিদ্ধ হযেও বিচলিত হলেন না, ববং বাবণকে সর্বাঙ্গ শবাঘাতে বিদ্ধ কবলেন। এই সময় লক্ষ্মণ সাতটি বেগবান শব দ্বাবা বাবণেব মনুষ্য মস্তক চিহ্নিত ধ্বজকে খণ্ড খণ্ড কবে ফেললেন। লক্ষ্মণ অপব একটি বাণ দ্বাবা বাবণেব সাবথিব কুণ্ডল শোভিত মস্তক ছিন্ন কবলেন। তাবপব তিনি পাঁচটি শাণিত বাণ দ্বাবা হস্তি শুণ্ডের ন্যায বাবণেব বিশাল ধনু ছিন্ন কবলেন। সেই সময় বিভীষণ লাফ দিযে বাবণেব চাবিটি অশ্বকে বিনাশ কবলেন।

তখন বাবণ অশ্ববিহীন বথ হতে লাফ দিযে বিভীষণেব উপব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে প্রদীপ্ত অশনিব ন্যায একটি শক্তি গ্রহণ কবে তাঁর অভিমুখে নিক্ষেপ কবলেন। সেই শক্তি পতিত হতে না হতে লক্ষ্মণ তিনটি বাণ দ্বাবা তাকে ছেদন কবলেন। এই মহাযুদ্ধে বানববা হর্ষ-ধ্বনি কবতে লাগল। অতঃপব সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তি তিন খণ্ড হয়ে মহা উল্কাব মত আকাশ হতে চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ বিকিবণ কবে পতিত হল।

তা দেখে দশানন নিজেব তেজে দীপ্যমান, কালেবও দুর্লঙ্ঘ্য অন্য একটি অব্যর্থ বিশাল শক্তি গ্রহণ কবলেন। বিভীষণেব প্রাণ সংশয উপস্থিত হযেছে দেখে লক্ষ্মণ তাঁকে বক্ষা কববার জন্য সেই শক্তিব সম্মুখে আসলেন এবং বাবণকে শব বর্ষণে আচ্ছন্ন কবলেন।

বাবণ লক্ষ্মণেব শবদ্বাবা আচ্ছন্ন ও প্রতিহত পবাক্রম হয়ে শক্তি প্রযোগে অপাবগ হযে দেখলেন লক্ষ্মণ বিভীষণকে বক্ষা কবছেন। দশানন লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি বিভীষণকে বক্ষা কবলে, এখন তোমাব প্রতি বর্ষিত এই শক্তি তোমাব প্রাণ হবণ কববে বলে বাক্ষসবাজ ক্রুদ্ধ

হয়ে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত ও আট ঘণ্টা সমন্বিত মহাশব্দকারী ময়াসুর দ্বারা মায়া দ্বারা নির্মিত সেই শক্তি নিক্ষেপ করে সিংহনাদ করে উঠলেন।

ভীম বেগে নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি বজ্র ও অশনির ন্যায় শব্দ বিশিষ্ট সেই শক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হল। শক্তি পতিত হচ্ছে দেখে রাম বললেন—লক্ষ্মণের মঙ্গল হোক এবং এই শক্তি বিফল ও হতোদ্যম হোক। কিন্তু সর্প বিষতুল্য সেই শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষ বিদ্ধ করলে লক্ষ্মণ ভূপতিত হলেন।

রাম লক্ষ্মণের ঐ অবস্থা দেখে ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ বিষণ্ণ হলেন এবং অশ্রুসিক্ত হয়ে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখন বিষাদের সময় নয় (ন বিষাদস্য কালোঽয়মিতি) চিন্তা করে রাবণকে বধ করবার জন্য তুমুল যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেন তাঁর সর্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। ক্রুদ্ধ রাম দুই হস্তে ঐ ভয়াবহ শক্তিকে আকর্ষণ করে ভগ্ন করলেন। তিনি যখন সেই শক্তি আকর্ষণ করেন, তখন বলশালী দশানন মর্মভেদী শর দ্বারা তাঁর মর্ম বিদ্ধ করলেন। রাম সেই বাণের বিষয় চিন্তা না করেই লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে সুগ্রীব ও হনুমানকে বললেন—এই আমার চির বাঞ্ছিত বল প্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে, অতএব তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করে রক্ষা কর।

পাপাত্মায়ং দশগ্রীবো বধ্যতাং পাপনিশ্চয়ঃ।
কাঙ্ক্ষিতং চাতকস্যেব ঘর্মান্তে মেঘদর্শনম্॥ (যু) ১০০।৪৭

—নিদাঘ কালে তৃষিত চাতকের নিকটে মেঘদর্শনের ন্যায় আমার চিরকাঙ্ক্ষিত এই পাপাত্মা পাপনিশ্চয় রাবণ আজ আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাকে শীঘ্র বধ করা কর্ত্তব্য।

আমি তোমাদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করছি—তোমরা এই মুহূর্তেই জগৎ রামশূন্য অথবা রাবণশূন্য হয়েছে শ্রবণ করবে। (অরাবণমরামং বা জগদ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ) রাজ্যনাশ, বনবাস,

দণ্ডকাবণ্যে পরিভ্রমণ, বৈদেহীব ধর্ষণ এবং বাক্ষসদেব সঙ্গে যুদ্ধে যে সব দুঃখ ও নবক যন্ত্রণাব ন্যায ক্লেশ পেযেছি, আজ সংগ্রামে রাবণকে বিনাশ কবে সেই সমস্ত ক্লেশ দূব কবব।

আমি যাব জন্য যুদ্ধে বালিকে বধ কবে সুগ্রীবকে বানববাজ্যে অভিষিক্ত কবেছি, যাব জন্য সেতু বন্ধন কবে মহাসাগব পাব হয়েছি, সেই পাপী বাবণ আজ আমাব দৃষ্টি পথে এসেছে।

দৃষ্টিং দৃষ্টিবিষস্যেব সর্পস্য মম বাবণঃ।
যথা বা বৈনতেযস্য দৃষ্টিং প্রাপ্তো ভুজঙ্গমঃ॥ (যুঃ) ১০০।৫৩

—গরুড়েব দৃষ্টি পথে পতিত ভুজঙ্গেব ন্যায এই বাবণ যখন দৃষ্টি মাত্র প্রাণনাশী বিষ সঞ্চাবক সর্পতুল্য আমাব দৃষ্টি পথে পতিত হয়েছে, তখন আজ জীবন বক্ষা কবতে পাববে না।

হে দুর্ধর্ষ বানববা, তোমবা পর্বতোপবি সুখে উপবেশন কবে আমাব ও বাবণেব যুদ্ধ উপভোগ কব। আজ এই সংগ্রামে সিদ্ধ, গন্ধর্ব, পন্নগ ও চাবণ প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী ভূতগণ এই বামেব বামত্ব দর্শন করুক।

অদ্য কর্ম কবিষ্যামি যল্লোকাঃ সচবাচবাঃ
সদেবাঃ কথযিষ্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধবিষ্যতি॥ (যুঃ) ১০০।৫৬

—আজ আমি এমন কাজ কবব যে, যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন দেবগণ ও চবাচব নিখিল লোক একত্র হয়ে বলবে হ্যাঁ একটি যুদ্ধ হযেছিল।

বাম এই কথা বলেই একাগ্র মনে সাতটি কাঞ্চন ভূষিত শাণিত বাণেব দ্বারা বাবণকে আঘাত কবলেন। উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো।

স্বযং মনুষ্য রূপী বিষ্ণুব পক্ষেকি এ ধবণেব আত্মস্তবিতা শোভনীয?

অতঃপব বামকে ভূমিতে এবং বাবণকে বথোপবি হযে যুদ্ধ কবতে দেখে দেব গন্ধর্ব ও কিন্নবগণ পবস্পব আলাপ কবলেন যে এই ভাবে যুদ্ধ অনুচিত। তাঁদেব অনুবোধে ইন্দ্র তাঁব সাবথি মাতলিকে ডেকে

বললেন, তুমি শীঘ্র আমার রথ নিয়ে মর্ত্যে রামকে এই রথোপরি হতে যুদ্ধ করে দেবতাদের উপকার করতে বল।

ইন্দ্র সারথি মাতলি রামের নিকট গিয়ে বলল, দেবরাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়ের জন্য এই রথ পাঠিয়েছেন। এই বিশাল ইন্দ্রধনু অগ্নির ন্যায় কবচ, আদিত্যের ন্যায় প্রকাশমান শরনিকর এবং এই নির্মল শক্তি দিয়েছেন। আমার সারথ্য কৌশলে দেবরাজ যেমন দানব দলকে বিদলিত করেন সেইরূপ আপনিও এই রথে আরোহণ করে রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করুন।

উপরোক্ত ঘটনা হতেও প্রমাণিত হচ্ছে দেবতাদের হিতার্থেই রাবণের মতিভ্রম ঘটিয়ে সীতা হরণ করিয়ে মনুষ্য রূপী রামের দ্বারা তাঁকে নিহত করাই দেবতাদের কাম্য ছিল। দেব বলে বলীয়ান্ হয়েই রাবণ স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন। আবার তাঁর দমনের জন্যই ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণু মর্তে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করে রাবণকে বধ করেন।

দেবতারা রাবণকে অমিত বিক্রমের অধীশ্বর করে আশীর্বাদ করেন। পরে ঐ অমিত বিক্রমের অপব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরাই তার প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধানে ব্যস্ত হলেন। দেবদেবীর কাণ্ডকীর্তি মর্তের লোকদের অবাক্ বিস্ময় জাগায়। তাঁরা সবাই যেন আশুতোষ। ভক্তদের সাধনা ভজনা তাঁদের এমন কোমল করে যে ভক্তরা যা চাইবে তাঁরা দরাজ হাতে তা দান করেন। যদিও সর্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন প্রভৃতি বিশেষণ তাঁদের অসীম রূপ গুণ বর্ণনার সামান্য কয়টি শব্দ মাত্র। কিন্তু অবাক হতে হয় এই দেখে যে তাঁরা কি রকম পাত্রে মুক্ত হৃদয়ে বরদান করছেন সেইটি বরদান কালে যেন তাঁরা ভুলে যান। পরিশেষে তাঁদের বরের ফলে যখন দেখলেন সমগ্র সৃষ্টি বিপন্ন, তখন তাঁদের বোধোদয় হয় এবং বরের ফল কি ভাবে কাটাবেন তার উপায় চিন্তা করেন। দৃষ্টান্ত রাবণ চরিত। ব্রহ্মার বরে রাবণ দেবদেবী, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, অপ্সরা প্রভৃতির অবধ্য। এ বর পেয়ে রাবণ

বণোন্মাদ। যেহেতু তিনি প্রায় সকলেব অবধ্য বলে যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে ত্রিভুবন চষে বেড়াচ্ছেন। এবং যত্রতত্র মুণি ঋষি সিদ্ধ পুরুষ যক্ষ-বক্ষ গন্ধর্ব, নাগ ইত্যাদিকে বধ করছেন। দেবদেবী মুনিঋষি সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মাব স্মবণ নিলেন। সমাধান বিষ্ণুব মানুষরূপ নিযে মর্তে জন্ম। বাবণকে দুর্ধর্ষ কবেছিলেন দেবদেবীবা আবাব তাঁবাই তাঁব ধ্বংসের কাবণ।

দেবতাদেব এই ধবণেব স্বার্থপরের মত কাজ কি সমর্থনীয! বাবণেব দীর্ঘকালেব তপস্যায তাঁকে তুষ্ট হয়ে এত শক্তি সম্পন্ন হবাব ক্ষমতা না দিলেই তো তাঁব এ ধবণেব স্বৈরাচাবী হওযা কখনই সম্ভব হোত না। স্বভাবতঃ বাবণেব পরিণতি পাঠকেব হৃদয়ে সহানুভূতিব প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। তিনি যা কিছু কবেছেন আত্মশক্তিব দ্বাবা কবেছেন। কিন্তু তাঁকে সবংশে বধ কবা হয়েছে তাদেব (রাক্ষসদের) ব্যক্তি বিশেষেব বিশেষ দুর্বলতাব স্থানে আঘাত হেনে। এইভাবে জয়ী হবার মধ্যে পৌরুষেব আভাস পাওয়া যায না।

কৃত্তিবাসী বামাযণে এক স্থানে বাবণ আক্ষেপ কবে বলেছেন—

দৈবগতি কে পাবে সহিতে।
লঙ্কাপুবী বিনাশিবে নব-বানবেতে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে বাতি॥
মোব সেনা মবিলে না বাঁচে একজন।
বাবে বাবে মবে বাঁচে শ্রীবাম লক্ষ্মণ॥
হেন বীব নাহি মোব লঙ্কাব ভিতব।
মাবে বাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানব॥
মবিয়া না মবে এবা এ কেমন বৈরী।
বীবশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুবী॥
হেন ছাব যুদ্ধে আব নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ বড় ধন॥

প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারি দ্বারে দেহত কপাট॥ (লঃ)

রামের মৃত সৈন্যরা পুনরায় জীবিত হয়। কিন্তু রাবণের সৈন্যরা বাঁচে না। রামের প্রতি দেবতাদের অনুকম্পাই এর একমাত্র কারণ। কবি কৃত্তিবাস সর্বত্রই রাবণকে হাস্যাস্পদ রূপে চিত্রিত করেছেন। নতুবা রাবণের মত মহাবীর যুদ্ধ ত্যাগ করে কপাট দিয়ে থাকার সঙ্কল্পই অবিশ্বাস্য।

রাবণ অন্যত্র লঙ্কার সব বীরই যুদ্ধে নিহত হয়েছে শুনে বিভীষণের পুত্র তরণীসেনকে ডেকে বললেন—

রাবণ বলে লঙ্কাপুরী রাখহ তরণী।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি॥
তব পিতা বিভীষণ ধর্মেতে তৎপর।
হিত উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তর॥
অহঙ্কারে মত্ত আমি ছন্ন হৈল মতি।
বিনা অপরাধে আমি মারিলাম লাথি॥
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।
অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ॥
সন্ধি—উপদেশ কথা সেই দেয় কয়ে।
শ্রীরাম আছেন বসে কালরূপী হয়ে॥
শত্রুর সপক্ষ হইয়াছে তব পিতে।
মজিল কনকলঙ্কা তার মন্ত্রণাতে।
তুমি তার পুত্র বট নহ তার মত।
চিরদিন জানি তুমি মম অনুগত॥
রাজ্য ধন লহ বাপু স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
রাখহ রাক্ষসকুল বৈরিগণ মারি॥ (লঃ)

বিভীষণের পরামর্শ গ্রহণ না করায় লঙ্কার পরিণতি দেখে রাবণের মনে অনুতাপ দেখা যাচ্ছে। তাই বিভীষণের পুত্র তরণীসেনের সাহায্য

প্রার্থনা করছেন। বাবণেব মত বীরের এতটা অসহায় ভাব যেন বিশ্বাস-যোগ্য নয়।

বাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধ করলে, হনুমান লক্ষ্মণকে সুস্থ কববাব জন্য গন্ধমাদনে বিশল্যকবণী ওষুধ আনতে গেলেন।

কৃত্তিবাসী বামাযণে বাবণ লক্ষ্মণ যাতে কোন রূপে বাঁচতে না পাবে তাব জন্য কালনেমি নিশাচরকে ডেকে তিনি বললেন-—

বাবণ বলে শুন হে মাতুল কালনেমি।
লঙ্কাতে আমাব বড় হিতকাবী তুমি॥
চিবদিন কবি আমি ভবসা তোমাব।
আজি মামা তুমি কিছু কব উপকাব॥
আজি বণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে।
মরিবে তপস্বী বেটা বাত্রি পোহাইলে॥
বিশল্যকবণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘবপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে॥
গিয়া গন্ধমাদনেতে কবহ উপায।
যেমতে বানব বেটা ঔষধ না পায়॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচব।
বাক্ষসেব মধ্যে তুমি মায়াব সাগব॥
মায়াব প্রবন্ধে এস হনুমানে মেবে॥
লঙ্কাব অৰ্দ্ধেক বাজ্য দিলাম তোমাবে॥
কালনেমি বলে মনে কবি বড ভয।
দুষ্ট বড় সে বানবা কি জানি হয॥
মাযারূপে যাই চিনে হনুমান।
একই আছাড়ে মোব বধিবে পবাণ॥

বাবণ তাকে প্রবোধ দিযে বললেন—

কালনেমি না হও চিন্তিত।
হেন যুক্তি আছে বেটা মবিবে নিশ্চিত॥

গন্ধমাদনেব সর্বসন্ধি আমি জানি।
গন্ধকালী নামে এক আছে কুম্ভীবিণী ॥
সবোববে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ড শবীব তাব মুখ বিপবীতে ॥
সুবাসুব শঙ্কা কবে দেখে কুম্ভীবিণী।
সেই ভবে কেহ নাহি ছোঁয় তাব পানি ॥
কেহ নাহি যায সবোববেব নিকটে।
লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ হৈল তাব পেটে ॥
সহজে বনেব জাতি বীব হনুমান্।
গন্ধমাদনেব এত না জানে সন্ধান ॥
উহাব আগে যাহ তুমি তপস্বীর বেশে।
আদব গৌবব কবি তুষিবে হবিষে ॥
মায়াতে আশ্রম কবি বেখ ফুল ফল।
কলসী ভবিয়া বেখ সুবাসিত জল ॥
নানা মতে হনুমানে কবিবে আদব।
স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সবোবব ॥
অল্পবুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি।
সরোববে গেল ধবে খাবে কুম্ভীবিনী ॥
কুম্ভীবিনী ধবি খাবে পবন নন্দনে।
হনু মৈলে ঔষধ আনিবে কোন্ জনে ॥
বাম তবে মবিবেক লক্ষ্মণেব শোকে।
পলাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে ॥
মায়াতে বধিযা তাবে এস মম আগে।
লঙ্কাপুবী লব দোঁহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে ॥ (লঃ)

অন্যত্র বাবণ বলছেন---

শুন বলি যত দেবগণ।
ময়দানবেব কোলে পডেছে লক্ষ্মণ ॥

আমাব বচন শুন বলি হে ভাস্কব।
উদয় কবহ গিযা গিরির উপব ॥
তোমাব উদয় হলে মবিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ মরিলে বাম ত্যজিবে জীবন ॥
তুমি হও উদয় চন্দ্র থাক্ এক ঠাঁই।
তোমাব উদযে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই ॥

দিবাকর বলছেন—

আমাব বচন শুন লঙ্কাব ঈশ্বব ॥
দ্বিতীয় প্রহব বাত্রি হইল গগনে।
এখন উদয বল হইব কেমনে ॥
বাবণ বলে হল বাত্রি কি ক্ষতি তোমাব।
মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার ॥ (লঃ)

লক্ষ্মণ যাতে পুণবায় বাঁচতে না পাবে তাব জন্য বাবণের একের পব এক ষড়যন্ত্র—দেবতাবা সবই ব্যর্থ করে দিলেন। রাবণের এই অসহায় অবস্থা পাঠকদের মনে দোলা দেয়। বাল্মীকি বামায়ণে কিন্তু উপবোক্ত ঘটনাগুলিব উল্লেখ নেই।

বাল্মীকি রামায়ণে দুই বীব বাম ও বাবণ বহুবিধ ভীষণ অস্ত্র দ্বাবা প্রলযকালেব ন্যায যে যুদ্ধ আবম্ভ করলেন, দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি, দানব, দৈত্য, গরুড় ও অপর আকাশচব ভূতগণ তা দেখলেন। সেই মহাসমব দেখে দেব ও দৈত্য মধ্যে বাম বাবণেব জয় পবাজয বিষযক ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায দৈত্যগণ হর্ষ সহকাবে বাবংবাব রাবণের জয হোক এবং দেবতাবা পুনঃপুনঃ বঘুনন্দন, আপনি বিজয লাভ করুন বলতে লাগলেন।

উভয়েব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। বাবণেব সর্বাঙ্গ বামেব বাণে বিদ্ধ হওযায় বক্তাপ্লুত হলে তিনি নিবতিশয খেদ কবলেন। তাবপর ক্ষণকালেব মধ্যে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। বাম ও বাবণ পবস্পাব ক্ষুব্ধ হযে শববর্ষণে চতুর্দিক অন্ধকাব কবে ফেললেন। সেই অন্ধকাবে কেউই কাউকে দেখতে পেলেন না। অতঃপব বীব বাম ক্রুদ্ধ হযে

উচ্চহাস্তে রাবণকে বললেন, হে রাক্ষসাধম, তুমি জনস্থান হতে আমার অজ্ঞাতসারে একাকিনী অসহায়া আমার ভার্য্যাকে হরণ করে এনেছ। অতএব তোমাকে বীর্যবান বলতে পারি না। তুমি কেবল অনাথা স্ত্রীলোকদের উপর শৌর্য প্রকাশ করতে পার। তুমি কি পরদার হরণরূপ কাপুরুষতা করে নিজেকে শূর বলে মনে করছ? তুমি দর্পবশতঃ সীতারূপ নিজের মৃত্যুকে আহরণ করে আপনাকে শূর বলে মনে করছ? তুমি শূর প্রবল বলশালী এবং কুবেরের ভ্রাতা হয়ে যে গর্হিত কাজ করেছ, তাতে তুমি বড়ই যশস্বী হবে! তুমি গর্বিত হয়ে যে নিন্দিত অহিত কাজ করেছ, এখন তার সুমহৎ ফল ভোগ কর। তুমি চোরের ন্যায় সীতাকে হরণ করে নিজেকে যে বীর মনে করছ, তাতে কি তোমার লজ্জা হচ্ছে না? যদি আমার সামনে সীতাকে হরণ করতে তবে তোমার পরলোকগত ভ্রাতা খরের ন্যায় তোমার পরিণতি ঘটতো। আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়েছ। আজ নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যমদ্বারে প্রেরণ করব। অদ্য তোমার কুণ্ডল শোভিত মস্তক আমার বাণাঘাতে ছিন্ন হয়ে রণধূলিতে বিলুণ্ঠিত হলে মাংসাশী জীব জন্তুরা তা আকর্ষণ করে ভোগ করুক। এইভাবে নানা নিষ্ঠুর পরিহাসে রাম রাবণকে তিরস্কার করে, দ্বিগুণ শক্তিতে রাবণকে আক্রমণ করলেন। বানরদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড এবং রামের বাণের দ্বারা আহত হয়ে দশাননের মস্তক যেন ঘুরতে লাগল।

রাবণ হতজ্ঞান অবস্থায় পতিত হয়ে যখন বাণ ক্ষেপণ ও ধনু আকর্ষণে অক্ষম হলেন, তখন রাম আর কোনরূপ বিক্রম প্রকাশে বিরত হলেন। তখন সারথি রাবণকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখে রণক্ষেত্র হতে রথ নিয়ে প্রস্থান করলেন।

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ সারথিকে অভিযোগের সুরে বললেন, তুই ভয়ে আমাকে হীনবীর্য্য অস্ত্র প্রয়োগে অসমর্থ, পৌরুষ বর্জিত অল্প চিত্ত, সত্ত, তেজ ও মায়াহীন ও অস্ত্রশস্ত্রে অনভিজ্ঞ ভেবে অবজ্ঞা করে নিজের বুদ্ধি অনুসারে কাজ করছিস্।

আমার অভিপ্রায় না জেনেই অবজ্ঞা কবে কি কাবণে আমাব বথ শক্র সমক্ষে বণমধ্য হতে নিযে আসলি ? আজ তুই আমাব যশ, বীর্য ও তেজ এবং আমাকে অতি বলবান বলে লোকেব যেবিশ্বাস ছিল তা নষ্ট করেছিস।

আমি চিবকাল যুদ্ধলোভী জেনেও আমাকে প্রখ্যাত বীব বিক্রমানুবাগী শক্রব সম্মুখে কাপুরুষ সাজিযেছিস্। যদি তুই যে কোন প্রকাবে আমাব এই বথ শক্রর সামনে নিযে ন যাস, তবে আমি বুঝব—তুই শক্রব নির্দেশে আমাব বথ যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরিযে এনেছিস। তুই শক্রব ন্যায যে কাজ কবেছিস্ হিতাভিলাষী সুহৃদগণ তা কবতে পারে না। তুই বহুকাল আমাব কাছে আছিস্। সুতবাং আমাব শক্র পালিযে যাবাব পূর্বেই বথ নিয়ে চল্।

বাবণ যে যথার্থই বীব ছিলেন উপবেব দম্ভ তা প্রমাণ কবে। তাই শক্র নিপাত না কবে সাবথি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পালিয়ে আসায় তাকে তিনি তীব্র ভাষায তিবস্কাব কবে আত্মগ্লানি হতে নিষ্কৃতিব প্রয়াস পেলেন।

কৃত্তিবাসী বামায়ণে কবি বলেছেন রাবণ যখন তৃতীযবাব যুদ্ধ যাত্রাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন মন্দোদবী তাঁকে সীতাকে প্রত্যর্পণ কবতে বললেন, তখন—

দশানন বলে সীতা দিতে নাবি ফিবে।
হাসিবেক বিভীষণ সবে না শবীবে।
কহিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ॥
যুদ্ধে হেবে সীতা ফিবে দিলেক বাবণ॥
ছোট হযে খোঁটা দিবে বড ভয় বাসি।
সান্ত্বনা হইয়া গৃহে বৈসহ প্রেযসি॥
ববঞ্চও বামেব শবে ত্যজিব জীবন।
সীতা ফিবে দিতে না পাবিব কদাচন॥

মন্দোদরীর আকুল মিনতি বাবণেব আত্মাভিমানে আঘাত কবল। যথার্থই মহৎ ব্যক্তিব ন্যায মান মর্য্যাদায় আঘাত অপেক্ষা প্রাণে আঘাত বাবণেব নিকট শ্রেয়ঃ।

মন্দোদরী পুনরায় তাঁকে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। (মন্দোদরী চরিত্র দ্রষ্টব্য) রামকে তিনি বিশ্ব সংসারের কর্তা এবং সীতাকে লক্ষ্মীরূপে বর্ণনা করলেন।

ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা অধিকারী।
সামান্য হে বুদ্ধি তব রাণী মন্দোদরী॥
শক্তি রূপা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি॥
জপ যজ্ঞ পূজা করে রাখিতে না পারে।
বিনা অর্চনাতে পড়ে আছেন দুয়ারে॥
নিরাহারে অনাহারে জপে কত জন।
মৃত্যুকালে নাহি পায় সেই শ্রীচরণ॥
ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পায় মুনি ঋষি।
সে রাম ভাবেন আমায় নিরাহারে বসি॥
জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে॥
মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে॥
বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে।
সমান প্রতাপে জীবনে মরণে॥
ইন্দ্র আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকারী
মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্বোপরি॥
না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে।
আমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে॥
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিবা মারি।
ক্রন্দন সম্বরিয়া গৃহে যাহ মন্দোদরি॥
মরণ নিকট তার কি করে ঔষধে। (লঃ)

রাম স্বয়ং নারায়ণ রাবণের এ জ্ঞান জন্মেছে। রামের হাতে মৃত্যু শ্লাঘ্য। ইহা হতে অধিকতর অভিপ্রেত মর্তে কিছুই নাই রাবণ জানতেন। এ মৃত্যুর পরিণাম সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়ে বৈকুণ্ঠে স্থিতি রাবণ রাণী মন্দোদরীকে এই বলে প্রবোধ দিলেন। তাঁর মত ভাগ্যবান মর্তে কেউ নাই।

বিক্রম, আত্মবিশ্বাস, অহমিকার সমন্বয় রাবণ চরিত্র। তাই তিনি গর্ব ভরে বলতে পেরেছেন সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধন করেও কত সাধু সজ্জন মৃত্যুকালেও রামের শ্রীচরণ কৃপা লাভ করে না। সেই রাম অহর্নিশি রাবণের ধ্যানে মগ্ন। ইহা ও গৌরবের বস্তু।

এইখানে স্বয়ং বিষ্ণু রাম অপেক্ষা রাবণকেই বেশী দক্ষ বলে মনে হয়। রাম সব দেবতাদের সহায়তায় ছলনা করে রাবণকে পরাভূত করেছেন। কিন্তু রাবণ আপন বিক্রমে একাই আত্মীয় পরিজন ও প্রজাবৃন্দ সহ সংগ্রাম করে ধ্বংস হয়েছেন। এখানে রাবণের বীরত্ব সুস্পষ্ট।

সারথি বিনীত ভাবে রাবণের উপকার, বীর বিক্রমের কথা স্বীকার করে দীনভাবে বললে—আপনি যুদ্ধ শ্রমে কাতর হয়েছেন, যুদ্ধে শত্রুদের অপেক্ষা হীনবল হয়ে পড়েছেন, আপনার রথের অশ্বরাও গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পরিশ্রান্ত হওয়ায় রথ চালানে অসমর্থ ও অবসন্ন হয়েছিল—এই জন্যই আমি, এই কাজ করেছি।

অতঃপর ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সারথি বললে—যে সব দুর্নিমিত্ত দেখা যাচ্ছিল, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেই সব আমাদের অমঙ্গলের সূচনা করছে। মহারাজ, দেশ, কাল, শুভাশুভ লক্ষণ, ইঙ্গিত, দৈন্য, উৎসাহ, অনুৎসাহ, বল ও দৌর্বল্য স্থান সকলের সমতা, বন্ধুরতা ও নিম্নতাদি যুদ্ধের অবসর ও শত্রুর ছিদ্র দর্শন সারথির বৈশিষ্ট্য। কোন সময় রথ শত্রু অভিমুখে সঞ্চালন করতে হবে, কখন রথ নিয়ে পলায়ন ধর্ম, কখন বা শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে আর কখন বা পার্শ্ব দিয়ে রথ সঞ্চালন করতে হবে এই সমস্ত বিষয়ে সারথির বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা শ্রেয়।

আমি আপনার বিশ্রামেব জন্য এবং বথেব অশ্বদেব ক্লান্তি দূব করবার জন্যই এরূপ যোগ্য কাজ কবেছি। এখন যেমন আদেশ করবেন তা পালন কবে আপনাব ঋণ পবিশোধ কবব।

বাবণ সাবথির কথায় সন্তুষ্ট হযে বললেন, বথ শীঘ্র বাঘবেব নিকট নিয়ে চল, অদ্য বণক্ষেত্রে শত্রুদেব বিনাশ না কবে ফিববো না। বাবণ এই কথা বলে সন্তুষ্টচিত্তে সাবথিকে একটি সুন্দব হস্তাভবণ প্রদান কবলেন। সাবথিও বথ নিযে বাঘবেব সম্মুখে উপস্থিত হলো। দেবতাদেব সঙ্গে যুদ্ধ দেখতে এসে অগস্ত্য মুনি যুদ্ধে পবিশ্রান্ত ও চিন্তান্বিত বাবণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত দেখে বামেব সমীপে এসে বললেন, তুমি যাব দ্বাবা এই সমস্ত শত্রুকে পবাজয কবতে সমর্থ হবে, আমি তোমাকে সেই সনাতন স্তব বলছি। তুমি আদিত্যহৃদয় নামক স্তব পাঠ কব। তুমি একাগ্র মনে দেবাদিদেব দিবাকবকে পূজা করে তিনবাব এই "আদিত্য হৃদয" পাঠ কব। তাহলেই যুদ্ধে জয লাভ কবতে পাববে। আমি নিশ্চয বলছি এই রূপ কবলে তুমি এই মুহূর্তেই বাবণকে বধ কবতে পাববে। অগস্ত্য এই কথা বলে যথাস্থানে চলে গেলেন।

রাম আদিত্য-হৃদয স্তব জপ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং সম্মুখে বাবণকে দেখে তাঁকে জয কবতে উদ্যত হলেন। দিবাকব দেবতাদের মধ্য হতে বামকে বললেন, তুমি তৎপব হও।

কৃত্তিবাসী বামায়ণে কবি বলেছেন দেববাজ ইন্দ্র বামেব জন্য সাবথি মাতলি সহ বথ ও নানাবিধ দুর্জয অস্ত্র পাঠালে

চিনিল বাবণ বাজা ইন্দ্রেব বিমান।
মনে মনে দশানন কবে অনুমান॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিত ভাই কুম্ভকর্ণ।
এখনি দেবতা বেটায কবিতাম চূর্ণ॥
এত দিন কবে সেবা সেবকেব মত।
অসময দেখে হৈল শত্রু অনুগত॥

শক্রকে পাঠায় বথ আমা বিদ্যমানে।
এত বলি কোপ দৃষ্টে চাহে স্বর্গপানে॥
কোপ মনে মালিবে কহে লঙ্কেশ্বব।
সবলেব অনুবল যতেক অমব॥
এইবাবে যুদ্ধে যদি বাঁচযে জীবন।
একে একে কাটিব সকল দেবগণ॥ (লঃ)

দেবতাদের এরূপ পক্ষপাতিত্ব বাবণেব দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পাবলে না। পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা কুম্ভকর্ণেব সহাযতায় যে বাবণ ইন্দ্রকে পবাজিত কবে বন্দী কবে এনেছিলেন, আজ সেই ইন্দ্র তাঁব শত্রুব সহায়তায এগিযেছে দেখে ক্ষুব্ধ বাবণেব যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে পাঠকবৃন্দের সহানুভূতি কেড়ে নিয়েছে।

রাবণেব বথ দেখে বাম সাবথি মাতলিকে সাবধান করে বললেন ঐ দেখ শত্রু দক্ষিণাবর্ত্তগতিতে মহাবেগে বণমধ্যে আসছে। মনে হচ্ছে আত্মবিনাশেই কৃত সঙ্কল্প হয়ে থাকবে, অতএব তুমি শত্রুর অভিমুখে সাবধানে গমন কব। কাবণ বায়ু যেমন মেঘকে অপসাবিত কবে, সেইরূপ আমি তাঁকে বধ কবব। তুমি সত্বব বথ নিযে চল।

সেই সময বাবণেব বিনাশাভিলাষী দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও পবমঋষিগণ তাঁদেব দ্বৈবথ যুদ্ধ দেখবাব জন্য সমবেত হলেন, বামেব জয় এবং বাবণেব পবাজযেব নিমিত্ত নানা শুভাশুভ চিহ্ন দেখা গেল। বাবণেব বথ যেদিকে যাচ্ছিল, গৃধ্রগণ সেই দিকে ধাবিত হল। দিবা ভাগে লঙ্কা নগবী জবা ফুলেব ন্যায় বক্তবর্ণ সন্ধ্যাব দ্বাবা আবৃত্ত হওযায, সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ যেন প্রজ্বলিত বলে মনে হচ্ছিল। অশুভ সূচক উল্কাপাত হতে লাগল। বাবণ যেখানে ছিলেন, সেখানকাব ভূভাগ বাব বাব কম্পিত হতে লাগল। এবং প্রহাবে নিবত বাক্ষস যোদ্ধাগণেব বাহুগুলি এরূপ স্তব্ধ হল যে, তাতে মনে হল—কেউ যেন তাদেব হাত টেনে ধবছে। এরূপ আবও বহু অশুভ সূচক চিহ্ন প্রকাশ পেলো।

মঙ্গল শুভ এবং বিজয় সূচক সর্ব প্রকাব চিহ্ন বামকে উৎসাহিত কবতে লাগল। বাম এইসব শুভ সূচক চিহ্ন দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং বাবণ নিহত বলেই মনে কবলেন।

অতঃপব বাম বাবণেব মবণ যুদ্ধ আবম্ভ হল। বাক্ষস সৈন্যবা বাবণেব এবং বানব সেনাগণ বামেব প্রতি বিস্মিত ভাবে দৃষ্টিপাত করে চিত্রার্পিতেব ন্যায় নিশ্চল হয়ে বইল। এই সময় বাম জয় কবতে হবে এই দৃঢ় নিশ্চয় কবে সর্বশক্তি প্রযোগে যুদ্ধ কবে তা দেখাতে লাগলেন। বাবণ মবতে হয় তাও ভাল, তথাপি যুদ্ধ হতে বিবত হব না—এই পণ কবে যুদ্ধে বীর্য দেখাতে লাগলেন। বাম শবজাল দ্বাবা শত্রু বাবণকে যুদ্ধ হতে বিমুখ কবলেন। বীব বঘুনন্দন একেবাবে বিংশ, ত্রিংশ, ষাট শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ শত্রুব বথাভিমুখে নিক্ষেপ কবলেন, বাবণও ক্রুদ্ধ হয়ে গদা ও মুষল বর্ষণ কবে বামকে আঘাত কবলেন। এইরূপ বোম হর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। শৈল ও কানন সকলেব সঙ্গে সমগ্র বসুমতী কম্পিত ও সূর্য্য নিষ্প্রভ হল। বাযুব গতি স্তব্ধ হল। তখন দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ, মহর্ষি কিন্নব ও মহাসর্পবা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ 'গো ব্রাহ্মণদেব মঙ্গল হোক', সকল লোক নিবাপদ হোক এবং বাম যুদ্ধে বাবণকে জয় করুক, বলে বোম হর্ষণ যুদ্ধ দেখতে লাগলেন।

কৃত্তিবাসী বামাযণে বাবণ যখন পাশুপত বাণ নিক্ষেপ কবেন বামেব প্রতি, তখন বাম বিষ্ণু চক্রে

বাণ খেযে দশানন ভাবে মনে মন।
যোড়হাতে স্তব কবে শ্রীবামে তখন॥
হাতেব ধনুকবাণ ফেলে ভূমিতলে।
কব যুড়ি কবে স্তব বস্ত্র দিযে গলে॥

— — —

নিবাকাব সাকাব সকল রূপ তুমি।
তোমাব মহিমা সীমা কি জানিব আমি॥

না জানি ভকতি স্তুতি জাতি নিশাচব।
শ্রীচবণে স্থান দান দেহ গদাধব॥
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড নব খণ্ড বিনাশন॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিযা শ্রীচবণ।
কটাক্ষে করুণা কব কৌশল্যানন্দন॥
জন্মিয়া ভাবতভূমে আমি দুবাচাব।
কবেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তাব॥
অপবাধ মার্জনা কব হে দযাময়।
কুড়ি হস্ত যুড়ি বাজা এক দৃষ্টে বয॥
কুড়ি চক্ষে বাবিধাবা বহে অনিবাব। (লঃ)

কবি কৃত্তিবাস বাবণ চবিত্রকে যেমন স্থানে স্থানে হাস্যকব কবে অঙ্কিত কবেছেন, তেমনি বাবণেব ভক্তি বসেব পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে তিনি কার্পণ্য কবেননি। তিনি কেবল ভক্ত বাবণেব চবিত্রই চিত্রিত কবেননি, ভক্তেব প্রতি দেবতাব করুণাব ছবিও তিনি নিবপেক্ষ ভাবে এঁকেছেন।

বাম বলে না হইল সীতাব উদ্ধাব॥
কার্য্য নাহি বাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
বাবণ পবম ভক্ত মাবিব কেমনে॥
কেমনে এমন ভক্ত কবিব সংহাব।
বিশ্বে কেহ বাম নাম না কবিবে আব॥
কেমনে মাবিব বাণ ভক্তেব উপব।
এত বলি ত্যজেন হাতেব ধনুঃশব॥ (লঃ)

এইভাবে বাবণেব বন্দনায বাম যুদ্ধ ত্যাগ কবাব সঙ্কল্প নিলে দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাবণ বাবণ বধ না হলে সৃষ্টি ধ্বংস হবে। তখন তাঁবা দেবী সবস্বতীব শবণাপন্ন হযে তাঁকে অনুবোধ কবলেন।

তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর।
রিপু ভাবে শ্রীরামে বলাও কটূত্তর ॥

দেবতাদের অনুরোধে সরস্বতী দেবী যথাযথ কাজ করলেন—

ডাক দিয়া বলে রাবণ শুন রঘুপতি।
প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি স্তুতি ॥
অবশ্য যুঝিব আমি আইস সত্ত্বর।
এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি যমঘর ॥ (লঃ)

রাবণ মুখ খুলেছেন। দশানন এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলতে অভ্যস্ত। এতক্ষণ তিনি মোহাচ্ছন্ন ছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহু স্থানেই রাবণকে দেবতাদের আশীর্বাদ পেতে দেখা গেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক জায়গায়

বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ বিনাশে মিতা হইল ব্যাঘাত ॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিছে রাবণে আজি হর ররাঙ্গনে।
ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ।
জলদবরণী কোলে রাজা দশানন ॥
দেখিয়া ধার্মিক বিভীষণ সবিস্ময়।
প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময় ॥ (লঃ)

রামকে রাবণ বধে হতাশ হতে দেখে দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মার নির্দেশে রাম অকালে দেবী মহেশ্বরীর পূজার আয়োজন করলেন শরৎকালে। বিধি মতে চণ্ডী পাঠ করে রাম ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমীর দিন ও পূজা করলেন।

'নিশাকালে সন্ধি পূজা কৈল রঘুনাথ।' (লঃ)

নবমীতেও রাম পূজা করলেন। যদিও রাম ভক্তিভরে পূজা করলেন, কিন্তু দেবী দুর্গার কৃপা লাভ না করায়, তিনি পুনরায় হতাশ হলেন। বিভীষণের পরামর্শে—

তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল কর দান॥ (লঃ)

দেব দুর্লভ নীলপদ্ম কোথায় পাওয়া যাবে? অবশেষে হনুমান অষ্টোত্তরশত পদ্ম তুলে আনলেন। নীল পদ্ম পেয়ে রাম সন্তুষ্ট চিত্তে দেবী অর্চনা করলেন। ঐ পদ্মগুলি তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে থাকলে একটি নীলপদ্ম কম পড়ল। তখন হনুমান বললেন আর পদ্ম নেই। দেবী স্বয়ং ছলনা করবার জন্য একটি পদ্ম হরণ করেছেন। হনুমানের কথা শুনে রাম বিমর্ষ হলেন। তখন তিনি কাতরভাবে দেবীর আরাধনা করে বললেন—

পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ-ছেদিনী।
মহামায়া রূপে ত্রিজগত আচ্ছাদিনী॥
— — — —
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥
— — — —
আর দুঃখ দিও না মা নিবারি তোমার॥
সুখ ভাণ্ড অল্প হলো দুঃখ তাহে ভারি।
— — — —
জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দাও দয়া না হয় তোমার॥
— — — —
রাজ্যে রাজ্য বিনাশিয়া আনিলে কাননে॥
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে।
রাবণ দ্বারায় শেষে জানকী হরালে॥
কত কষ্ট কটক সঞ্চয় কপিগণে।
শিলা বৃক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্র তারণে॥
সীতার উদ্ধারে তারা হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু শেষ আছে লঙ্কেশ্বর॥

কষ্টে বণ কবিলাম হবেব অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালি কবিছ বঞ্চনা॥
কবিলাম অর্চনা মা অকাল-বোধনে।
তবু না হইল কৃপা মোব আবাধনে॥

— — — —

হবিলে গো হববাণি সঙ্কল্প-নলিনী।

— — — —

তথাপি তাবাব তাহে সাক্ষাৎ না হয॥

— — — —

বুঝিনু নিশ্চয সীতা না হৈল উদ্ধাব॥

— — — —

কমল লোচন মোবে বলে সর্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূবণে॥
এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান॥

— — — —

হেনকালে কাত্যাযনী ধবিলেন হাতে।

তিনি বামকে তাঁর ও বাবণেব পরিচয স্মবণ কবিয়ে দিযে বললেন—

শুন প্রভু দযাময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডচয়,
পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি আদি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান,
বিশ্ব বহে তব লোমকূপে।

— — — —

মায়াব মনুষ্য তুমি, চতুর্বাহু আসি ভূমি,
নাশিতে বাক্ষসে দুবাচাব।
ভব ভাব্য প্রভু হও, কভু কোন ভাবে বও,
শুদ্ধতত্ত্ব কে জানে তোমাব॥

তোমাব জানকী যিনি, পবমা প্রকৃতি তিনি,
বাবণের কি সাধ্য হবিতে।
সীতা-হবণেব ছলে সেতু বান্ধি সিন্ধু জলে,
বাক্ষসেবে বিনাশ কবিতে ॥
দেখহ মনে বিচাবি, বাবণ তোমাব দ্বাবী,
পূর্বে ছিল বৈকুণ্ঠ নগবে।
ব্রহ্মশাপে ধবা এল শত্রু ভাবেতে পইলে,
তেঁই প্রভু তুমি ধরা পরে ॥
অকাল বোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভূজা,
বিধিমতে কবিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবাব জন্য, আমাবে কবিতে ধন্য।
অবনীতে করিল প্রকাশ ॥
বাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ কবহ তুমি।

অতঃপর বাম নবমী ও দশমী পূজা সম্পন্ন কবে দেবী বিসর্জন দিলেন। কৃত্তিবাসী বামায়ণে এইভাবে অকালে দেবীকে জাগাবার জন্য বাম শরৎকালে দেবী দুর্গাব পূজা কবেছিলেন। সেই পূজাই আজ সর্বত্র আদৃত। বসন্তকালে দেবী দুর্গাব যে পূজা হয় তা বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত। বসন্ত কালই দেবী দুর্গার পূজাব প্রশস্ত কাল।

কৃত্তিবাসী বামায়ণে বাবণের মৃত্যু বাণ চুবিব কথাও উল্লেখিত আছে। বাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ পবামর্শ কবতে বসলেন কি ভাবে বাবণকে বধ কবা সম্ভব। তখন বিভীষণ তাঁদেব বাবণেব গুপ্ত মৃত্যু বাণের সন্ধান দিযে জানান তাঁরা তিন ভাই যখন তপস্যা করছিলেন, ব্রহ্মা তখন বাবণকে বব দিতে চাইলেন। বাবণ অমবত্ব বর প্রার্থনা কবলেন। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকৃত হয়ে বললেন, যদিও অমবত্ব তোমাকে দেব না, তবে তোমাব অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন কবলেও মৃত্যু হবে না। তোমাব ছিন্ন মুণ্ড যোড়া লাগবে। তবে একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র দ্বাবা তোমাব মৃত্যু ঘটবে। অন্য কোন অস্ত্রে তোমাব

মৃত্যু নেই। আমি সেই ব্রহ্মবাণ সৃষ্টি করেছি, তা তুমি তোমার কাছে রাখো। বিপক্ষ দল এই অস্ত্র পেয়ে তোমার বুকে আঘাত করে তোমাকে নিহত করবে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের এই মৃত্যুবাণ সম্বন্ধে নানা মতান্তরের উল্লেখ আছে। কারো কারো মতে শিব রাবণকে বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধে তাঁর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা যাবে, শঙ্কর তা জুড়ে দেবেন। তবে রাবণের নাভিতে কেউ সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তিনি মারা যাবেন।

বিভীষণ জানালেন সেই মৃত্যুবাণ রাবণের গৃহেই মন্দোদরীর কাছে আছে। তাঁরা পরামর্শ করলেন কে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাঁর মৃত্যুবাণ আহরণ করতে সাহস পাবে। হনুমান স্বেচ্ছায় এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন। (হনুমান চরিত্র দ্রষ্টব্য) এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মন্দোদরীর সাক্ষাৎ লাভ করে কৌশলে সেই ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন। এই অস্ত্রাঘাতেই রামের হস্তে রাবণের জীবন লীলায় যবনিকা পড়ে।

বাল্মীকি রামায়ণে রাম রাবণের মস্তক ছিন্ন করে ভূতলে পাতিত করলেন। তার পরক্ষণেই সেইরূপ আর একটি মস্তক উত্থিত হয়ে তাঁর স্কন্ধে সংলগ্ন হল। যত কাটে তত আসে। এইভাবে একশত মস্তক ছিন্ন হল, তথাপি দশাননের প্রাণান্ত হল না। রাম ইহাতে চিন্তিত হলেন। তখন তিনি রাবণের বক্ষ লক্ষ্য করে শর বর্ষণ করলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে গদা ও মুষল বর্ষণ দ্বারা রামকে আঘাত করলেন। এই ভাবে দুই বীরের তুমুল লোমহর্ষ যুদ্ধ ক্ষিপ্র গতিতে চলতে লাগল। সেই যুদ্ধ দেখতে দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসদের সপ্তরাত্র অতিবাহিত হল। এর মধ্যে রাত্রি, দিন, মুহূর্ত্ত অথবা ক্ষণকালের নিমিত্তও রাম রাবণের যুদ্ধের বিরতি ছিল না। রামকে বিজয়ী হতে না দেখে তখন দেবরাজ সারথি মাতলি রামকে বললে, আপনি এর প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন। মাতলির বাক্যে ব্রহ্মাস্ত্রের কথা স্মরণ হওয়ায় রাম অগস্ত্য যে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে

ছিলেন, সেই প্রদীপ্ত শব গ্রহণ করলেন। পিতামহ ত্রিলোক বিজয়া-ভিলাষী ইন্দ্রেব জন্য এই অস্ত্র তৈবী কবে তাঁকে দিয়েছিলেন।

সাক্ষাৎ যমেব ন্যায় অনিবার্য্য ও বজ্রেব ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ সেই মহান অস্ত্র বাবণেব বক্ষে পতিত হল। বাবণেব হৃদয় বিদীর্ণ হল। ঐ বাণ বাবণের প্রাণ হবণ কবে প্রথমতঃ দুর্বাব বেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করল। বাবণকে বিনাশ কবে বক্তাক্ত দেহে ঐ বাণ বিনীতভাবে পুনর্বাব বামেব তূণ মধ্যে প্রবেশ কবল।

ঐ দারুণ অস্ত্রাঘাতে বাবণেব প্রাণ বেবিয়ে গেল। প্রাণ গত হলে বজ্রাহত বৃত্রাসুরেব ন্যায় বাক্ষসবাজ বথ হতে পতিত হলেন। (পপাত স্যন্দনাদ্ভূমৌ বৃত্রো বজ্রাহতো যথা।) রাবণ ভূমিতে পতিত হলে নিশাচবগণ প্রভুব মৃত্যুতে ভীত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করল।

বাবণ বধে বিজয়ী বানরগণ সিংহনাদ কবতে কবতে বাক্ষসদের অভিমুখে ধাবিত হল। বাক্ষসবা বানবদেব উৎপীড়নে কাতব হয়ে লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হল এবং আশ্রয়হীন হয়ে দীন বদনে অশ্রু ত্যাগ করতে লাগল। বানররা আনন্দচিত্তে বাবণেব নিধন ও রাঘবেব বিজয বার্তা ঘোষণা কবতে লাগল।

বাবণেব মৃত্যুতে অন্তবীক্ষে মধুর স্ববে দেবদুন্দুভি ধ্বনি হল এবং দিব্য সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হল। আকাশ হতে বামেব বথেব উপবে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল। দেবতাবা 'সাধু' 'সাধু' বলে বামেব প্রশংসা স্তব কবতে লাগলেন। বাবণ নিহত হওযায দেবগণ ও চাবগণ আনন্দিত হলেন।

রাম বাবণকে বধ কবে সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ কবলেন এবং নিজেও আনন্দিত হলেন। লক্ষ্মণ ও সন্তুষ্ট হলেন।

বাবণেব মৃত্যুতে বায়ু শান্ত হল, দিক সকল নির্মল হল, আকাশ পবিষ্কাব হল। পৃথিবীব কম্প নিবৃত্তি হল। মন্দ মন্দ বায়ু বইতে লাগল এবং দিবাকরের প্রভা স্থিব হল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অন্যরূপ বর্ণনা আছে। বাবণ বামেব বাণে জর্জরিত হয়ে ভূপতিত হলে :—

হেনকালে বঘুনাথ ভাবিলেন মনে।
আমাব পরম ভক্ত বাজা দশানন॥
শাপেতে বাক্ষসযোনি হয়েছে এখন।
শবাঘাতে জবজব পড়ে বণস্থলে॥
একবাব দবশন দিব এইকালে॥
এখনি মবিবে বাবণ নাহিক সন্দেহ।
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত কবি দেহ॥
লক্ষ্মণেবে পাঠাইয়া জানিব সন্ধান।
সেইরূপ আছে কি হয়েছে দিব্য জ্ঞান॥

বাবণ রাক্ষসযোনিতে জন্মালেও পবম ভক্ত। তাই তাঁব মৃত্যুকালে স্বয়ং নারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়েছেন।

রাবণ বাজনীতিজ্ঞ তাই বাবণেব মৃত্যুব পূর্বে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন :—

বাজাব বংশেতে জন্ম লভি দুই ভাই।
— — —
বাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে॥
— — —
বাবণ প্রবীণ বাজা ব্যাখ্যা কবে সবে।
কবেছে অধর্ম কর্ম বাক্ষস-স্বভাবে॥
বাজকীর্ত্তি কর্মে বাবণ পবম পণ্ডিত।
বাজনীতি বাবণেবে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ॥
এখনি যাইবে বাজা দেহ পবিহবি।
জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা দুই চাবি॥
অমূল্য বতন যদি অস্থানেতে হয়।
গ্রহণ কবিতে পাবে শাস্ত্রে হেন দায়॥ (লঃ)

মহাভাবতে ভীষ্ম শবশয্যা নিলে কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিবকে অনুরূপ উপদেশ দিযেছিলেন তিনি যেন ভীষ্মেব কাছ থেকে তাঁব সব রকমেব সন্দেহেব অবসান ঘটান।

কৃত্তিবাসী বামায়ণে বাবণ লক্ষ্মণকে বাজনীতি শিক্ষা দিতে বাজি হলেন না। ববং বামেব দর্শন অভিলাষী হলেন। অতঃপব

বাবণেব সাক্ষাতে আইলা বঘুপতি।
বুঝি বাবণেব মন উঠি শীঘ্রগতি॥
উঠিতে শকতি নাই বাজা দশাননে।
ভক্তি ভাবে প্রণাম কবিল মনে মনে॥

— — —

সাক্ষাৎ বিবাট মূর্ত্তি ব্রহ্ম সনাতন॥
মায়াতে মানব দেহ বিশ্বময তুমি।
তোমাব মহিমা প্রভু কি জানিব আমি॥
অনাথেব নাথ তুমি পতিত পাবন।
দযা কবে মস্তকেতে দেহ শ্রীচবণ॥
চিবদিন আমি দাস চবণে তোমাব।
শাপেতে বাক্ষসকুলে জনম আমাব॥
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিনজন্ম।
আসুবিক বুদ্ধে নাহি জানি ধর্মাধর্ম॥
অপবাধ ক্ষমা কব গোলকেব পতি।

— — —

বাজনীতি তোমাবে কি কব বঘুবব।
সংসাবেতে যত নীতি তোমার গোচব॥ (লঃ)

উত্তবে বাম বললেন—যা বলেছ সবই সত্য। তবুও

প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন॥

ধর্মাধর্ম বাজকর্ম তোমাতে বিদিত।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব বাজনীতি॥ (লঃ)

এবপর রাবণ যা বললেন কোন সাধাবণ মানুষেব এত জ্ঞান কখনও সম্ভব নয়। তিনি যে দশেব উর্দ্ধে আসনলাভেব যোগ্য এখানে তাব প্রমাণ।

যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ॥
করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিযা তাহা তখনি কবিবে॥
অলসে বাখিলে কর্ম পুনঃ হওয়া ভাব।

— — —

মনে হলে শুভকর্ম করিবে তখনি॥
হেলায় রাখিলে কোন কার্য্য নাহি হয়।

— — —

পাপ কর্ম অনেক কবেছি চিবদিন।
কহিতে না পাবি তনু প্রহাবেতে ক্ষীণ॥

— — —

সর্বনাশ হৈল আ মাব সীতাব জন্যেতে॥
এক লক্ষ পুত্র মোব সোয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মবিলাম শেষে লঙ্কা অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবেচিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মবিব তব বাণে॥
হেলাতে না হবি সীতা বাখিতাম ফেলে।
তবে মোব সংহাব না হৈত কোন কালে॥

এই বলে বাবণেব প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল।

বাবণের মৃত্যুতে বিভীষণ শোকাভিভূত হলে বাম তাঁকে সান্ত্বনা দিযে বলছেন—

না কান্দ ধার্মিক বিভীষণ ॥
ভুবন জিনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপাব।
পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বাব ॥ (লঃ)

বাল্মীকি বামায়ণে বিভীষণ ভ্রাতাব মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হলে রাবণেব অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কবতে বাম তাঁকে আদেশ দিলেন। (বিভীষণ চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

বাবণেব মৃত্যুতে তাঁব স্ত্রীবা শোক কবে তাঁর শব দেহ বেষ্টন কবে বললেন, যিনি ইন্দ্র ও যমকে ভয় দেখিয়েছেন এবং কুবেরেব পুষ্পক বথ বলপূর্বক হবণ করেছেন, দেব, গন্ধর্ব, ঋষি, দানব ও সর্পরাও যার ভয়ে ভীত, তিনি আজ সামান্য এক মানুষের নিকট পবাজিত ও নিহত হয়ে ভূপতিত হয়েছেন। দেবতা, অসুব ও যক্ষবা যাঁকে বধ কবতে পাবেনি, সেই মহাপবাক্রমশালী বাবণ আজ সামান্য মানবেব নিকট হীনবীর্য্যেব ন্যায় নিহত হলেন। এই বলে তাঁবা রোদন কবতে করতে বললেন, তুমি হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদেব কথা না শুনে নিজেব মৃত্যুব জন্য সীতাকে হবণ কবলে এবং বাক্ষসদেব সবংশে নিধন কবলে, নিজেও নিহত হয়ে আমাদেব দুঃখ সাগবে ফেলে গেলে। শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণ তোমাব মঙ্গলেব জন্য কত হিত কথাই বলেছিলেন, কিন্তু তুমি মোহগ্রস্ত হযে নিজেব মৃত্যু বাসনায় তাঁকে কঠোর বাক্য বলেছিলে। তাব পবিণতি দেখা যাচ্ছে।

যদি নির্য্যাতিতা তে স্যাৎ সীতা বামায় মৈথিলী।
ন নঃ স্যাদ্ ব্যসনং ঘোবমিদং মূলহবং মহৎ ॥ (যুঃ) ১১০।২০

—যদি তুমি তাঁব কথানুসাবে সীতাকে বাম হস্তে সমর্পণ কবতে তাহলে আমাদেব এই ভয়ঙ্কব মূল সহিত বিনাশ রূপ বিপদ ঘটতো না।

সীতাকে প্রর্ত্তাপণ কবলে বিভীষণ, বাম ও তোমাব মিত্রকুল পূর্ণকাম হতেন এবং আমাদেবও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কবতে হোত না। তোমাব শত্রুদেব আনন্দিত হতে হতো না। পবন্তু তুমি নৃশংসের মত বলপূর্বক সীতাকে অবরুদ্ধ কবে এককালে আপনাকে আমাদেব এবং

রাক্ষসদের হত্যা করলে। তোমার স্বেচ্ছাচারই আমাদের বিনাশের কারণ। তা নয়। দৈবই সব অনর্থ ঘটায়। দৈবই সব বিনষ্ট করে।

ন কামকারঃ কামং বা তব রাক্ষসপুঙ্গব।

দৈবং চেষ্টয়তে সর্বং হতং দৈবেন হন্যতে॥ (যুঃ) ১১০।২৩

—দৈববশতঃই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার, বানরবৃন্দের এবং রাক্ষসদের মৃত্যু হয়েছে।

নৈবার্থেন চ কামেন বিক্রমেণ ন চাজ্ঞয়া।

শক্যা দেবগতির্লোকে নিবর্তয়িতুমুদ্যতা॥ (যুঃ) ১১০।২৫

—দৈবগতি কখন ফলোন্মুখী হয় অর্থাৎ সংসারের ফল দেবার জন্য যখন দৈবের বিধান উন্মুখ তখন অর্থ, কাম, বিক্রম অথবা আদেশ এদের কেউ-ই তাকে নিবারণ করতে পারে না।

এইভাবে রাক্ষসীরা শোকার্ত্ত হয়ে দীনভাবে বিলাপ করতে লাগল। এই শোকার্ত পত্নীদের মধ্যে রাবণের প্রধানা পত্নী মন্দোদরী ও অন্যতম। (মন্দোদরী চরিত্র দ্রষ্টব্য) বীর রাক্ষসরাজের বিক্রম এতকাল লঙ্কাবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা, তাঁর স্বজন পরিজন ও তাঁর আশ্রিত প্রতিপাল্য নির্বিশেষে মহা গৌরবের বস্তু ছিল। পাঠকেরা দেখেছেন তাঁর মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ তাঁর অমিত বিক্রমের উচ্চ প্রশংসা করে তাঁকে রামের সঙ্গে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু রাবণ নিধনের সঙ্গে সমগ্র লঙ্কাবাসীর তিনি অভিসম্পাতের বস্তু হলেন। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কীর্ত্তি খ্যাতি সবই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং হয়ে পড়ে অভিসম্পাতের পাত্র।

Shakespeare বলেছেন Man shut their doors against the setting sun কথাটি মৃত রাবণের প্রতি প্রযোজ্য। রাবণের মৃত্যুর পর সকলেই তাঁর বিক্রমের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে দোষারোপ করে চলেছে।

রাবণ এতই হতভাগ্য যে মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে তাঁর স্ত্রীরাও তাঁর দুষ্ট চরিত্রের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন।

তিনি কারও মনেই কোন অনুকম্পার রেখা এঁকে যেতে পারেন নি। দেবগণ হতে রাক্ষসগণ সকলেই যেন তাঁর প্রতি প্রতিকূল ভাবাপন্ন, সকলেই ক্ষুব্ধ। স্বৈরাচারী ব্যক্তির পরিণতি এমনই হয়, কারও স্নেহ ভালবাসাই বোধ হয় তার অদৃষ্টে জোটে না।

এই প্রসঙ্গে **Napoleon** এর একটি উক্তি মনে পড়ে—**When I was happy I thought I knew men but it was fated that I should know them only in misfortune.** রাবণের বিদেহী আত্মাও বোধ হয় এই স্মৃতি নিয়ে বিচরণ করেছিল। দুঃসময়েই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর রামের পরামর্শে বিভীষণ শাস্ত্রীয় মতে অগ্নিহোত্র বিধি অনুসারে রাবণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। রাবণের শবকে পবিত্রস্থানে স্থাপন করে রঙ্কুমৃগচর্মের আস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধানুসারে চন্দন কাঠ, পদ্মক, উশীর ও চন্দন দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্মাণ করলেন।

একটি অনুপম উপমার সাহায্যে বিভীষণ রাবণ চরিত্র এঁকেছেন—ধৈর্য্য যার পত্র, হঠকারিতা যার পুষ্প, তপস্যা যার বাস এবং শৌর্য যার দৃঢমূল, সেই রাক্ষসরাজ রূপ বৃক্ষ অদ্য রণ মধ্যে রামরূপ বায়ু বেগে উন্মূলিত হলেন। তেজ যার দণ্ড, আভিজাত্য যার মেরুদণ্ড, কোপ যার দেহাবয়ব ও প্রসাদ যার হস্ত, সেই রাবণ রূপ গন্ধহস্তী অদ্য রাম রূপ সিংহ দ্বারা নিহত হয়ে ধরাতলে শয়ন করেছেন।

রামায়ণের রাবণ চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে স্বভাবতঃই মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের কথা মনে পড়ে। উভয়েই মহারথ, পরম পরাক্রমশালী। কিন্তু উভয়েই অভিশাপের কালচক্রে অসীম বীর্য্যের অধিকারী হয়েও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মর্ত ধাম হতে বিদায় নিয়েছিলেন। সৎ সাধু পথ অবলম্বনে কেউ-ই এই দুই মহারথীকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম ছিলেন না। কিন্তু উভয়েরই আশীর্বাদের মালার গন্ধ পুষ্প কালকীটদষ্টে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

ঋষিপুত্র মহাবীব বাবণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ হলেও অত্যন্ত দাম্ভিক ও হঠকারী ছিলেন। এই দুই বিপুর সঙ্গে নাবীব প্রতি তাঁব অসাধাবণ কামভাব তাঁব অসাধাবণ জীবনেব সর্বনাশেব অন্যতম কাবণ। বাবণেব এই কামাসক্তিই তাঁব সব সদগুণাবলিকে বাহু-গ্রস্ত কবে, তাঁকে সর্বসমক্ষে হেয় অবজ্ঞেয় ও ঘৃণ্য করেছে।

রাবণ দশ হাজাব বর্ষব্যাপী উপবাসী থেকে তপস্যা করেছিলেন। সহস্রবর্ষ পূর্ণ হলেই এক একটি কবে নিজ মস্তক কেটে অগ্নিতে আহুতি দিতেন। এইরূপে নয় শত বৎসবে অগ্নিতে নয়টি মস্তক আহুতি দেওয়া হল, দশ হাজাব বর্ষ পূর্ণ হলে দশগ্রীব যখন নিজ দশম মস্তক কাটতে উদ্যত হলেন, তখন ব্রহ্মা উপস্থিত হযে তাঁকে বব দিতে চাইলে, বাবণ পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব বাক্ষস ও দেবগণেব অবধ্য হতে প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা সেই বব দিয়েই এক বকম তাঁকে অমবত্ব প্রদান কবলেন। এই বব পবিণামে অভিশাপ হযে দাঁড়াল। নিজেকে সর্বপ্রকাব পবাক্রমেব অধিকাবীদেব অবধ্য জেনে তিনি যুদ্ধেব জন্য চাবদিক পরিক্রমা কবে চললেন—যুদ্ধ তাঁকে পেযে বসেছিল। ইংবেজীতে একটি প্রবচন আছে—To have a bee in one's bonnet—সেরূপ বাবণ যুদ্ধ মাতাল হযেছিলেন ব্রহ্মাব ঐ অভিশপ্ত বরে।

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন। কখনো কখনো তাঁকে সুযোধন বলে অভিহিত করা হয়েছে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর পিতামহী সত্যবতীকে তাঁর অন্যতম পুত্র ব্যাসদেব বলেছিলেন—সুখের দিনগুলি গত হয়েছে, সম্মুখে ভয়ানক সময়। দিনগুলি উত্তরোত্তর পূর্বাপেক্ষা পাপপূর্ণ হবে। পৃথিবী গত যৌবনা অর্থাৎ উর্বর ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে। (পৃথিবী গত যৌবনা।) এমন দিন আসছে, যখন কপটতা ও নানা কলুষতায় চারিদিক আচ্ছন্ন হবে এবং ধর্মক্রিয়া ও আচার সমূহ লুপ্ত হবে। কৌরবদের অনাচারে পৃথিবী ধ্বংস হবে। (কুরুণামনয়াচ্ছাপি পৃথিবী ন ভবিষ্যতি) মা, এই কুলের ধ্বংস তুমি স্বচক্ষে দেখো না। তপোবনে চল, যোগাভ্যাসে দিন কাটাবে।

পুত্র ব্যাসদেবের কথায় সত্যবতী ভরতবংশ ও পুরবাসীদের ধ্বংস যেন দেখতে না হয় তজ্জন্য দুই পুত্রবধূকে নিয়ে এই তিন স্বামী হীনা দেবী বনে গমন করলেন এবং ঘোর তপস্যা করে তথায় দেহ ত্যাগ করলেন।

স্ত্রীপর্বে শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাসদেব সান্ত্বনা দেবার সময়ে দুর্যোধনের জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত করে বললেন—একদিন আমি ইন্দ্রের সভায় গিয়েছিলাম। সেখানে সমবেত দেবতাদের নিকট পৃথিবী দেবী উপস্থিত হয়ে বললেন—আপনারা সকলে সেদিন ব্রহ্মার সভায় আমার কার্য্য সিদ্ধির জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পূর্ণ করুন। উত্তরে ভগবান বিষ্ণু দেবসভায় ধরিত্রীকে সহাস্যে বললেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে যে সর্বজ্যেষ্ঠ ও দুর্যোধন নামে খ্যাত হবে, সে-ই তোমার কার্য্য সিদ্ধ করবে। তাকে রাজা রূপে পেয়ে তুমি কৃতার্থা হবে। তাঁকে নিমিত্ত করে পৃথিবীর সমস্ত ভূপতিগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হবেন ও সুদৃঢ় অস্ত্রের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করে বধ করবেন। এইভাবে সেই যুদ্ধে তোমার ভার হ্রাস হবে।

রাজন, তোমার এই পুত্র দুর্যোধনই সমস্ত জগৎকে সংহার করবার জন্য মূর্তিমান অংশরূপে গান্ধারীর গর্ভে জন্মেছিল। সে অমর্ষী, ক্রোধী চঞ্চল এবং কূটনীতিদক্ষ ছিল। (অমর্ষী চপলশ্চাপি ক্রোধনো দুষ্প্রসাধনঃ।)

দৈবযোগে তার ভ্রাতারাও অনুরূপ চরিত্রের ছিল। মাতুল শকুনি ও মিত্র কর্ণের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটেছিল। এইসব নৃপতিরা শত্রুদের বিনাশ করবার জন্যই এক সঙ্গে ভূমণ্ডলে জন্মেছিলেন।

যাদৃশো জায়তে রাজা তাদৃশোঽস্য জনো ভবেৎ॥ (স্ত্রী) ৮।৩১

—রাজা যেমন হয়, তার স্বজন ও সেবকগণ ও তেমনি হয়ে থাকে।

ব্যাসদেব এইভাবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করে বললেন—তোমার পুত্ররা নিজেদের অপরাধে নিহত হয়েছে। অতএব তাদের জন্য শোক কর না। তিনি আরও বললেন—রাজসূয় যজ্ঞের সময় দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের সভায় নিঃসন্দেহে পূর্বেই একথা বলেছিলেন যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করে বিনষ্ট হবে।

আমার কাছে এ ভবিষ্যৎ বাণী শুনে যুধিষ্ঠির কৌরবদের সঙ্গে কলহ রোধে বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দৈবের বিধান অত্যন্ত প্রবল। (দৈবং তু বলবত্তরম্)।

অনতিক্রমণীয়ো হি বিধী রাজন্ কথঞ্চন।

কৃতান্তস্য তু ভূতেন স্থাবরেণ চরেণ চ॥ (স্ত্রী) ৮।৪৩

—দৈব অথবা কালের বিধানকে চরাচর প্রাণিগণের মধ্যে কেহই কোনরূপেও লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয় না।

বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বিধাতার বিধান অন্যথা হয় না। ('নিয়োগেন বিধেশ্চাপ্যনিবর্তনাৎ।)

ললাটে এরূপ লিখন নিয়ে দুর্যোধন তাঁর একোনশত ভ্রাতাদের নিয়ে পৃথিবীর সংহার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবার জন্য এ মর্তে জন্ম নিলেন। পৃথিবীর পাপ ভার মুক্ত করবার জন্যই এদের আগমন। দেবতারা

তাঁদের ঈপ্সিত কাজ সাধন করবার জন্য পূর্বাহ্নে সব প্রয়োজনীয় উপাদান দ্বারা যথা—হিংসা, ঈর্ষা, বিবাদ, বিসম্বাদ, স্বজন বিরোধ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি—মর্ত্যভূমিকে পূর্ণমাত্রায় সাজিয়ে দুর্যোধনকে তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে দক্ষ খেলোয়াড়ী করে এ মর জগতে পাঠালেন। রাবণ বংশ ধ্বংস করিয়েছিলেন দেবতারা। ঠিক সেই রকম পরিণতি ঘটালেন কৌরবকুলের।

দুর্যোধনের জন্মের পূর্বেই যেখানে তাঁর জন্য এইরূপ পাপ কর্ম নির্দেশিত হয়ে রয়েছে, সেইখানে দুর্যোধন কৃত দুষ্কর্মের জন্য দায়ী কতটা তা বিচার্য।

পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রদের সঙ্গে এক সঙ্গে একই প্রতিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে পাণ্ডবরা যেমন শস্ত্রে, শাস্ত্রে, ক্রীড়া, কৌতুকে, শরীর চর্চ্চা ব্যায়ামে বৈশিষ্ট্য অর্জন করছিলেন। কৌরবরা সর্বদা তাদের হাতে পরাভূত হতেন। ভীমের পরাক্রম বিশেষ করে তাদের ভীষণ ভয়ের কারণ ছিল। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন ভীমের ঐরূপ আসুরিক শক্তি দেখে ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ বশতঃ মনে মনে প্রতিহিংসা তথা প্রতিশোধের ভাব পোষণ করতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে Francois Roche-foucauld এর উক্তি—The Jealous man poisons his own banquet, and then eats it.

Jealousy lives upon doubts.—It becomes madness or ceases entirely as soon as we pass from doubt to certainty টি দুর্যোধন চরিত্রে প্রযোজ্য। অধার্মিক হওয়ায় দুর্যোধনের পাপ কর্মেই আসক্তি ছিল। সুতরাং মোহ ও ঐশ্বর্য্য লোভের বশীভূত হওয়ায় দুর্যোধনের পাপ বুদ্ধির উদয় হল। (মোহা-দৈশ্বর্য্যলোভাচ্চ পাপা মতিরজায়ত।) পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমই শারীরিক বিক্রমে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে বা প্রকাশ্যে কোন কৌরব সন্তান

তাঁব সমকক্ষ নন, অতএব ছলে বা কৌশলে তাঁকে নিগৃহীত কবাই দুর্যোধনেব অভিপ্রায়। কিভাবে তা সম্পন্ন কবা হবে তা দুর্যোধন এভাবে স্থিব কবেছিলেন।

ভীমকে ঘুমন্ত অবস্থায গঙ্গায ফেলে দিলে সে মবে গেলে যুধিষ্ঠিবকে বন্দী কবে আমি সমস্ত পৃথিবী শাসন কবব—এইরূপ মনোভাব নিযে তিনি ভীমেব বিলোপ সাধনে মনোযোগ দিলেন।

দুর্যোধন গঙ্গাতীবে প্রমাণ কোটি নামক স্থানে সুসজ্জিত এক ক্রীডা উদ্যান বচনা কবলেন। সেখানে নানা বকম খেলা ও খাদ্যেব ব্যবস্থা কবে পঞ্চ পাণ্ডবকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাবপব সেই উদ্যানে খেলাচ্ছলে পবস্পবকে খাদ্য ছুঁডে দিতে লাগলেন।

দুর্যোধন অন্তবের তীক্ষ্ণ ছুবিব ন্যায তীব্র হিংসা মুখেব কৃত্রিম হাসি দিযে ঢেকে বেখে ভাই ও মিত্রেব ন্যায় প্রচ্ছন্ন ব্যবহাবে ভীম সেনেব মুখে কালকূট বিষ মিশ্রিত প্রচুব ভক্ষ্য বস্তু ফেলে দিলেন এবং ভীমও সবল বিশ্বাসে সব খাদ্যই খেয়ে ফেললেন। ক্রীডান্তে অতি শ্রান্ত ও বিষ ক্রিযায নিশ্চেষ্ট হযে যখন ভীমসেন অঘোব ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন দুর্যোধন তাঁকে লতা দিযে শক্ত কবে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন। ভীম অচেতন অবস্থায জলে নিমজ্জিত হলেন। তখন দুর্যোধন তাঁব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হযেছে বুঝে নিজেকে কৃতকৃত্য মনে কবে মনে মনে খুবই আনন্দিত হলেন।

হঠাৎ ভীম এরূপ ভাবে অদৃশ্য হওযায পাণ্ডব শিবিবে চিন্তাব এক কাল ছাযাপাত হল। কিছুদিন পব ভীম গৃহে প্রত্যাগমন কবলে যুধিষ্ঠিব সব বৃত্তান্ত শুনে নীবব থাকতে উপদেশ দিলেন।

ভীমেব প্রত্যাগমনেব পব দুর্যোধন একদিন ভীমেব সাবথিকে গলা টিপে মেবে ফেললেন। এ ব্যাপাবেও বিদুব তাঁদেব চুপচাপ থাকতে পবামর্শ দেন।

ভোজনে ভীমসেনস্য পুনঃ প্রাক্ষেপয়দ্ বিষম্।
কালকূটং নবং তীক্ষ্ণং সম্ভৃতং লোমহর্ষণম্॥ (আঃ) ১২৮।৩৭

—দুর্যোধন পুনবায় ভীমসেনেব খাদ্যেব সঙ্গে সত্ত্বরূপে পবিণত ও বোমহর্ষকব তীব্র কালকূট বিষ প্রয়োগ কবলেন।

বৈশ্য পুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবদের নিকট তা প্রকাশ কবে দিয়েছিলেন।

কৌববরা ও পাণ্ডবগণ এক সঙ্গে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যেব নিকট অস্ত্র শিক্ষা নিতেন। শিক্ষা শেষে একদিন বাজকুমারদের অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনীব ব্যবস্থা হল। সেই অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনীতে ভীমেব সঙ্গে দুর্যোধনেব গদা যুদ্ধেব প্রস্তুতিতে প্রদর্শনী ক্ষেত্র এক বিক্ষুব্ধ সাগবেব আকাব ধাবণ কবলো। যেহেতু সমবেত জনতা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একদল কুরুবাজ্যেব জয় কামনা কবলো। অন্য দল পাণ্ডু নন্দনেব জয়োল্লাস করতে লাগল। একটা গৃহ যুদ্ধেব ইঙ্গিত দেখে আচার্য্য দ্রোণ এ যুদ্ধ বাবণ করলেন। তিনি সর্বশাস্ত্র নিপুণ অর্জুনকে বণ কৌশল দেখাতে আহ্বান কবলেন।

সেই প্রদর্শনীতে অর্জুনেব সর্ব প্রকাব অস্ত্র কৌশলে দর্শক মণ্ডলী মুগ্ধ হলো। অর্জুনেব প্রদর্শিত বণ কৌশল শেব হবাব সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনী ক্ষেত্রের প্রবেশ পথ থেকে বজ্র সংঘাতেব মত মহৎ বলসূচক এক শব্দ উঠলো। দর্শক বৃন্দ অবাক বিস্ময়ে প্রবেশ পথেব দিকে তাকাতে লাগলো। তখন বীব কর্ণ বীব পদক্ষেপে পৃথিবীব বুক কাঁপিয়ে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রবেশ কবলেন। দর্শক বৃন্দ 'ইনি কে' এ কৌতূহল প্রশ্নে এক দৃষ্টে কর্ণেব দিকে তাকিযে বইল। তখন কর্ণ মেঘ গম্ভীব স্বরে অর্জুনকে লক্ষ্য কবে বললেন, পার্থ, তুমি যে সব বণ কৌশল দেখিয়ে গর্ববোধ কবছ তা আমিও দেখাতে পাবি। কর্ণেব এবম্বিধ উক্তিতে দুর্যোধন আনন্দিত হলেন আব অর্জুন ক্রুদ্ধ হলেন। অতঃপব দ্রোণাচার্য্যেব অনুমতিক্রমে কর্ণ অর্জুন প্রদর্শিত যাবতীয় অস্ত্র কৌশল দেখালেন। তখন দুর্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ কবলেন এবং কর্ণকে স্বাগত জানিয়ে কুরুবাজ্য যথেচ্ছ ভোগ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। উত্তবে কর্ণ দুর্যোধনেব সঙ্গে বন্ধুত্ব ও অর্জুনেব সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ইচ্ছা কবলেন। দ্রোণ ঐ যুদ্ধে সম্মতি দিলেন। তখন

দুই বীব দ্বন্দ্ব যুদ্ধেব জন্য মুখোমুখি দাঁড়ালে আচার্য্য কৃপ কর্ণেব কাছে অর্জুনেব পবিচয় দিয়ে কর্ণেব পবিচয় জিজ্ঞেস কবলেন। কারণ কুল শীলে সমান না হলে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হতে পাবে না। কৃপাচার্য্যেব ঐরূপ প্রশ্নে কর্ণ সঙ্কুচিত হলেন। তখন দুর্যোধন বললেন, বাজা হয় তিন প্রকাবে, যেমন বাজকুলে জন্ম, বীর্য্যবান ও সেনাপতিত্ব। যদি অর্জুন বাজা নয় বলে কর্ণেব সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক হন তবে আমি তাঁকে এক্ষুনিই অঙ্গবাজ্যে অভিষিক্ত কবছি। কাল ব্যয় না কবে বাজা ধৃতবাষ্ট্রেব অনুমতি নিযে ভীষ্মকে তাঁব ইচ্ছা জানিযে কর্ণকে অঙ্গবাজ্যে অভিষিক্ত কবলেন।

কর্ণ তখন দুর্যোধনকে বললেন, আপনি আমাকে অঙ্গবাজ্যে অধিষ্ঠিত কবলেন, আমি আপনাকে কি প্রতিদান দিতে পাবি। উত্তবে দুর্যোধন বললেন, আমি আপনাব বন্ধুত্ব কামনা কবি। (অত্যন্তং সখ্য-মিচ্ছামীত্যাহ)। কর্ণ তাতে স্বীকৃত হয়ে উভয় উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

রণ কৌশল প্রদর্শনীব ফল দুই ভিন্ন মুখী হলো। পাণ্ডবদেব ভাগ্যে জুটলো এক দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্য পক্ষ দুর্যোধন লাভ করলেন অমিত শৌর্যে বীর্যেব অধিকাবী এক অকৃত্রিম বন্ধু ও সাথী। কর্ণকে এভাবে সম্মান দেখিযে দুর্যোধন বিচক্ষণ বুদ্ধি মত্তাব পবিচয় দিয়েছেন। পঞ্চ পাণ্ডবের কাছে শত ভাই দুর্যোধন যেন সূর্য্যেব কাছে জোনাকী। কর্ণকে লাভ কবে দুর্যোধন যেন ভাবেব সমতা লাভ কবলেন। যুধিষ্ঠিব চিন্তিত হলেন।

গুরুজনদেব সাথে অঙ্গবাজ্য দান কবা সম্বন্ধে পূর্বে কোন প্রকাব পবামর্শ না কবেই দুর্যোধনের এই প্রকাব কাজ কবাব মধ্যে যথেষ্ট হঠকাবিতা বা ধৃষ্টতাব পবিচয পাওবা যায। পবাক্রমে পাণ্ডবদেব সমকক্ষ না হওযায দুর্যোধনেব মধ্যে হীনমন্যতা ছিল। তাই অর্জুনেব সমকক্ষ অন্য একজন বীবেব সখ্যতা লাভেব আশায় দুর্যোধন কর্ণকে সূতপুত্র জেনেও বাজাব আসনে অধিষ্ঠিত কবেছিলেন।

কিন্তু এই কাজেব মাধ্যমে দুর্যোধনেব কূট বাজনীতি জ্ঞান ও দূব-দর্শিতাব প্রমাণও পাওয়া যায়। অর্জুন ও ভীমের বীবত্বকে তিনি যেমন ভয কবতেন, তেমনি ঈর্ষাও কবতেন। তাই অর্জুনেব সমতুল্য একজনকে সখারূপে পেয়ে তিনি তাঁব শক্তি বৃদ্ধি করাব সুযোগ দুহাতে গ্রহণ করলেন।

অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনীতে সাবথি অধিবথ কর্ণকে 'পুত্র' বলে সম্বোধন কবতে শুনে ও কর্ণকে অধিবথেব পদ স্পর্শ করতে দেখে ভীম কর্ণকে নীচ বংশজাত সূতপুত্র বলে উপহাস কবেন। তখন দুর্যোধন ভীমকে তাঁদেব নিজেদেব জন্মেব কথা স্মবণ কবিযে দিযে বললেন—(কাশীদাসী মহাভাবত অবলম্বনে)

শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্র মধ্যে বলিষ্ঠ যে জন।
শূবেব নদীব অন্ত পায় কোন্ জন॥
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দাহ ত্রিভুবনে॥
দধীচিব হাড়েতে বজ্রেব হৈল জন্ম।
দৈত্যেব দনুজ দলে কবে শূরকর্ম॥
কার্ত্তিকেয জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হৈতে কেহ বা আগুনে॥
গঙ্গাব নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকাব।
জন্মেব নিযম নাই পূজ্য সবাকাব॥
— — — —
কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ শববনে।
বশিষ্ঠ বেশ্যাব পুত্র কেবা নাহি জানে॥
তোমা সবাকাব জন্ম জানি ভাল মতে।
— — — —
সকুণ্ডলে কবচ যাহাব কলেবব।
— — — —
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয মৃগীব উদবে॥ (আঃ)

দুর্যোধন আবও বললেন কোন মৃগী যেমন ব্যাঘ্রকে প্রসব করতে পাবে না, তেমনি এই সহজাত কবচ ও কুণ্ডল বিশিষ্ট সর্বলক্ষণযুক্ত কর্ণকে কোন নীচ জাতীয় নাবী প্রসব কবতে পাবে না। অঙ্গবাজ্য তো তুচ্ছ, তিনি (কর্ণ) এ পৃথিবীব নৃপতি হবাব যোগ্য। এঁব সাহায্যে আমি পৃথিবীকেও জয় কবতে পাবি। আমাব এই কাজ যে সহ্য কবতে পাববে না, সে বথে আবোহণ কবে যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হোক। এই বলে দুর্যোধন কর্ণেব হাত ধবে মশালেব আলোতে বঙ্গভূমি ত্যাগ করলেন।

এই উক্তি হতে দুর্যোধনের জ্ঞান গবিমাব পবিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যে উদাবতাব প্রস্রবনে গলে গিয়ে তিনি কর্ণকে সমর্থন করেছেন, তাঁর জীবনে ঐ উদারতা আব কোথাও দেখা যায় না। যথার্থই এই উদাহরণ মালাব দ্বাবা তিনি কি মানুষকেই তাব জন্ম হতে বড কবে দেখাচ্ছেন ? অথবা তাঁব বন্ধুকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কববাব সমর্থনে এত উদাবতা প্রকাশ কবেছেন। তাঁব এই উদাবতাব মধ্যে তাঁব স্বার্থ নিহিত আছে।

দ্রোণেব আদেশে শিষ্যগণ দ্রুপদ বাজ্য আক্রমণ কবে। কর্ণ দুর্যোধনাদি পলায়ন কবেন। অর্জুন দ্রুপদবাজকে পবাজিত কবে গুরু দ্রোণের নিকট উপস্থিত কবলেন। (অর্জুন চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

যুধিষ্ঠিব কুরুপাণ্ডবদেব মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। এইজন্য ধৃতবাষ্ট্র তাঁকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। পাণ্ডবদেব বিক্রমে কুরু বাষ্ট্রেব বাজকোষ বর্দ্ধিত হতে লাগল। পঞ্চপাণ্ডব কুরুবাজ্যেব সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কবলেন। তাঁদেব খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বিস্তাবলাভ কবাতে ঈর্ষাপরায়ণ ধৃতবাষ্ট্র ও দুর্যোধনেব মন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কাশীদাসী মহাভাবতে দুর্যোধন ধৃতবাষ্ট্রকে বললেন ঃ—

বাজপুত্র যুধিষ্ঠিব হইবে বাজন ॥
তাহাব নন্দন হৈলে হবে সেই বাজা।
আমা সবাকাব আব না গণিবে প্রজা ॥

ধিক্ আমি ধিক্ জন্ম ধিক্ মোব ধর্ম।
ধিক্ আত্মা ধিক্ শিক্ষা ধিক্ দেহ কর্ম॥
এ ছাব জীবনে আব নাহি প্রযোজন।
তব বিদ্যমান আমি ত্যজিব জীবন॥ (আঃ)

অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী কণিক আহুত ও জিজ্ঞাসিত হযে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদেব বিরুদ্ধে নানারূপ কুপরামর্শ দিলেন পাণ্ডবদেব অচিবে নিশ্চিহ্ন কবতে। নানা উপমা দিয়ে মন্ত্রী কণিক বললেন—

তালবৎ কুরুতে মূলঃ বালঃ শত্রুরুপেক্ষিতঃ।
গহনেঽগ্নিবিবোৎসৃষ্টঃ ক্ষিপ্রং সঞ্জাযতে মহান্॥ (আঃ) ১৩৯।৮৩-

—ক্ষুদ্র শত্রুকেও যদি উপেক্ষা কবা যায, তবে সেও তাল বৃক্ষেব ন্যায নিজেব মূল বিস্তাব কবে এবং গহন বনে পবিত্যক্ত ক্ষুদ্র অগ্নিব ন্যায সহসাই বিশাল আকার ধাবণ কবে।

যেমন ক্ষুদ্র অগ্নিকে ইন্ধন সংযোগে প্রজ্বলিত কবা যায, তেমনই যে বাজা ক্রমশঃ ধনসম্পত্তি সঞ্চয়ের দ্বাবা নিজেকে সমৃদ্ধ কবে সে বলবান হযে পবে মহাসমৃদ্ধিশালী বাজ্যকেও গ্রাস কবতে পাবে।

সুতবাং আপনি পাণ্ডু পুত্রদেব হাত হতে নিজেকে বক্ষা করুন। আপনাব শত্রু পাণ্ডুপুত্রবা যেহেতু আপনাব পুত্রদেব চেযে অধিকতব বলবান, সেজন্য এমন নীতি অবলম্বন করুন, যাতে আপনাকে পবে অনুতাপ কবতে না হয।

মন্ত্রীব এই পবামর্শে ধৃতবাষ্ট্র চিন্তিত হযে পডলেন। ঠিক এ সময শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ মিলিত হযে একটা দুষ্ট মন্ত্রণা কবলেন। এবং ধৃতবাষ্ট্রেব অনুমতি নিযে পুত্রদেব সঙ্গে কুন্তীকে বাবণাবতে পাঠিযে সেখানে তাঁদেব পুডিযে মাববাব যডযন্ত্র কবলেন।

গুণান্বিত পাণ্ডবদেব দেখে প্রজাবা সভামধ্যে তাঁদেব প্রশংসা কবতে লাগল। দুর্মতি দুর্যোধন পুববাসিদেব যুধিষ্ঠিবেব প্রতি অনুবাগে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ঈর্ষাবশতঃ তাদেব কথা সহ্য কবতে না পেবে গোপনে ধৃতবাষ্ট্রকে বললেন, পুববাসিদেব অন্যায বাক্যালাপ আমি শুনলাম।

তাবা আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে অবজ্ঞা কবে যুধিষ্ঠিবকে বাজা করতে ইচ্ছুক। ভীষ্ম বাজ্য চান না, সুতবাং তিনি পুববাসিদেব প্রস্তাব গ্রহণ কববেন। পুববাসিবা আমাদেরই দুঃখ দিতে চায়। আপনি অন্ধ, তাই বাজ্যলাভে অসমর্থ। সুতবাং পাণ্ডুই নিযম ও নিজ গুণানুসাবে এই কৌববরাজ্য লাভ কবেছিলেন, পাণ্ডুর এই বাজ্য যদি যুধিষ্ঠিব পায়, তবে তাব পুত্র পবম্পবা ক্রমে তাব বংশই বাজ্যেব অধিকাবী হবে। তাহলে আমবা সকলে সপুত্র বাজবংশেব সঙ্গে সম্বন্ধহীন হযে এই জগতে অবজ্ঞাত হব লোকেব চোখে। পবপিণ্ড ভোজন করে যাতে নবক বাসেব ন্যায দুঃখ ভোগ না করতে হয়, তাব উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। যদি আপনি বাজ্যলাভ কবতেন, তাহলে আমবাও নিয়মানুসাবেই বাজ্যলাভ কবতাম। তবে পুববাসিদেব কিছু বলবাব থাকতো না।

দুর্যোধন যে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন উপবোক্ত উক্তি হতেই তা বোঝা যাচ্ছে। দুর্যোধনেব এইরূপ অন্যায লোভ তাঁব সব দুঃখেব কাবণ।

পাণ্ডবদেব কীর্ত্তি ও সুযশে বাজা ধৃতবাষ্ট্রেব নিজেব উদ্বেগ ও ঈর্ষা, দুর্যোধনেব গভীব আক্ষেপ এবং মন্ত্রী কণিকেব কুপবামর্শ—ধৃতবাষ্ট্রেব মধ্যে ভীতিব উদ্রেক কবে। ঠিক এ মুহূর্তে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিব সঙ্গে সুকল্পিত পাণ্ডবদেব নিধনেব উপায ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট প্রকাশ কবলেন। তিনি খুব নিপুণতাব সঙ্গে পাণ্ডবদেব বাবণাবতে পাঠান হোক ধৃতবাষ্ট্রেব কাছে প্রার্থনা কবলেন।

ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডু ও যুধিষ্ঠিবেব তাঁব প্রতি আনুগত্যেব কথা জানালেন। তাছাড়া অমাত্যগণ, সৈন্যবা, নগববাসী তাঁদেব পক্ষে। সুতবাং তাবা হয়ত সপুত্র তাঁকেই বধ কবতে পাবে। উত্তবে দুর্যোধন বললেন তিনিও এ বিষয়ে চিন্তা কবে সুষ্ঠুভাবে তাব বিহিত কবেছেন। পূর্ব হতেই নাগবিকদেব অর্থ ও সম্মানেব দ্বাবা সন্তুষ্ট কবা হয়েছে। (দৃষ্টা প্রকৃতযঃ সর্বা অর্থমানেন পূজিতাঃ)। আবও জানালেন যে বাজকোষ ও মন্ত্রিবর্গ

তাঁব হাতে। সুতবাং নাগবিকবা মুখ্য রূপে তাঁব সহায়ক হবে। অতএব দুর্যোধন আব্দাব ধবলেন পাণ্ডবদেব বাবণাবতে নির্বাসিত করুন। কুটিল দুর্যোধন ধৃতবাষ্ট্রেব কাছে বাবণাবতে মাতাসহ পাণ্ডবদেব পুড়িয়ে মাবাব ষড়যন্ত্রেব কথা গোপন বাখলেন।

দুর্যোধনেব দূবদর্শিতা প্রশংসনীয। এ যুগে ব্যালট বাক্সে ভোট পাবাব জন্য নেতাবা যেমন পূর্বাহ্নেই ভোটাবদেব নানাভাবে অর্থ ও প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী উপঢৌকন দিযে সন্তুষ্ট কববাব চেষ্টা কবে থাকে, সেই যুগেও তাব ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না।

পাশ্চাত্যেব কোন কোন মনীষিব লেখা পড়লে মনে হয় যেন তাঁবা মানব চরিত্র গভীব ভাবে পর্য্যবেক্ষণ কবে এই সব শাশ্বত উক্তি কবে গেছেন যেমন ব্যঙ্গ কবি **Rom Juvenal** বলেছেন—**Vice can deceive under the shadow and guise of virtue** দুর্যোধন কি পুববাসীদের অর্থ সম্মান দানে তাঁব গর্হিত কাজের সমর্থন ব্যবস্থা কবেননি? ঐ প্রকাব উপঢৌকন দ্বাবা নেতাদেব বশীভূত করে তাদেব মুখ চাপা দেননি কি? দুর্যোধন পিতাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যখন বাজ্য আমাদেব আয়ত্বে আসবে, তখন কুন্তী পুত্রদেব সঙ্গে পুনবায এখানে ফিবে আসবেন।

ধৃতবাষ্ট্র জানালেন তাঁবও এইরূপ অভিপ্রায়। কিন্তু কুরু পাণ্ডব হিতৈষী ধার্মিক ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুব এঁবা কেউই পাণ্ডবদেব নির্বাসন সমর্থন কববেন না। তাই এই পাপ অভিপ্রায ব্যক্ত কবতে তিনি পাবছেন না।

দুর্যোধন তখন অকাট্য যুক্তিব অবতাবণা কবে বললেন ভীষ্ম সর্বদাই মধ্যপথ আশ্রয় কবেন। অশ্বত্থামা আমাব পক্ষপাতী, তিনি আমাদেব পক্ষে থাকলে পিতাও এই পক্ষেই থাকবেন, কৃপাচার্য্যও ভগ্নিপতি দ্রোণ ও ভাগ্নেকে ত্যাগ কববেন না। বিদুব আমাব অর্থে আবদ্ধ। যদিও তিনি গোপনে তাদেব প্রতি স্নেহশীল, তথাপি তিনি একক পাণ্ডবদের জন্য আমার কোন অনিষ্ট কবতে পারবেন না।

সুতরাং আপনি আজই পাণ্ডু পুত্রদেব মাতার সঙ্গে বারণাবতে নির্বাসিত করুন।

ধৃতরাষ্ট্রব আদেশে (ধৃতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য) পাণ্ডববা বাবণাবতে যাত্রা কবলেন।

দুর্যোধনেব পূর্ব প্রকাব নৈবাশ্য পিতাব মনে দাগ কাটল। এইভাবে পিতাকে তিনি তাঁব মতাবলম্বী কবলেন। তাবপব মাতুল শকুনি ও কর্ণেব সঙ্গে পবামর্শ কবে বাবণাবতে জতুগৃহে পঞ্চ পাণ্ডবকে কুন্তী সহ দগ্ধ কবাবাব ষড়যন্ত্র কবে মন্ত্রী পুবোচনকে তিনি বললেন :—

অতি শীঘ্র তুমি তথা কবহ গমন ॥

— — — —

অগ্নিদহ বিবচিবা যেন ব্যক্ত নয় ॥
স্তম্ভ বিবচিযা তাহে পূবাইবে ঘৃতে।
স্বর্ণ নিয়োজিযা গৃহ কবিবে তাহাতে ॥
মধ্যে মধ্যে দিয়া বাঁশ ঘৃতে পূর্ণ কবি
যেই মতে অগ্নি দিলে নিবাবিতে নাবি ॥
এমত বচিবা কেহ লক্ষিতে না পাবে।
নানা চিত্র বিবচিবা লোক মনোহবে ॥
জতুগৃহ বেড়িয়া কবিবে অস্ত্র ঘব।
মন্ত্র বিবচিবা অস্ত্র বাখিবে ভিতব ॥
জৌগৃহ হইতে কদাচিত হয ত্রাণ।
অস্ত্র গৃহে অস্ত্র বাজি হাবাইবে প্রাণ ॥
তাব চতুর্দ্দিকে তবে খুদিবে গভীব।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীম বীব ॥
সময বুঝিযা অগ্নি দিবে সে আলয। (আঃ)

এখানে যেন দুর্লোভেব সঙ্গে দুর্বুদ্ধিব সহমিলন ঘটেছে। কিরূপ নির্মম শত্রু উচ্ছেদেব কিরূপ নির্মম পরিকল্পনা।

পাণ্ডবদেব হত্যা করবার জন্যে যে ফাঁদ দুর্যোধন তৈরী করেছিল বিদুরেব সতর্কতায় পাণ্ডববা কৌশলে সেই জতুগৃহে দগ্ধ হবাব ষড়যন্ত্র হতে বক্ষা পেযেছিলেন।

এখানে দুর্যোধনেব ঈর্ষ্যাপবায়ণ মনেব এক কুৎসিত চিত্র ফুটে উঠেছে। দুর্যোধন কেবল পবশ্রীকাতবই নয়, অতি হীন, নীচ স্বভাব সম্পন্ন।

বেদব্যাসেব মহাভাবতে আমবা দেখতে পাই যে দুর্যোধন পুরোচনকে কার্য্য সিদ্ধিব জন্য বলেছিলেন—এই ধনপূর্ণা বসুন্ধবা যেমন আমাব তেমনি তোমাবও বটে। অতএব একে বক্ষা করা তোমাব কর্ত্তব্য। তোমাব মত বিশ্বস্ত লোক আব কাউকে দেখছি না, যাব সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণা কবতে পাবি। তুমি এই মন্ত্রণাকে গোপন বেখে আমাব শত্রুদেব বধ কব। আমি যা বলছি, তা কব।

অতঃপব সহজ দাহ্য বস্তু যেমন শণ প্রভৃতি মিশিযে ঐ গৃহ নির্ম্মাণ কব এবং ঘৃত, তৈল, চর্বি প্রভৃতি প্রচুব পবিমাণ লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য মাটিব সঙ্গে মিশিযে ভাল করে লিপে দাও। ঐ গৃহেব চাবদিকে শণ, তৈল, ঘৃত, লাক্ষা, কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তু এমন ভাবে সাজাবে যাতে পাণ্ডববা বা অন্য কেউ তা পবীক্ষা কবেও বুঝতে না পাবে। গৃহ নির্ম্মাণ হলে তুমি সাদবে কুন্তী ও বান্ধবদেব সঙ্গে পাণ্ডবদেব ওখানে থাকবাব ব্যবস্থা কববে। আমাব পিতাব সন্তুষ্টিব জন্য দিব্য আসন, শয্যা, যান প্রভৃতিব ব্যবস্থা করবে। আমাদেব অভিপ্রেত সময় না আসা পর্য্যন্ত যাতে বাবণাবতে কেউ না জানতে পাবে তাব জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন কববে। যখন দেখবে যে পাণ্ডববা কোন বকম সন্দেহ করছে না, তখন অগ্নি সংযোগ কববে।

দহ্যমানে স্বকে গেহে দগ্ধা ইতি ততো জনাঃ।
ন গর্হযেযুবস্মান্ বৈ পাণ্ডবার্থায কর্হিচিৎ॥ (আঃ) ১৩।১৭

—লোকে জানবে নিজেব ঘবে নিজেব দোষেই আগুন লেগেছে, অতএব পাণ্ডবদেব জন্য আমাব কেউ নিন্দা কববে না।

পাণ্ডবরা বারণাবতে যাত্রা করলেন এবং বিদুর তাঁদের সর্তক করে উপদেশ দিলেন। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

বারাণাবতে নাগরিকরা পাণ্ডবদের অভিনন্দন জানালেন। পুরোচন দুর্যোধনের নির্দেশে নানা রূপ দাহ্য পদার্থ দিয়ে এক মনোরম গৃহ নির্মাণ করিয়েছিল। এই সহজ অগ্নিদাহ্য গৃহ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির ও ভীমের মধ্যে কথোপকথন হয়। কারণ তাদের মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

যুধিষ্ঠির গোপনে বিদুরের খনকের দ্বারা সুরঙ্গ খনন করেন। অতঃপর একদিন দানের ছলে কুন্তী দেবী রাত্রিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন। পান ভোজন সমাপান্তে সকলেই কুন্তীর অনুমতি নিয়ে বিদায় নিল, কেবল পাঁচটি পুত্র সহ এক নিষাদ জাতীযা স্ত্রী অত্যাধিক মদ পান করায় মত্ত অবস্থায় মৃতবৎ জতুগৃহের একপাশে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল। তখন ভীম পুরোচনের গৃহে প্রথম আগুন দিলেন এবং তারপর জতুগৃহে আগুন দিলেন। পাঁচ ভাই মাতা কুন্তী সহ সুরঙ্গের মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে জতুগৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অতঃপর তাঁরা বিদুর প্রেরিত নাবিকের দ্বারা গঙ্গার অপর পারে অবতরণ করলেন।

রাত্রি গত হলেই নাগরিকগণ পাণ্ডবদের দেখবার জন্য জতুগৃহে আসলেন। তাঁরা আগুন নিবিয়ে দেখলেন সেই জতুগৃহ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধীভূত হয়েছেন। নাগরিকরা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল পাণ্ডবদের হত্যা করবার জন্যই দুর্যোধন এই পাপ কর্ম করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই নিশ্চয় দুর্যোধন এই দুষ্কর্ম করেছেন এবং তাঁকে ধৃতরাষ্ট্র এই কর্মে নিবৃত্ত করেননি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ বিদুর এবং অন্যান্য কুরুবংশীয়রা সকলেই নিশ্চয়ই ধর্মকে অনুসরণ করছেন না। আমরা ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করব পাণ্ডবদের দগ্ধ করে আপনার উগ্র কামন পূর্ণ হয়েছে। (সংবৃত্তস্তে পরঃ কামঃ পাণ্ডবান্ দগ্ধবানসি।) তারা পাণ্ডবদের ভস্ম স্তূপের মধ্যে খুঁজতে যেয়ে

পঞ্চ পুত্র সহ নিষাদ জননীব মৃত দেহ দেখতে পেলেন। সুবঙ্গ খননকাবী ব্যক্তিটি ঘব পবিষ্কাব কববাব সময় ধূলোব দ্বাবা সেই সুবঙ্গটি ঢেকে দেওযায সুবঙ্গটি কাবও চোখে পড়ল না। অতঃপব বাবণাবতেব নাগবিকবা ধৃতবাষ্ট্রকে সংবাদ দিলেন যে পাণ্ডববা ও অমাত্য পুবোচন জতুগৃহে অগ্নিতে দগ্ধ হযেছেন। পাণ্ডবদেব মৃত্যু সংবাদে ধৃতবাষ্ট্র প্রভৃতি শোক প্রকাশ কবলেন এবং তাঁদেব পাবলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন কবলেন।

পাণ্ডববা বনে প্রবেশ কবলেন। বনে নানা বিপর্য্যযেব মধ্য দিযে তাঁবা দিন কাটাতে লাগলেন। এই সমযে ভীম সেনেব বাহুবলই তাঁদেব সব বিপদ হতে মুক্ত কবেছিল। (ভীম চবিত্র দ্রষ্টব্য।) পাণ্ডববা বন হতে বনান্তবে দ্রুত যেতে লাগলেন। পথে মৃগযা কবতে কবতে তাঁবা মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল কীচক প্রভৃতি জনপদেব বমণীয় বনসমূহ দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন। তাঁবা বল্কল ও অজিনেব বস্ত্র পবিধান কবে তাপস বেশ ধাবণ কবলেন। কোথাও তাঁবা জননী কুন্তীকে কাঁধে নিযে দ্রুত চলতে লাগলেন, কোথাও ধীবে ধীবে নিজেব ইচ্ছামত চলতে লাগলেন। তাঁবা প্রতিদিন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ কবতেন। একদিন তাঁবা স্বাধ্যায কবছেন, এমন সময পিতামহ বেদব্যাস আসলেন। (নীতিশাস্ত্রঞ্চ সর্বজ্ঞা দদৃশুস্তে পিতামহম্।) তিনি তাঁদেব বললেন, তিনি ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব অধর্মব কথা পূর্বেই জানতে পেবেছেন। এবং পাণ্ডবদেব হিতার্থে তিনি এসেছেন। তিনি তাঁদেব বিষণ্ণ হতে বাবণ কবে বললেন, এ সবই তোমাদেব সুখেবই কাবণ হবে। (ন বিষাদোঽত্র কর্ত্তব্যঃ সর্বমেতৎ সুখায বঃ)।

তিনি আবও বললেন ধৃতবাষ্ট্র পুত্রবা ও তোমবা সকলেই আমাব সমান স্নেহভাজন। কিন্তু দীন ও বালকদেব উপব লোকের অধিক স্নেহ থাকে। এইজন্য তোমাদেব প্রতি আমাব এখন স্নেহাধিক্য দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁদেব নিবোগ হযে নিকটবর্ত্তী বমণীয নগরী

ব্রতধারী ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনে তাঁরা দ্রুপদ রাজ্যে যাওয়া স্থির করলেন। তখন সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব পুনরায় তাঁদের নিকট আসলেন। এবং দ্রৌপদীর জন্ম বৃত্তান্ত তাঁদের জানালেন এবং তিনি যে পঞ্চ ভ্রাতার পত্নী হবেন—বিধাতার এই নির্দেশের কথাও জানিয়ে প্রস্থান করলেন।

পাণ্ডবরা পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে অর্জুন চিত্ররথ গন্ধর্বকে পরাজিত করেন ও তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য।) তারপর পাণ্ডবরা পাঞ্চালে যাত্রা করেন এবং পথে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলাপ করেন। দ্রুপদ রাজার রাজধানীতে পৌঁছে তাঁরা এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিলেন।

অতঃপর তাঁরা রাজসভায় গেলেন। আগন্তুক নৃপতিরা লক্ষ্যবেধে ব্যর্থ হলেন, তখন ছদ্মবেশী অর্জুন লক্ষ্যবিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। কাশীদাসী মহাভারতে দেখা যায় দুর্যোধন ছদ্মবেশী বিপ্রর নিকট দূত পাঠালেন।

দুর্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায়॥
বহুরাজ্য দেশ ধন নানারত্ন দিব।
একশত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ দুহিতা॥ (আঃ)

দুর্যোধনের এই প্রস্তাবের মধ্যে নারীর প্রতি তাঁর আসক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। রাবণের সঙ্গে এখানে দুর্যোধনের সাদৃশ্য। রাবণের মত এতটা শক্তিশালী নয় বলেই বোধ হয় দুর্যোধন নারী হরণে প্রবৃত্ত হতে সাহস করেননি। বরং দ্রৌপদীকে ভিক্ষা চাইলেন। দুর্যোধন যখন জানতে পারলেন ছদ্মবেশী বিপ্রই অর্জুন তখন ক্ষোভে দুঃখে তিনি বললেন ঃ—

লোক পাঠাইয়া দেহ দ্রুপদেব স্থানে।
নিভৃতে কহুক গিয়া পাঞ্চাল বাজনে॥
সহস্রেক বথ দিব সহস্রেক হাতী।
অর্দ্ধ বাজ্য ভোগ কব আমাব সংহতি॥
সখ্য হৈবে ধৃষ্টদ্যুম্ন তব পুত্র সহ।
আমাব পবম শত্রু পাণ্ডবে মাবহ॥
নতুবা পাঠাই যে কুরূপা নাবীগণ।
পাণ্ডবেব সহ রহুক করুক কথন॥
দ্রৌপদীকে তাহাব হউক অনাদব।
তবে ক্রোধ কবিবে দ্রুপদ নরবব॥ (আঃ)

যোগ্যতাব দাবীতে দ্রৌপদীকে লাভ করতে অক্ষম হযে খল প্রকৃতিব দুর্যোধন এক নীচ হীন উপায়ে দ্রৌপদীকে লাভ কববাব ষড়যন্ত্র কবেছিলেন।

স্বয়ংবর সভায় আগত নৃপতিবা জানতে পারলেন দ্রৌপদীব সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ হযেছে। অর্জুনই লক্ষ্যভেদ কবে দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। জতুগৃহে মাতা সহ পঞ্চ পাণ্ডবেব মৃত্যু সংবাদ বাজাবা পেয়েছিলেন। তাঁদেব ব্রাহ্মণ বেশে পুর্নজীবিত দেখে বিস্মিত হলেন, এবং ভীষ্ম, ধৃতবাষ্ট্র প্রভৃতি কৌববদেব নৃশংস কর্মেব জন্য ধিক্কাব দিতে লাগলেন।

এদিকে ধৃতবাষ্ট্র পুত্রবা এ ব্যাপাবে কর্ণ ও শকুনিব সঙ্গে পবামর্শ কবতে লাগলেন। শকুনি বললেন, প্রযোজন মত কোন শত্রুকে দুর্বল কববে এবং কোন শত্রুকে পীড়ন করবে। কিন্তু পাণ্ডবদেব সব ক্ষত্রিয়েব জন্যই উৎসাদন কবতে হবে—এটাই ক্ষত্রিযেব বাজনীতি। যদি তোমবা পবাজিত হযে কোন রকম মন্ত্রণা না কব তবে পবে অনুতপ্ত হবে। পাণ্ডবদেব বিনাশ কববাব এই উৎকৃষ্ট কাল ও দেশ। যদি এখন তা না কর, তবে পবে হাস্যাস্পদ হতে হবে। যে দ্রুপদ রাজাকে আশ্রয় কবে তাবা বাস কবতে চায, সেই রাজা অত্যন্ত দুর্বল।

বৃষ্ণি পুঙ্গবগণ ও চেদিবাজ শিশুপাল যতক্ষণ জানতে না পারেন, তাব পূর্বেই এদেব বিনাশ কবা উচিত। দ্রুপদেব সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলে এবা অত্যন্ত পবাক্রমশালী হযে পডবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যান্য রাজাবা যুদ্ধে তেমন আগ্রহী নয তাব মধ্যেই আমবা পাণ্ডবদেব নিশ্চয বধ কবব। তাবা জতুগৃহ হতে মুক্তি পেযেছে, কিন্তু এখনও যদি তাবা মুক্তি পায তবে তাদেব দ্বাবা আমাদের প্রভূত ভয আছে।

তেষামিহোপযাতানামেষাঞ্চে পুববাসিনাম্।

অন্তবে দুষ্কবং স্থাতুং মেষযোর্মহতোবিব ॥ (আঃ) ১৯৯।৭।১১

—যেমন যুদ্ধবত দুই বিশাল মেষদ্বযেব মধ্যে টিকে থাকা সুকঠিন, তেমনি পাণ্ডববা ও তাদেব পক্ষেব পুববাসীদেব মধ্যে যুদ্ধে দাঁডিযে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

যে পর্যন্ত স্বযং হলধব পবিচালিত বলশালিনী সেনাবাহিনী পতঙ্গেব ন্যায কুরুসেনাবাহিনীব উপব আক্রমণ না কবে, তাব পূর্বে এই দ্রুপদ বাজাকে বিনাশ কর। আমি শত্রুকে বিনাশ কববাব এটা উপযুক্ত সময় বলে মনে কবি।

কিন্তু শকুনিব এই প্রস্তাবে সোমদত্ত পুত্র ভূবিশ্রবা নানা নীতি বাক্য দ্বাবা পবামর্শ দিলেন যে বাজাদেব অভিলষিত সমস্ত গুণই পাণ্ডবদেব আছে। অর্জুন তাঁব বিক্রম ও কর্মদ্বাবা প্রজাদেব আকৃষ্ট কবে তাঁদেব প্রিয হযেছেন। যুধিষ্ঠিব শত্রুকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডেব দ্বাবা বশ কবতে চেষ্টা কবেন। ক্রোধেব দ্বাবা নয। যে পাণ্ডবদেব সাহায্যেব জন্য কৃষ্ণ ও বলবাম সর্বদা উৎসুক, তাঁদেব জয কবা ইন্দ্রেব সঙ্গে দেবতাদেবও অসাধ্য। এইভাবে তিনি পাণ্ডব ও দ্রুপদবাজেব শৌর্য বীর্য সম্বন্ধে নানা উল্লেখ কবে পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কবে স্ব স্ব বাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনেব পবামর্শ দিলেন।

স্বযংবব সভা শেষ হলে অন্যান্য নৃপতিবা নিজ নিজ বাজ্যে ফিবে গেলেন। বাজা দুর্যোধন ভ্রাতাদেব সঙ্গে বিষণ্ণ মনে যখন অশ্বত্থামা, শকুনি, কর্ণ ও কৃপেব সঙ্গে ফিবে যাচ্ছেন, তখন দুঃশাসন

লজ্জিতভাবে বললেন, অর্জুন ব্রাহ্মণ বেশে যদি না আসত, তাহলে সে দ্রৌপদীকে লাভ করতে পারত না, কেউ-ই তাকে দেখে চিনতে পারেনি।

দৈবঞ্চ পরমং মন্যে পৌরুষং চাপ্যনর্থকম্।

ধিগস্তু পৌরুষং তাত ধ্রিয়ন্তে যত্র পাণ্ডবাঃ॥ (আঃ) ১৯৯।১২

—দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে, পুরুষকার নিরর্থক। তাত, পুরুষকারকে ধিক্। কেননা পাণ্ডবরা এখনও জীবিত আছে।

'পাণ্ডবরা জতুগৃহের অগ্নি হতে মুক্ত হয়ে দ্রুপদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে তা দেখে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং অন্যান্য দ্রুপদ পুত্রদের যুদ্ধ বিদ্যা কুশলতার কথা চিন্তা করে ধৃতরাষ্ট্ররা সকলেই বিষণ্ণ ও নিরাশ হলেন।

বিদুরের মুখে পাণ্ডবদের দ্রৌপদীকে বিবাহ করার সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট তাদের প্রশংসা করেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মুখে পাণ্ডবদের প্রশংসা শুনে তাঁকে এই শুভবুদ্ধির জন্য প্রশংসা করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

অতঃপর দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এসে বললেন, বিদুরের সামনে আপনার কাছে আমাদের দুষ্ট অভিপ্রায় সম্বন্ধে বলতে পারি না। এজন্য আপনাকে বলতে এসেছি, এখন আপনি কি করতে চান? আপনি বিদুরের সামনে শত্রুদের যেরূপ প্রশংসা করলেন, তাতে মনে হয় আমার শত্রুদের উন্নতিকেই আপনার নিজের উন্নতি বলে মনে করেন। শত্রুর শক্তি ক্ষয় করার জন্য যা করার দরকার, তা না করে আপনি তার বিপরীত কাজই করছেন। আমরা এ সময়ে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এমন মন্ত্রণা করছি, যাতে পাণ্ডবরা পুত্র, বল ও জ্ঞাতি-গণের সঙ্গে আমাদের গ্রাস করতে না পারে।

উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র জানালেন, তিনিও দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধাচারণ করতে চান। কিন্তু বিদুরের নিকট তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে চান না। তিনি পাণ্ডবদের প্রশংসায় মুখর হয়ে

উঠেছিলেন। তিনি দুর্যোধন ও কর্ণকে বর্ত্তমানে কি কবা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কবলেন।

দুর্যোধনেব প্রদত্ত মন্ত্রণাব মধ্যে বীবত্বেব কোন ছাপ নাই। ইহাতে এক দুষ্ট চক্রেব তির্য্যক গতি সুস্পষ্ট। দুর্যোধন বললেন আমি এখন এক বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের দ্বাবা কুন্তী পুত্র ও মাদ্রী পুত্রদেব মধ্যে পবস্পব বিভেদ ঘটাব। অথবা বহু ধন দিয়ে বাজা দ্রুপদকে ও তাব অমাত্য-বর্গকে সর্বপ্রকাবে প্রলোভিত কবা হোক। দ্রুপদ বাজা যেন যুধিষ্ঠিবদেব পবিত্যাগ কবেন বা সেই গুপ্তচব ব্রাহ্মণ সেইখানেই যেন পাণ্ডবদেব বাসস্থানেব ব্যবস্থা কবে এই বলে যে এখানে বাস কবলে তাদেব সমূহ বিপদ আছে, ওখানে থাকলে তা নেই। অথবা আমাব গুপ্তচবগণ মিষ্ট ভাষায় পাণ্ডবদেব পবস্পবেব মধ্যে বিবাদ ঘটাবে। অথবা কৃষ্ণা যাতে তাদেব পতিদেব ত্যাগ কবে বা তাদেব প্রতি বিবাগ-ভাজন হয, সেইরূপ কবা উচিত। অথবা গুপ্তভাবে গুপ্তচবেব দ্বারা বিভিন্ন উপাযে ভীমকে হত্যা কবা হোক। কাবণ যুধিষ্ঠিব তাব শক্তিব জন্যই আমাদেব গ্রাহ্য কবে না। ভীমই তাদেব মধ্যে উগ্র স্বভাব, বীব এবং পবম অবলম্বন। সে না থাকলে অর্জুন কর্ণেব চতুর্থাংশও নয়। ভীমসেনেব মৃত্যু ঘটলে পাণ্ডববা নিজেদেব দুর্বলতা উপলব্ধি কবে, আমবা বলবান বুঝতে পেবে, বাজ্য লাভেব কোন চেষ্টাই কববে না। অথবা তাদেব হত্যাব চেষ্টা কবতে পাবি। অথবা অতি সুন্দবী বমনীদেব দ্বাবা প্রত্যেক পাণ্ডবকে প্রলুব্ধ কবে দ্রৌপদীব মন তাদেব প্রতি বিরূপ কবাব চেষ্টা কবা হোক। অথবা কর্ণকে পাঠিযে তাদেব এখানে আনিযে বিশ্বস্ত লোক দিযে তাদেব বধ কবা হোক। এইসব উপায়েব মধ্যে আপনাদেব যেটি মনঃপূত সেটি প্রযোগ করুন। কাবণ সময চলে যাচ্ছে। (কালোঽতিবর্ততে।) যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রুপদ বাজাব তাদেব প্রতি অগাধ বিশ্বাস না জন্মে, তাব মধ্যেই আমবা তাদেব ভেদ ঘটাতে পাববো। তাবপবে আব সম্ভব হবে না। দুর্যোধন কর্ণেব পবামর্শও চাইলেন।

দুর্যোধনের উপরোক্ত পরামর্শ হতে, তিনি যে কতটা কূট নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্যোধনের এরূপ আচরণ **Shakespeare** একটি উক্তি—**Oh, beware of jealousy; it is the greeneyed monster which doth mock the meat it feeds on.** মনে করিয়ে দেয়। দুর্যোধন চরিত্র পর্য্যালোচনা করলে এই কথাটিই মনে হয় ঈর্ষা তাঁর সারা জীবনের এবং ঈর্ষার আগুনে তিনি নিজে একা দগ্ধ হননি—সমস্ত কৌরব বংশকে ধ্বংস করেছেন।

কর্ণ দুর্যোধনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বললেন সাম, দান ও ভেদের দ্বারা পাণ্ডবদের নিগ্রহ করা যাবে না। সুতরাং বিক্রমের দ্বারাই তাদের বশীভূত করে বধ কর। বিক্রমের দ্বারা তাদের জয় করে এই সমগ্র পৃথিবীকে তুমি ভোগ কর। এটা ছাড়া আমি অন্য কোন উপায় দেখছি না।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রশংসা করে বললেন, কর্ণের প্রস্তাব শোভনীয় ও যুক্তিযুক্ত। তথাপি তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি উপায় স্থির করতে বললেন যা তাঁদের পক্ষে সুখকর।

ভীষ্ম পাণ্ডবদের অর্দ্ধরাজ্য দানের পরামর্শ দিলেন দুর্যোধনকে। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য।) তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিয়ে বললেন এর বিপরীত কিছু করলে তোমার হিত কিছু হবে না বরং তোমার অহিত হবে।

কীর্তিরক্ষণমাতিষ্ঠ কীর্তিহি পরমং বলম্।
নষ্টকীর্তের্মনুষ্যস্য জীবিতং হ্য ফলং স্মৃতম্॥ (আঃ) ২০২।১০

—সুতরাং কীর্তি রক্ষা করতে চেষ্টা কর। কীর্তিই মানুষের পরম বল। কীর্ত্তিহীন মানুষের জীবনই 'বিফল' বলে কথিত হয়।

যাবৎ কীর্তির্মনুষ্যস্য ন প্রণশ্যতি কৌরব।
তাবজ্জীবতি গান্ধারে নষ্ট-কীর্তিস্তু নশ্যতি॥ (আঃ) ২০২।১১

—হে গান্ধাবী নন্দন, কীর্তি যতদিন থাকে, ততদিন মানুষ বেঁচে থাকে। কীর্তি নষ্ট হলে মানুব বিনষ্ট হয।

তিনি আবও বললেন, যদি ধর্মলাভ কবতে চাও, যদি আমার প্রিয কাজ কবতে চাও এবং যদি তোমাব কল্যাণ চাও, তবে অর্দ্ধবাজ্য তাদেব দাও। দ্রোণাচার্য্য ধৃতবাষ্ট্রকে বললেন, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মেব মত আমাব মত। কুন্তী নন্দনদেব অর্দ্ধবাজ্য ভাগ কবে দিন। কারণ এটাই কুল পবম্পবা অনুসৃত ধর্ম। (ধর্ম এষ সনাতনঃ।) এখনই দ্রুপদের নিকট বহু বস্ত্র উপঢৌকন দিয়ে একজন প্রিয়ভাষী লোককে পাঠান। সুবর্ণ খচিত শুভ্র বসন ও সুবর্ণ আভবণসমূহ দ্রৌপদীকে দেবেন। (দ্রোণ চবিত্র দ্রষ্টব্য।) পাণ্ডবরা আসতে সম্মত হলে দুঃশাসন ও বিকর্ণ সসৈন্যে পাণ্ডবদেব এগিযে আনতে যাক্। আপনাব নিজ পুত্র ও পাণ্ডবদেব প্রতি এই ব্যবহাব কবাই কর্ত্তব্য—এই কথা আমি ভীষ্মেব সঙ্গে একমত হযে বলছি। কিন্তু কর্ণ দ্রোণেব পবামর্শেব বিবোধিতা কবলেন। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য)

বাজন্ নিঃসংশযং শ্রেযো বাচ্যস্ত্বমসি বান্ধবৈঃ।
ন ত্বশুশ্রূষমাণে বৈ বাক্যং সম্প্রতি তিষ্ঠতি॥ (আঃ। ২০৪।১

—বাজন, যা নিঃসংশযে শ্রেয, আপনাকে তা বলাই বন্ধুদেব কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি শুনতে ইচ্ছুক নন তাতে কোন হিতোপদেশ স্থিতি লাভ কবে না। বিদুব আবও বললেন—শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং আচার্য্য দ্রোণ বহু প্রকাবে আপনাব হিতকব যা উপদেশ দিযেছেন, আপনি তা গ্রহণ কবছেন না। এবং বাধাসুত কর্ণও তা আপনাব হিতকব বলে মনে কবছে না। আমি চিন্তা কবেও এই দুইজন পুরুষসিংহ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান আপনাব হিতকাবী কোন বন্ধুকেই দেখতে পাচ্ছি না। (আভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং যো। বা স্যাৎ প্রজ্ঞযাধিকঃ।) এঁবা উভযেই বিদ্যা, বুদ্ধি ও বযসে প্রবীণ এবং আপনাব প্রতি ও পাণ্ডুপুত্রগণেব প্রতি সমান দৃষ্টি সম্পন্ন। (বিদুব চবিত্র দ্রষ্টব্য।) এঁবা ধার্মিক, অতএব নিজ স্বার্থে কোন পক্ষপাতমূলক উপদেশ দেবেন না। আপনাব

মন্ত্রিগণ যদি অন্যরূপ পবামর্শ দেন তবে বুঝতে হবে তাবা আপনাব মঙ্গল চিন্তা কবে না। পুবোচনেব দ্বাবা আপনাব যে অপযশ চাবদিকে ছড়িযে পড়েছে। পাণ্ডবদেব প্রতি এখন সদ্ব্যবহাবেব দ্বাবা তা স্খালন কবতে চেষ্টা করুন।

তেষামনুগ্রহশ্চাযং সর্বেষাং চৈব নঃ কুলে।

জীবিতঞ্চ পবং শ্রেয়ঃ ক্ষত্রস্য চ বির্দ্ধনম্॥ (আঃ) ২০৪।২৪

—তাদেব প্রতি অনুগ্রহ আমাদেব কুলেব সকলকে বক্ষা কববে, সকলেব জীবনেব পবম হিতকব হবে এবং সমস্ত ক্ষত্রিয কুলেব সমৃদ্ধিব কাবণ হবে।

যচ্চ সাম্নৈব শক্যেত কার্য্যং সাধযিতুং নৃপ।

কো দৈবশপ্তস্তৎ কার্য্যং বিগ্রহেণ সমাচবেৎ॥ (আঃ) ২০৪।২৭

—নৃপতি, যে কাজ সামনীতিব দ্বাবা সম্পন্ন কবা যায, এমন কে দৈবেব দ্বাবা অভিশপ্ত পুরুষ আছে যে তা বিগ্রহেব দ্বাবা সম্পন্ন কবতে চায?

পাণ্ডববা জীবিত জেনে প্রজাবা তাদেব দেখবাব জন্য উৎসুক। সুতবাং হে বাজন, আপনি সকলেব প্রিয আচবণ করুন। দুর্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি এবা অধার্মিক, দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন এবং বুদ্ধিতে ও বয়সে বালক। সুতবাং এদেব কথা আপনি শুনবেন না। আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছিলাম এই দুর্যোধনেব অপবাধে প্রজাবা বিনষ্ট হবে।

ধৃতবাষ্ট্রেব আদেশে বিদুব দ্রুপদ বাজ্যে গেলেন এবং পাণ্ডবদেব হস্তিনাপুবে পাঠাবাব জন্য দ্রুপদবাজাব নিকট প্রস্তাব কবলেন এবং দ্রুপদ বাজাব সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওযায ধৃতবাষ্ট্র ও কৌবববা সন্তুষ্ট হযেছেন ও নিজেদেব কৃতার্থ মনে কবছেন ইহাও বললেন।

দ্রুপদ বাজা বললেন, আপনাদেব সঙ্গে সম্বন্ধ হওযাতে আমিও আনন্দিত হযেছি। নিজেব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কবা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি তো নিজ মুখে একথা বলতে পাবি না। পঞ্চ পাণ্ডব এবং তাঁদেব হিতাকাঙ্ক্ষী ধর্মজ্ঞ কৃষ্ণ ও বলবাম যখনই যেতে চাইবেন তখনই যেতে পাবেন।

যুধিষ্ঠিব বললেন আমবা সকলেই আপনাব অধীন আপনি যখনই অনুমতি দেবেন, তখনই তা কবব। কৃষ্ণও এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

অতঃপব দ্রুপদেব অনুমতি পেযে পাণ্ডববা, স্ত্রী ও মাতা ও কৃষ্ণ বিদুবেব বথে চডে আনন্দে বিহাব কবতে কবতে সুখে হস্তিনাপুবে উপস্থিত হলেন।

বাজা ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডববা এসেছেন শুনে তাঁদেব অভ্যর্থনা কববাব জন্য কৌববদেব পাঠালেন। তিনি বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপকে পাঠালেন। পাণ্ডববা এই সব বীবদেব সঙ্গে হস্তিনাপুবে প্রবেশ কবলেন। পাণ্ডবদেব দেখে নাগবিকবা দীপেব দ্বাবা নগবী আলোকিত কবল। আনন্দে প্রজাবা বলতে লাগল ধার্মিক যুধিষ্ঠিব পুনবায এসেছেন। তিনি আমাদেব নিজেব আত্মীযেব মত ধর্মানুসাবে পালন কবতেন। তিনি যখন এসেছেন তখন আমাদেব এমন কোন প্রিয কাজ নেই যা সম্পন্ন কবা হবে না।

অতঃপব পাণ্ডববা ধৃতবাষ্ট্র, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌববদের প্রণাম কবলেন। নগববাসী সকলেব কুশল জিজ্ঞেস কবে তাঁবা ধৃতবাষ্ট্রেব অনুমতি অনুসাবে বাজপ্রাসাদে বাস কবতে লাগলেন।

দুর্যোধনেব মহিষী কাশিব বাজদুহিতা অন্যান্য ধৃতবাষ্ট্র পুত্র বধূদেব সঙ্গে দ্রৌপদীকে ববণ কবলেন এবং শচী দেবীব ন্যায সমাগতা পূজণীযা পাঞ্চালীকে পূজা কবলেন।

গান্ধাবীব নির্দেশে বিদুব পাণ্ডবদেব পাণ্ডুব প্রাসাদে নিযে গেলেন। ধৃতবাষ্ট্রেব আদেশে বিদুব তাঁদেব পবিচালনা কবতেন। এবং পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুবে বিহাব কবতে লাগলেন।

কিছুদিন বিশ্রামেব পব একদিন ধৃতবাষ্ট্র ভীষ্মেব সঙ্গে পবামর্শ কবে তাঁদেব ডেকে বললেন, পুনবায আমাব পুত্রদেব সঙ্গে যাতে তোমাদেব বিবাদ না হয এইজন্য আমি বলছি, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে বাজত্ব কব। (ধৃতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য) সেখানে কেউই তোমাকে পীডিত কবতে পাববে না। তুমি অর্ধবাজ্য নিযে খাণ্ডবপ্রস্থে বাজত্ব কব।

ধৃতবাষ্ট্র অভিষেকেব দ্রব্য সমাগ্রী আনতে বিদুবকে আদেশ কবলেন এবং সেদিনই তিনি যুধিষ্ঠিবকে বাজসিংহাসনে অভিষিক্ত কববেন স্থিব কবলেন। (অভিষিক্তং কবিষ্যামি অদ্য বৈ কুরুনন্দনম্।) তিনি আরও বললেন—

পাণ্ডোঃ কৃতোপকাবস্য বাজ্যং দত্ত্বা মমৈব চ।

প্রতিক্রিয়াকৃতমিদং ভবিষ্যতি ন সংশযঃ॥ (আঃ) ২০৬।২৫ (১০)

—পাণ্ডু যে বাজ্য জয কবে আমাকে দিযে উপকৃত কবেছিল আমি যদি সেই বাজ্যে যুধিষ্ঠিবকে অভিষিক্ত কবি, তবে তাতে প্রত্যুপকাব কবা হবে সন্দেহ নেই।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুব—সকলেই ধৃতবাষ্ট্রেব এই কার্য্যেব প্রশংসা কবলেন। কৃষ্ণও বললেন, মহাবাজ আপনি যা সঙ্কল্প কবেছেন, তা যুক্তি সঙ্গত। এতে কৌববদেব সুনাম হবে। আজ আপনাব কথা অনুরূপ শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করুন। (শীঘ্রমদ্যৈব বাজেন্দ্র যথোক্তং কর্তু র্মর্হসি।) সেই সময কৃষ্ণদ্বৈপায়ণও তথায উপস্থিত হলেন। বিদুব অভিষেকেব আয়োজন সম্পন্ন কবলেন। সকলেব আশীর্বাদ নিযে যুধিষ্ঠিবেব অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হল। অভিষেকেব পব ধৃতবাষ্ট্র যুধিষ্ঠিবকে বললেন, অভিষেক কর্ম সমাপ্ত হযেছে। তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে আজই চলে যাও। ওখানে পুবী নির্মাণ কবে তুমি তাব সমৃদ্ধি বর্ধন কব। তোমাব প্রতি ভক্তি বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সব প্রজাই তোমাব বাজ্যে গিযে বাস কববে। ঐ নগব ও বাষ্ট্র ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধ। তুমি ভ্রাতাদেব সঙ্গে ওখানে বাজত্ব কব।

অতঃপব পাণ্ডববা তাঁকে প্রণাম কবে এবং কৃষ্ণকে আগে বেখে ভয়ঙ্কব বন খাণ্ডবপ্রস্থে গমন কবলেন। অতঃপব কৃষ্ণ ইন্দ্রকে স্মবণ কবলেন। ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে পাণ্ডবদেব জন্য পুবী নির্মাণ কববাব আদেশ দিলেন। মহেন্দ্র বললেন, বিশ্বকর্মা, তুমি পুবী তৈবী কব। আজ হতে ঐ নগবে যা দিব্য ও বমণীয হবে তাব নাম হবে ইন্দ্রপ্রস্থ। (ইন্দ্র প্রস্থমিতি খ্যাতং দিব্যং বম্যং ভবিষ্যতি।) কৃষ্ণ বিশ্বকর্মাকে

বললেন, তুমি যুধিষ্ঠিবের জন্য ইন্দ্রেব দেওযা নামানুযাযী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে ইন্দ্রেব অমবাবতীয ন্যায এক নগব নির্মাণ কব।

যুধিষ্ঠিবেব ইন্দ্রপ্রস্থ নগব স্বর্গেব ন্যায শোভা পাচ্ছিল। অফুবন্ত ধনবাশিতে পূর্ণ হওযায় তা কুবেবেব অলকাপুবীব ন্যায শোভা বিস্তাব কবেছিল। নানা দেশ হতে সর্ববেদবিদ ব্রাহ্মণগণ ও সর্বভাষাবিদ বণিকবা ধনার্থী হয়ে তথায আগমন কবে বাস কবতে লাগলেন। সর্বপ্রকার শিল্পবিদ্ পুরুষবা তথায বাস কববাব জন্য আগমন কবতে লাগলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পবিবেশিত, অতুল ধনবাশি ও পণ্ডিত বিদ্বদজন পবিবেষ্টিত ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডববা পবমানন্দে বাস কবতে লাগলেন।

অতঃপব যুধিষ্ঠিব বিশ্বকর্মাকে ও কৃষ্ণদ্বৈপাযণকে বিদায দিলেন। গমনেচ্ছু কৃষ্ণকে বললেন তোমাব কৃপাতেই আমবা বাজ্য পেযেছি। তোমাব প্রসাদেই অত্যন্ত দুর্গম শূন্য স্থানও বাষ্ট্রে পবিণত হযেছে। তোমাব কৃপাতেই আমবা বাজসিংহাসন লাভ কবেছি। তুমিই আমাদেব অনন্ত কালেব গতি স্বরূপ। আমবা পাণ্ডুকে জানি না। তুমিই আমাদেব মাতা পিতা ও ইষ্টদেবতা। (মাতাস্মাকং পিতা দেবো ন পাণ্ডুং বিদ্ম বৈ বযম্।) তুমি যা কর্তব্য মনে কব তা আমাদেব দিযে কবিযে নাও। পাণ্ডবদেব জন্য যা অভীষ্ট মনে হয, আমাদেব দিযে তা কবিযে নাও। আমাদেব আদেশ কব। কৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিযে নাবদেব উপদেশ শ্রদ্ধাব সঙ্গে গ্রহণ কবে তাঁব আদেশ পালন কবতে বলে কুন্তীকে প্রণাম কবে চলে গেলেন।

অতঃপব একদা নাবদ ইন্দ্রপ্রস্থে আসলেন। তিনি পাণ্ডবদেব ত্রিলোক বিখ্যাত অসুব সুন্দ উপসুন্দ দুই সহোদবেব কাহিনী বিবৃত কবে জানালেন এই দুই ভ্রাতা যুদ্ধে অবধ্য ছিল। উভযেব একই বাজ্য একই গৃহ, একই শয্যা, একই আসন ও আহাব ছিল। উভযে এক সঙ্গে বসে আহাব কবত, গল্প কবত। পবস্পব পবস্পবেব প্রিযকাবী ও প্রিযবাদী ছিল। উভযেব আচাব ব্যবহাব এমন ছিল যে উভয পৃথক হলেও এক বলে মনে হোত। ত্রিলোক জয কববাব

জন্য উভয় ভ্রাতা বিন্ধ্যাচলে উগ্র তপস্যা করতে লাগল। তা দেখে দেবতারা আশ্চর্য্যান্বিত হলেন এবং নানা ভাবে তাদের বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উভয় অন্য দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একাগ্র মনে তপস্যা করতে থাকে।

তাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাদের বর দিতে চাইলেন। তখন তারা মায়াবী, অস্ত্রবিদ, মহাবলশালী ও কামরূপী হয়ে অমরত্ব লাভ করবার বর প্রার্থনা করল। ব্রহ্মা বললেন তোমরা ত্রিলোকের প্রভু হবার ইচ্ছায় তপস্যা করছিলে, সুতরাং অমরত্ব বর দেব না। তখন তারা বলল, ত্রিলোকে স্থাবর—জঙ্গম যত প্রাণী আছে, আমরা যেন কারও দ্বারা বধ্য না হই। কেবল আমাদের উভয়ের মধ্যে কলহ হলেই যেন আমরা বধ্য হই। ব্রহ্মা তাদের ঈপ্সিত বর দিলেন।

বর পেয়ে সুন্দ ও উপসুন্দ দৈত্য সৈন্য নিয়ে ইন্দ্রলোক জয় করে যক্ষ, রাক্ষস ও খেচরদের জয় করে, পাতাল জয় করে সমগ্র পৃথিবী জয় করে ব্রাহ্মণ, শুদ্ধাত্মা মুনিদের ও রাজাদের ধ্বংস করতে লাগল। এইভাবে সুন্দ উপসুন্দ সব দিক জয় করে নিঃশত্রু হয়ে কুরুক্ষেত্রে নিবাস করতে লাগল।

তখন ব্রহ্মার নিকট দেবগণ, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিরা প্রভৃতি সুন্দ উপসুন্দরের নিষ্ঠুর কর্মের কথা বললেন। ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত শুনে বিশ্বকর্মাকে ডেকে এমন এক রমণী সৃষ্টি করতে বললেন যে সকলের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে। বিশ্বকর্মা তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করল। সেই তিলোত্তমাকে উপলক্ষ্য করে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হল। উভয়ই তিলোত্তমাকে স্বীয় ভার্যা রূপে কামনা করল। পরিণামে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হয়, তারপর গদা যুদ্ধে একে অন্যকে আঘাত করে। ফলে গদাঘাতে এ দুই ভয়ঙ্কর দৈত্যের মৃত্যু হয়।

নারদ বললেন যারা সর্ব বিষয়ে অভিন্ন হৃদয়ের ছিল, সেই দুই দৈত্য তিলোত্তমার জন্য পরস্পর পরস্পরকে বধ করেছিল। তোমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ তোমাদের সকলকেই বলছি যাতে দ্রৌপদীর জন্য

তোমাদের মধ্যে বিবাদ না হয় (যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যাৎ সর্বেষাং দ্রৌপদীকৃতে।) তার ব্যবস্থা কর। নারদের সম্মুখেই পরস্পরের স্নেহে বশীভূত হয়ে এইরূপ নিয়ম করলেন—নিষ্পাপা কৃষ্ণা আমাদের এক এক জনের গৃহে এক এক বৎসর বাস করবে। (একৈকস্য গৃহে কৃষ্ণা বসেদ্ বর্ষমকল্মষা)।

ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষার জন্য অর্জুন দ্রৌপদী সম্বন্ধে তাঁদের নিয়ম ভঙ্গ করেন ও দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচারী রূপে বনে গমন করলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য।)।

কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুনের বনবাস কালে তিনি কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক জেনে বলরামের নিকট এই প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু বলরাম অর্জুন অপেক্ষা দুর্যোধনকেই উপযুক্ত পাত্ররূপে মনোনীত করে দুর্যোধনের নিকট বিবাহ প্রস্তাব পাঠালেন। দুর্যোধন বরবেশে সুভদ্রাকে বিবাহ করতে এসে শুনলেন পূর্বেই সুভদ্রাকে হরণ করে অর্জুন তাঁকে বিবাহ করেছেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ—

শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্যোধন উঠিল গর্জিয়া॥
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখুন কর্ম তনয় পাণ্ডুর॥
যে কন্যা নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম হরিল তাহারে॥
মোর দোষাদোষ সব জ্ঞাত হৈলা সবে।
এক্ষণে মারিব দেখ কে রাখে পাণ্ডবে॥ (আঃ)

শকুনি কর্ণকে আদেশ দিলেন অর্জুনকে বেঁধে আনতে। কিন্তু বিদুর বললেন,—

পার্থ সহ দ্বন্দ্বে কি তোমার প্রয়োজন॥
বরণ করিয়া তোমা আনিল যে জন।
তাঁর ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ॥

সে যেমত কহিবে কবিবে সেই বীত।
পার্থ সহ কলহ তোমাব অনুচিত॥ (আঃ)

ভীষ্ম, দ্রোণও বিদুবেব অভিমতকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

দ্বাবাবতী চলিল নৃপতি দুর্যোধন॥ (আঃ)

দুর্যোধন শুনলেন সাত্যকি অর্জুনকে বলছেন ঃ—

তোমাব সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিযা।
বাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিযা॥
এ কাবণে শীঘ্রগতি পাঠালেন মোবে।

— — —

সুভদ্রাকে তোমাতে কবিবে সমর্পণ।

আত্মাভিমানী—দুর্যোধন শুনি অভিমানেতে বহিল।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল॥ (আঃ)

দুর্যোধনেব অর্জুনেব নিকট এই দ্বিতীয পবাজয। লক্ষ্য ভেদ কবে দ্রৌপদীকে লাভ কবতে দুর্যোধন সমর্থ হননি। বলবামেব মনোনীত পাত্র হযেও বব বেশে বিবাহ বাসবে এসে শুনলেন বধূকে সাতদিন পূর্বেই অর্জুন হবণ কবে নিযে বিবাহ সম্পন্ন কবেছে। ভাগ্যেব এই পবিহাসও তাঁকে সহ্য কবতে হল। কাবণ অর্জুনেব বিক্রমেব কাছে যেখানে স্বযং কৃষ্ণ বলবাম নতি স্বীকাব কবেছেন সেই ক্ষেত্রে দুর্যোধন তো নগণ্য। এটাই Irony of fate.

দুর্যোধনেব উপর্যুপবি এইসব পবাজযই তাঁব অন্তবে ঈর্ষাব আগুনকে আবও অধিকতব প্রজ্বলিত কবতে সহাযতা কবেছিল।

বেদব্যাসেব মহাভাবতে এ কাহিনী কিন্তু অন্যরূপ। বৈবতক পর্বতেব উৎসবে সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন আকৃষ্ট হন্। অতঃপব কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিবেব অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণেব সঙ্গে পবামর্শ কবে অর্জুন সুভদ্রাকে হবণ কবেন। যদিও প্রথমে বলবামেব এই বিবাহে সম্মতি ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণেব পবামর্শে তিনি অর্জুনেব সঙ্গেই সুভদ্রাব বিবাহ দেন।

একদা নাবদমুনি যুধিষ্ঠিবের নিকট এসে তাঁকে নানা বকম পবামর্শ দেওযাব পব বললেন, আমি মর্ত্যলোকে আসছি তা জানতে পেবে আপনাব পিতা পাণ্ডু আমাকে বললেন, আপনি যুধিষ্ঠিবকে বলবেন, আপনি পৃথিবী জয় কবতে সমর্থ এবং ভ্রাতাবা আপনাব বশীভূত। অতএব আপনি বাজসূয যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন।

ত্বযীষ্টবতি পুত্রেহহং হবিশ্চন্দ্রবদাশু বৈ।

মোদিষ্যে বহুলাঃ শশ্বৎ সমাঃ শক্রস্য সংসদি ॥ (সভাঃ) ১২।২৬

—আপনাব ন্যায পুত্র দ্বাবা এই যজ্ঞ সম্পন্ন হলে আমি শীঘ্রই বাজা হবিশ্চন্দ্রেব ন্যায বহু বৎসব পর্য্যন্ত ইন্দ্র সভায থেকে নিত্য আনন্দ ভোগ কবতে পাবব।

আমি তাঁব এ অভিলাষ আপনাদেব জানাবাব প্রতিশ্রুতি দিযে-ছিলাম। আপনি আপনাব পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, তাহলে পূর্ব পুরুষদেব সঙ্গে আপনি মহেন্দ্রলোকে যাবেন। নারদ আবও বললেন বাজসূয যজ্ঞ মহাযজ্ঞ নামে খ্যাত। কাবণ এই যজ্ঞে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয।

যুধিষ্ঠিব বাজসূয যজ্ঞকাবী বাজর্ষিগণেব মহিমা শুনে এবং পুণ্য কর্ম দ্বাবা যাগকাবিদেব উত্তমলোক প্রাপ্তি ঘটে জেনে ও যজ্ঞকাবী বাজর্ষি হবিশ্চন্দ্রকে ইন্দ্রলোকে বিশেষ দীপ্যমান শুনতে পেযে বাজসূয যজ্ঞেব অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক হলেন। কৃষ্ণেব সঙ্গে ও ভাইদেব সঙ্গে পবামর্শ কবে তিনি বাজসূয যজ্ঞেব আযোজন কবলেন। সর্ব বর্ণেব লোকদেব আমন্ত্রণেব জন্য চাবিদিকে-দূত পাঠালেন। নকুল স্বযং হস্তিনাপুবে গিযে ভীষ্ম ও ধৃতবাষ্ট্রকে নিমন্ত্রণ কবলেন। সেই যজ্ঞে বিবিধ মহাবত্ন সমূহ উপাযন রূপে সঙ্গে নিয়ে ধৃতবাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুব, দুর্যোধনাদি সব ভ্রাতাবা, গান্ধাববাজ সুবল, শকুনি, অচল, বৃষক ও কর্ণ প্রভৃতি সব কৌবব ও কৌবব পক্ষীয ক্ষত্রিযগণ যুধিষ্ঠিবেব বাজসূয যজ্ঞে উপস্থিত হলেন।

পাণ্ডববাজ যুধিষ্ঠিব সকলকে মিলিত ভাবে তাঁব যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করতে অনুবোধ কবলেন এবং যে যে কাজে উপযুক্ত তাকে সে কাজে

নিযুক্ত কবলেন। দুর্যোধনকে বাজাগণেব আনীত উপঢৌকন সমূহ যথাবীতি গ্রহণ কবে যথাস্থানে বক্ষা কববাব ভাব দেওয়া হলো। প্রভূত জাঁক-জমক ও ঘটাব মধ্যে সেই মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হলো। আমন্ত্রিতগণ সর্বপ্রকাবে পবিতৃপ্ত হযে আনন্দ বোধ কবছিলেন। ভীষ্ম প্রমুখ কৌববগণ রাজসূয় যজ্ঞে ভৃত্যেব মত নিজ নিজ কর্ত্তব্য সমাপন কবেন। দুর্যোধনও তাঁদেব অনুসবণ কবেন। যজ্ঞ শেষে সকলে নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনেব অনুমতি নিযে যজ্ঞস্থান ত্যাগ কবেন। কিন্তু দুর্যোধন ও মাতুল শকুনি সেই মষ নির্মিত সভাস্থানেই থেকে গেলেন।

দুর্যোধন শকুনিব সঙ্গে ধীবে ধীবে সেই সভাগৃহ ঘুবে ঘুবে দেখতে লাগলেন। তিনি সেখানে এমন সব লোভনীয় দ্রব্য দেখলেন যা পূর্বে হস্তিনাপুবে দেখেননি। এতে তাঁব চিত্ত বৈকল্য ঘটে। তাব মধ্যে নানা বিভ্রান্তিব সৃষ্টি কবে। তিনি স্ফটিক নির্মিত স্থলকে জল ভ্রমে কাপড তুলে চলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পব তাব বিভ্রান্তি উপলব্ধি কবে বিমনা হয়ে সভা কক্ষে চলতে থাকেন। তাবপব কোন এক জায়গায় ভুল ক্রমে পড়ে গেলেন। তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দুর্যোধন সেই সভাগৃহ পবিক্রমা কবতে থাকেন। অনন্তব স্ফটিক তুল্য স্বচ্ছ জল ও স্ফটিক মণিময় পদ্মা বিশিষ্ট পুষ্কবিণীকে স্থল মনে কবে তিনি সবস্ত্রে জলে পতিত হলেন।

ততঃ স্ফটিকতোয়াং বৈ স্ফটিকাম্বুজ শোভিতাম্।
বাপীং মত্বা স্থলমিব সবাসাঃ প্রাপতজ্জলে॥ (সভা) ৪৭।৬

তাঁকে জলে পড়ে যেতে দেখে ভীমসেন ও ভৃত্যবা হাসতে থাকেন, ও দুর্যোধনকে উপহাস কবতে থাকেন। যুধিষ্ঠিবেব আদেশে ভৃত্যবা দুর্যোধনকে পববাব জন্য উত্তম বস্ত্র এনে দিল। অন্যান্য পাণ্ডববাও এ দৃশ্য দেখে উচ্চহাস্য কবতে থাকলে দুর্যোধন তা অসহ্য বোধ কবলেন কোন প্রকাবে চেহাবা বিকৃত না কবে কাপড় তুলে এমন ভাবে চলতে লাগলেন তাতে মনে হল যেন জল পাড় হচ্ছেন। দুর্যোধনেব এই অবস্থায় উঠবাব উপক্রম দেখে সকলে পুনবায় হাসতে লাগলেন।

দ্বাবস্তু পিহিতাকাবং স্ফটিকং প্রেক্ষ্য ভূমিপঃ।
প্রবিশন্নাহতো মূর্দ্ধি ব্যাঘূর্ণিত ইব স্থিতঃ॥ (সভা) ৪৭।১১

—এক বন্ধ স্ফটিক নির্মিত দবজাকে বুঝতে না পেবে দুর্যোধন যেমন অগ্রসব হযেছেন, অমনি দ্বাবে মস্তকে আহত হয়ে ঘূর্ণিত মস্তকে দাঁড়িযে বইলেন।

আবাব আবেক স্থানকে বন্ধ স্ফটিক নির্মিত দবজা ভ্রমে যেমন তা খুলবাব জন্য হাত বাড়ালেন, তখন তিনি ছিটকে পড়ে গেলেন। এই বকম আরও নানা ভুল সিদ্ধান্ত কবে তিনি সেই সভাগৃহে নানাভাবে বিভ্রান্ত হলেন। বাজসূয় মহাযজ্ঞে যুধিষ্ঠিবেব বিপুল ঐশ্চর্য্য ও অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে দুর্যোধনেব হিংসা, ঈর্ষা ও ঐশ্চর্য্য লোলুপতা অধিকতব বৃদ্ধি পেলে তাঁব মনে নানা বকম পাপ বুদ্ধি জন্ম নিলো। পাণ্ডবদের সামগ্রিক প্রসন্নতা উপস্থিত বাজন্যবর্গেব আনুগত্য ঋষি ও মহর্ষিগণেব পাণ্ডবদেব প্রতি মঙ্গল ইচ্ছা ইত্যাদি বিষয় দুর্যোধনের মন জুড়ে বসলো। শকুনি বাবংবাব কথাবার্ত্তা বলতে চেষ্টা কবে ব্যর্থ হলেন। দুর্যোধন নিবন্তব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকেন।

অতঃপব শকুনি দুর্যোধনকে জিজ্ঞেস কবলেন তাঁবৈ দীর্ঘ নিঃশ্বাসেব কাবণ কি? দুর্যোধন তা অপকটে ব্যক্ত কবে বললেন, যুধিষ্ঠিবেব যজ্ঞ সুসম্পন্ন হতে দেখে তিনি দিবা বাত্র জ্বলে পুড়ে মবছেন। শিশুপাল বধে পাণ্ডবদেব বীর্য বিষয জেনে কোন বাজা অসি উঠাতে সাহস করলেন না। দুর্যোধন আবও বললেন নানা দেশেব বাজন্যবর্গ যে ভাবে যুধিষ্ঠিবকে আনুগত্য-স্বীকাব কবে বিপুল বত্ন তাঁকে দিয়েছে, ঐ ঐশ্চর্য দেখে তিনি অসহিষ্ণু হযে দগ্ধ হয়েছেন। তিনি আব বাঁচতে চান না। তিনি আগুনে বা জলে প্রবেশ কবে বা বিষ খেযে জীবনেব অবসান কববেন। কাবণ কোন ব্যক্তি শত্রুব সমৃদ্ধি ও নিজেকে হীন হতে দেখলে জীবন বাখতে পাবে?

বহ্নিমেব প্রবেক্ষ্যামি ভক্ষযিষ্যামি বা বিষম্।

অপো বাপি প্রবেক্ষ্যামি ন হি শাক্ষ্যামি জীবিতুম্‌॥ (সভা) ৪৭।৩১

তিনি আবও বললেন, আমি একাকী ঐরূপ বাজৈশ্চর্য আহবণ কবতে অসমর্থ। এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যাব দ্বাবা তা আহবণ কবতে পাবি। পাণ্ডবদেব ঐ ঐশ্চর্যে অধিষ্ঠিত দেখে মনে হচ্ছে যে দৈবই বলবান, পুরুকাব নিবর্থক। (দৈবমেব বাবং মন্যে পৌরুযঞ্চ নিবর্থকর্ম।) কৌবববা ক্রমে হীনবল এবং পাণ্ডববা অধিকতব সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেই জন্য বলতে হবে (তেন দৈবং পবং মন্যে পৌরুষঞ্চ নিবর্থকম্‌।) আমি ঐ ঐশ্চর্য, ঐরূপ দিব্য সভাগৃহ এবং বক্ষীদেব উপহাস কবতে দেখে ঈর্ষ্যাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছি। মাতুল আজ তুমি আমাকে অত্যন্ত দুঃখিত বলে জানবে। যদি ইচ্ছা হয তবে বাজা ধৃতবাষ্ট্রকে তা জানাও।

দুর্যোধনেব এই উক্তি হতে তাঁব চিত্তেব যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত কদর্য্য। হিংসাব আগুনে দুর্যোধন দগ্ধ হচ্ছেন। আত্মহত্যাব ভয দেখিযে তিনি অন্ধ ধৃতবাষ্ট্রকে নিজেব দিকে টেনে আনতে চেষ্টা কবলেন।

বাজসূয মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হলেও বাজা যুধিষ্ঠিব ঠিক পুবো প্রসন্নতা লাভ কবতে পাবলেন না। শিশুপাল বধ তাঁব মধ্যে এক প্রবল বিপদেব আশঙ্কাব উদ্রেক কবে। তিনি তাঁব সন্দেহ ভঞ্জনেব জন্য কৃষ্ণদ্বৈপাযনকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কবলে তিনি বলেছিলেন এরূপ উৎপাতেব ফল তেব বছবেব মধ্যে ফলবে। এব দ্বাবা ক্ষত্রিয বিনাশ সূচিত হচ্ছে। একমাত্র যুধিষ্ঠিবকে নিমিত্ত কবে দুর্যোধনেব অপবাধে ভীমার্জুনেব শক্তিতে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিযেব বিনাশ হবে।

ঐ বাজসূয় যজ্ঞেব শেষে দুর্যোধনেব হিংসা, ঈর্ষাব ও ঐশ্চর্য লোলুপতাব যে একটি পবিষ্কাব ছবি দেখা যাচ্ছে তা কৃষ্ণদ্বৈপাযনেব ঐ ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ সমর্থন কবে। বাজসূয যজ্ঞ এ মহাগ্রন্থেব বিষাদময পবিণতিব প্রথম সোপান বললে অত্যুক্তি হয না।. শকুনিব মতে অস্ত্রেব দ্বাবা যুধিষ্ঠিবেব অতুল বৈভব জয কবা সম্ভব নয। তখন

এলো কপট পাশা খেলাব কুমন্ত্রণা—যাব বিষময় ফল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

দুর্যোধনেব মনোভাব জানতে পেবে উপদেশচ্ছলে শকুনি দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিবকে ঈর্ষা কবতে নিষেধ কবলেন। শকুনি তাঁকে তাঁব পূর্বেব অপচেষ্টাব কথা স্মবণ কবিযে দিযে বললেন যে কোন ক্রমেই পাণ্ডবদেব জব্দ কবতে তিনি সমর্থ হননি। অন্য পক্ষে পাণ্ডবেরা নিজ ভাগ্যে কেবলমাত্র বিপন্মুক্ত হননি। ববং অধিকতব শক্তিশালী হযে বিপন্মুক্ত হযেছেন। অতএব তাঁদেব ঈর্ষা কবা নিবর্থক।

এই কথা শকুনিব মনেব কথা নয। এটা মৌখিক ছলনা মাত্র। দুর্যোধনেব অসহায মনোবৃত্তি দূব কববাব জন্য শকুনি দুর্যোধনকে স্মবণ কবিযে দিলেন যে তাঁবও সহায অনেক, যেমন শকুনি নিজে তাঁব ভ্রাতাবা কর্ণ ইত্যাদি।

দুর্যোধন বললেন, যদি তুমি অনুমোদন কব। তবে তোমাব ও এঁদেব সহাযতায আমি পাণ্ডবদেব জয কবব। এদেব জয কবতে পাবলে এই পৃথিবী পৃথিবীব বাজন্যবৃন্দ এবং সেই মহামূল্য বাজসভাও আমাব আযত্বে আসবে।

অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম, যুধিষ্ঠিব নকুল, সহদেব, সপুত্র দ্রুপদ বাজা প্রভৃতি মহা ধনুর্বেদদেব দেখিযে শকুনি দুর্যোধনকে বোঝালেন যে দেবতাদেব সঙ্গে মিলিত হযেও এদেব পবাজিত কবা সম্ভব নয়। তবে একটা উপায আছে, যাব দ্বাবা যুধিষ্ঠিবকে জয কবা সম্ভব। (শকুনিব চবিত্র দ্রষ্টব্য।) তখন শকুনি কপট পাশা খেলাব কুমন্ত্রণা দুর্যোধনেব কানে দিলেন। দুর্যোধন শকুনিব কথায আশান্বিত হযে ধৃতবাষ্ট্রেব অনুমোদন লাভেব জন্য শকুনিকে অনুবোধ কবলেন।

ধৃতবাষ্ট্র শকুনিব মুখে পুত্রেব অবস্থাব কথা জানতে পেবে দুর্যোধনকে তাঁব মনস্তাপেব কাবণ জানতে চাইলেন।

দুর্যোধন বললেন, আমি ভাল খাচ্ছি, ভাল বস্ত্র পবছি সত্য, কিন্তু

তা কাপুরুষেব ন্যায পবছি। অন্তবে তীব্র অসহিষ্ণুতা নিযে কালক্ষেপ কবছি মাত্র। যে শত্রুকে সহ্য কবতে অক্ষম, তাকে পবাজিত কবে যে নিজেব প্রজাকে শত্রুব জন্য কষ্ট হতে মুক্ত কবতে ইচ্ছুক তাকেই পুরুষ বলে।

সন্তোষো বৈ শ্রিযং হন্তি হ্যাভিমানঞ্চ ভাবত।

অনুক্রোশভযে চোভে বৈবৃর্তো নাশ্নুতে মহৎ॥ (সভা) ৪৯।১৪

—ভাবত, সন্তুষ্টি বাজাব ঐশ্বর্য ও অভিমানকে নাশ কবে এবং দযা ও ভযও তদ্রূপ। আমি এদেব দ্বারা পবিবেষ্টিত হযে মহাসুখ ভোগ কবতে অক্ষম।

দুর্যোধন বাজা ধৃতবাষ্ট্রকে বোঝাতে চেষ্টা কবেছেন যে তাঁব বর্তমান অবস্থায তিনি সন্তুষ্ট নন। কাবণ কাপুরুষেব ন্যায অনাযাস লব্ধ আবাম ও সুখ ভোগে ইচ্ছুক তিনি নন। এতেই তাঁব পৌরুষ আছে উপলব্ধি কবা যায না। তাঁব পববর্ত্তী উক্তি হতে মনে হয ঈর্ষাই তাঁকে পৌরুষ হতে সহাযতা কবেছে তাই তিনি বলেছেন—

যুধিষ্ঠিবেব ঐশ্বর্য তাঁব আহাবে অরুচি এনে দিযেছে। পাণ্ডবদেব সম্পদ ও ঐশ্বর্য দেখে তিনি দিন দিন দীন ভাবাপন্ন কৃশ ও বিবর্ণ হচ্ছেন (তস্মাদহং বিবর্ণশ্চ দীনশ্চ হবিণঃ কৃশঃ।) এইভাবে তিনি যুধিষ্ঠিবেব ঐশ্বর্যেব বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, ত্রিশ জন দাসী তাঁদেব প্রত্যেকেব সেবা কবে এমন আশী হাজাব স্নাতক গৃহস্থ ও আবও দশ হাজাব ব্রাহ্মণকে যুধিষ্ঠিব নিত্য উত্তম অন্নাদি দ্বাবা পোষণ কবে থাকেন। তাঁবা প্রতিদিন তাঁব গৃহে সুবর্ণ পাত্রে ভোজন কবেন। যেমন ধনাগম যুধিষ্ঠিবেব বাজসূয যজ্ঞে হযেছে আমি তেমন কখনও দেখিনি অথবা শুনিনি।

ন সা শ্রীদেববাজস্য যমস্য বরুণস্য চ।

গুহ্যকাধিপর্তেবাপি যা শ্রী বাজন্ যুধিষ্ঠিবে॥ (সঃ) ৪৯।৩৫

—হে বাজন, যুধিষ্ঠিবেব যেরূপ ধন সমাগম আমি দেখেছি, তা দেববাজ ইন্দ্র, যম, কুবেব ও বরুণেবও নাই।

ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বললেন শত্রুব সীমাহীন ধনবাশি 'দেখে তিনি চিন্তাকুল হযে শান্তি ভোগ কবতে পাবছেন না এবং নিদ্রাহীন রজনী যাপন করছেন।

এ প্রসঙ্গে দুর্যোধন আবও বললেন, উত্তম আহার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র পবে সন্তুষ্ট হযে যে পাপিষ্ঠ পুরুষ অধিক ঐশ্বর্য্যশালীকে ঈর্ষা কবে না, সে অধম পুরুষ। (পুরুষঃ সোহধমঃ স্মৃতঃ।) এই সাধাবণ ঐশ্বর্যে আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারছি না। কুন্তী পুত্রদেব ঐশ্বর্য দেখাব পব আমি অত্যন্ত ব্যথিত হযেছি। (কৌন্তেযে শ্রিযং দৃষ্ট্বা চ বিব্যথে।) সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিবেব বশানুগা হয়েছে—এটা দেখেও যে আমি এখনও স্থিব ও জীবিত এব চেযে অধিক দুঃখ কি হতে পারে? নীপ, চিত্রক, কুকুব, কাবস্কব ও লোহজঙ্ঘ বংশীয নৃপতিবা যুধিষ্ঠিবেব গৃহে সেবকেব ন্যায যেন অনুগত হযে থাকেন। বত্নাকব বংশীয বাজন্যবৃন্দ এবং হিমালয়, সাগব, এবং অনূপ দেশ সমূহেব বসবাসকারী অন্ত্যজ বাজাবা যুধিষ্ঠিবের গৃহেব দূববর্ত্তী স্থানে অবস্থান কবছিল।

জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মনে কবে যুধিষ্ঠিব আমাকে রাজাদেব প্রদত্ত ধনরত্ন সংগ্রহে নিযুক্ত কবেছিল। বত্নোপহাব প্রদানকাবী রাজাদেব প্রদত্ত উপহাব দ্রব্য স্তূপাকাব হয়েছিল। তাদেব শেষ সীমা দেখা যাচ্ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত আমি বত্ন গ্রহণে পবিশ্রান্ত হযেছিলাম। তাই বাজাদেব ধন নিযে বহুদূব পর্য্যন্ত বহুক্ষণ দাঁড়িযে থাকতে হযেছিল।

ময়দানব বিন্দু সবোববের বত্ন সমূহ খচিত স্ফটিক নির্মিত এমন পথ ও জল বচনা কবেছে যে আমি বস্ত্র উঠিযে চলতে থাকলে বৃকোদব আমাকে বত্নশূন্য ও শত্রুব সমৃদ্ধি বিমূঢ় দেখে হাসতে লাগল। যদি সমর্থ হতাম তবে তখনই আমি ভীমকে হত্যা কবতাম। কিন্তু তখন যদি তাকে বধ কবতাম, তবে আমাব অবস্থা ও শিশুপালেব মতই হত।

সপত্নেনাবহাসো স মাং দহতি ভাবত॥ (সভা) ৫০।২৮

—হে ভাবত। শত্রুব এই উপহাস আমাব হৃদযকে দগ্ধ কবছে।

ময়নির্মিত অপূর্ব সভাগৃহে দুর্যোধন কি ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে দুর্যোধন বললেন, আবার একটি জলপূর্ণ পুষ্করিণীকে স্থল মনে করে যেমন অগ্রসর হয়েছি, তক্ষুনি জলে পড়ে গেলাম। তা দেখে পার্থের সঙ্গে কৃষ্ণ এবং রমণীদের সঙ্গে দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল, এতে আমি খুবই দুঃখ অনুভব করলাম। আমার পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভৃত্যরা আমাকে মহামূল্যবান বস্ত্র দিল। এটা আমার পক্ষে আরও দুঃখদায়ক হল। (তচ্চ দুঃখং পরং মম।)

ভ্রান্তির পর ভ্রান্তির কথা বলতে গিয়ে দুর্যোধন বলে চললেন, আমি দ্বারকে দ্বার মনে করে বাইরে যেতে চেষ্টা করলে স্ফটিকের প্রস্তরে ললাটে আঘাত পেলাম এবং ললাট ক্ষত হল। আমাকে এভাবে আহত হতে দেখে নকুল ও সহদেব আমাকে বাহু দ্বারা জড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। আমাকে বিস্মিত করে সহদেব বার বার বলতে লাগল, হে রাজন, আপনি এই দিক দিয়ে চলুন। এই দিকে দ্বার। তখন ভীম এসে আমাকে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ সম্বোধন করে বলল, হে রাজন, এদিকে দরজা ওদিকে নয়।

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের কোষাগারের রত্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমি ওখানে যেসব রত্ন দেখেছি তাদের নামও জানি না। এই সব কারণে আমার মন অত্যন্ত খারাপ।

দুর্যোধনের মত পরশ্রী কাতর পুরুষের পক্ষে পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য সহ্য করতে না পারাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, তাঁর মত আত্মসম্মানযুক্ত পুরুষের এভাবে অপদস্থ হওয়ায় তাঁর পৌরুষে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক।

অতঃপর দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজাদের প্রদত্ত উপহারের বর্ণনা দিতে লাগলেন। তিনি আরও বললেন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ কুনিন্দ যুধিষ্ঠিরকে এক অপূর্ব শঙ্খ দিয়েছেন। ভ্রাতারা অর্জুনকে তা দিলেন। সহস্র সুবর্ণ দ্বারা পরিশোভিত এই শঙ্খ অন্ন দানের সময়

শব্দ করছিল। সেই শব্দ শুনে রাজারা শক্তিহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। সেই সময় আমাকে সংজ্ঞাহীন হতে দেখে পঞ্চপাণ্ডব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। এইরূপে তিনি বিস্তৃত ভাবে যুধিষ্ঠিরের উপহারের বিরাট তালিকা পিতার নিকট পেশ করে তাঁর ঈর্ষা ও মনঃক্ষুন্নের কারণ প্রকাশ করলেন।

অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরের অভিষেক বর্ণনা করলেন। যে সব আর্য রাজা সত্যসন্ধ মহাব্রত, যথেষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন, সুবক্তা, বেদোক্ত অবভৃথ স্নানে পরিপূত, ধৈর্য্যশীল, লজ্জাবান, ধর্মাত্মা, যশস্বী এবং রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত, তাঁরাও এই ধর্মরাজের উপাসনা করলেন।

দুগ্ধবতী যে সব গাভী রাজারা উপহার দিয়েছিলেন যজ্ঞের দক্ষিণার জন্য সেই সব গরুকে যজ্ঞস্থলে আনতে দেখলাম। সংখ্যায় কয়েক হাজার গাভী হবে। রাজারা অভিষেকের জন্য স্বয়ং ছোট বড় পাত্র সকলে আনছেন। বাহ্লীকরাজ জাম্বুনন্দ নামক সুবর্ণ মণ্ডিত রথ আনলেন এবং রাজা সুদক্ষিণ কম্বোজ দেশীয় শ্বেত অশ্ব তাতে জুড়ে দিলেন। মহাবীর সুনীথ সেই রথে অনুকর্ষ যোজনা করলেন এবং স্বয়ং চেদিপতি সেই রথে ধ্বজ উন্নয়ন করলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজা সংহনন (কবচ), মগধের রাজা মাল্য ও উষ্ণীব এবং মহাধনুর্দ্ধর বসুদান যাট বৎসরের হস্তী রথে যোজনা করলেন। মৎস্যরাজ পাশা খেলার জন্য সোনার পাশা, একলব্য চর্ম পাদুকাদ্বয় এবং অবন্তিরাজ অভিষেকের জন্য বহুবিধ জল এনেছিলেন। চেকিতান তূণীরদ্বয় কাশীরাজ ধনু ও অসি এবং শল্য সুন্দর মুষ্টি যুক্ত তরবারির সঙ্গে কাঞ্চন ভূষিত শৈক্য এনে দিলেন।

দেবর্ষি নারদ মহামুনি অসিত ও দেবলকে সামনে রেখে মহাতপস্বী ব্যাস ও ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করলেন। জামদগ্ন্যের সঙ্গে অন্যান্য বেদজ্ঞ মহাত্মা মহর্ষিগণ এই অভিষেক দেখতে লাগলেন। প্রভূত দক্ষিণাদাতা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট মন্ত্র পাঠ করতে করতে মহাত্মা মহর্ষিগণ গমন করলেন। সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র

ধাবণ করলেন, এবং ভীম ও অর্জুন পাখাব দ্বাবা ব্যজন কবতে লাগলেন। নকুল সহদেব চামবদ্বয় নিলেন।

প্রজাপতি পুবাকল্পে যা ইন্দ্রকে উপহাব দিযাছিলেন, সমুদ্র সেই বারুণ শঙ্খটি যুধিষ্ঠিবকে উপহাব দিলেন, বিশ্বকর্মা নিষ্ক সহস্রেব দ্বাবা যে শৈক্যটি সুন্দব রূপে প্রস্তুত কবেছিলেন। কৃষ্ণ সেই শৈক্যেব দ্বাবা অভিষেক কবলে আমাব হৃদযে জ্বালা হতে লাগল। যুধিষ্ঠিবেব অভিষেকেব জন্য পূর্ব সমুদ্র হতে পশ্চিম ও দক্ষিণ সাগবেও লোকে জল আনতে গিযেছিল। কিন্তু উত্তব সাগবে পক্ষী ছাড়া কেউ যেতে পাবে না। তখন সকলে মিলে শঙ্খ সমূহ বাজাতে লাগল। তাতে ভয়ানক শব্দ হল।

তখন যুধিষ্ঠিবেব যেরূপ সম্মান ও সমৃদ্ধি দেখেছি তা বন্তিদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব, মনু, বেণুপুত্র পৃথু, ভগীবথ, যযাতি, নহুষ প্রভৃতি কোন বাজাই লাভ কবেছেন বলে মনে হয না। বাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিবকে যেন হবিশ্চন্দ্র বলে মনে হচ্ছিল।

পাণ্ডবদেব এই ঐশ্বর্য দেখে আমাব বেঁচে থাকা শ্রেযঃ বলে মনে হচ্ছে না। (কথং তু জীবিতং শ্রেযো মম পশ্যসি ভাবত।)

অন্ধনেব যুগং নদ্ধং বিপর্য্যস্তং নবাধিপ।

কণীযাংসো বিবর্ধন্তে জ্যেষ্ঠা জীযন্ত এব চ॥ (সভা) ৫৩।২৫

-- বিধাতা যেন অন্ধ মানুষেব ন্যায এই দ্বাপব যুগকে বিপবীত ভাবে সৃষ্টি কবেছেন, সেই জন্য আমাব চেযে কনিষ্ঠবা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমি জ্যেষ্ঠ হযেও হীন হযে আছি।

যুধিষ্ঠিবেব এইরূপ ঐশ্বর্য্য দেখে আমি খুসী হতে পাবছিনা। সেই জন্য আমি কৃশতা, বিবর্ণতা ও শোকে মুহ্যমান হচ্ছি।

অকপট ভাবে নিজেব ঈর্ষাব কথা ব্যক্ত কবতে খুব কম পবাক্রমশালী নৃপতিকেই দেখা যায। বাবণও নিজেব পাপেব কথা অকপটে বাজসভায তাঁব মন্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়দেব সামনে ব্যক্ত কবতে কুণ্ঠাবোধ কবেননি। এবং কৃতকর্মেব জন্য অভিশাপেব কথা ব্যক্ত কবতেও লজ্জাবোধ কবেন নি।

ধৃতবাষ্ট্র দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিযে বললেন পব ধনেব স্পৃহা অনার্যেব অর্থাৎ নীচ জনেব চবিত্র। যে নিজ ধনে ও নিজ কর্মে সন্তুষ্ট, সেই সুখ লাভ কবে। যে পবধন আহবণে ব্যাপৃত না হযে নিজ কর্ম সম্পাদনে নিত্য নিযুক্ত থাকে এবং নিজ অর্জিত ঐশ্বর্য বক্ষণে তৎপব থাকে, সেই বৈভব পায। যে বিপদে ব্যথিত হয না, যে মানব সর্ব কর্মে দক্ষ ও নিত্য নিযুক্ত, সাবধান এবং বিনীত চিত্ত, সেই সর্বদা মঙ্গল দর্শন কবে।

তিনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদেব ঈর্ষা কবতে বাবণ কবলেন এবং তাঁদেব ধন সম্পদ অপহবণ কবতে চেষ্টা কবতে বাবণ কবলেন। তিনি নানা উপদেশ দিযে দুর্যোধনকে শান্ত কবতে চেষ্টা কবলেন এই বলে যে পাণ্ডবদেব সঙ্গে শক্রতাচবণ কবা সঙ্গত নয।

ধৃতবাষ্ট্রেব ন্যায ও যুক্তিযুক্ত উপদেশ দুর্যোধনকে কষ্ট কবল। প্রত্যুত্তবে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হযে পিতৃ মর্য্যাদাকে আঘাত কবে যে ভাষায প্রত্যুত্তব দিযেছিলেন, তা দুর্যোধন চবিত্রেই সম্ভব। দুর্যোধনেব এই উক্তি প্রগলভতাব এক নির্মম ছবি।

যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপবসানিব॥ (সভা) ৫৫।১

—যে কেবল বহু শাস্ত্র শ্রবণ কবেছে কিন্তু নিজেব কোন বুদ্ধি নাই। হাতা (দর্বী) যেমন পক্ক দ্রব্যেব বস বুঝতে পাবে না, সেও তেমনি শাস্ত্রার্থ জানতে পাবে না।

আপনি বিদুবেব বুদ্ধিতে আবদ্ধ তাই জেনে শুনে আমাকে মোহিত কবেছেন। নিজ স্বার্থে আপনাব কি অবধান নাই? অথবা আপনি কি আমাকে দ্বেষ কবেন। আপনি যাদেব কর্ত্তা, সেই ধৃতবাষ্ট্র তনযগণ এ জগতে আব বেঁচে থাকতে পাববে না। কাবণ যা সর্বদা কবণীয, আপনি তাকে ভবিষ্যতেব কর্ত্তব্য বলছেন। যাব উপদেষ্টা শক্রব দ্বাবা প্রভাবিত, সে প্রকৃত পথে বিমূঢ় হয়। সুতবাং তাব অনুগামীবা কি কবে তাকে অনুগমন কববে।

আপনি পবিণতবুদ্ধি। বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয হযেও নিজ কার্য্যে তৎপব আমাকে মোহিত কবছেন।

লোকবৃত্তাদ বাজবৃত্তমন্যদাহ বৃহস্পতিঃ। (সভা) ৫৫।৬

—লোকনীতি হতে বাজনীতি পৃথক তা বৃহস্পতি বলেছেন।

সুতবাং বাজা অপ্রমত্ত হয়ে সর্বদা নিজ স্বার্থ চিন্তা কববেন।

শত্রুকে জয় কবাই হোল ক্ষত্রিয়েব বৃত্তি। তা ধর্মই হোক অথবা অধর্মই হোক—এটা পবীক্ষা কববাব প্রযোজন কি ?

প্রকালয়েদ্ দিশঃ সর্বাঃ প্রতোদেনেব সাবথিঃ।

প্রত্যমিত্রশ্রিয়ং দীপ্তাং জিঘৃক্ষুর্ভবতর্ষভ ॥ (সভা) ৫৫।৮

হে ভবতর্ষভ, সাবথি যেমন বেতেব দ্বাবা সর্বদিকে বথ চালায সেইরূপ ক্ষত্রিযও শত্রুব ঐশ্বর্য আযত্ত কববাব জন্য সবদিকে নিজেকে পবিচালিত কববে। গোপনেই হোক অথবা প্রকাশ্যেই হোক, যে উপায শত্রুকে পীড়িত কবে, তাই শস্ত্রবিদগণেব শস্ত্র। যাব দ্বাবা ছেদন কবা হয, তাই শস্ত্র নয। কে শত্রু ও কে মিত্র এটা কাবো শবীবে লেখা থাকে না বা সেরূপ কোন সাঙ্কেতিক শব্দও নেই। যে যাকে দুঃখ দেয, সেই তাব শত্রু।

অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলং তস্মাৎ তং কামযাম্যহম্।

সমুচ্ছ্রযে যো যততে স বাজন্ পবমো নয়ঃ॥ (সভা) ৫৫।১১

—ঐশ্বর্য্য লাভেব মূল হচ্ছে অসন্তোষ, সুতবাং আমি তাই কামনা কবি। বাজন, উন্নতিব জন্য যে যত্ন কবে, সেই পরম বাজনৈতিক।

মমত্বং হি ন কর্ত্তব্যমৈশ্বর্য্যে বা ধনেহপি বা।

পূর্বাবাপ্তং হবন্ত্যন্যে বাজধর্মং হি তং বিদুঃ॥ (সভা) ৫৫।১২

বাজার পক্ষে ঐশ্বর্য ও ধনে মমতা বাখা উচিত নয। কাবণ পূর্বপ্রাপ্ত ঐ ধনকে ও প্রভুত্বকে হবণ কবাই বাজধর্ম।

নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাম্পতে।

যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুনেতবো জনঃ॥ (সভা) ৫৫।১৫

—জন্ম (জাতি) মাত্রই পুরুষেব কেউ শত্রু হয না। যাব সঙ্গে যার জীবিকা সমাজ, সেই তাব শত্রু অন্য নহে।

ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ কবছে এমন শত্রুকে যে বাজা উপেক্ষা কবে, পবিপোষিত ব্যাধিব ন্যায় সেই শত্রু তাব মূলচ্ছেদ কবে।

অল্পোঽপি হ্যবিবত্যর্থং বর্ধমানঃ পবাক্রমৈঃ।

বল্মীকো মূলজ ইব গ্রসতে বৃক্ষমন্তিকাৎ ॥ (সভা) ৫৫।১৭

—মূলে জাত বল্মীক যেমন সমস্ত বৃক্ষকে গ্রাস কবে। তেমনি অল্প শত্রুও পবাক্রমে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেযে পুরুষকে গ্রাস কবে।

জন্মেব পব হতে ক্রমশঃ যেমন শবীবেব বৃদ্ধি হয। সেইরূপ যে বাজা সম্পদেব ক্রমিক বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা কবে সেই জ্ঞাতিগণেব মধ্যে সমৃদ্ধ হয। কাবণ শক্তিই হল তৎকালীন উন্নতিব হেতু।

দুর্যোধনেব উপবোক্ত যুক্তিব মধ্যে তাঁব পৌরুষভাব প্রকাশ পেযেছে। কেবল মাত্র পৌরুষ প্রকাশেব জন্যই কি দুর্যোধন পাণ্ডবদেব ঐশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা কবেছিলেন? তাঁব পববর্তী উক্তিই প্রমাণ কবে ঈর্ষাই তাঁব সব কিছুব উৎস।

নাপ্রাপ্য পাণ্ডবৈশ্বর্য্যং সংশযো মে ভবিষ্যতি।

অবাপ্স্যে বা শ্রিযং তাং হি শবিষ্যে বা হতো যুধি ॥ (সভা) ৫৫।২০

—পাণ্ডবদেব ঐশ্চর্য্য লাভ কবতে না পাবলে আমাব জীবন সংশযাকুল হবে। আমি হয তাদেব ঐশ্বর্য (শ্রী) হবণ কবব অথবা নিহত হযে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শযন কবব।

পাণ্ডববা নিয়তই সমৃদ্ধি লাভ কবছে। কিন্তু আমাদেব সমৃদ্ধি অস্থিব। এরূপ অবস্থায আমার বেঁচে থেকে কি লাভ?

অনন্তব শকুনিব পবামর্শ মত দুর্যোধন পাণ্ডবদেব অক্ষক্রীড়াব দ্বাবা পবাজিত কবাব অনুমতি চাইলেন। দুর্যোধনেব ব্যথা ভবা ভাষণে ধৃতবাষ্ট্রেব মন নবম হলেও তিনি বিদুরের সঙ্গে পবামর্শ কবে সব স্থিব কববেন বললেন। ধৃতবাষ্ট্রেব নীতি বাক্য দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট কবতে পাবল না।

প্রত্যুত্তবে দুর্যোধন বললেন, বিদুব নিঃসংশযে আপনাব বুদ্ধিকে পবিবর্ত্তিত কববেন। কাবণ তিনি পাণ্ডবদেব যতটা হিত কামনা কবেন, আমাদেব জন্য ততটা কবেন না। তিনি নানা যুক্তি দিযে বিদুবেব সঙ্গে পবামর্শেব প্রতিকূলে আবেদন জানালেন। তিনি বললেন—

নারভেতান্যসামর্থ্যাৎ পুরুষঃ কার্য্যমাত্মনঃ।

মতিসাম্যং দ্বযোর্নাস্তি কার্য্যেষু কুরুনন্দন॥ (সভা) ৫৬।৮

—হে কুরুনন্দন, অন্যেব সামর্থ্যেব উপব নির্ভব কবে কোন কাজ আবম্ভ কবতে নেই। কাবণ কোন কাজেই উভযেব বুদ্ধিব সাম্য থাকে না। অর্থাৎ মতেব মিল হয না।

স্বাধীন পুরুষ ভয ত্যাগ কবে নিজেকে বক্ষা কবতে থাকলেও যদি কাজেব উদ্যোগ না কবে তবে সে বর্ষাকালীন ভিজে কাপড়েব ন্যায এক স্থানে থেকে অবসাদ গ্রস্ত হয। (বর্ষাসু ক্লিন্নকটবৎ তিষ্ঠন্নেবাবসীদতি।)

ন ব্যাধয়ো নাপি যমঃ প্রাপ্তুং শ্রেয়ঃ প্রতীক্ষতে।

যাবদেব ভবেৎ কল্পস্তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমাচবেৎ॥ (সভা) ৫৬।১০

—ব্যাধি বা যম মানুষেব সুসময (শ্রেয় প্রাপ্তি পর্যন্ত) পর্যন্ত অপেক্ষা কবে না। সুতবাং সামর্থ থাকতে থাকতেই ভাল কাজেব অনুষ্ঠান কববে।

ধূর্ত্ত দুর্যোধন পিতাব দুর্বল স্থানে আঘাত দিযে বললেন। ক্ষত্তা (বিদুব) যদি আপনাকে এই কাজ হতে নিবৃত্ত কবেন তবে আমি অবশ্য মৃত্যু ববণ কবব। আমি মবে গেলে আপনি বিদুবকে নিয়ে এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ কবে সুখী হোন। আমাকে দিযে আপনাব কি প্রযোজন সিদ্ধ হবে? (কিং ময়া ত্বং কবিষ্যসি।)

দ্যূত ক্রীড়ায় বিদুবেব অসম্মতি জানতে পেবে ধৃতবাষ্ট্র নানাভাবে দুর্যোধনকে দ্যূত ক্রীড়া হতে বিবত বাখতে চেষ্টা কবলেন। (ধৃতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য।) তিনি নানা উপদেশ দিযে পুত্র দুর্যোধনকে বুঝাতে চেষ্টা কবেন।

কিন্তু দুর্যোধন দ্যূতক্রীড়াকে বাজধর্ম রূপে স্বীকাব কবলেন এবং এব দ্বাবা বিপদও নেই বা যুদ্ধও নেই বলে ধৃতবাষ্ট্রকে আশ্বাস দিলেন।

দুর্বল চিত্ত পিতা ধৃতবাষ্ট্র অবশেষে পুত্র দুর্যোধনেব চবম সিদ্ধান্তেব কথা জেনে ভীত হয়ে পুত্রেব মনে শান্তি বিধানেব জন্য শিল্পীদেব শতদ্বাব বিশিষ্ট মনোবম সভাগৃহ নির্মাণেব আদেশ দিলেন। যদিও এই ব্যাপাবে ধৃতবাষ্ট্র বিদুবেব সম্মতি পাননি। (বিদুর চবিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বিদুবকে আশ্বস্ত কবলেন এই বলে যে যেখানে তিনি দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও বিদুব বিদ্যমান থাকবেন, সেখানে পাপকর্ম সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে, যুধিষ্ঠিবকে পাশা খেলাব জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বিদুরকে আদেশ দিলেন।

বিদুব ধৃতবাষ্ট্রেব আদেশ পালন কবলেন। যদিও বিদুব পাশা খেলার ত্রুটি যুধিষ্ঠিবকে জানালেন তবুও যুধিষ্ঠিব যেহেতু পাশা খেলাব জন্য আমন্ত্রিত হযেছেন তা প্রত্যাখ্যান তাঁব ধর্ম নয বলে পাশা খেলাব জন্য সপবিবাবে মাতা ও ভ্রাতাদেব সঙ্গে হস্তিনাপুবে উপস্থিত হলেন এবং সমযমত সভাকক্ষে প্রবেশ কবলেন। (যুধিষ্ঠিব চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

অতঃপব যুধিষ্ঠিব অক্ষক্রীড়ায তাঁব কি কি সম্পদ পণ বাখবেন তাব উল্লেখ কবলেন। এবং শকুনিকে জিজ্ঞেস কবলেন তিনি কোন ধন পণ বাখবেন। তখন দুর্যোধন বললেন—আমাব বহু মণি ও ধনবত্ন আছে। সে সবই আমি পণ বাখছি। আমাব ধনে কোন আসক্তি নেই। তুমি দ্যূত ক্রীড়াব দ্বাবা ঐ সমস্তই জয় কবে নাও।

এখানে দুর্যোধনেব কপট চবিত্রেব আবেক দফা পবিচয় পাওয়া যায। যুধিষ্ঠিবকে ঐশ্বর্যেব ঈর্ষায় তিনি এই অক্ষক্রীড়াব আযোজন কবেছেন। অথচ মুখে তিনি বলছেন ধনে তাঁব কোন আসক্তি নেই।

বিদুব পাশা খেলাব বিরুদ্ধাচাবণ কবলে, দুর্যোধন বিদুবকে ভৎর্সনা কবে বললেন, শত্রুব যশেব দ্বাবা তুমি গর্ব অনুভব কব এবং সর্বদা আমাদেব নিন্দা কব। যাবা তোমাব প্রিয আমি তাদেব জানি। যে পুরুষ নিজেব ভবণ পোষণ কর্ত্তা থেকে তাঁব শত্রুদেব প্রতি

অধিকতব প্রীতি প্রদর্শন কবে, সে পুরুব নিন্দনীয। তোমাব নিন্দা ও প্রশংসা বাক্য হতেই তো বোঝা যায—কাবা তোমাব অধিক স্নেহ ভাজন। তোমাব অন্তবেব ভাব, তোমাব জিহ্বা স্পষ্টই প্রকাশ কবছে, তোমাব নিজেব মঙ্গলেব জন্য তোমাব মনকে প্রতিকূল কর্মে প্রশ্রয় দিও না।

তোমাকে ক্রোড়ে সর্পেব ন্যায পালন কবা হযেছে। তুমি বিড়ালেব ন্যায় নিজেব পোষণ কর্ত্তাবই অনিষ্ট কবছ। মিত্র পক্ষেব গোপনীয বিষয় শত্রুব নিকট গোপন বাখবে। কিন্তু তুমি তা শত্রুব সম্মুখে প্রকাশ কবছ। আমাকে সর্বদা কর্কশ বাক্য বল না। জগতে একজন ভিন্ন দ্বিতীয় কোন শাসন কর্ত্তা নেই। ভগবানই প্রকৃত শাসন কর্ত্তা। তিনি আমাকে অনুশাসন কবে যে কাজে নিযুক্ত কবেছেন আমি তাই কবছি।

ন বাসযেৎ পবিবর্গ্য দ্বিষন্তং
বিশেষতঃ ক্ষওরহিতং মনুষ্যম্।
স যত্রেচ্ছসি বিদুব তত্র গচ্ছ
সুসান্ত্বিতা হ্যসতী স্ত্রী জহাতি॥ (সভা) ৬৪।১১

— হে ক্ষও, যে শত্রুব সঙ্গে সম্বন্ধ বাখে এবং মিত্রকে দ্বেষ কবে, বিশেষতঃ তোমাব মত অহিতকাবী মনুষ্যকে কখনও নিজ গৃহে বাস কবতে দেওয়া উচিত না। হে বিদুব তোমাব যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। অসতী স্ত্রীকে বিশেষ ভাবে সান্ত্বনা দিলেও সে পতিকে পবিত্যাগ কবে পরপুরুষকেই ভজনা কবে।

এইরূপে দুর্যোধন গুরুজনকে রূঢ ভাষায় ভৎ’সনা কবেন ও তাঁদেব সৎ পবামর্শ উপেক্ষা কবে নিজেব ইচ্ছা মত চলতে কিছুমাত্র দ্বিধা কবতেন না। পাণ্ডবদেব নিকট বাব বাব পবাজযই তাঁকে তাঁদেব প্রতি কঠোব ও ঈর্ষান্বিত কবেছিল। কিন্তু অস্ত্রেব জোবে তাঁদেব জয় কবা দেবতাবও অসাধ্য জেনে কপটচাবী মাতুলেব কুপবামর্শে তিনি দ্যূতক্রীড়ায পাণ্ডবদেব পবাজিত কবে তাঁদেব বাজ্য ও ঐশ্বর্য হরণ কববাব জন্য যুধিষ্ঠিবকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানালেন।

যুধিষ্ঠিব এক এক কবে পণে সব হেবে অবশেষে দ্রৌপদীকে পাশা খেলায পণ বাখলেন, এবং তাঁকেও অক্ষ ক্রীড়ায হাবালেন। তখন দুর্যোধন বিদুবকে বললেন, পাণ্ডবদেব সম্মানিতা প্রিয়া ভার্যা দ্রৌপদীকে আনো। সে শীঘ্র এসে এই গৃহ মার্জনা করুক এবং পাপচাবিণীব স্থান অন্তঃপুবে দাসীদেব মধ্যে। বিদুব দুর্যোধনকে তাঁব এই ক্রুবতাব জন্য তিবস্কাব কবলেন।

দুর্যোধন কেবল দুর্জনই নয। শিষ্টাচাব বর্জিত। গুরুজনদেব প্রতি তাঁব অভদ্রোচিত ব্যবহাব ক্ষমার্হ নয।

প্রত্যুত্তবে দুর্যোধন বিদুবকে ধিক্কাব দিলেন। এবং প্রতিকামীকে আদেশ কবলেন তুমি দ্রৌপদীকে নিযে এস। পাণ্ডবদেব তুমি ভয কব না। বিদুব পাণ্ডবদেব ভযে অন্য কথা বলছে। ইনি আমাদেব সমৃদ্ধি কখনও চান না। প্রতিকামীকে দ্রৌপদী যে সব প্রশ্ন কবেছিলেন, কৃষ্ণাব ভযে ভীত হযে সে সেই সম্বন্ধে বাজসভাব সভ্যগণকে জিজ্ঞেস কবলো—সে কৃষ্ণাকে কি উত্তব দেবে?

দুর্যোধন তখন দুঃশাসনকে বললেন—আমাব ভৃত্য এই ভীমেব ভয়ে ভীত। এ অত্যন্ত দুর্বল চিত্ত। তুমি স্বযং গিযে বল পূর্বক যাজ্ঞসেণীকে এখানে নিযে এসো। পবাধীন আমাব শত্রুবা কি কববে? তখন দুঃশাসন ভ্রাতাব আদেশ পালন কবলেন। (দুঃশাসন চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

সভাস্থলে ক্রন্দনবতা দ্রৌপদীকে দেখে দুর্যোধন হেসে বললেন, হে, যাজ্ঞসেনী, তুমি উদাবচেতা ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পতিদেব সামনে তোমাব প্রশ্ন বাখ। এঁবাই তোমাব প্রশ্নেব উত্তব দিন। এঁবা যদি তোমাব জন্য যুধিষ্ঠিববেব প্রভুত্ব অস্বীকাব কবেন এবং তাঁদেব বিনা অনুমতিতে তোমাকে পণ বাখা অবৈধ হযেছে বলে যুধিষ্ঠিবেব বাক্য মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন কবেন, তবেই তুমি দাসীত্ব হতে মুক্তি পাবে। উপস্থিত কৌবববা সকলেই তোমাব দুঃখে দুঃখিত। কিন্তু হতভাগী তোমাব পতিবা চুপ করে বযেছে বলে কেউই কিছু বলতে পাবছে না।

দুর্যোধনেব এই কথায় সভাস্থ কৌববদেব মধ্যে হর্ষধ্বনি শোনা গেল, অপব পক্ষে পাণ্ডব সমর্থকবা হাহাকাব শব্দে আর্তনাদ কবতে লাগল। ভীম ক্রোধ প্রকাশ কবলেন এবং অর্জুন তাঁকে নিবৃত্ত কবেন। (ভীম চবিত্র দ্রষ্টব্য।) কর্ণ ও দুর্যোধনেব কটুবাক্য ভীমকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ কবল। তখন বিদুব কৌববদেব সতর্ক কবে দিয়ে বললেন তোমবা দ্যূতক্রীড়াকে অতিক্রম কবে অতি কুৎসিত আচবণ কবছ, এব সমূহ ফল অবশ্যি পাবে। (বিদুব চবিত্র দ্রষ্টব্য।) নানা অশুভ লক্ষণ দেখে কৌববকুল বক্ষার্থে বিদুব ধৃতবাষ্ট্রকে দ্রৌপদীকে সন্তুষ্ট কবে বব দান কবতে অনুবোধ কবলেন। ধৃতবাষ্ট্রও বিদুরের নির্দেশে বব দান কবে যুধিষ্ঠিবকে সব বকম পণ হতে মুক্ত কবে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমনে অনুমতি দিলেন। (ধৃতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

দুর্যোধন কেবল দুঃশাসন দ্বাবা দ্রৌপদীকে বাজসভায় এনে লাঞ্ছিতই কবেননি, জয়েব আনন্দে আত্মহাবা হয়ে নিজেও দ্রৌপদীকে বাম উরু প্রদর্শন কবেন। তাঁব এই আচবণে সভাস্থ সকলেই লজ্জিত হয়েছিল।

দ্রৌপদীব প্রতি এইরূপ ব্যবহাব দুর্যোধনেব নীচ হীন প্রকৃতির অন্যতম উদাহবণ। কোন বাজাব নিকট হতে এমন ইতব জনোচিত ব্যবহাব প্রত্যাশা কবা যায় না।

ধনবত্নসহ পাণ্ডববা ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কবছেন দেখে দুঃশাসন দুঃখিত চিত্তে দুর্যোধনকে বললেন, অতিকষ্টে আমবা পাণ্ডবদেব ধন সম্পত্তি লাভ কবেছিলাম। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ এই সমস্ত শত্রুব হাতে পুনঃ সমর্পণ কবে দিল। আপনাবা এই বিষয়ে চিন্তা কবে দেখুন। তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন পুনবায় কিরূপে পাণ্ডবদেব থেকে ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া যায় সেই অভিপ্রায়ে ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট গিয়ে দুর্যোধন বললেন, পবাক্রমে এ পৃথিবীতে অর্জুনেব সমান দ্বিতীয় কোন ধনুর্ধব নেই। অর্জুনেব সঙ্গে অর্জুনই তুলনীয়। দ্বিবাহু অর্জুনেব সঙ্গে একমাত্র সহস্রবাহু কার্তবীর্য্যার্জুনেব কথঞ্চিৎ তুলনা হতে পাবে।

অর্জুন বহু অসাধ্য কর্ম কবেছে। সুতবাং এই পৃথিবীতে বীর্যে অর্জুনেব সমতুল্য পুরুষ কোথাও নেই। আমি প্রতিদিন সর্ব্বক্ষণ অর্জুনেব কথা চিন্তা কবে ভযে উদ্বিগ্ন থাকি। আমি প্রতি গৃহেই যমেব ন্যায গাণ্ডীব ও তূণীবধাবী অর্জুনকে দেখতে পাই। আমি অর্জুনেব ভযে এত ভীত হযেছি যে সম্পূর্ণ নগবকে পার্থময় দেখি। (পার্থ ভূতমিদং সর্ব্বং নগবং প্রতিভাতি মে।) আমি নির্জন স্থানেও পার্থকে দেখতে পাই, এমন কি স্বপ্নেতেও পার্থকে দেখি।

অকাবাদীনি নামানি অর্জুনত্রস্ত চেতসঃ।
অশ্বাশ্চার্থা হ্যজাশ্চৈব ত্রাসং সংজযন্তিমে॥ (সভা) ৭৪।৫১

—অর্জুনেব ভযে আমি এমন ত্রস্ত থাকি যে, অকাবাদি নাম শুনলেই আমি ভীত হয়ে পডি। এমন কি অশ্ব, অর্থ ও অজ প্রভৃতি নামও আমাব ত্রাস উৎপাদন কবে।

আমি পার্থ ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বীবকে ভয় কবি না। সে যুদ্ধে প্রহ্লাদ বা বলিকেও বধ কবতে পাবে। (প্রহ্লাদং বা বলিং বাপি হন্যাদ্ধি বিজযো বণে।) অর্জুনই আমাদেব সকলকে বিনাশ কবতে পাবে। আমি তাব প্রভাব জানি। এজন্যই সর্ব্বদা চিন্তিত।

পুবো হি দণ্ডকাবণ্যে মাবীচস্য যথা ভযম।
ভবেদ্ বামে মহাবীর্য্যে তথা পার্থে ভযং মম॥ (সভা) ৭৪।৫৪

—পুবাকালে দণ্ডকাবণ্যে বাম হতে মাবীচেব যেমন ভয হচ্ছিল, পার্থ হতে আমাবও তেমনি ভয় উৎপন্ন হযেছে।

ধৃতবাষ্ট্র দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিযে বললেন, অর্জুনেব দুর্দমনীয শক্তিব কথা তিনি জানেন। সুতবাং তাব অপ্রিয় কাজ না কবতে তিনি দুর্যোধনকে সাবধান কবে দিলেন। তিনি তাঁকে প্রবোধ দিযে আবও বললেন যে ব্যক্তি পার্থেব সঙ্গে ভালভাবে বাস কববে, ত্রিলোকে তাব কোন শত্রু থাকবে না। সুতবাং তুমি অর্জুনেব সঙ্গে সম্প্রীতিব সঙ্গে বাস কব।

দুর্যোধন বললেন, পাশা খেলায আমবা পাণ্ডবদেব সঙ্গে কপটতা

করেছি। সুতরাং তাকে কৌশলে বিনাশ করুন। অন্য কোন প্রকারেই পার্থের হাত হতে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের হত্যা করবার সঙ্কল্প হতে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত থাকতে বললেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়ে বললেন, পূর্ব্বে তিনি বহু কৌশল অবলম্বন করে ব্যর্থ হয়েছেন। যদি বংশের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তবে দুর্যোধন যেন অর্জুনের সঙ্গে সৌহার্দ ভাব অবলম্বন করেন।

দুর্যোধন কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, দেব পুরোহিত বিদ্বান বৃহস্পতি ইন্দ্রকে রাজনীতির উপদেশ প্রসঙ্গে যা বলছেন, আপনি বোধ হয় তা শোনেননি। তিনি বলেছেন—

সর্ব্বোপায়ৈর্নিহন্তব্যাঃ শত্রবঃ শত্রুসূদন।
পুরা যুদ্ধাদ্ বলাদ্ বাপি প্রকুর্বন্তি তবাহিতম্॥ (সভা) ৭৪।৮

—হে শত্রুসূদন, সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করে শত্রুকে নিহত করবে। নতুবা যুদ্ধ বা বল, প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুরা তোমার ক্ষতি করবে।

আমরা যদি কৌশলে পাণ্ডবদের সমস্ত ধন জয় করে তা দিয়ে সব রাজাদের বশীভূত করে তাদের দ্বারা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে পারি, তাহলে তাতে আমাদের ক্ষতি কি হবে?

অহীনাশীবিষান্ ক্রুদ্ধান্ নাশায় সমুপস্থিতান্।
কৃত্বা কণ্ঠে চ পৃষ্ঠে চ কঃ সমুৎস্রষ্টুমর্হতি॥ (সভা) ৭৪।১০

—বিনাশের জন্য উপস্থিত বিষধর ক্রুদ্ধ সর্প পৃষ্ঠে ও কণ্ঠে ধারণ করে কে তাদের হাত হতে ত্রাণ পেতে পারে?

অস্ত্রধারী রথারোহী ক্রুদ্ধ পাণ্ডবরা ক্রুদ্ধ সাপের ন্যায় তোমাদের সকলকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলবে। অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীর ধারণ করে কবচ পরিধান করে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে, ভীম বিশাল গদা কাঁধে রথে করে দ্রুত বের হচ্ছে—এসব আমি শুনলাম। সহদেব খড়্গ ও অর্ধ চন্দ্রকার চর্মধারণ করে এবং নকুল ও রাজা যুধিষ্ঠির

ইঙ্গিতের দ্বারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে গমন করছেন। তারা শত্রুপক্ষীয় রথীদের সংহার করবার উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনী যোজনা করবার জন্য বের হয়েছে। আমরা যে ভাবে তাদের অপমান এবং দ্রৌপদীকে নিগৃহীত করেছি, তা তারা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। কেউ-ই তা ক্ষমা করতে পারে না।

দুর্যোধনের এ প্রকার অবাস্তব যুক্তি ধৃতরাষ্ট্রের মনে সন্ত্রাস জন্মাবার কৌশল মাত্র। এই উপায়ে তাঁদের পরবর্তী ষড়যন্ত্রে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি আদায় করা। পাঠকেরা জানেন পাণ্ডবেরা হৃত সর্বস্ব পুনঃ পেয়ে হস্তিনাপুরে ফেরার পথে মাত্র। এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গাণ্ডীবধারী অর্জুন যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হচ্ছেন বা অন্যান্য পাণ্ডবরাও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হচ্ছেন—এ সব দুর্যোধনের কল্পনা মাত্র। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এ সব অর্থহীন বাক্য জালে নিজেকে ধরা দিলেন।

দুর্যোধন বললেন বনবাসের পণে পাণ্ডবদের সঙ্গে পুনরায় পাশা খেলব। এইভাবে পাণ্ডবদের আমরা বশে আনতে পারবো। যে পাশা খেলায় হারবে, সে বার বছর মৃগচর্ম পরে বনবাস করবে এবং পরে এক বছর অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাত বাস করবে। কিন্তু অজ্ঞাতবাস কালে যদি শত্রুপক্ষ তা জানতে পারে, তবে পুনরায় বার বছর বনবাস করবে। এই পণ রেখে পুনরায় পাশা খেলা হোক। এইভাবে তাদের সমস্ত সাম্রাজ্য জয় করে বহু মিত্র সংগ্রহ করে আমরা রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হব এবং তাদের ধন রত্নের দ্বারা বলশালী বিপুল শ্রেষ্ঠ ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলব। যদি ত্রয়োদশ বর্ষান্তে তারা প্রত্যাগমন করে, যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করব। যদি এই পরামর্শ আপনি অনুমোদন করেন, তবে অনুমতি দিন।

দুর্যোধন যে কত ধূর্ত, নীচ ও লোভী ছিল—উপরোক্ত উক্তি তা প্রকাশ করছে।

কিন্তু দুর্বল চিত্ত ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের এই চক্রান্তের জালে পা দিয়ে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। তখন দ্রোণ, সোমদত্ত,

বাহ্লীক, কৃপ, বিদুব, অশ্বত্থামা, সঞ্জয ভূবিশ্রবা, ভীষ্ম, বিকর্ণ—এঁবা সকলেই ধৃতবাষ্ট্রকে এইরূপ দ্যূতক্রীডা হতে নিবৃত্ত হতে বললেন এবং সর্বাঙ্গ শান্তি স্থাপন কবতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু পুত্র স্নেহে অন্ধ হযে দূবদর্শী হিতাকাঙ্ক্ষীদেব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডবদেব পুনবায পাশা খেলাব জন্য আনতে আদেশ দিলেন। এমন কি গান্ধাবীও ধৃতবাষ্ট্রকে নিবৃত্ত কবতে চেষ্টা কবে ব্যর্থ হলেন। (গান্ধাবী চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

সকলেব নিষেধ সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রেব আদেশে যুধিষ্ঠিব পুনবায পাশা খেলায় বসে পুনঃ পরাজিত হলেন। দুঃশাসন সেই সভা্য পাণ্ডবদেব উপহাস কবায় ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কৌববদেব বধ কববাব প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কবলেন।

দ্যূতসভা হতে যখন পাণ্ডববা গমন কবছিলেন, তখন দুর্জন বাজা দুর্যোধন আনন্দে সিংহেব ন্যায় গতি ভীমকে অনুকবণ কবে নীচ ভাবে বিদ্রূপ কবতে থাকেন।

একজন বয়স্ক বাজাব পক্ষে এই বকম বালক সুলভ কুৎসিত আচবণ কখনো শোভনীয় নয়। দুর্যোধনেব এইসব অপবিণামদর্শীতাই তাঁব পতনেব কাবণ।

পাণ্ডবরা বনগমন কবছেন জানতে পেবে হস্তিনাপুববাসিগণ বললেন পাপিষ্ঠ দুর্যোধন যখন দুঃশাসন ও কর্ণেব পবামর্শে এই বাজ্য ভোগ কবতে ইচ্ছা করছেন, তখন এই রাজ্যে আমাদেব বাড়ী ঘব, কুলমান স্বজন পবিজন পর্যন্ত নিরাপদ নয়। যে বাজ্যে এই পাপিষ্ঠ বাজত্ব কবতে চায, সেই বাজ্যে কুল, ধর্ম, আচাব কিছুই থাকতে পাবে না।

তাঁবা দুর্যোধনেব চবিত্র বিশ্লেষণ কবে আবও বললেন, দুর্যোধন, গুরুজনদেব দ্বেষকাবী, আচাব ও সুহৃদজনেব পবিত্যাগকারী, অর্থলোভী অভিমানী, নীচ এবং স্বভাবতঃ নির্দয। এই দুর্যোধন যেখানকাব বাজা, সেই সমগ্র ভূমণ্ডল নষ্ট হবে। সুতবাং যে স্থানে পাণ্ডববা যাচ্ছে, চল—আমবাও সেই স্থানে যাই।

পুরবাসিগণ নিরপেক্ষভাবে দুর্যোধনের এরূপ কদর্য চরিত্র এঁকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু রাবণের প্রজাদের মনে রাবণ সম্বন্ধে এইরূপ ঘৃণা বা বিরূপ মনোভাব কখনও প্রকাশ পেতে দেখা যায়নি। রাবণের বীরত্বে তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু রাবণের চরিত্র দোষই তাঁর পতনের কারণ। এটাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের বা আত্মীয়দের অভিযোগ। কিন্তু দুর্যোধন চরিত্রে প্রশংসনীয় কোন গুণই দেখা যায় না।

পাণ্ডবরা বনে গমন করলে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে হিতোপদেশ দিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বিদুরকে ভৎর্সনা করেন। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য।) দুঃখিত চিত্তে বিদুর পাণ্ডবদের অনুগমন করলেন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

দুর্যোধন এই সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে ধৃতরাষ্ট্রের এই দুর্বলতা জানালেন। এবং বিদুরকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

বিদুরের বুদ্ধিতে পাণ্ডবরা যাতে পুনরায় ফিরে আসতে না পারে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে সে ভাবাপন্ন করতে তাঁদের পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বললেন, যদি পাণ্ডবরা ফিরে এসেছে দেখেন তবে তিনি অন্ন জল ত্যাগ করবেন।

বিষমুদ্বন্ধনং চৈব শস্ত্রমগ্নিপ্রবেশনম্।
করিষ্যে ন হি তানৃদ্ধান্ পুনর্দ্রষ্টুমিহোৎসহে॥ (বন) ৭।৬

—আমি বিষ খাব, উদ্বন্ধনে, শস্ত্রে বা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণ ত্যাগ করব। তথাপি পাণ্ডবদের রাজ্য লাভে সমৃদ্ধ হতে দেখতে পারব না।

শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে জানালেন যে পাণ্ডবরা সত্যবাদী, সুতরাং তাঁরা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করে কারো অনুরোধে উপরোধে প্রত্যাগমন করবেন না। এমন কি ধৃতরাষ্ট্র বললেও তাঁরা ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস না করে ফিরবেন না।

কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের বাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। তখন

কর্ণ তাঁকে সন্তুষ্ট কববাব জন্য বনবাসী পাণ্ডবদেব আক্রমণ করে দুর্যোধনকে নিরুদ্বিগ্ন কবতে মনস্থ কবে সকলকে যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হতে পবামর্শ দিলেন।

ব্যাসদেব তাঁদেব অভিপ্রাযেব কথা জানতে পেবে তাঁদেব ঐ কাজ হতে নিবৃত্ত কবলেন। এবং প্রজ্ঞা চক্ষু ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট এসে অন্যায কাজ হতে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত কবতে ধৃতবাষ্ট্রকে ব্যাসদেব অনুবোধ কবলেন।

তিনি দুর্যোধন সম্বন্ধে বললেন – তোমার এই পাপাত্মা অতি মন্দ-বুদ্ধি পুত্র দুর্যোধন বাজ্যেব জন্য নিত্যই ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদেব বধ কবতে চায কেন? (পাণ্ডবান্ নিত্য সংক্রুদ্ধো বাজ্যহেতোর্জিঘাংসতি) যদি সে বনবাসী পাণ্ডবদেব বধ কবতে চায়, তবে সে নিজেব প্রাণ হাবাবে।

সমীক্ষা যাদৃশী হ্যস্য পাণ্ডবান্ প্রতি ভাবত।
উপেক্ষ্যমাণা সা বাজন্ মহান্তমনয়ং স্পৃশেৎ॥ (বন) ৮।৮

—ভাবত, পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনেব যে দুষ্ট মনোভাব, তা যদি উপেক্ষা কবা হয়, তবে ভবিষ্যতে তা মহা অনর্থ সৃষ্টি কববে।

তোমার এই পুত্র একা পাণ্ডবদেব সঙ্গে বনে গমন করুক, যদি সে তাদেব সংস্পর্শে গিয়ে তাব মনোভাব পরিবর্তন কবতে পাবে, তবেই তোমাব মঙ্গল। অথবা জন্ম হতে মানুষ যে স্বভাবেব অনুবর্তন কবে, মৃত্যু না হলে তার পরিবর্তন হয না।

বেদব্যাসেব এই উক্তি হতেও দুর্যোধনেব হীন মনোবৃত্তিব পবিচয় পাওযা যাচ্ছে। তিনি ধৃতবাষ্ট্রকে সতর্ক কবে দিয়েছিলেন। তবু পুত্র স্নেহে অন্ধ ধৃতবাষ্ট্র এই সুপবামর্শ না নিযে নিজেবই সর্বনাশ কবেছেন বাব বাব দুর্যোধনের অন্যায় আব্দাবে প্রশ্রয দিযে।

কুরু পাণ্ডবের সকল শ্রদ্ধেয হিতকাঙ্ক্ষীগণ পুনঃ পুনঃ ধৃতবাষ্ট্রকে তাঁর পুত্র দুর্যোধন সম্পর্কে পুবোপুবি অবহিত কবেন। কিন্তু কোন সুফল দেয়নি।

ব্যাসদেব ধৃতবাষ্ট্রকে সুবভি ও ইন্দ্রের উপাখ্যানেব মাধ্যমে অন্ধ

পুত্রস্নেহ মুক্ত হতে বলে বললেন যদি কৌববদেব জীবিত দেখতে চাও, তবে যেন তোমাব পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদেব সঙ্গে সামনীতি অবলম্বন কবে সৎ ব্যবহাব কবে। ধৃতবাষ্ট্র ব্যাসদেবকে দুর্যোধনকে অনুশাসন কবতে বললেন। তিনি জানালেন মৈত্রেয ঋষি সকলেব সঙ্গে দেখা কবতে আসছেন—তিনিই দুর্যোধনকে ন্যাযানুসাবে অনুশাসন কববেন এই বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন।

মৈত্রেয মুনি ধৃতবাষ্ট্রকে জানালেন তীর্থ যাত্রাব উদ্দেশ্যে বেব হযে কাম্যক বনে পাণ্ডবদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে তিনি আসছেন। ভীষ্ম ও ধৃতবাষ্ট্র সাক্ষাতে পাণ্ডবদেব সঙ্গে এইরূপ ব্যবহাব সমীচিন হয়নি বলে তিনি জানালেন।

অতঃপব তিনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদেব শক্তিব বিষয উল্লেখ কবে তাঁদেব সঙ্গে বিবাদ কবতে বাবণ কবে বললেন

কস্তান্ যুধি সমাসীত জবামবণবান্ নবঃ।

তস্য তে শম এবাস্তু পাণ্ডবৈর্ভবতর্ষভ॥ (বন) ১০।২৭

—জবামবণশীল এমন কোন মানুষ আছে, যে নাকি পাণ্ডবদেব সামনে যুদ্ধে দাঁড়াতে পাবে? সুতবাং ভবত শ্রেষ্ঠ, তুমি এদেব সঙ্গে ব্যবহাবে সামনীতি অবলম্বন কব।

ক্রোধবশতঃ অন্যরূপ আচবণ কব না।

দুর্যোধন মুখে কিছু না বলে তাঁকে অবজ্ঞা কবে সহাস্যে নিজেব উরুব উপব চপেটাঘাত কবতে ও চবণ দিয়ে ভূমি খনন কবতে লাগলেন। তাঁব এই উদ্ধত ব্যবহাবে মৈত্রেয মুনি তাঁকে অভিশাপ দিযে বলেছিলেন—

ত্বদভিদ্রোহসংযুক্তং যুদ্ধমুৎপৎস্যতে মহৎ।

তত্র ভীমো গদাঘাতৈস্তবোরুং ভেৎস্যতে বলী॥ (বন) ১০।৩৪

— যখন পাণ্ডবদেব প্রতি তোমাব অনিষ্টাচাবণ হতে ভয়ানক যুদ্ধ আবম্ভ হবে, তখন বলবান ভীম গদাঘাতেব দ্বাবা তোমাব ঐ উরু ভঙ্গ কববে। ভীমেব প্রতিজ্ঞাও একপ ছিল।

Wickedness is wonderfully diligent architect of misery, and shame accompanied with terror, commotion remorse and endless perturbation—Plutarch.
এর উক্তিটি দুর্যোধনের জীবনে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মৈত্রেয় মুনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু ভীমের কির্মীর রাক্ষস বধের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দুর্যোধনের চিত্তকে উদ্বিগ্ন রেখে গেলেন।

বেদাধ্যয়ননিরত তপস্বীরা বনে গিয়ে পাণ্ডবদের অবস্থা দেখে হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁদের দুঃখ কষ্টের কথা জানালেন। তাঁদের নিকট ধৃতরাষ্ট্র অর্জুনের তপস্যা ও নানা অস্ত্র লাভের সংবাদ শুনে বললেন—

স্বর্গং হি গত্বা সশরীর এব
কোন মানুষঃ পুনরাগন্তুমিচ্ছেৎ।
অন্যত্র কালোপহতাননেকান্
সমীক্ষমাণস্তু কুরূন্ মুমূর্ষূন্॥ (বন) ২৩৬।২৯

—কালের বশীভূত অসংখ্য কৌরবদের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে তাদের বধ করবার ইচ্ছা না থাকলে সশরীরে স্বর্গে গিয়ে অর্জুন ভিন্ন কোন মানুষ পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসতে চায়।

একান্তে কথিত ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তি শকুনি গোপনে শুনে দুর্যোধন ও কর্ণকে তা জানালেন। তাতে দুর্যোধন চিন্তিত হলেন। এই চরম দুর্দিনে পাণ্ডবদের নিজেদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে দ্রৌপদীর মনে ঈর্ষা ও দুঃখানল জ্বালাবার জন্য বনে পাণ্ডবদের নিকট যাবার জন্য চতুর শকুনি ও কর্ণ দুর্যোধনকে মন্ত্রণা দিলেন।

দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনির মন্ত্রণা গ্রহণ করে এবং ঘোষ যাত্রাকে নিমিত্ত করে দ্বৈতবনে যাবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতির জন্য কর্ণ প্রভৃতি তাঁর নিকট গেলেন।

কর্ণ প্রভৃতির দ্বৈতবনে যাবার প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হলেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের বললেন, তোমরা দর্প ও মোহে অন্ধ হয়ে কোন অপরাধ

করবে, তখন তপোবল লব্ধ পাণ্ডুপুত্রেরা তোমাদের ভস্মীভূত করে ফেলবে। শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দিয়ে জানালেন মৃগয়া করবার জন্য বনগমনে প্রবল ইচ্ছাও তাদের রয়েছে। তাঁরা কেবল গরুগুলি গণনার জন্যই যাচ্ছেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা তাঁদের নেই। পাণ্ডবরা যেখানে আছে সেখানে তাঁরা যাবেন না। এরূপ কপট আচরণ করে দুর্যোধনের দল ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি পেলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি পেয়ে কর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্যোধন বহু সেনা দুঃশাসন ও অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ, শকুনি এবং সহস্র সহস্র নারী পরিবৃত হয়ে দ্বৈতবন অভিমুখে রওনা হলেন। আট হাজার রথ, ত্রিশ হাজার হাতী, নয় হাজার ঘোড়া এবং অনেক হাজার পদাতিক সৈন্য দুর্যোধনের সঙ্গে গেল।

অতঃপর দুর্যোধন বনের নানা স্থানে শিবিরে বাস করে অবশেষে ঘোষ পল্লীর নিকটে গেলেন এবং সেখানে নিজ শিবির স্থাপন করলেন। তিনি সহস্র ভৃত্যকে ক্রীড়া মণ্ডপ তৈরীর আদেশ দিলেন। কিন্তু গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন পূর্বেই কুবের ভবন হতে সেখানে এসে অপ্সরা ও দেবতাদের সঙ্গে নিজের পুত্রদের সঙ্গে বিহার করবার জন্য সরোবর অবরুদ্ধ করেছিলেন। রাজানুচরগণ দুর্যোধনকে এ খবর দিলেন। দুর্যোধন তাদের গন্ধর্বদের সেখান হতে তাড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন। দুর্যোধনের এই ঔদ্ধত্য কৌরব-গন্ধর্বদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হলো।

পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়েও দুর্যোধন শান্তি পাননি। দুর্যোধনের ঈর্ষা-ক্লিষ্ট মন তাঁরা বনে কিরূপ দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে কালাতিপাত করছেন, তা চোখে দেখে আনন্দ পাবার দুষ্ট অভিপ্রায়ে সপরিবারে সবান্ধবে ও সদলবলে ঘোষ যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অহমিকার ফল পেতে কিছু বিলম্ব হলো না।

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হলো। গন্ধর্বগণের হাতে

পরাজিত হয়ে কর্ণ পলায়ন করেন। সমস্ত সৈন্যরাও কর্ণের পথ বেছে নিল। কৌরব ভ্রাতারা রাজকুল ললনাদের সঙ্গে গন্ধর্বরাজের কাছে পরাজিত ও বন্দী হলেন।

অতঃপর দুর্যোধনের অমাত্যগণ সাহায্যের জন্য দ্বৈত বনে যেখানে পাণ্ডবরা অবস্থান করছিলেন, সেখানে যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হলো। ভীম সব শুনে দুর্যোধনের অন্য কোন দুষ্ট অভিপ্রায় আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু পরিণাম তার বিপরীত হয়েছে। তিনি তাঁদের বিপদে সন্তোষ লাভ করলেন। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য।) কিন্তু যুধিষ্ঠির অন্যরূপ আচরণ করলেন। তাঁর আদেশে পাণ্ডবরা গন্ধর্বদের পরাজিত করেন। এবং জ্ঞাতিদের ও রাজমহিষীদের মুক্ত করলেন। স্ত্রী ও কুমারদের সঙ্গে কৌরবরা মহারথ পাণ্ডবদের সম্মানিত করলেন। যুধিষ্ঠির বন্ধনমুক্ত দুর্যোধনকে বললেন—এইরূপ দুঃসাহসের কাজ কখনও করো না। কারণ দুঃসাহসী লোক কখনও সুখ লাভ করে না। (ন হি সাহস কর্তারঃ সুখমেধন্তি।) পূর্ব ইচ্ছানুসারে ঘরে ফিরে যাও, মনে কোন দুঃখ রেখো না।

তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে বিকৃতেন্দ্রিয় রোগীর ন্যায় ব্যথায় বিদীর্য্যমাণ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে সলজ্জভাবে নগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি দুঃখিত চিত্তে নিজ পরাভবের কথা চিন্তা করতে করতে নিজ পুরীর অভিমুখে চলতে লাগলেন। পথে প্রচুর ঘাস ও জলপূর্ণ ভূমি দেখে তিনি নিজ রথাদি ছেড়ে রমনীয় ও সুন্দর সেই ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করতে লাগলেন। দুর্যোধন একটি পালঙ্কে উপবেশন করেছিলেন এমন সময় কর্ণ এসে গন্ধর্বরাজকে পরাজিত করায় তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। (কর্ণ চরিত্রে দ্রষ্টব্য।) কর্ণের ঐ অভিনন্দন অকপট হলেও দুর্যোধনকে নিষ্ঠুর আঘাত করল।

উত্তরে দুর্যোধন বললেন, তুমি কিছু না জেনে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছ। কিন্তু বাস্তবতঃ তা ঘটেনি। সম্মুখ যুদ্ধে আমরা গন্ধর্বদের

সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ কবি, এবং উভয় পক্ষেব বহু শত্রু নাশ হয। কিন্তু যখন গন্ধর্ববা আকাশে উঠে মাযা যুদ্ধ আবম্ভ কবল, তখন খেচবদেব সঙ্গে আমাদেব যুদ্ধে সমতা বাখা গেল না। আমবা পবাজিত ও সকলে বন্দী হলাম। যখন আমাদেব আকাশ মার্গে হবণ কবে নিযে যাচ্ছিল, তখন অত্যন্ত দুঃখ অনুভব কবে কিছু অমাত্য পাণ্ডবদেব শবণাগত হযে আমাদেব বিপর্য্যয়েব ঘটনা বিবৃত কবে। তাদেব কথা শুনে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিব অন্যান্য ভাইদেব প্রসন্ন কবে আমাদেব উদ্ধাব কববাব জন্য আদেশ করলেন।

তখন পাণ্ডববা গন্ধর্বদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে এবং অর্জুন অলৌকিক অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ কবে গন্ধর্বদেব গতি পথ রুদ্ধ কবল। তখন চিত্রসেন আত্মপবিচয দিলেন। অর্জুনের সখা চিত্রসেন। পবস্পব পবস্পবকে আলিঙ্গন কবলেন ও পবস্পবেব কুশল প্রশ্ন কবলেন।

অতঃপব অর্জুন উচ্চহাস্য কবে চিত্রসেনকে বীবোচিত এই স্পর্দ্ধা জানালেন, আপনি আমাব ভাইদেব মুক্ত কবে দিন। পাণ্ডববা জীবিত থাকতে অন্য কেউ এদেব ধর্ষণ কবতে পাববে না। তখন গন্ধর্ববাজ, তাঁকে জানালেন যে আমবা সপত্নীক পাণ্ডবদেব দুর্দ্দশা দেখতে এসেছিলাম। এই কথা যখন গন্ধর্ববাজ অর্জুনকে বলছিলেন তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হযে পডলাম। সেই সময আমাব ইচ্ছা হচ্ছিল পৃথিবী দ্বিখণ্ডিত হোক এবং আমি তাবমধ্যে প্রবেশ কবে আমাব লজ্জা ঢাকি। (ভূমের্বিববমন্বৈচ্ছং প্রবেষ্টুং ব্রীড়যান্বিতঃ।) তাবপব গন্ধর্ববা পাণ্ডবদেব সঙ্গে যুধিষ্ঠিবেব নিকট এসে আমাদেব কুমন্ত্রণাব কথা জানান এবং সেই জন্যই তাঁবা আমাদেব বন্দী কবেছিলেন বলেন।

দুর্যোধন আত্মগ্লানিব বর্ণনা দিতে দিতে কর্ণকে বললেন স্ত্রীদেব সামনে শত্রুব নিকট পবাভূত হযে বন্দী হলাম। পবে শত্রু যুধিষ্ঠিবেব হাতে আমাদেব সমর্পণ কবল। এব চেযে অধিক দুঃখ আব কি হতে পাবে? (কিন্নু দুঃখমতঃ পবম্।)

তৈর্মোক্ষিতোহহং দুর্বুদ্ধির্দত্তং তৈবেব জীবিতম্।

প্রাপ্তঃ স্যাং যত্বহং বীব বধং তস্মিন্ মহাবণে ॥ (বন) ২৪৯।৮

—যাদেব আমি সর্বদাই তিবস্কাব কবে আসছি এবং আমি যাদেব শত্রু বলে পরিগণিত, আমি দুষ্ট বুদ্ধি তা জেনেও তাবাই আমাকে উদ্ধাব কবল ও প্রাণ দান কবল।

যদি আমি গন্ধর্বদেব হাতে মবতাম, আমাব পক্ষে তা শ্রেয়ঃ ছিল, কিন্তু এরূপ জীবন দুর্বহ। গন্ধর্বদেব হাতে মবলে পৃথিবীতে আমাব যশ হত (ভবেদ্ যশঃ পৃথিব্যাং মে খ্যাতং গন্ধর্বতো বধাৎ) এবং অক্ষয় পূণ্যধাম লাভ কবতাম।

অতঃপব তিনি বললেন আজ আমি যা স্থিব কবেছি তা শোন। আমি এখানে প্রায়োপবেশন কবে মবব, তোমবা সকলে গৃহে ফিবে যাও।

ন হ্যহং সম্প্রযাস্যামি পুবং শত্রুনিরাকৃতঃ।

শত্রুমানাপহো ভূত্বা সুহৃদাং মানকৃৎ তথা ॥ (বন) ২৪৯।১৩

—যে আমি শত্রুব মানহরণকাবী ও সুহৃদদেব মানদাযী ছিলাম, সেই আমি শত্রুব দ্বাবা অপমানিত হযে পুবীতে ফিবে যাব না।

সুহৃদদেব দুঃখ ও শত্রুদেব আনন্দ দিযে আমি হস্তিনাপুবে গিযে রাজাকে কি বলব? ভীষ্ম, দ্রোণাদি বৃদ্ধদেব ও অন্যান্য সকলে আমাকে কি বলবেন এবং আমিই বা তাদেব কি উত্তব দেব?

বিপূণাং শিবসি স্থিত্বা তথা বিক্রম্য চোবসি।

আত্মদোষাৎ পরিভ্রষ্টঃ কথং বক্ষ্যামি তানহম্ ॥ (বন) ২৪৯।১৭

—পবাক্রম প্রকাশ কবে শত্রুদেব মস্তক ও বক্ষেব উপব দাঁড়িযে আমি নিজ দোষে নীচে পড়েছি, সুতবাং আমি তাদেব কি উত্তব দেব?

দুর্বিনীতাঃ শ্রিযং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ।

তিষ্ঠান্তি ন চিবং ভদ্রে যথাহং মদগর্বিতঃ ॥ (বন) ২৪৯।১৮

—দুর্বিনীত ব্যক্তি শ্রী বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্য লাভ কবে দীর্ঘকাল সৎ পথে থাকতে পাবে না। মদ গর্বিত যেমন আমি।

উপবোক্ত ঘটনাটি Tillotson এব একটি উক্তি স্মবণ কবিয়ে দেয় —Was ever any wicked man free from the stings of a guilty conscience from a secret dread of the divine displeasure, and of the vengence of another world ?

স্বভাবতঃ দুষ্ট হলেও কবি দুর্যোধনকে একেবাবে বিবেক বর্জিত কবে আঁকেন নি। দুষ্কর্ম কবলেও দুষ্কৃতকাবীবা বিবেকেব দংশন হতে বিমুক্ত নয। ভগবানেব বিমুখতা ও পববর্ত্তী জীবনে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা তাদেব মনে সতত এক দারুণ ভয জাগায।

এখানে দুর্যোধন বিবেকেব দংশন অনুভব কবলেও তা ক্ষণপ্রভাব মত ক্ষণিকেব মাত্র।

দুর্যোধন আক্ষেপ করে আবও বললেন এই দুষ্কর্ম কবা আমাব উচিত হযনি। মোহযুক্ত দুর্বুদ্ধি বশতঃই এইরূপ দুষ্কর্ম কবেছি, এবং সেই জন্যই আজ গন্ধর্বদেব দ্বাবা আমার জীবন সংশয় হযেছে। সুতবাং আমি প্রাযোপবেশন কবব। আমি আব প্রাণ বাখতে চাই না। শত্রুবা যাব প্রাণ বাঁচিযেছে, এমন অবস্থায কোন বিচাববুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ বেঁচে থাকতে চায? (চেতযানো হি কো জীবেৎ কৃচ্ছ্রাচ্ছত্রুভিরুদ্ধৃতঃ)।

শত্রুবা আমাব অবস্থা দেখে হাসছে। আমাব নিজ পৌরুষেব অভিমান ছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে সেই পৌরুষ লাঞ্ছিত ও অপমানিত। পাণ্ডবরা বিক্রম প্রকাশ কবে আমাকে বক্ষা কবেছে, তাদেব চোখে আমি আজ তুচ্ছ।

এইখানে বাবণ ও দুর্যোধন চবিত্রে এক বিবাট বৈষম্য দেখা যায। রাবণ যথার্থই বীব এবং কখনও তাঁকে কাবো অনুগ্রহ লাভ কবে বেঁচে থাকতে হযনি। কিন্তু দুর্যোধন যদিও তেমন বীব নন, তথাপি বীবত্বেব এক অচল অহমিকা তাঁব জীবনেব সকল দুর্ভাগ্যেব জন্য দাযী।

অতঃপব দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন, আমি তোমাকে বাজ্যে

অভিষিক্ত কবছি। তুমি তা স্বীকাব কবে বাজা হও এবং কর্ণ ও শকুনিব দ্বাবা পবিচালিত এই পৃথিবীকে শাসন কব। বৃত্রাসুবনাশী ইন্দ্র যেমন মরুদদেব পালন কবেন, তুমিও তেমনি ভ্রাতাদেব পালন কব এবং দেবতাবা যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় কবে জীবিকা নির্বাহ কবেন, তেমনি আত্মীযগণ তোমাকে আশ্রয় কবে জীবিকা নির্বাহ করুন, প্রমাদশূন্য হযে সর্বদা ব্রাহ্মণদের জীবিকাব ব্যবস্থা কববে, এবং বন্ধু ও সুহৃদদেব তুমিই একমাত্র গতি হযে অবস্থান কব। বিষ্ণু যেমন দেবতাদেব উপব কৃপা দৃষ্টি বাখেন, তেমনি তুমি জ্ঞাতিদেব সর্ব প্রকাবে লক্ষ্য বাখবে এবং গুরুজনদেব পালন কববে। তুমি সুহৃদদেব আনন্দ বর্দ্ধন, শত্রুদের তিবস্কার কবে এই পৃথিবী পালন কর। দুঃশাসনকে এই উপদেশ দিয়ে দুর্যোধন দুঃশাসনকে আলিঙ্গন কবে যাবার অনুমতি দিলেন। প্রকাণ্ড এ অমব গ্রন্থে এই একটি মাত্র জায়গায দুর্যোধন ধীব, স্থিব ও প্রাজ্ঞ বলে পাঠকদেব বিস্মিত কবেন।

দুর্যোধনেব দুঃশাসনেব প্রতি এই উপদেশ হতে এটাই উপলব্ধি কবা যায় যে তিনি যথার্থই বিচক্ষণ নৃপতি ছিলেন। তাই কাব প্রতি কিরূপ আচবণ করে কাকে কিভাবে সন্তুষ্ট বাখতে হবে— তিনি সেইসব কৌশল জানতেন বলেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এত আত্মীয় পবিজন ও বাজাব সাহায্য পেয়েছিলেন। এমন কি নকুল সহদেবেব মাতুল শল্যবাজাও দুর্যোধনেব পক্ষ নিযে পাণ্ডবদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবেছিলেন। যেহেতু তিনি বাজা শল্যকে প্রথমে সেবা কবে তাঁব থেকে বব পেয়েছিলেন।

দুঃশাসন দুর্যোধনেব প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। (দুঃশাসন চবিত্র দ্রষ্টব্য) কর্ণেব প্রবোধ দানেব পবও (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) দুর্যোধন প্রাযোপবেশন সঙ্কল্পে অটল। অতঃপর শকুনিও দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু তাতেও তিনি তাঁব নিজেব সিদ্ধান্তে অবিচল বইলেন।

দেবতাদেব দ্বাবা পবাজিত হযে দৈত্য দানববা পাতালে বাস কবছিল। দুর্যোধনেব প্রায়োপবেশনেব ফলে তাদেব স্বার্থেব সমূহ

ক্ষতি হবে জেনে তাবা এক যজ্ঞ কবল। সেই যজ্ঞ হতে কৃত্যা উত্থিত হয়ে জিজ্ঞেস কবল কি কবতে হবে। দৈত্যদেব নির্দেশে কৃত্যা নিমেষেব মধ্যে দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে এল।

তখন দানবেবা দুর্যোধনকে তাঁব ভূয়সী প্রশংসা কবে বললে, আমবা তপস্যা কবে মহেশ্ববেব নিকট হতে আপনাকে লাভ কবেছি। আপনার শবীবেব উর্দ্ধভাগ অর্থাৎ নাভি হতে মস্তক পর্যন্ত বজ্র দ্বাবা নির্মিত। সুতবাং অস্ত্র শস্ত্রেব দ্বারা অভেদ্য। তেমনি পার্বতী দেবী আপনাব শবীবেব নিম্নভাগ অর্থাৎ নাভিব নিম্নাংশ পুষ্পেব ন্যায় কোমল করে নির্মাণ কবেছেন, যাতে বমণীবা আপনাব প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে ভগবান শঙ্কব ও পার্বতী উভয় মিলে আপনার শরীব নির্মাণ কবেছেন। আপনি মানুষ নন, দিব্য পুরুষ, ভগদত্ত প্রভৃতি বীব ক্ষত্রিয় রাজাবা দিব্যাস্ত্র বেত্তা ও মহাশক্তিশালী। তাঁবাই আপনাব শত্রুদের বধ কববেন। আপনাব কোন ভয় নেই। আপনাকে সাহায্য করবাব জন্যই দানবগণ ক্ষত্রিয় বাজারূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবেছেন। (সাহায্যার্থং চ তে বীরাঃ সম্ভূতা ভুবি দানবাঃ)। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিব শবীবেও অন্য অসুববা প্রবেশ কববে। তাদেব দ্বাবা আবিষ্ট হযে তাঁবা দয়া মায়া ত্যাগ কবে আপনার শত্রুদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন।

তাবা দুর্যোধনকে অভয় দিযে আবও বললে যে অর্জুনেব ভয়ে তিনি ভীত, সেই অর্জুনকে বধ কববাব জন্য

হতস্য নবকস্যাত্মা কর্ণমূর্ত্তিমুপাশ্রিতঃ।
তদ্ বৈবং সংস্মবন্ বীব যোৎস্যতে কেশর্বাজুনৌ॥ (বন) ২৫২।২০

— কৃষ্ণেব হস্তে নিহত নবকাসুবেব আত্মা কর্ণ রূপ ধাবণ কবেছে। পূর্ব শত্রুতা মনে কবে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কববে।

ইন্দ্র অর্জুনের বক্ষাব জন্য কর্ণেব কুণ্ডলদ্বয ও কবচ ছদ্মবেশে অপহবণ কববেন। এইজন্য আমবাও এক লাখ দৈত্যকে এই কর্মে নিযুক্ত রাখছি। যারা সংশপ্তক নামে বিখ্যাত, তাবাই অর্জুনকে

বধ করবে। সুতরাং আপনি শোক করবেন না। আপনি নিষ্কণ্টক এই পৃথিবী ভোগ করবেন। এই বলে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে দানবশ্রেষ্ঠরা দুর্যোধনদের জয় কামনা করে তাঁকে বিদায় দিলেন এবং তাঁর বুদ্ধির স্থিরতা আনলেন। অতঃপর সেই কৃত্যাই পুনরায় দুর্যোধনকে সেইখানে নিয়ে গেল, যেখানে তিনি প্রায়োপবেশন সঙ্কল্প করেছিলেন। তারপর কৃত্যা তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁর আজ্ঞানুসারে সেই স্থানেই অন্তর্ধান হলেন।

উপরোক্ত ঘটনা হতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য দুর্যোধনের দুর্গতির জন্য তাঁকে কতটা দায়ী করা যায় তা বিচার্য। দুর্যোধনের জীবনটি দৈব কর্ম করবার জন্যই যেন সৃষ্টি হয়েছিল। প্রারম্ভেই আমরা দেখছি পৃথিবীর ভার মুক্ত করবার জন্য স্বয়ং কলি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জন্মেছেন। আবার দেখা যাচ্ছে দেবতাদের পরাজিত করবার জন্য দানবদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবার জন্যই তাঁর জন্ম। তিনি দানবদের, পাণ্ডবরা দেবতাদের অবলম্বন। যেখানে দুর্যোধনের জন্মের পূর্বেই তাঁর কর্ম নির্দ্ধারিত করা রয়েছে—সেখানে তাঁর শুভবুদ্ধি সর্বদা অশুভ মেঘের দ্বারা আবৃত থেকে বারংবার অন্যায়, অধর্ম, দুষ্ট কর্মে তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে।

এইখানে রাবণের সঙ্গে দুর্যোধনের বৈষম্য লক্ষণীয়। রাবণকে দেবতারা ক্ষমতাশালী করেছিলেন। দেবতাদের আশীর্বাদে শক্তি-মদে মত্ত হয়ে রাবণ যত্র তত্র সেই শক্তির যে অপব্যবহার করেছিলেন, তার জন্যই স্বয়ং বিষ্ণুকে রাম রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কিন্তু দুর্যোধনকে দিয়ে নানা প্রকারে দুষ্কর্ম করিয়ে দানবকুল ধ্বংস করা বা পৃথিবীর ভার লাঘব করার অভিপ্রায়ে দুর্যোধনের জন্ম। এই ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই দুর্যোধন পাঠকের সহানুভূতি দাবী করতে পারেন।

কৃত্যা চলে গেলে রাজা দুর্যোধন রাত্রির সমস্ত ব্যাপার স্বপ্ন বলে মনে করলেন। এবং পাণ্ডবদের যুদ্ধে অবশ্যই পরাজিত করবেন এই দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের মনে উদয় হল। তিনি দানবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের কথা বা স্বপ্নের কথা সকলের নিকট গোপন রাখলেন।

প্রত্যুষে কর্ণ দুর্যোধনকে পুনবায অনুবোধ কবে জানান আত্মহত্যাব দ্বাবা শত্রুকে জয কবা যায় না। তিনি প্রতিজ্ঞা কবলেন যুদ্ধে অর্জুনকে জয কববেন। তখন দুর্যোধন হস্তিনাপুবে প্রত্যাগমন কবলেন।

অতঃপব ভীষ্ম কর্ণেব নিন্দা কবে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কববাব পবামর্শ দেন। দুর্যোধন অবজ্ঞা ভবে অন্যত্র চলে গেলেন। কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতিও তাঁব অনুসবণ কবলেন। তিনি পুনবায ফিবে এসে মন্ত্রিদেব সঙ্গে মন্ত্রণা কবলেন কি কাজ কবলে তাঁদেব ভাল হবে? কি কাজ তাঁদেব অবশিষ্ট আছে? এইসব পবামর্শ কবলেন। কর্ণ ক্ষোভপূর্ণ উক্তি কবে দিগ্‌বিজযে যাবাব প্রস্তাব কবেন। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

কর্ণেব কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হযে বাজা দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, তোমাব মত মহাশক্তিশালী যে আমাব হিতকাবী এজন্য আমি নিজেকে ধন্য ও অনুগৃহীত মনে কবছি। যদি তোমাব এই বিশ্বাস যে তুমি সকলকে জয় কবতে সমর্থ হবে, তাহলে দিগ্বিজযেব জন্য যাত্রা কব। তাব জন্য কি কবতে হবে, তা আমাকে বল। অতঃপব কর্ণ সমগ্র পৃথিবী জয কবে প্রত্যাগমন কবলেন। হস্তিনাপুবে তাঁব অভ্যর্থনা কবা হয। কর্ণ দুর্যোধনকে জানালেন তিনি দুর্যোধনেব জন্য পৃথিবী নিষ্কণ্টক কবেছেন। তিনি এখন ইন্দ্রেব ন্যায এই পৃথিবী পালন কবতে পাবেন।

উত্তবে দুর্যোধন বললেন, তুমি যাব সহায তাব এ জগৎ দুর্লভ নয়। আমাব একটা অভিপ্রায আছে, তা তুমি যথাযথ ভাবে শোন।

যুধিষ্ঠিবেব বাজসূয যজ্ঞ দেখে আমাবও সেইরূপ একটি যজ্ঞ কববাব ইচ্ছা হযেছে। তুমি তা সম্পন্ন কবতে সহাযতা কব। বাজা দুর্যোধনেব এই কথা শুনে কর্ণ তাঁব প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন দুর্যোধন পুবোহিতকে ডাকিযে বাজসূয যজ্ঞ অনুষ্ঠানেব উদ্যোগ কবতে বলেন। কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণদেব সঙ্গে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ পুবোহিত তাঁকে

জানালেন, যুধিষ্ঠির জীবিত থাকাকালীন আপনার কুলে আর কেউ এই রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবে না। বিশেষতঃ আপনার পিতা জীবিত থাকাকালীন এই যজ্ঞ আপনার পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু রাজসূয়ের যজ্ঞের ন্যায় আর একটি মহাযজ্ঞ আছে। (অস্তি ত্বন্যন্মহৎ সত্রং রাজসূয়সমং প্রভো।) আপনি আমার কথানুসারে তারই অনুষ্ঠান করুন। যে সব রাজা আপনার কর দাতা তাঁদের সুবর্ণ আভরণ ও সুবর্ণ কর দিতে বলুন। আপনি ঐ সুবর্ণের দ্বারা একটা লাঙ্গল নির্মাণ করুন। সেই লাঙ্গলের দ্বারা আপনি যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ করুন। এই যজ্ঞ ভূমি সকলের জন্যই অবারিত থাকবে। এর নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ। যার অনুষ্ঠান করা সৎপুরুষদের কর্ত্তব্য। এই যজ্ঞ পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু ভিন্ন আর কেউ আজও করেনি।

পুরোহিতের কথা শুনে দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি ও ভ্রাতাদের বললেন, ব্রাহ্মণদের এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। যদি তোমাদের রুচিকর হয়, তবে শীঘ্র চল—বিলম্ব কর না। রাজা এই কথা বললে তখন সকলেই 'তাই হোক'—এই বলে সমর্থন জানালো।

বৈষ্ণব যজ্ঞ আরম্ভ করবার সব উদ্যোগ শেষ হয়েছে শুনে দুর্যোধন বৈষ্ণব যজ্ঞ আরম্ভ করবার অনুমতি দিলেন। দুর্যোধন যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ এবং গান্ধারী এঁরা সকলেই এই যজ্ঞের আয়োজনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

অতঃপর রাজা ও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করবার জন্য দ্রুতগামী দূতদের পাঠালেন। তখন গমনোদ্যত একজন দূতকে দুঃশাসন বললেন, তুমি শীঘ্র দ্বৈত বনে যাও। সেখানে পাপী পাণ্ডবদের এবং সেখানকার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে এস।

সেই দূত পাণ্ডবদের বৈষ্ণব যজ্ঞে যোগদান করবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালে যুধিষ্ঠির বললেন, এটা খুব সৌভাগ্যের কথা যে দুর্যোধন পূর্ব-পুরুষের কীর্ত্তিবর্দ্ধক এই ক্রতুশ্রেষ্ঠের দ্বারা ভগবানের পূজা করছে।

আমবা ঐ যজ্ঞে অবিশ্যিই যেতাম, কিন্তু এখন যেতে পাববো না। কাবণ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাসেব প্রতিজ্ঞা আমাদেব পালন কবতে হবে। (সময়ঃ পবিপাল্যো নো যাবদ্ বর্ষং ত্রয়োদশম্।)

অনন্তব বিভিন্ন দেশেব অনেক বাজা ও ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। ধৃতবাষ্ট্রেব নির্দেশে বিদুব আনন্দেব সঙ্গে ভক্ষ্য, পেয়, অন্ন ও পানীয়, সুগন্ধি মাল্য এবং বস্ত্র সমূহেব দ্বাবা যথাবিধি সকলকে সন্তুষ্ট কবলেন। দুর্যোধন শাস্ত্রানুসাবে সকলেব বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ কবে সকলকে প্রচুব ধন দান কবে সান্ত্বনা প্রদান কবে যজ্ঞ শেষে সহস্র সহস্র বাজা ও ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। এইরূপে সকলকে বিদায় দিয়ে দুর্যোধন যজ্ঞ শেষে ভ্রাতাদেব, কর্ণ ও শকুনিব সঙ্গে যজ্ঞবাটি হতে হস্তিনাপুবে প্রবেশ কবলেন।

যজ্ঞ সমাপান্তে প্রজাবৃন্দেব কেউ কেউ বলল, সৌভাগ্যবশতঃ আপনাব যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। কোন কোন লোক বাজাকে বলল আপনাব এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিবেব মত হয়নি। আবাব কিছু বাতিকগ্রস্ত লোক দুর্যোধনকে বলল, আপনাব এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিবেব যজ্ঞেব ষোড়শ ভাগেব এক ভাগও নয। কিন্তু তাঁব সুহৃদবা বলল, আপনাব এই যজ্ঞ সকলকে অতিক্রম কবেছে। নহুষ, যযাতি, মান্ধাতা ও ভবত এই যজ্ঞ কবে স্বর্গে গেছেন। এইসব কথা শুনে বাজা দুর্যোধন পুবীতে প্রবেশ কবলেন এবং নিজ প্রাসাদে গিযে গুরুজনদেব প্রণাম কবলেন। কর্ণ তখন বললেন, সৌভাগ্যবশতঃ আপনাব এই মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হযেছে। যুদ্ধে পাণ্ডবদেব বধেব পব যখন আপনি বাজসূয যজ্ঞেব আযোজন কববেন, তখন আমি পুনবায আপনাকে এইরূপ অভিনন্দন জানাব। উত্তবে দুর্যোধন বললেন -

সত্যমেতৎ ত্বযোক্তং হি পাণ্ডবেষু দুবাত্মসু।
নিহতেষু নবশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তে চাপি মহাক্রতৌ॥ (বন) ২৫৭।১২

—তোমাব এই কথা সত্য। নবশ্রেষ্ঠ, দুবাত্মা পাণ্ডবদেব নিধনেব পব

যখন আমি রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করব, তখন তুমি পুনরায় এইরূপে অভিনন্দিত করবে।

দুর্যোধন যে প্রকৃতিগত দুর্জন ছিলেন, এটাই তার প্রমাণ। যে পাণ্ডবরা তাঁকে সপরিবার, সবান্ধব, সদল বলে চিত্রসেন দ্বারা বন্দী দশার থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাঁদের এই উপকারের প্রতিদানে তাঁদের হত্যার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে Rome এর Orator Marcus Tullius Cicero এর একটি উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক There is wickedness in the intention of wickedness even though it be not perpetrated in the act.

কর্ণ তখন অর্জুন বধের জন্য প্রতিজ্ঞা (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য . করলেন। দূত মুখে এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন।

এদিকে দুর্যোধন ভ্রাতাদের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরদের এবং কর্ণের সঙ্গে মিলে আনন্দে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। দুর্যোধন অধীন রাজাদের প্রিয় কাজ করতে লাগলেন এবং ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের সম্মান করতে লাগলেন। দান ও ভোগ ধনের এই দুই ফল এটা নিশ্চিত জেনে দুর্যোধন ভ্রাতাদের প্রিয় কাজ করতে লাগলেন। (নিশ্চিত্য মনসা বীরো দত্তভুক্তফলং ধনম্।)

বনে পাণ্ডবরা মুনি ঋষি সঙ্গ পেয়ে পবিত্র ধর্ম আলোচনায় দিনপাত করছিলেন এবং দ্রৌপদীর ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য দত্ত অক্ষয় অন্ন পাত্রের প্রভাবে অন্নের জন্য সমাগত ব্রাহ্মণদের অন্ন দ্বারা তৃপ্ত করে আনন্দে কাল যাপন করছিলেন। পাণ্ডবরা বনে আনন্দে বাস করছেন জেনে কর্ণ দুঃশাসন ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে যখন নানাভাবে পাণ্ডবদের সঙ্কটে ফেলবার চিন্তা করছিলেন, তখন দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্বাসা মুনি দুর্যোধন সকাশে আসলেন। দুর্যোধন অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁকে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। দুর্যোধন স্বয়ং ভৃত্যের ন্যায় বিধি অনুসারে

তাঁব পূজা কবলেন, তাঁব সেবায সন্তুষ্ট হয়ে মুনিবব কযেকদিন সেখানে কাটালেন। দুর্যোধন দুর্বাসাব শাপেব ভয়ে এবং এক দুবভি-সন্ধি সাধনেব জন্য দিবাবাত্র অনলস ভাবে তাঁব পবিচর্য্যা কবলেন। মুনি সন্তুষ্ট হযে তাঁকে বব দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, পাণ্ডবদেব ও দ্রৌপদীব আহাবেব পব আপনি সশিষ্য যুধিষ্ঠিবেব আতিথ্য গ্রহণ করুন, এটাই আমাব প্রার্থনা।

তোমাব প্রীতি সম্পাদনেব জন্য আমি তাই কবব বলে দুর্বাসা যে পথে এসেছিলেন, সেই পথেই চলে গেলেন।

দুর্যোধনেব এই বব প্রার্থনাব মধ্যে তাঁব হীন ও কূট মনোবৃত্তিব পবিচয পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্যিই এই বীতিই সাধাবণ যে শত্রুকে উৎপীডন কববাব জন্য সমস্ত অস্ত্র ব্যবহাব কববে। কাবণ তাঁব জানা ছিল যে দ্রৌপদীব আহাবেব পব সূর্য প্রদত্ত তাম্রস্থালী দ্রৌপদীব অতিথি সৎকাবে সহাযতা কবে না। সে সময কোপন স্বভাব দূর্বাসা আতিথ্য চেযে বিফল হলে তাঁদেব অভিশাপ দিলে সে অভিশাপে পাণ্ডবদেব অধিকতব দুঃখ হবে। পাণ্ডবগণ তাদেব এ বকম দুঃখেব দিনে অন্য এক নতুন দুঃখেব বলি হন তা দুর্যোধনেব আনন্দেব বিষয়।

পাণ্ডবদেব বনবাসেব দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হলে পব, দুর্যোধন নানা দেশে পাণ্ডববা কিভাবে অজ্ঞাতবাস কবছে, তা জানবাব জন্য চব নিযোগ কবেছিলেন। কাবণ এই অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে যদি তাঁবা অবগত হতে পাবেন, তবে পাণ্ডবদেব পুনবায বার বছবের জন্য বনবাসে যেতে হবে।

এদিকে দুর্যোধনেব প্রেবিত চবেব দল বহু বাজ্য, বহু নগব, গঞ্জ খুঁজে খুঁজে এবং যত দেশেব কথা জানা আছে ও যত দেশ দেখা গেছে সমস্তই অনুসন্ধান কবে বাজধানীতে ফিবে গিয়ে জানালো কোথাও পাণ্ডবদেব সন্ধান পাওয়া যাযনি। হযত তাবা জীবিত নেই। আমবা পাণ্ডবদেব সাবথিদেব সন্ধান কবে জানতে পেবেছি যে

তাবা একাই দ্বারকায় গেছে। দ্রৌপদী বা পঞ্চপাণ্ডব নেই। চববা দুর্যোধনেব পববর্ত্তী আদেশেব জন্য অপেক্ষা কবল। তাবা আব একটি সুসংবাদ পবিবেশন কবলো যে মৎস্যবাজ বিবাটের সেনাপতি মহাবীর কীচক যে প্রবল পবাক্রমে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় বাজাদেব নিহত কবেছিল, সেই কীচক ভ্রাতাদেব সঙ্গে বাত্রে অদৃশ্য গন্ধর্বদেব হাতে নিহত হয়েছে।

গুপ্তচব মাবফৎ পাণ্ডবদেব সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পেযে দুর্যোধন সভাসদ্‌দের বললেন—

সুদুঃখা খলু কার্য্যাণাং গতির্বিজ্ঞাতুমন্ততঃ।

তস্মাৎ সর্বে নিবীক্ষধ্বং ক নু তে পাণ্ডবা গতাঃ॥ (বি) ২৬।২

—কাজের পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত বুঝে উঠা কষ্টকব। সুতবাং আপনাবা সকলে পর্য্যালোচনা কবে দেখুন, পাণ্ডবদেব কোথায় যাওয়া সম্ভব?

এই ত্রয়োদশ বৎসবে তাদেব অজ্ঞাতবাসেব কাল বেশীব ভাগই অতিবাহিত হয়েছে। শেষ ভাগেব আব স্বল্প কালই অবশিষ্ট আছে। এই বর্ষেব অবশিষ্টাংশ যদি পাণ্ডববা আত্মগোপনে সক্ষম হয, তাহলে সত্যপবায়ণ পাণ্ডবদেব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। তাবা সকলেই হস্তীর ন্যায় বলবান। তাবা ক্রুদ্ধ হলে কৌববদেব পক্ষে দুঃখদাযক হবে। তারা সকলেই সময়জ্ঞ, তাবা দুর্জয বেশ ধাবণ কবে রয়েছে। সুতবাং পাণ্ডববা যাতে ক্রোধ দমন কবে পুনবায অবণ্যে প্রবেশ কবতে বাধ্য হয এবং যাতে বাজ্য নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব ও একান্ত ভাবে বিনাশ সম্ভাবনাশূন্য হযে চিবস্থায়ী হয, সেই ভাবে অতি সত্বব তাদেব সংবাদ লাভ কবতে ইচ্ছা করুন।

কর্ণ পুনবায় পাণ্ডবদেব অনুসন্ধানে চবদেব পাঠাবাব উপদেশ দিলেন। দুঃশাসন বিশ্বস্ত চবদেব অগ্রিম পাবিশ্রমিক দিযে পুনবায় অনুসন্ধানেব জন্য পাঠাবাব জন্য বললেন। দুঃশাসন বললেন হযত তাবা প্রচ্ছন্ন ভাবে সমুদ্রেব পবপাবে চলে গেছে কিংবা হয়ত পাণ্ডবদেব মহাবণ্যে হিংস্র জন্তু খেযে ফেলেছে অথবা কোন বিপদে পড়ে

চিবকালেব জন্য বিনষ্ট হয়েছে। (অথবা বিষমং প্রাপ্য বিনষ্টা শাশ্বতীঃ সমাঃ।)

আচার্য্য দ্রোণেব ধাবণা অন্য ৰূপ। তিনি বললেন এইসব ব্যক্তিবা (পাণ্ডববা) বিনাশ প্রাপ্ত হয না বা পবাভব স্বীকাব কবে না। বর্ত্তমানে যা অবিলম্বে কবণীয, তা উত্তম ৰূপে চিন্তা কবে শীঘ্র সম্পন্ন কব। সর্ব বিষযে ধৈর্যশীল এই পাণ্ডবদেব বাসস্থান বিষযে চিন্তা কব। এই বীববা দুর্জয, তপোবল আবৃত। তাদেব খুঁজে পাওয়া কঠিন। (দুর্জ্ঞেযাঃ খলু শূবাস্তে দুবাপাস্তপসা বৃতাঃ।) বিশেষ ভাবে বুদ্ধি বিবেচনা কবে কাজ কব। ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ বা যাবা তাদেব জানে এইৰূপ চব ও অন্যান্য ব্যক্তিব দ্বাবা পুনবায অন্বেষণ কব। (দ্রোণ চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে সমর্থন কবে বললেন, পাণ্ডববা ধর্মবলে ও বীর্যবলে সুবক্ষিত। তাদেব মৃত্যু ঘটতে পাবে না। অতঃপব তিনি যুধিষ্ঠিবেব চবিত্রেব বৈশিষ্ট বর্ণনা কবে পাণ্ডববা যেস্থানে থাকবেন, সেই দেশ কিৰূপ হবে তাব বর্ণনা দিযে (ভীষ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য) বললেন আমাকে যদি শ্রদ্ধা কব, তবে এইৰূপ ভাবে চিন্তা কব যা কবলে ভাল হবে মনে কব, সত্বব তাব ব্যবস্থা কব।

কৃপাচার্য্য ভীষ্মেব অভিমত সমর্থন কবে চবদেব পাণ্ডবদেব অনুসন্ধানে পাঠাতে বললেন। সময উপস্থিত হলে পাণ্ডবদেব আবির্ভাব হবে এতে সংশয নেই। অমিততেজা মহাবলশালী অত্যন্ত অধ্যবসায ও উৎসাহ সম্পন্ন পাণ্ডববা প্রতিজ্ঞা বক্ষা কবতে পাববে। সুতবাং সৈন্য, কোষ ও নীতি এই তিনেবই ব্যবস্থা অবলম্বন কব—যাতে সময় হলেই তাদেব সঙ্গে উপযুক্ত ভাবে মিলিত হতে পাবি। প্রবল বা দুর্বল সমস্ত মিত্রেব মধ্যেও নিজেব শক্তিব পবিমাণ নিজ বুদ্ধি দ্বাবা নিৰূপণ কবা প্রযোজন। তিনি যুদ্ধ বিষযে আবও বহুবিধ উপদেশাদি দিযে বললেন এইভাবে স্বধর্মানুসাবে যথাকালে সমস্ত কর্ত্তব্য বিষয বিশেষ ভাবে নিশ্চিত কবে নিলে চিবদিনেব জন্য সুখী হওযা যায।

দুর্যোধন বললেন, সম্প্রতি জগতে মানব, দৈত্য ও বাক্ষস সমন্বিত মনুষ্যলোকে দৈহিক সাববত্তা, প্রাণশক্তি, ধৈর্য ও বাহুবলে চাবজন প্রাণীর মধ্যে সর্বোত্তম ইন্দ্রেব ন্যায বলবান যাঁবা, তাঁদেব সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁবা বল ও পৌরুষে পবিপূর্ণ। তাঁদেব বল ও প্রাণ শক্তি সর্বদাই সমান---তাঁবা হলেন বলবাম, ভীষ্ম, শল্যবাজা ও কীচক। পঞ্চম অন্য কোন শক্তিশালী লোকেব কথা শোনা যায না। এই বিশ্বাসে আমি ভীমকে চিনতে পাবছি।

আমাব স্পষ্টই মনে হচ্ছে পাণ্ডববা জীবিত আছে। ভীমই সৈবন্ধ্রী রূপী দ্রৌপদীর জন্য বাত্রে গন্ধর্বের নামে কীচককে বধ কবেছে। ভীম ভিন্ন আব কে নিজ বলে কীচককে হত্যা কবতে সমর্থ? (কো হি শক্তঃ পবো ভীমাৎ কীচকং হন্তুমোজসা।) তাছাড়া অস্ত্র ছাড়া কেবল, বাহুবলে চূর্ণ কবতে পাবে আব কে আছে? অত শীঘ্র চর্ম, অস্থি, মাংস চূর্ণ কবা—ছদ্মবেশী ভীমেবই কাজ। নিশ্চয়ই দ্রৌপদীব জন্য ভীম, গন্ধর্বেব নামে সূতপুত্র কীচকদেব বধ কবেছে এতে সংশয় নেই। (গন্ধর্বব্যপদেশেন হতা যুধি ন সংশয়ঃ।)

দুর্যোধন আবও বললেন পিতামহ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিবেব অধিষ্ঠিত দেশেব ও তাব জনগণেব যে সমস্ত গুণেব কথা বলেছেন মৎস্য বাষ্ট্রেব ঐরূপ গুণেব সংবাদও আমি বহুবাব শুনেছি। মনে হয বিবাট নগবেই পাণ্ডববা প্রচ্ছন্নভাবে বিহাব কবছে। সে দিকেই দৃষ্টি দেওবা যাক্। মৎস্য বাজাকে আক্রমণ কবব এবং তাঁব গোধন হবণ কবব। গোধন হবণ কবলে যে যুদ্ধ বাধবে পাণ্ডবেবা নিশ্চয় তাতে যোগ দেবে। সময় পূর্ণ হবাব পূর্বেই যদি আমবা পাণ্ডবদেব দেখতে পাই, তাহলে তাদেব পুনবায আবও দ্বাদশ বৎসবেব জন্য অবণ্যে প্রবেশ কবতে হবে। এ পথে আমাদেব কোষবৃদ্ধি হবে এবং শত্রু নিধনও হবে। মৎস্যবাজ আমাব প্রতি অবজ্ঞা কবে বলে থাকে যে, যে ব্যক্তি যুধিষ্ঠিবেব দ্বারা পূর্বে পালিত হযেছে, সে কি কবে দুর্যোধনেব দলভুক্ত হতে পাবে? এরূপ স্থিব কবে দুর্যোধন মৎস্যরাজেব

গো-ধন হবণ কববাব জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি মহাবীবদেব নিযে যাত্রা কবেন। উত্তবের বথে অর্জুনেব ধ্বজেব আগমন, অর্জুনেব শঙ্খ-ধ্বনি, দ্রোণ দুর্লক্ষণ সমূহ বর্ণনা কবে দুর্যোধনকে জানালেন—আমাদেব অশুভ সময় আগত। প্রজ্বলিত উল্কাগুলি তোমার সেনার ক্লেশোৎপাদন কবছে, বাহনগুলি বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে যেন বোদন কবছে। গৃধ্রগুলি তোমাব সৈন্যেব চাবিদিকে আশ্রয নিযেছে। তুমি সেনাকে অর্জুনেব বাণে আহত দেখে দুঃখিত হবে। তোমাব সৈন্য পবাজিত হবে, কেহই যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত যোদ্ধা নিরুৎসাহ, অধিকাংশেবই মুখ বিবর্ণ হযেছে। গরুগুলিকে পাঠিযে দিযে আমবা যোদ্ধাবা ব্যূহ বচনা কবে সৈন্য সজ্জিত কবে অপেক্ষা কবি।

দুর্যোধন বণক্ষেত্রে বথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহাবথ কৃপকে বললেন আমি এবং কর্ণ বাব বাব বলছি এবং আবাবও বলছি পবাজিত হলে পাণ্ডববা পুনবায দ্বাদশ বৎসব বনবাস ও এক বৎসর কোন দেশে অজ্ঞাতবাস কববে—এটাই ছিল আমাদেব সঙ্গে পণ, তাদেব ত্রয়োদশ বৎসব এখনো উত্তীর্ণ হযনি। অজ্ঞাতবাস কাল চলছে, অথচ অর্জুন আমাদেব সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হচ্ছে। নির্বাসন শেষ হবাব পূর্বেই যদি অর্জুন এসে থাকে, তবে পাণ্ডববা পুনবায দ্বাদশ বৎসব বনবাসী হবে। বাজ্যলোভে হযত তাবা এটা বুঝতে পাবেনি বা আপনাদেবই ভুল হযেছে। ভীষ্মদেব তা জানতে পাবেন।

উত্তবেব সন্ধানকাবী ও যুদ্ধাভিলাষী মৎস্য সেনাব পক্ষ নিযে অর্জুন যদি উপস্থিত হযে থাকে, তাহলে আমবা কাব অপবাধ কবলাম? (যদি বীভৎসুবাযতিস্তদা কস্যাপবাধ্নুমঃ।) কাবণ ত্রিগর্ত্ত অধিবাসীদেব সাহায্যেব জন্য আমবা এসেছি। অষ্টমীব দিন সূর্যোদয়কালে আমাদেব এই গোধনগুলি হবণ কববাব সঙ্কল্প ছিল। এই ব্যক্তি তাদেবই অগ্রবর্ত্তী কোন মহাবীব অথবা এখানে আমাদেব জয কববাব জন্য স্বযং মৎস্যবাজও হতে পাবে। যদি এই ব্যক্তি মৎস্যবাজা হয অথবা যদি অর্জুনই এসে থাকে, তবে সকলে আমবা যুদ্ধ করব – এটাই

আমাদেব সিদ্ধান্ত স্থির কবলাম? এখন আপনাবা সব শ্রেষ্ঠ বথিগণ (ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা) নিশ্চেষ্ট বযেছেন কেন? যুদ্ধ ভিন্ন কল্যাণ নেই, সেই ভাবেই নিজেকে একাগ্র করুন।

গোধন যখন হবণ কবা হযেছে, তখন ইন্দ্র বা যমেব সঙ্গেও আমাদেব যুদ্ধেব সম্মুখীন হতে হবে। কে হস্তিনাপুবে ফিবে যাবে? পদাতিকবা যদি পলাযন কবে, তবে তাদেব মধ্যে কেউই জীবিত থাকবে না। অশ্বাবোহীদের জীবন সংশয় হবে।

যুদ্ধেব জন্য দুর্যোধনেব বীবত্ব ব্যঞ্জক আবেদন কৌববপক্ষেব মহাবথীদের তেমন উদ্দীপ্ত কবল না। কর্ণ দ্রোণেব সমালোচনা কবায় অশ্বত্থামা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তিনি অকপটে বললেন দুর্যোধনেব অক্ষক্রীডাতে পাণ্ডবদেব বাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভেব মধ্যে কোন বীবত্বেব চিহ্ন দেখেননি। কিন্তু দুর্যোধনকে এতে পবিতুষ্ট দেখে অশ্বত্থামা তাঁকে নির্দ্দয় নৃশংস বলে আখ্যাত কবেন।

প্রাপ্য দ্যূতেন কো বাজ্যং ক্ষত্রিয়স্তোষ্টুমর্হতি।

তথা নৃশংসৰূপোঽয়ং ধার্ত্তবাষ্ট্রশ্চ নিঘৃণঃ॥ (বিঃ) ৫০।৮

— অক্ষক্রীড়ায় বাজ্য লাভ কবে কোন ক্ষত্রিয সন্তুষ্ট হতে পাবে? কিন্তু ধৃতবাষ্ট্রপুত্র এ দুর্যোধন তাতে তুষ্ট আছে, যেহেতু প্রকৃতিতে সে নিষ্ঠুব ও নৃশংস।

অশ্বত্থামা কঠোব ভাষায দুর্যোধনেব সমালোচনা কবে জিজ্ঞেস কবলেন পঞ্চ পাণ্ডবেব কোন পাণ্ডবকে দ্বৈবথ যুদ্ধে বা অন্য কোন যুদ্ধে জয কবে তুমি তাদেব রাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভ কবেছ? একবস্ত্রা বজস্বলা দ্রৌপদীকে জোব কবে টেনে এনে বাজসভায় লাঞ্ছিত কবেছিলে— সেটাই বা কোন প্রকাবেব যুদ্ধ?

তিনি আবও বললেন—

যথাশক্তি মনুষ্যাণাং শমমালক্ষযামহে।

অন্যেষ্যামপি সত্ত্বানামপি কীটপিপীলিকৈঃ।

দ্রৌপদ্যাঃ সম্পবিক্লেশং ন ক্ষন্তুং পাণ্ডবোঽর্হতি॥ (বিঃ) ৫০।১৪

—মানুষ তাব সহ্যগুণের সীমাব মধ্যে সহ্য কবে। কীট পিপীলিকা ও অন্যান্য প্রাণীদেব সহিষ্ণুতাব সীমা আছে। দ্রৌপদীকে যে পীড়া দিয়েছ পাণ্ডবেবা তা ক্ষমা কবতে পাবে না।

তুমি দ্যূতক্রীড়া করে ইন্দ্রপ্রস্থ হবণ কবেছ, দ্রৌপদীকে সভায় লাঞ্ছিত কবেছ, তোমাব প্রাজ্ঞ ও ক্ষাত্র ধর্মে পণ্ডিত মাতুল গান্ধাববাজ পুত্র শকুনি তোমাব জন্যে যুদ্ধ করুন। যেমন মাতুলেব সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া জয় কবেছিলে, তেমনি তোমাব মাতুল তোমাকে এখন রক্ষা করুক।

কৃপাচার্য্যও কর্ণকে ভৎর্সনা কবেন। অতঃপব ভীষ্ম সৈন্যদেব মধ্যে একতা ও শান্তি বক্ষাব চেষ্টা কবে অশ্বত্থামাকে শান্ত কবতে চেষ্টা কবেন। (ভীষ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য) তখন অশ্বত্থামা বললেন, আমাব ন্যায় বাক্যকে নিন্দা কবা উচিত না। কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়েই আমাব পিতা অর্জুনেব গুণেব কথা বলেছেন।

শত্রোবপি গুণা গ্রাহ্যা দোষা বাচ্যা গুরোবপি।
সর্বথা সর্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥ (বিঃ) ৫১।১৫

—শত্রুরও গুণ গ্রহণ কবতে হয এবং গুরুবও দোষ থাকলে তা বলতে হয। পুত্র ও শিষ্যকে সর্বপ্রকাবে সর্বপ্রযত্নে হিতকব উপদেশ দিতে হয।

তখন দুর্যোধন বললেন, আচার্য্য ক্ষমা করুন এবং এব শান্তি বিধান করুন। গুরুদেব যদি ভিন্ন মত না হন, তাহলে ক্রুদ্ধ হযে তিনি সেই কাজ কবেছেন বুঝা যাবে।

দ্রোণ প্রসন্ন হলেন এবং দুর্যোধনকে বক্ষা করবাব প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অর্জুন দুর্যোধনেব সেনাব উপব আক্রমণ কবে বিবাটেব গোধন ফিবিয়ে আনলেন। অর্জুনকে বাধা দিতে এসে কৌববদেব সব মহা-রথীবা সৈন্যসহ পবাজিত হলেন। ভীষ্মও সম্মুখ সমব ত্যাগ কবলে, দুর্যোধন পতাকা উড়িযে গর্জন কবতে কবতে অর্জুনের নিকট উপস্থিত

হলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। বিকর্ণ একটি বিশাল হস্তী এবং তার পাদরক্ষী চারটি রথের সঙ্গে পুনরায় অর্জুনের নিকট আসলেন। অর্জুন একটি বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা হস্তীকে নিহত করেন এবং অপর একটি বাণ দিয়ে দুর্যোধনের বক্ষ বিদীর্ণ করেন। বাণ বিদ্ধ হয়ে দুর্যোধন পলায়ন করতে উদ্যত হলে, অর্জুন তাঁকে তীব্র বাক্য বিদ্ধ করায়, তিনি রথ ঘুরিয়ে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অর্জুন কৌরব দলকে পরাজিত করেন। দুর্যোধন সংজ্ঞা লাভ করে ভীষ্মকে বললেন, অর্জুন কি করে আপনার হাত হতে মুক্তি গেল? সে যাতে মুক্তি না পায় তা করুন। ভীষ্ম তাঁকে অর্জুনের বীর্যের ও মহত্ত্বের কথা বলে শীঘ্র রাজধানীতে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। দুর্যোধন ভীষ্মের উপদেশ শুনে যুদ্ধে নিরাশ হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৌন অবলম্বন করলেন ও ফিরে গেলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে বৃহন্নলা বেশী অর্জুনের নিকট পরাজিত হয়ে দুর্যোধন পলায়ন করার একটি হাস্যকর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

দুর্যোধনের মুকুট পড়িলেন কাটি ॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায় ॥

— — —

হস্তিনা নগরে সবে গেল দুঃখ মনে ॥ (বিঃ)

কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষের সঙ্গে কৃষ্ণের আত্মীয়তা ছিল। কুন্তী কৃষ্ণের পিসীমা। অর্জুন কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন। অপর দিকে কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষণাকে বিয়ে করেছিলেন।

অভিশপ্ত ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে উভয়পক্ষই গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করছিলেন। একদিন দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়েই কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। অর্জুন নিদ্রিত কৃষ্ণের পাদদেশে বসলেন। দুর্যোধন কৃষ্ণের মস্তকের দিকে উৎকৃষ্ট সিংহাসনে

বসলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর উভয়েই কৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। দুর্যোধন বললেন—

বিগ্রহেঽস্মিন ভবান্ সাহ্যং মম দাতুমিহার্হতি।
সমং হি ভবতঃ সখ্যং মম চৈবার্জুনেঽপি চ॥
তথা সম্বন্ধকং তুল্যমস্মাকং ত্বয়ি মাধব।
অহং চাভিগতঃ পূর্বং ত্বামদ্য মধুসূদন॥
পূর্বং চাভিগতং সন্তো ভজন্তে পূর্বসারিণঃ।
ত্বঞ্চ শ্রেষ্ঠতমো লোকে সতামদ্য জনার্দ্দন।
সততং সম্মতশ্চৈব সদ্বৃত্তমনুপালয়। (উঃ) ৭।১২-১৪

—মাধব আসন্ন যে যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তাতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনার আমার সঙ্গে ও অর্জুনের সঙ্গে মিত্রতা সমান এবং আমার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধও সমান। হে মধুসূদন, আজ আমিই আগে আপনার নিকট এসেছি। পূর্ব পুরুষগণের সদাচারের অনুসরণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ প্রথমে আগত প্রার্থীরই প্রার্থনা পূরণ করেন। জনার্দ্দন, আপনি এখন সমস্ত সৎ-পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং সকলে আপনাকেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অতএব আপনি সৎ-পুরুষদের আচার পালন করুন।

দুর্যোধনের মুখে কৃষ্ণের এ রকম স্তুতি এ প্রথম শোনা গেল।

উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, তিনি অর্জুনকে আগে দেখেছেন। তাছাড়া অর্জুন বয়ঃকনিষ্ঠ, সুতরাং তার ইচ্ছাই অগ্রে পূরণ করা উচিত। তবে তিনি উভয়েরই সহায়তা করবেন। তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, নারায়ণী নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ সৈনিক আছে, যারা বিক্রমে আমার সমতুল্য। তুমি সেই নারায়ণী সেনা চাও অথবা যুদ্ধে নিরস্ত্র সারথি রূপে আমাকে নেবে। অর্জুন তাঁকেই প্রার্থনা করলেন। দুর্যোধন নারায়ণী সৈন্য প্রার্থনা করলেন। তিনি এই সেনাদের পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

অতঃপর দুর্যোধন বলরামের নিকট গেলেন। বলরাম তাঁর

নিরপেক্ষ ভাব ব্যক্ত করে জানালেন তিনি কোন পক্ষকেই সাহায্য করবেন না। বলরাম দুর্যোধনকে বললেন তুমি ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করেছো। সুতরাং যাও, ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ কর। বলরাম এই কথা বললে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে চলে গেলেন। দুর্যোধন কৃতবর্মার নিকট গমন করলেন। তিনি দুর্যোধনকে এক অক্ষৌহিনী সেনা দিলেন। এইসব সৈন্য নিয়ে দুর্যোধন হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

দূত মুখে সব সংবাদ পেয়ে নকুল সহদেবের মাতুল রাজা শল্য নিজ মহারথী পুত্রদের সঙ্গে বিশাল সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবৃত হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এদিকে দুর্যোধন রাজা শল্য আসছেন শুনে পথিমধ্যেই তাঁকে আদর আপ্যায়ণ দ্বারা অভিভূত করেন। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে দুর্যোধনকে তাঁর নিকট হতে তাঁর মনোবাঞ্ছিত বস্তু গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

দুর্যোধন বললেন, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন আপনি আমার সমুদয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হবেন।

এইভাবে কৌশলে শল্যকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করার মধ্যে দুর্যোধনের কেবল কূটবুদ্ধির পরিচয়ই পাই না, তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠিরের পক্ষে বিভিন্ন দেশের যে রাজরাজারা যোগ দিয়েছিলেন, তাদের সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য একত্রিত হয়েছিল। দুর্যোধনের পক্ষে রাজাদের সব সৈন্য সমবেত হলে মোট একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের দোষ দেখিয়ে দুর্যোধনকে শাসন করবার জন্য তাঁকে উপদেশ দেন।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে পঞ্চ ভ্রাতার জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—

যুধিষ্ঠিরঃ পুরং হিত্বা পঞ্চ গ্রামান্ স যাচতি।
ভীতো হি মামকাৎ সৈন্যাৎ প্রভাবাচ্চৈব মে বিভো॥ (উঃ) ৫৫।৩০

—যুধিষ্ঠিব তো আমাব সৈন্য ও প্রভাবে এরূপ ভীত হয়ে পড়েছেন যে, তিনি বাজধানী বা কোন নগব না চেয়ে এখন কেবল পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন।

যুধিষ্ঠিবেব মহানুভবতা ও লোভ হীনতা ও বাজকুলে শান্তি স্থাপনেব শুভেচ্ছাকে দুর্যোধন তাঁব দুর্বলতা বলে ভ্রম কবেছিলেন। দুর্যোধনেব এই ত্রুটিপূর্ণ অনুমানই তাঁব সবংশে নিধনেব কাবণ।

তাই দুর্যোধন প্রত্যুত্তবে বলে পাঠিয়েছিলেন ঃ—

তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রদেশে ধবে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেবে নাহি দিব আমি॥
প্রতিজ্ঞা কবিনু আমি না হবে খণ্ডন। (উঃ)

দুর্যোধনেব আত্মম্ভবিতা ও ভুল আত্মবিশ্বাসই তাঁব সর্বনাশেব মূল। তিনি যাহা উত্তম মনে কবতেন, কেহই তাঁকে সেই পথ হতে বিবত করতে পাবতোনা। আত্মপক্ষেব শক্তি ও জয় সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন।

মৎসমো হি গদাযুদ্ধে পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
নাসীৎ কশ্চিদতিক্রান্তো ভবিতা ন চ কশ্চন॥ (উঃ) ৫৫।৩২

—গদা যুদ্ধে তো আমাব সমান এই পৃথিবীতে বর্ত্তমানে কেউ নেই। অতীতে কেউ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কেউ হবে না।

তিনি আবও বলেছিলেন ঃ—

যুদ্ধে সঙ্কর্ষণসমে বলেনাভ্যধিকো ভূবি।
গদাপ্রহাবং ভীমো মে ন জাতু বিষহেদ্ যুধি॥ (উঃ) ৫৫।৩৫

—আমি যুদ্ধে বলবামেব সমান এবং বলে এই ভূতলে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক। যুদ্ধে ভীমসেন আমাব গদাব প্রহাব কোন রূপেই সহ্য কবতে পাববে না।

এ প্রসঙ্গে দুর্যোধনেব বীবত্ব সম্বন্ধে তাঁব আত্মপ্রত্যয় অহেতুক নয়। দুর্যোধন ও বীব ছিলেন। বিশেষ কবে গদা যুদ্ধে তাঁব সমকক্ষ বীব কমই ছিল। এ প্রসঙ্গ অশ্বত্থামাব একটি নীতিবাক্য মনে কবিয়ে দেয়—

দহত্যগ্নিববাক্যস্তু তূষ্ণীং ভাতি দিবাকবঃ।
তূষ্ণীং ধারয়তে লোকান্ বসুধা সচবাচবান ॥ (বিঃ) ৫০।৩

—বাক্য ব্যয় না কবে অগ্নি দহন কাজ করে, নীববে সূর্য প্রকাশিত হয়, পৃথিবী ও বিনা বাক্যে সব স্থাবব জঙ্গম সহ সমস্ত লোককে ধাবণ কবে। সত্যিকাব বিজয়ীবা পৌরুষের স্পর্দ্ধা কবে না।

কৃষ্ণের দুর্যোধন সম্বন্ধে অভিমত প্রণিধানযোগ্য। গদা যুদ্ধে দুর্যোধন ভীম দু'পক্ষেব দুই বীরেব তুলনা কবতে গিযে কৃষ্ণ বলেছেন—ভীম বীব ও বলবান, কিন্তু সুযোধন কৃতী। বলবান ও কৃতীব মধ্যে কৃতীই শ্রেষ্ঠ। গদা যুদ্ধে সুযোধনকে পবাজিত কবে এমন কেউ নেই। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব কেউ সুযোধনকে গদাযুদ্ধে ন্যায পথে পবাজিত কবতে পাববে না।

দুর্যোধন জানতেন পিতা শান্তনুর ববে ভীষ্মেব ইচ্ছা মৃত্যু। অতএব তিনি অবধ্য।

পবশুবাম কর্ণকে বলেছিলেন অস্ত্র জ্ঞানে কর্ণ তাঁর সমান। পবন্তু তিনি সুন্দব কবচ ও কুণ্ডল সহযোগে জন্মেছিলেন। তদুপবি ইন্দ্র সেই কবচ ও কুণ্ডলেব পবিবর্তে ভযঙ্কব এক অমোঘ শক্তি দিযেছেন।

দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য তাঁর তুল্য মহাধনুর্ধব। ইহা ব্যতীত সংশপ্তক নামক ক্ষত্রিয় বহু সঙ্ঘ তাঁবই পক্ষে আছে।

এইভাবে তিনি আত্মপক্ষেব শক্তি বিচাব কবেছিলেন। কিন্তু হিসাবে ভুল কবেছিলেন যে স্বয়ং নাবায়ণ বীব পাণ্ডবদেব কাণ্ডাবী। তাই অন্যপক্ষে নর-নাবায়ণেব সংযোগ ঘটেছে। সঞ্জয় পাণ্ডবদেব যুদ্ধ বিষয়ক প্রস্তুতিব বর্ণনা কবলে, ধৃতবাষ্ট্র স্বীয় পক্ষেব পবাজয অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেবে বিলাপ কবেছিলেন। তখন দুর্যোধন পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

উভৌ স্ব একজাতীয়ৌ তথোভৌ ভূমিগোচবৌ।
অথ কস্মাৎ পাণ্ডবানামেকতো মন্যসে জয়ম্ ॥ (উঃ) ৫৭।৩৬

—আমরা কৌবববা ও পাণ্ডববা উভয়েই এক জাতীয় এবং উভয়েই এই

ভূমিতে বাস কবি। তথাপি একমাত্র পাণ্ডবদেব জয হবে, এই ধাবণা আপনাব কিরূপে হল ?

ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, জযদ্রথ, সোমদত্ত এবং অশ্বত্থামা —ইহাবা সকলেই অতিশয় তেজস্বী ও মহাধনুর্ধব। দেবতাদেব সঙ্গে ইন্দ্রও এদেব যুদ্ধে জয কবতে সমর্থ নন, সেখানে পাণ্ডববা কিরূপে তাঁদেব জয কববে ?

এইভাবে দুর্যোধন আত্মপক্ষেব শক্তিব পবিচয দিতে থাকেন। তথাপি ধৃতবাষ্ট্র তাঁব কথা বিশ্বাস কবতে পাবেননি। (ধৃতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য) তাই তিনি দুর্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হযে সন্ধি কবতে বললে দুর্যোধন বললেন—

আমি আপনাব উপব এবং দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, ভীষ্ম, কম্বোজপতি, কৃপাচার্য, বাহ্নীক, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, ভূবিশ্রবা ও আপনাব অন্যান্য যোদ্ধাব উপব ভাব বেখে পাণ্ডবদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববার জন্য আমন্ত্রণ কবিনি।

অহঞ্চ তাত কর্ণশ্চ বণযজ্ঞং বিতত্য বৈ।
যুধিষ্ঠিবং পশুং কৃত্বা দীক্ষিতৌ ভবতর্ষভ॥ (উঃ) ৫৮।১২

—তাত, ভবতশ্রেষ্ঠ, আমি ও কর্ণ বণযজ্ঞ বিস্তাব কবে যুধিষ্ঠিবকে বলিব পশুরূপে স্থিব কবে সেই যজ্ঞে দীক্ষা নিযেছি।

উপবেব প্রগলভ উক্তি হতে বোঝা যায যে দুর্যোধন নিজেব ও কর্ণেব শক্তিব উপব অধিকতব নির্ভবশীল হযে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হযেছেন।

আমি, কর্ণ ও আমাব ভ্রাতা দুঃশাসন—এই তিন জনই যুদ্ধে পাণ্ডবদেব সংহাব কববো।

তিনি আবও বলেছেন—

অহং হি পাণ্ডবান্ হত্বা প্রশাস্তা পৃথিবীমিমাম্।
মাং বা হত্বা পাণ্ডুপুত্রা ভোক্তাবঃ পৃথিবীমিমাম্॥ (উঃ) ৫৮।১৬

—হয আমি পাণ্ডবদেব বধ কবে এই প্রশস্ত পৃথিবীকে শাসন কবব, না হয পাণ্ডববাই আমাকে নিহত কবে এই পৃথিবী ভোগ করুক।

আমি জীবন, রাজ্য, ধন—সব কিছুই ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলে মিশে কখনও থাকতে পারবো না।

যাবদ্ধি সূচ্যাতীক্ষ্ণায়া বিধ্যেদগ্রেণ মারিষ।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥ (উঃ) ৫৮।১৮

—তীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগের দ্বারা যতটা ভূমি বিদ্ধ হতে পারে, ততটা পরিমিত ভূমিও আমি পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না।

উপরোক্তিতে দুর্যোধনের লোভ ও দম্ভই কেবল প্রকাশ পায়নি। তাঁর উগ্র অমর্ষ স্বভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

English clergy Caleb Cotton এর একটি উক্তি দুর্যোধন চরিত্রের এক নিখুঁত বিশ্লেষণ। তিনি বলেছেন—**Pride, like the magnet, constantly points to one object, self; but unlike the magnet it has no attractive pole, but at all points repels.**

দুর্যোধনের এই সগর্ব উক্তিতে ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য ভয় প্রদর্শন করলেন।

দুর্যোধন নিজের সামর্থ্য বর্ণনা করে পিতাকে বোঝালেন, আপনার ধারণা দেবতারা পাণ্ডবদের সহায়ক বলে তাঁদের জয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনার এ ধারণা ভুল। যদি অগ্নি, বায়ু, ধর্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনী—কুমারদ্বয় কামনার বশীভূত হয়ে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হতেন, তাহলে তো কুন্তী পুত্রদের কখনও দুঃখ ভোগ করতে হোত না। কারণ দেবতারা সর্বদা দিব্য ভাব-শম প্রভৃতির অপেক্ষা করেন। তবু যদি কামনার বশবর্ত্তী হয়ে দেবগণের মধ্যে দ্বেষ ও লোভ দেখা যায়, তবে তাঁদের সেই শক্তির কোন প্রভাব আমাদের মধ্যে দেখতে পাবেন না। কারণ দেবতার মধ্যে দেবভাবের প্রাধান্য আছে। তিনি আরও বললেন—

ময়াভিমন্ত্রিতঃ শশ্বজ্জাতবেদাঃ প্রশাম্যতি।
দিধক্ষুঃ সকলাঁল্লোকান্ পরিক্ষিপ্য সমন্ততঃ॥ (উঃ) ৬১।৭

—যদি আমি অভিমন্ত্রিত করি, তবে অগ্নিদেব সমগ্র লোককে ভস্ম করে

দেবার ইচ্ছায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে সর্বদিকে শিখা বিস্তার পূর্বক দগ্ধ করে প্রশমিত হবেন।

যদি এমন কোন তেজ থাকে যাতে দেবতারা সর্বদা যুক্ত থাকেন, তবে আমারও দেবতাদের অনুপম তেজ আছে—এটা আপনি জেনে রাখুন। আমি সবার সামনেই বিদীর্য্যমাণা পৃথিবী এবং বিদীর্ণ হয়ে পতনোদ্যত পর্বত শিখরগুলি মন্ত্রবলে অভিমন্ত্রিত করে পূর্বের ন্যায় স্থাপন করতে পারি। এই চেতন-অচেতন ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে বিনাশের জন্য উৎপন্ন মহাকোলাহলকারী ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি অথবা প্রবল বায়ু বেগকেও আমি সদা সমস্ত প্রাণিদের উপর দয়া করে সকলের সামনেই শান্ত করতে পারি। আমার দ্বারা স্তম্ভিত জলের উপর দিয়ে রথ ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী যেতে পারবে। একমাত্র আমিই দৈব ও আসুরিক শক্তি সমূহ প্রবর্ত্তন করতে পারি। (দেবাসুরাণাং ভাবানা-মহমেকঃ প্রবর্তিতা।) আমি যে কোন কাজের জন্য যে যে দেশে অনেক সৈন্য নিয়ে যাব, সেই সব স্থানে যেখানে আমার ইচ্ছা হবে, সেই সব স্থানে আমার অশ্ব যেতে পারবে। আমার রাজ্যে সর্পাদি ভয়ঙ্কর জীবজন্তু নেই। যদিও কোন ভয়ঙ্কর প্রাণী থাকে, তারা আমার মন্ত্র বলে অহিংস হয়ে বাস করে। আমার রাজ্যে প্রচুর বর্ষণ হয়। সব প্রজারাই ধার্মিক, আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির উপদ্রব নেই। যাদের উপর আমি দ্বেষ করি, তাদের রক্ষা করবার সাহস অশ্বিনীকুমার যুগল, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্মরও নেই।

যদি হ্যেতে সমর্থাঃ স্যুর্মদ্‌দ্বিষস্ত্রাতুমঞ্জসা।
ন স্ম ত্রয়োদশ সমাঃ পার্থা দুঃখমবাপ্নুয়ুঃ॥ (উঃ) ৬১।১৯

—যদি তাঁরা আমার শত্রুদের অনায়াসে রক্ষা করতে পারতেন, তাহলে কুন্তী পুত্রগণ ত্রয়োদশ বর্ষকাল ধরে কষ্টভোগ করত না।

আমি আপনাকে বলছি, আমি যাকে দ্বেষ করি তাকে দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর ও রাক্ষসগণও রক্ষা করতে পারবে না। আমি আমার শত্রু ও মিত্রদের বিষয় শুভ এবং অশুভ যা চিন্তা করি না কেন, তা

পূর্বে কখনও নিষ্ফল হয়নি। আমার মাহাত্ম্য সকলেই স্বচক্ষে দেখেছে। আমি কেবল আপনাকে আশ্বাস দেবার জন্যই এ বিষয় বললাম—আত্মপ্রশংসা করবার জন্য নয়। তিনি আরও জানালেন তাঁর শক্তি ও তাঁর আশ্রিত ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য, শল্য ও শল—এঁরা অস্ত্র বিদ্যার যা জানেন তা সবই তিনি জানেন।

দুর্যোধনের উপরোক্ত দম্ভে একদিকে যেমন তাঁর অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি অন্য দিকে তপশ্চর্য্যার দ্বারা তিনি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ ও পাওয়া যায়। তাই অনেক অলৌকিক কাজই তিনি করতে পারেন। রাবণ যেমন তপস্যার বলে এমন অমিত পরাক্রমের অধীশ্বর হয়েছিলেন দুর্যোধনও বোধ হয় সেরূপ কোন প্রকার যোগ সাধন করতেন। নতুবা পূর্বে উল্লিখিত কাজ তাঁর দ্বারা কিরূপে সম্ভব হতো।

পাণ্ডবদের দূত রূপে স্বয়ং কৃষ্ণ আসছেন জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করতে বললেন। রাজা দুর্যোধন তখন স্থানে স্থানে সুন্দর সভা মণ্ডপ ও বিশ্রাম স্থান নির্মাণের জন্য আদেশ দিলেন, শিল্পীরা বিভিন্ন রমণীয় স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ বহু বিশ্রাম স্থান করলেন। বিবিধ গুণ যুক্ত বিচিত্র বহু আসন, স্ত্রী, সুগন্ধি পদার্থ, অঙ্গভূষণ, সূক্ষ্ম বস্ত্র, অন্ন ও পানীয় বিবিধ ভোজন এবং সুগন্ধ পুষ্পমালা প্রভৃতি দুর্যোধন সেই সেই স্থানে রাখলেন। বিশেষতঃ বৃকস্থল নামক গ্রামে বাস করবার জন্য দুর্যোধন যে বিশ্রাম স্থান তৈরী করালেন, তা অত্যন্ত মনোরম ও প্রচুর রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ ছিল। মানুষের দুর্লভ এই সব দেবোচিত ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ এই সব বিশ্রাম স্থানের প্রতি দৃকপাত না করে কৌরবদের বিশ্রাম স্থান হস্তিনাপুর অভিমুখে গমন করলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কৃষ্ণকে পারিতোষিক দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য) করলেন, এবং দুঃশাসনের ভবনে তাঁর অবস্থানের

ব্যবস্থা কবতেন বললেন। বিদুব জানালেন কৃষ্ণ আপনার দেওয়া পদধৌত কববাব জন্য জলপূর্ণ কলস এবং কুশল প্রশ্ন ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ কববেন না। তিনি (কৃষ্ণ) আপনাব ও দুর্যোধনেব পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কবিযে শান্তি স্থাপন কবতে অভিলাষী হয়েছেন। অতএব আপনি তাঁব এই আজ্ঞা পালন করুন।

তখন দুর্যোধন বললেন, বিদুব ঠিক বলেছেন। কৃষ্ণকে পাণ্ডব পক্ষ হতে স্বপক্ষে আনা কখনই সম্ভব নয়। ধৃতবাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আপনি যে তাঁকে বহু ধন বত্ন দান কবতে ইচ্ছা কবছেন, তা কখনও তাঁকে দেবেন না। কাবণ তিনি ঐ সব বস্তুব অধিকাবী নন। কিন্তু আমি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিষেধ কবছি যে, কৃষ্ণ মনে কববে যে, এবা ভীত হযে আমায পূজা করছে। (ভযার্দচতি মামিতি।)

অবমানশ্চ যত্র স্যাৎ ক্ষত্রিযস্য বিশাম্পতে।
ন তৎ কুর্য্যাদ্ বুধঃ কার্যমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ (উঃ) ৮৮।৪

যেখানে ক্ষত্রিযেব অপমান হবে, সেখানে জ্ঞানবান ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেইরূপ কাজ কবা উচিত হবে না। এটা আমাব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

কৃষ্ণ কেবল এই মনুষ্যলোকেবই নহে, তিন লোকেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে পবম পূজনীয এ কথা আমাব জানা আছে। তবু আমাব মত হল, এই সময তাঁকে কিছু দেবাব প্রয়োজন নেই। কারণ যখন কলহ আবম্ভ হযেছে, তখন অতিথি সৎকাবেব দ্বাবা প্রেম দেখাবেন মাত্র, তাব শান্তি হবে না।

দুর্যোধনেব কথা শুনে ভীষ্ম ধৃতবাষ্ট্রকে বললেন, এমন কিছু কবা উচিত নয যাতে তাঁব অপমান বা অবহেলা প্রকাশ পায। ববং কৃষ্ণ যে সন্ধিব প্রস্তাব নিযে আসছেন, তা গ্রহণ কবা উচিত।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমি এমন কোন সম্ভাবনা দেখছি না যে আমবা পাণ্ডবদেব সঙ্গে সাবাজীবন মিলিত ভাবে সমগ্র ঐশ্বর্য

উপভোগ কবব। আমি স্থিব কবেছি কৃষ্ণ এখানে আসলে তাঁকে বন্দী করব।

তস্মিন্ বদ্ধে ভবিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ পৃথিবী তথা।
পাণ্ডবাশ্চ বিধেয়া মে স চ প্রাতবিহৈষ্যতি॥ (উঃ) ৮৮।১৪

—তিনি বন্দী হলে সমস্ত যদুবংশ, পাণ্ডববা ও এই পৃথিবী আমাব আজ্ঞার অধীন হবে। কৃষ্ণ কাল এখানে এসে উপস্থিত হবেন।

কাশীদাসী মহাভারতে দুর্যোধন দূতরূপী কৃষ্ণকে বন্দী করবাব অভিলাষ ব্যক্ত কবে এরূপ বললেন—

পাণ্ডবেব পক্ষ দেখি দেব নাবাযণ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব-জীবন॥
কৃত্যা কবি বান্ধি এবে বাখ শ্রীনিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিবাশ॥
কৃষ্ণ বিনা মবিবেক পাণ্ডু অঙ্গজন্ম।
জলহীন মীন যেন নাহি ধবে তনু॥ (উঃ)

দুর্যোধন ছাড়া এমন অশিষ্ট আচবণ ও অসঙ্গত বচন আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অন্যত্র গান্ধাবী দুর্যোধনকে পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কবতে বলায় উত্তবে দুর্যোধন বলেছেন—

হেন বাক্য মাতা নাহি বলিও কখন।
কর্ণ মোব পক্ষ আব দ্রোণ মহাশয॥
পিতামহ ভীষ্ম বীব সংগ্রামে দুর্জয়।
অশ্বত্থামা কৃতবর্মা কৃপ মহাবীব॥
শল্য মদ্রেশ্বব বাজা সংগ্রামে সুধীব।
লক্ষ লক্ষ বীবগণ আমাব সহায॥
পাণ্ডুপুত্রে সমবেতে মাবিব হেলায়।
পাণ্ডবের পবাজয় মোব হবে জয॥ (উঃ)

বাবণের সঙ্গে দুর্যোধনেব এখানে সাদৃশ্য দেখা যায়। বাবণকে তার মাতামহী জানী ও ভ্রাতা বিভীষণ বামেব সঙ্গে সন্ধি কবতে বলায়,

তিনি যেমন আপন শক্তিতে মত্ত হয়ে তাঁদেব হিত উক্তি উপেক্ষা কবে তাঁদেব অপমাণিত কবতে দ্বিধা বোধ কবেননি, দুর্যোধনও তেমনি গুরুজনদেব হিতোপদেশ উপেক্ষা কবে তাঁদেব প্রতি অশিষ্ট ব্যবহাব কবতে দ্বিধা কবেননি।

ধৃতবাষ্ট্র ব্যথিত হযে বললেন, কৃষ্ণ দূত রূপে আসছেন। দূতকে বন্দী কবা যায না। ভীষ্ম দুর্যোধনেব কুমন্ত্রণা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ কবলেন।

কুন্তীব সঙ্গে দেখা কবে কৃষ্ণ দুর্যোধনেব বাস ভবনেব অভিমুখে যাত্রা কবলেন। তিনি দেখলেন দুর্যোধনেব পাশে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি - এই তিন জনও আসনে উপবিষ্ট আছেন। দুর্যোধন কৃষ্ণকে ভোজনেব জন্য নিমন্ত্রণ কবলেন। কিন্তু কেশব তা গ্রহণ কবলেন না। তখন দুর্যোধন কর্ণেব সঙ্গে পবামর্শ কবে কৌবব সভায় কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস কবলেন, আপনাব জন্য অন্ন, জল, বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত কবেছি, আপনি কি তা গ্রহণ কববেন না? আপনি তো উভয় পক্ষকেই সাহায্য কবেছেন এবং উভয় পক্ষেবই হিত কামনা কবেন। আপনি ধৃতবাষ্ট্রেব সম্বন্ধী ও হন। ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে আপনাব সম্পূর্ণ জ্ঞানও আছে। তথাপি আমাব আতিথ্য গ্রহণ না কবাব কি করাব কি কাবণ—আমি শুনতে চাই।

কৃষ্ণ বললেন দূত নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই ভোজন ও সম্মান স্বীকাব কবে থাকে। তুমিও আমাব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওযাব পবই আমাব ও আমাব মন্ত্রিদেব সংকাব কববে।

দুর্যোধন প্রত্যুত্তবে বললেন, আমাদেব সঙ্গে আপনাব এরূপ ব্যবহাব কবা উচিত না। আপনাব উদ্দেশ্য সফল হোক বা না হোক - আমবা তো আপনাব সম্মানেব জন্য উদ্‌যুক্ত আছি। আমবা তা কবতে পাবলাম না। আমাদেব এমন কোন কাবণ জানা নেই, যাব জন্য আপনি আমাদেব প্রীতি পূর্ণ চিত্তেব সম্মান গ্রহণ কবলেন না। আপনাব সঙ্গে আমাদেব কোনও শত্রুতাও নেই এবং কোন বিবাদও

নেই। এইসব বিষয় চিন্তা করে আপনি আমাদের এরূপ কথা বলতে পারেন না।

দুর্যোধন শঠতা যথা সম্ভব ঢাকবার চেষ্টা করলেও তাঁর ধূর্ত চরিত্র কৃষ্ণের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ হেসে বললেন, আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কপটতা ও লোভের বশবর্ত্তী হয়ে কোন প্রকারেই ধর্মকে ত্যাগ করতে পারি না। কারও গৃহে অন্ন প্রেম বশতঃ ভোজন করা হয়, আবার কারও গৃহে অন্ন বিপদে পড়ে ভোজন করা হয়। এই অবস্থায় তুমি তো আমার সঙ্গে প্রেম ভাব রাখনি এবং আমি বিপদেও পড়িনি।

পাণ্ডবরা তোমার ভ্রাতা, তারা প্রিয়ানুবর্ত্তী ও সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। তথাপি তুমি জন্মের পর হতেই তাদের সঙ্গে অকারণে হিংসা কর। বিনা কারণে তাদের সঙ্গে দ্বেষ করা তোমার উচিত না। পাণ্ডবরা সর্বদা নিজ ধর্মেই নিরত থাকে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কোন্ ব্যক্তি কি বলতে পারে?

যস্তান দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।
ঐকাত্ম্যং মাং গতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ॥ (উঃ) ৯১।২৮

—যে পাণ্ডবদের দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে এবং যে তাদের অনুকূল, সে আমারও অনুকূলে। তুমি ধর্মাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাকে একাত্ম রূপেই জানিও।

যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে মোহবশতঃ কোন গুণবান্ পুরুষের সঙ্গে বিরোধ করতে ইচ্ছা করে, তাকে সকল মানুষের মধ্যে অধম বলা হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি গুণী জ্ঞাতিদের মোহ ও লোভ দৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছা করে, নিজের মন ও ক্রোধকে জয় করতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে না। যে ব্যক্তি অপ্রিয় হলেও গুণীদের নিজের ব্যবহারে বশীভূত করে, সে চিরকালের জন্য যশস্বী হয়।

তোমার অন্ন দুর্ভাবনাতে দূষিত, সেইজন্য আমার ভোজন

কববাব যোগ্য নয়। আমাব পক্ষে এখানে একমাত্র বিদুবেব অন্ন ভোজন কবাব যোগ্য। (ক্ষর্ত্তুবেকস্য ভোক্তব্যমিতি)

এ কথা বলে কৃষ্ণ বিদুবেব গৃহাভিমুখে চললেন। বিদুব দুর্যোধনেব কুমন্ত্রণাব কথা প্রকাশ কবে কৃষ্ণকে কৌবব সভায় যেতে বাবণ কবলেন। তিনি আবও বললেন যে সব নৃপতিবা কৃষ্ণেব সঙ্গে শত্রুতা কবেছিলেন, এবং যাদেব তিনি সর্বস্ব হবণ কবেছিলেন, তাবা সকলে আপনাব ভয়ে দুর্যোধনেব শবণাপন্ন হয়েছেন ও কর্ণেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে বীবত্ব দেখাতে উদ্যোগী।

কৃষ্ণ কৌবব ও পাণ্ডবদেব মধ্যে সন্ধি স্থাপনেব প্রয়োজনীয়তাব কথা বিদুবকে বুঝালেন। (কৃষ্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য।

দুর্যোধন ও শকুনি সান্ধ্যাপোসনায় ব্যাপৃত কৃষ্ণেব নিকট আসলেন এবং তাঁকে বললেন গোবিন্দ, মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্র সভাতে উপস্থিত হয়েছেন। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌববগণ ও ভূপতিবা আপনাকে সেখানে দর্শন কবাব প্রার্থনা জানিয়েছেন। কৃষ্ণ বিদুবেব সঙ্গে বথে আবোহণ কবলেন। কৃষ্ণ কৌবব সভায় প্রভাবশালী ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁব ভাষণে নানা জনের কথাব উল্লেখ কবে উপদেশ দেন।

কণ্ব মুনিও দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমিও যতক্ষণ না বণভূমিতে বীব পাণ্ডবদেব সম্মুখীন হচ্ছ, ততক্ষণ জীবন ধাবণ কবতে সক্ষম হবে। ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে না বিনাশ কববে? বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, ধর্মবাজ যম, অশ্বিনীকুমাবদ্বয়--এই সব দেবতাই তোমাব বিরুদ্ধে, তুমি কি কাবণে এই দেবতাগণকে দেখবাব সাহস কবতে পাব? সুতবাং এই বিবোধে তোমাব কিছুই লাভ হবে না। তুমি পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কব। কৃষ্ণকে সহায় রূপে পেয়ে তুমি নিজ কুলকে বক্ষা কবাব জন্য সচেষ্ট হও। নাবদ বিষ্ণুব মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন কবেছিলেন। সেই চক্র ও গদাধবধাবী শ্রীবিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণ।

কণ্ব মুনিব কথা শুনে সেই সময় দুর্যোধন ভ্রূকুটি কবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্ণেব দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্ববে হাস্য কবতে লাগলেন।

তিনি কণ্ব মুনির বাক্য অবহেলা কবে নিজ জঙ্ঘাদেশে হাত বুলিযে বললেন—মহর্ষি, বিধাতা আমাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, যা অবশ্যম্ভাবী এবং আমাব যেরূপ অবস্থা, আমি সেইভাবে কাজ কবছি। আপনাবা কেন এই প্রলাপ বাক্য বলছেন।

ব্যাসদেব দুর্যোধনকে হিতোপদেশ দিয়েছেন, ভীষ্মদেবও তাঁব যা উচিত ও কর্ত্তব্য তা বলেছেন এবং দেবর্ষি নাবদও তাঁকে বহু প্রকাবেব উদাহবণ দিয়ে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

দুর্যোধন তুমি অভিমান ও ক্রোধ ত্যাগ কর। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর এবং ক্রোধকে বর্জন কব। তুমি নিজ সুহৃদদেব হিতকব বাক্য গ্রহণ কব এবং অসত্য আচবণ ত্যাগ কব। নতুবা শক্তিশালী পাণ্ডবদেব সঙ্গে যদি যুদ্ধ ঘোষণা কব তোমাব সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী!

দদাতি যৎ পার্থিব যৎ কবোতি
যদ্ বা তপস্তপ্যতি যজ্জুহোতি।
ন তস্য নাশোঽস্তি ন চাপকর্ষো
নান্যস্তদশ্নাতি স এব কর্তা॥ (উঃ) ১২৩৷২২

—মানুষ যা দান কবে যে কর্মেব অনুষ্ঠান কবে, যেরূপ তপস্যায় প্রবৃত্ত হয এবং হোম কবে, তাব এই কর্ম নষ্ট হয় না এবং তা কমেও যায় না। তাব কৃত কর্ম অপবে ভোগ করে না, কর্ত্তা স্বয়ংই নিজেব শুভাশুভ কর্মেব ফল ভোগ কবে থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে বললেন, আমি যা কবছি তা আমার অভিপ্রেত নয। আমাব দুবাত্মা পুত্রবা আমাব কথা মান্য কবে না। শাস্ত্রের অনুশাসন উল্লঙ্ঘনকাবী আমার এই মূর্খ পুত্র দুর্যোধনকে আপনি বুঝিয়ে সৎপথে আনতে চেষ্টা করুন। সে সৎ পুরুষদেব কথা শুনতে চায় না। সে গান্ধাবী, বুদ্ধিমান বিদুব, হিতাকাঙ্ক্ষী ভীষ্ম প্রভৃতিব কথা শোনে না। দুবাত্মা দুর্যোধনেব বুদ্ধি পাপে আসক্ত। সে কেবল পাপ চিন্তাই কবে, সে ক্রূব ও বিবেকহীন। আপনি একে

প্রবোধ দিন। আপনি যদি একে দিযে সন্ধি স্থাপন কবাতে পাবেন, তাহলে আপনি সুহৃদদেব এক সুমহৎ কাজ সম্পন্ন কবলেন।

ধৃতবাষ্ট্র দুর্যোধনেব প্রকৃত চবিত্রেব বর্ণনা দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ কবলেন না।

অতঃপর কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বুঝাবাব চেষ্টা কবে বললেন, দুর্যোধন, তুমি মহাপুরুষদেব বংশে জন্মেছ। সমস্ত উত্তম গুণাবলী তোমাব মধ্যে আছে অতএব তুমি আমাব এই সৎ পবামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করবে। তুমি জ্ঞানী, পবম উৎসাহী, শৌর্যশালী বীব, মনস্বী এবং বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কব। কৃষ্ণ পাণ্ডবদেব শক্তিব উল্লেখ কবেন। যাঁদের শক্তিব উপব নির্ভব কবে দুর্যোধন যুদ্ধ কবতে যাচ্ছেন, তাঁবা পাণ্ডবদেব নিকট কত দুর্বল তাব বর্ণনা কবে বললেন, তুমি নিজেব পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও শ্যালক সম্বন্ধী—এই সকলেব দিকেই একবাব দৃষ্টিপাত কর। এই ভবতবংশ যেন তোমাব জন্য নষ্ট না হয। এই বংশেব পবাজয না হোক এবং তুমিও স্বীয কীর্ত্তি নাশ কবে কুলঘাতী বলে কলঙ্কিত হযো না। পাণ্ডববা তোমাকেই যুববাজ পদে অভিষিক্ত কববে এবং তোমাব পিতা ধৃতবাষ্ট্রকে মহাবাজপদে ববণ কববে। কুন্তী পুত্রদেব অর্দ্ধেক বাজ্য প্রদান কবে স্বযং এই বিশাল ঐশ্বর্য ভোগ কব। পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে এবং নিজ হিতৈষীদেব কথা মান্য কবে মিত্রদেব সঙ্গে দীর্ঘকাল সুখ শান্তিতে বাস কব।

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুব, ধৃতবাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে বিবিধ প্রকাবে ও নানা যুক্তি দিযে বোঝালেন।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, ভাল কবে বিবেচনা কবে আপনাব এই কথা মনে কবা উচিত ছিল। আপনি আমাকে দোষী সাব্যস্ত কবে আমাব নিন্দা কবেছেন। আমি দেখছি আপনি, বিদুব, পিতা, আচার্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম কেবল আমাকেই দোষী বলছেন। কিন্তু আমি কোন দোষ কবিনি।

পাণ্ডবদেব প্রিয পাশা খেলা। এইজন্য তাবা ঐ দ্যূত ক্রীডায় প্রবৃত্ত হয। মাতুল শকুনি তাদেব বাজ্য জয় করে নেয, এতে আমাব কি দোষ আছে? সেই পাশা খেলায় তাবা যে সমস্ত ধন হাবিযে ছিল, সেই সবই তখন তাদেব ফিবিযে দেওযা হযেছিল। পাণ্ডববা পুনবায় পাশা খেলায পবাস্ত হয়ে বনে গেল, এতে আমাদেব অপবাধ কোথায? আমাদেব কোন অপবাধে অসমর্থ পাণ্ডববা শত্রুব সঙ্গে মিলিত হযে আমাদেব সঙ্গে বিবোধ কবছে এবং এটা কবেও সহজ শত্রুব ন্যায় আনন্দিত হচ্ছে।

ন চাপি বয়মুগ্রেণ কর্মনা বচনেন বা।
প্রভ্রষ্টাঃ প্রণমামেহ ভযাদপি শতক্রতুম্॥ (উঃ) ১২৭।১২

—আমবা কাবও কোন উগ্র কর্ম ও কঠোব বাক্যে ভীত হযে ক্ষাত্র ধর্ম হতে ভ্রষ্ট হযে সাক্ষাৎ ইন্দ্রেব সামনেও নত মস্তক হব না।

নিজেব ধর্মেব দিকে দৃষ্টি বেখে যদি আমবা যুদ্ধে কোন সমযে অস্ত্রেব আঘাতে নিহত ও হই, তবে উহাই আমাদেব পক্ষে স্বর্গ প্রাপক হবে।

মুখ্যশ্চৈবৈব নো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং জনার্দন।
যচ্ছয়ীমহি সংগ্রামে শরতল্পগতা বযম্॥ (উঃ) ১২৭।১৬

—জনার্দন, ক্ষত্রিয আমাদেব এটাই হল প্রধান ধর্ম যে, সংগ্রামে আমবা বণ শয্যায শযন কবি।

বীব পুরুষেব উচিত তিনি সর্বদা চেষ্টা কববেন, কাবও নিকট নত মস্তক হবেন না। কাবণ উদ্যোগ কবাই পুরুষেব কর্তব্য-পুরুষার্থ। বীব পুরুষ ববং অসমযে বিনষ্ট হবেন, তথাপি কাবও নিকট মস্তক নত কববেন না। (অপ্যপর্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ।) আমাব মত ব্যক্তিব পক্ষে কেবল ধর্ম ও ব্রাহ্মণগণকেই প্রণাম কবা কর্ত্তব্য। (ধর্মায চৈব প্রণমেদ্ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মদ্বিধঃ।)

আমাব পিতা পূর্বে আমাকে যে বাজ্য ভাগ কবে দিযেছেন, তা কোন ব্যক্তিই আমাকে জয না কবে কখনও লাভ কবতে পাববে

না। পূর্বে পাণ্ডবদেব যে বাজ্য ভাগ দেওয়া হয়েছিল, তা তাদের দেওয়া উচিত হযনি। কাবণ তখন আমি বালক ও পবাধীন ছিলাম, সেজন্য না জেনে বা ভয বশতঃ, যা কিছু তাদেব দেওয়া হয়েছিল, তা পুনবায পাণ্ডববা পাবে না। দৃঢ়তাব সঙ্গে দুর্যোধন বললেন, দুর্যোধনকে জয না কবে পাণ্ডববা সুঁচেব অগ্রভাগেব অংশ জমিও পাবে না।

দুর্যোধনেব উপবোক্তি হতে তাঁব দৃঢ় মনেব পবিচয পাওয়া যায। বীব ক্ষত্রিযেব ন্যায তাঁব উক্তি। তাঁব উদ্ধত শিব তিনি কাবও কাছে নত কবতে বাজি নন। তাব চেযে মৃত্যুও তাঁব নিকট শ্রেযঃ। যুক্তিও তাঁব নির্ভীক। কিন্তু তবু তাবই মধ্যে তাঁব নীচ মনেব খানিকটা ক্লেদ বেবিযে পড়েছে। তাই পিতা ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডবদেব যা দান কবেছেন —দুর্জন লোভী পুত্র দুর্যোধন তা ছিনিযে নিযেছেন ছলে বলে কৌশলে এবং বিনা যুদ্ধে তা ফেবৎ দিতে বাজী নন। তিনি গুরুজন ব্যক্তিদেব সবাইকে অভিযুক্ত কবেছেন একদেশদর্শী দোষে দুষ্ট বলে। কিন্তু তিনি কি তাঁব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবছেন না? অক্ষ ক্রীড়াব সর্ত মতে ত্রযোদশ বর্ষ পব পাণ্ডববা তাঁদেব বাজ্য ফেবৎ পাবেন। কিন্তু সেই অভিশপ্ত কাল উত্তীর্ণ হওয়াব পবও অহেতুক তাঁদেব এত লাঞ্ছিত কবাব পবও তাঁদেব প্রাপ্য বাজ্য তিনি তাঁদেব ফেবৎ দিতে সম্মত হলেন না।

দুর্যোধন জ্ঞানতঃ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবে তাঁব বীবত্বেব গাযে কাদা মাখালেন।

কৃষ্ণ রুষ্ট হযে তাঁকে তিবস্কাব কবে বললেন, বণভূমিতে তুমি বীব শয্যায শযন কবতে চাও। তোমাব এই আশা পূর্ণ হবে। তুমি মন্ত্রিমণ্ডলীব সঙ্গে ধৈর্য সহকাবে কিছু দিন স্থিব থাক। অচিবেই সংগ্রাম আবম্ভ হবে। (কৃষ্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ যখন দুর্যোধনকে তিবস্কাব কবছিলেন, তখন দুঃশাসন অমর্ষ-দুর্যোধনকে কৌবব সভায বললেন—

বাজন, যদি আপনি স্বেচ্ছায পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না কবেন, তবে মনে হচ্ছে—কৌরববা আপনাকে বেঁধে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিবেব হাতে সমর্পণ করবে। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও পিতা—এঁরা কর্ণকে আপনাকে ও আমাকে—এই তিনজনকে পাণ্ডবদেব হাতে তুলে দেবে।

দুঃশাসনেব কথা শুনে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হযে সেই স্থান হতে উঠে চলে গেলেন। তাঁব ভ্রাতাবা, মন্ত্রিবর্গ ও সহযোগী নৃপতিবাও তাঁব অনুগমন করলেন।

দুর্যোধনেব এইরূপ আচবণ খুবই গর্হিত, অশিষ্ট। মাননীয ব্যক্তিদেব তিনি এভাবে অপমাণিত কবতে দ্বিধা বোধ কবেননি। এব থেকেই প্রমাণিত হয় ধৃতরাষ্ট্রেব প্রশ্রয়ে তিনি কতটা দুর্বিনীত হযে উঠেছেন।

ভীষ্মও বললেন, যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থকে ত্যাগ কবে ক্রোধেবই অনুসবণ কবে সেই ব্যক্তিকে শীঘ্রই বিপদে পড়তে দেখে তাব শত্রুবা হাসতে থাকে। জনার্দন আমি বুঝতে পাবছি, এই সমস্ত ক্ষত্রিযবা যথাকালে পাকা যলেব ন্যায় মৃত্যুমুখে পড়বে, যেহেতু এই সমস্ত ভূপতিগণই মোহবশতঃ নিজ মন্ত্রিমণ্ডলীব সঙ্গে এই দুর্যোধনেব অনুকবণ কবছে।

কৃষ্ণ ভীষ্ম ও দ্রোণকে বললেন, কুরুকুলের সমস্ত বৃদ্ধদেব অত্যন্ত অন্যায যে আপনাবা সকলে এই মূর্খ দুর্যোধনকে বাজপদে বসিযে এখন তাকে বল পূর্বক নিয়ন্ত্রণ কবছেন না। তিনি কযেকটি দৃষ্টান্তেব মাধ্যমে ইহাব পবিণামেব ছবি সবার সামনে তুলে ধরে বললেন, আপনাবা দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনকে বন্দী কবে পাণ্ডবদেব নিকট সমর্পণ করুন।

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ (উঃ) ১২৮।৪৯

—সমস্ত কুলের মঙ্গলেব জন্য একজন পুরুষকে, একটি গ্রামের হিতেব জন্য একটি কুলকে, জনপদেব হিতের জন্য একটি গ্রামকে এবং আত্ম-কল্যাণেব জন্য সমস্ত ভূমণ্ডলকে ত্যাগ করবে।

রাজন, (ধৃতবাষ্ট্র) আপনি দুর্যোধনকে বন্দী কবে পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি করুন। আপনাব জন্য সমগ্র ক্ষত্রিয জাতি নষ্ট হোক – এইরূপ যেন না হয়।

ধৃতবাষ্ট্র কৃষ্ণেব কথা শুনে বিদুবকে বললেন বুদ্ধিমতী ও দূবদর্শিনী গান্ধাবী দেবীকে এখানে নিযে এস। আমি তার সঙ্গে এই দুর্মদকে বুঝাবাব চেষ্টা কবব।

দুর্যোধন লোভেব বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছে। তাব বুদ্ধিও দূষিত হযেছে। দুষ্টবাই এখন তাব প্রধান সহায। এই অবস্থায গান্ধারী যদি তাকে শান্তি স্থাপনেব জন্য উপদেশ দিযে সৎ পথে আনতে পাবে।

গান্ধারী আসলেন ও ধৃতবাষ্ট্রকে পুত্রকে প্রশ্রয দেওযাব জন্য অনুযোগ কবলেন ও বুঝাবাব (গান্ধাবী চবিত্র দ্রষ্টব্য) জন্য দুর্যোধনকে ডেকে পাঠালেন।

দুর্যোধনেব চোখ দুটো রাগে ক্ষোভে আবক্ত। তিনি বাগে সাপেব মত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে জননীব কথা শুনবাব জন্য সভা মধ্যে পুনঃ ফিবে আসলেন।

গান্ধাবী দুর্যোধনকে বুঝাবাব চেষ্টা কবে ব্যর্থ হলেন। দুর্যোধন ক্রোধ বশতঃ পুনরায় সেখান হতে উঠে মন্ত্রিদের কাছে ফিবে গেলেন। সেই সভা ভবন হতে বের হযে দুর্যোধন শকুনির সঙ্গে গুপ্তভাবে মন্ত্রণা কবতে লাগলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন পবামর্শ কবে ঠিক করেছিলেন যে কৃষ্ণ, ধৃতবাষ্ট্র ও ভীষ্ম মিলিত হয়ে তাঁদেব বন্দী কববাব পূর্বেই তাঁবা বলপূর্বক কৃষ্ণকে বন্দী কববেন, যেমন বিবোচন পুত্র বলিকে দেববাজ ইন্দ্র বন্দী কবেছিলেন। কৃষ্ণ বন্দী হয়েছেন শুনে পাণ্ডববা ভগ্ন দন্ত সর্পেব ন্যায অচেতন ও নিরুৎসাহ হযে পড়বে।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কল্যাণকাবী ও কবচতুল্য বক্ষাকারী। সম্পূর্ণ সাত্বতবংশেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ববদায়ক এই কৃষ্ণকে বন্দী করলে সোমক-বংশীয়দেব সঙ্গে পাণ্ডববা নিরুদ্যম হয়ে পড়বে। সেইজন্য তাঁবা দ্রুত

কেশবকে বন্দী কবে শত্রুদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন—তাতে বাজা ধৃতবাষ্ট্র যতই চীৎকাব করুন।

দুর্যোধন যে কত হীন মনোবৃত্তিব তা তাঁব এই নীচ ষড়যন্ত্র হতে প্রকাশ পাচ্ছে। নতুবা কৃষ্ণেব ন্যায দূতকে বন্দী কবাব প্রস্তাব কোন সজ্জন, ধার্মিক বাজা দিতে পাবে না। কপট ছলনায় তিনি রাবণেব সমতুল্য। বাবণ যেমন সীতাব সবলতার সুযোগ নিযে সীতাকে হবণ কবেন। তেমনি দুর্যোধনও ভগবান কৃষ্ণকে বন্দী কবে পাণ্ডবদেব জয কববাব স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বুদ্ধিমান সাত্যকি ইঙ্গিতে দুর্যোধনদেব দুষ্ট অভিপ্রায বুঝতে পেবে কৃতবর্মাব সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বললেন শীগ্‌গিব সৈন্য-বাহিনীকে সংযোজিত কব এবং স্বয়ং কবচ ধাবণ কবে ব্যূহাকাবে দণ্ডাযমান সৈন্যব সঙ্গে সভাভবনেব বহির্দ্বাবে অপেক্ষা কব। ইতিমধ্যে আমি কৃষ্ণকে এই সংবাদ জানিযে আসি।

এই সংবাদ শুনে বিদুব ধৃতবাষ্ট্রকে বললেন মনে হচ্ছে আপনাব সব পুত্রই কালেব বশীভূত হযে পড়েছে। সেইজন্য তাবা এমন অপযশের ও অসম্ভব কাজ কবতে উদ্যত হয়েছে। তিনি কৃষ্ণেব মহিমা বর্ণনা কবলেন। (বিদুব চবিত্র দ্রষ্টব্য) বিদুবেব কথা শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গে সকলকে শুনিযে ধৃতবাষ্ট্রকে কৃষ্ণ বললেন, এই কৌবববা যদি আমাকে বলপূর্বক বন্দী কবতে পাবে তবে আপনি তাদেব অনুমতি করুন। তারা আমাকে বন্দী করুক না হয আমি তাদেব বন্দী কবি। যদিও আমি তাদেব বন্দী কবতে পাবি, কিন্তু আমি তেমন নিন্দনীয কাজ কবতে ইচ্ছুক নই। আপনাব পুত্রবা পাণ্ডবদেব ঐশ্বর্য চুবি কবার জন্য লোলুপ হযে পড়েছে, কিন্তু এব জন্য তাদেব নিজেদেব ধনও হাবাতে হবে। যদি এবা তাই চায, তবে ত যুধিষ্ঠিবেব ইচ্ছা সফল হয়েছে বুঝতে হবে। যদি আমি আজই এদেব বন্দী কবে পাণ্ডবদেব হাতে সমর্পণ কবি, তবে তা কি দুষ্কার্য হতে পাবে? কিন্তু এসব নিন্দনীয কাজে আমাব প্রবৃত্তি নেই। দুর্যোধন যে অভিলাষ

কবেছে, তাই হবে। আমি আপনাব সব পুত্রকে এজন্য অনুজ্ঞা প্রদান করছি।

এই কথা শুনে ধৃতবাষ্ট্র বিদুবকে বললেন, তুমি অতি সত্বব মিত্র, মন্ত্রী, ভ্রাতা ও অনুগামীদেব সঙ্গে পাপী এবং বাজ্য লোভী দুর্যোধনকে আমাব নিকট নিয়ে এস, যদি কোন প্রকাবে তাকে সৎ পথে আনতে পাবি।

তখন বিদুব বাজাদেব সঙ্গে দুর্যোধনকে তাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভ্রাতাদেব সঙ্গে সভামধ্যে আনলেন। সেই সময় কর্ণ, দুঃশাসন ও অন্যান্য বাজা পবিবৃত দুর্যোধনকে ধৃতবাষ্ট্র তাঁব পবিকল্পনাব জন্য তিরস্কার কবলেন। (ধৃতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য) বিদুবও কৃষ্ণেব মহিমা ও ক্ষমতাব উল্লেখ কবে দুর্যোধনকে পুনবায় বুঝাতে চেষ্টা কবেন।

অতঃপব কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বললেন—

একোঽহমিতি যন্মোহান্মন্যসে মাং সুযোধন।
পবিভূয় সুদুর্বুদ্ধে গ্রহীতুং মাং চিকীর্ষসি॥ উঃ) ১৩১।২

—অত্যন্ত দুর্বুদ্ধিপবাযণ দুর্যোধন, তুমি নিজ মোহবশতঃ আমি একাকী এইরূপ মনে কবছ এবং সেইজন্য আমাকে পবাভূত কবে বন্দী কবতে ইচ্ছুক হযেছে।

দেখ আমাব শবীবেই সমস্ত পাণ্ডববা বযেছে। অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীযগণও এখানে বযেছে। আদিত্য, রুদ্র ও মহর্ষিবৃন্দেব সঙ্গে বসুগণও বিদ্যমান আছে। তাবপব তিনি কৌবব সভায সকলেব সমক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন কবিযে কৌবব সভা ত্যাগ কবলেন। (কৃষ্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য)।

কুন্তী কৃষ্ণকে যে সমস্ত অর্থপূর্ণ ধর্মসঙ্গত, উত্তম ও ভযঙ্কব কথা বলেছেন, তা শুনে ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্যোধনকে নানাভাবে বুঝাবাব চেষ্টা কবেন, এবং বললেন—

জ্যোতীংষি প্রতিকুলানি দারুণা মৃগপক্ষিণঃ।
উৎপাতা বিবিধা বীব দৃশ্যন্তে ক্ষত্রনাশনাঃ॥ (উঃ) ১৩৮।২১

—বীব, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ এখন প্রতিকূল। পশু ও পক্ষীবা ভয়ঙ্কব শব্দ কবছে এবং নানা প্রকাব উৎপাত দেখা যাচ্ছে, যাব ফলে ক্ষত্রিয়দেব বিনাশ সূচিত হচ্ছে।

বিশেষতঃ আমাদের গৃহ মধ্যেই বহু দুর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি। প্রজ্বলিত উল্কা সমূহ তোমাব সৈন্যদেব ভযানক পীড়ন কবছে। আমাদেব বাহনবা অপ্রসন্ন এবং মনে হচ্ছে যে, তাবা যেন বোদন কবছে। শকুনিবা তোমাব সৈন্যদেব চাবদিক পবিবৃত কবে বসে আছে। এই নগব ও বাজভবন যেন পূর্বেব ন্যায় আব শোভা পাচ্ছে না। দিক্‌গুলি যেন প্রজ্বলিত হচ্ছে এবং সেখানে শৃগালরা অমঙ্গল সূচক শব্দ কবছে।

পাণ্ডবদেব পরাক্রম ও তাঁদেব প্রতি বাব বাব দুর্যোধনেব অন্যায় ছল কপট ব্যবহাবেব উল্লেখ করে বলেলন, যদি যুদ্ধ হয় তবে পাণ্ডববা মাতৃ আজ্ঞানুসাবে কৌববদেব নিশ্চিত ধ্বংস কববে।

তুমি পিতা, মাতা ও হিতৈষী আমাদেব কথা শোন। এখন সন্ধি বা যুদ্ধ—এই উভযই তোমাব ইচ্ছা। যদি তুমি সুহৃদদেব কথা না শোন; তবে তোমাব সৈন্যদেব অর্জুনেব বাণাঘাতে পীড়িত হতে দেখে তুমি পবে অনুতাপ কবতে বাধ্য হবে। যদি আমাদেব কথা তোমাব মনঃপূত না হয, তবে যুদ্ধে যখন ভীমেব বিকট সিংহনাদ ও অর্জুনেব গাণ্ডীব ধনুব টঙ্কাবধ্বনি শুনবে, তখন তোমাব গুরুজন ও হিতাকাঙ্ক্ষীদেব কথা মনে হবে।

তাঁদেব পবামর্শে দুর্যোধনকে উদাস হতে দেখে ভীষ্ম ও দ্রোণ পুনবায় দুর্যোধনকে বুঝাবার চেষ্টা কবেন।

কৃষ্ণ চলে গেলে সেই সময় দুর্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে বললেন, কৃষ্ণ এখান হতে কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেননি। এজন্য তিনি পাণ্ডবদেব যুদ্ধ কববাব জন্য উত্তেজিত করবেন—এতে বিন্দুমাত্র সংশয নেই। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ইচ্ছা কবেন যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাব যুদ্ধ হোক। ভীম ও অর্জুন—এই দুই ভ্রাতা সর্বদা কৃষ্ণেব আজ্ঞায় চলে। যুধিষ্ঠির ও ভীমেব বশীভূত। আমি পূর্বে সব ভাই-

এব সঙ্গে একে তিবস্কারও কবেছি। (নিকৃতশ্চ ময়া পূর্বং সহ সর্বৈঃ সহোদবৈঃ।) বিবাট ও দ্রুপদ ও পূর্ব হতেই আমাব সঙ্গে শত্রুতাবদ্ধ। এঁবা পাণ্ডব সৈন্যদেব সঞ্চালক ও কৃষ্ণেব আজ্ঞাব অধীনে বিদ্যমান আছেন। অতএব আমাদেব সঙ্গে পাণ্ডবদেব অতি ভযঙ্কব ও বোমাঞ্চ-কব যুদ্ধ হবে। সুতবাং আপনাবা সকলে আলস্য ছেড়ে যুদ্ধেব জন্য সর্বতোভাবে সজ্জিত হোন।

আপনাবা কুরুক্ষেত্রে শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায এরূপ শিবির নির্মাণ কবান, যাতে নিজেদের আবশক্যতা অনুসাবে পর্যাপ্ত অবকাশ থাকবে এবং শত্রুবা যেগুলিকে অধিকাব কবতে সক্ষম হবে না। এই সব শিবিবেব পাশেই জল ও কাঠেব প্রচুব সুবিধা থাকবে। এদেব মধ্যে এমন ভাবে সব পথ হবে, যাব উপব দিযে খাদ্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বহন কবা যাবে এবং শত্রুবা তা নষ্ট কবতে পাববে না। এদেব চাবদিকে অতি উচ্চ প্রাচীবাকাব বেষ্টনী কবে দিতে হবে। এই সব শিবিব নানা প্রকাব অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ থাকবে এবং ধ্বজ - পতাকাদিতে সুশোভিত থাকবে। শিবিবগুলিব মধ্যে যে নগব স্থাপিত হবে, সেই নগবেব বাইরে বহু সবল ও সমতল পথ ঐ সব শিবিবে যাবাব জন্য নির্মাণ কবতে হবে। আজই ঘোষণা কবে দিতে হবে যে আগামী কাল যুদ্ধযাত্রা কবতে হবে এবং এতে কেউ যেন বিলম্ব না কবে।

তাঁব আদেশ সকলে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ কবে শিবিব নির্মাণ কবাতে আবম্ভ কবল, এবং যুদ্ধ যাত্রাব জন্য প্রস্তুতি চললো। অতঃপব দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য ভাগ কবলেন এবং পৃথক পৃথক অক্ষৌহিনী সৈন্যব সেনাপতিদেব অভিষেক কবালেন। বুদ্ধিমান দুর্যোধন ভাল-রূপে পর্যালোচনা কবে বুদ্ধিমান ও বীব পুরুষদেব সেনাপতি পদে ববণ কবলেন।

কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য ও অশ্বত্থামা এবং মদ্রবাজ শল্য, সিন্ধুবাজ, জযদ্রথ, কম্বোজবাজ সুদক্ষিণ, কৃতবর্মা, কর্ণ, ভূবিশ্রবা, শকুনি এবং বাহ্লীক—এই সমস্ত নৃপতিদেব প্রথমে আহ্বান কবে তাঁদেব সকলকে

পৃথক পৃথক এক এক অক্ষৌহিনী সৈন্যব নাযকরূপে নিশ্চিত কবে বিধি-অনুসাবে তাদেব অভিষেক কবালেন।

দিবসে দিবসে তেষাং প্রতিবেলঞ্চ ভাবত।
চক্রে স বিবিধাঃ পূজাঃ প্রত্যক্ষঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥ (উঃ) ১৫৫।৩৪

—ভবত, দুর্যোধন প্রতিদিন ও প্রত্যেক বেলায় ঐসব সেনাপতিকে বাবংবাব বিবিধ উপায়ে প্রত্যক্ষ ভাবে পূজা (সম্মান) কবতে লাগলেন।

সেনাপতিদেব যাবা অনুগত ছিল, দুর্যোধন তাদেবও সেইভাবে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত কবে দিলেন। এইসব বাজাদেব সৈন্যবাও বাজা দুর্যোধনেব প্রিয কাজ কবতে অভিলাষী হয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত বইল।

এখানে ধূর্ত্ত দুর্যোধনেব বিচক্ষণতাব প্রমাণ পাওয়া যায। তিনি বাজাদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত কবেই নিবস্ত হলেন না। তাঁদের মনোবঞ্জনেব জন্য প্রত্যহ নানা উপচাবে তাঁদেব সম্মানিত কবতে লাগলেন। পাণ্ডবদেব প্রতি যেন তাঁদেব কোন দুর্বলতা না আসে—এজন্যই কি তাঁব এই ব্যবস্থা? কৃতজ্ঞতাব ঋণে আবদ্ধ কবেই কি তিনি তাঁদেব থেকে মবণ পণ আদায় কববাব চেষ্টা কবছিলেন।

অতঃপব দুর্যোধন ভীষ্মেব নিকট গিযে যোড হাতে বললেন—

ঋতে সেনাপ্রণেতাবং পৃতনা সুমহত্যপি।
দীর্য্যতে যুদ্ধমাসাদ্য পিপীলিকপুটং যথা॥ (উঃ) ১৫৬।২

—যত বিশাল সৈন্যবাহিনীই হোক না, কেন, কোন একজন উপযুক্ত সেনাপতি ব্যতীত তাবা যুদ্ধে পিপীলিকা শ্রেণীব ন্যায ছিন্ন ভিন্ন হযে যাবে।

দুইজন পুরুষেব বুদ্ধি কখনও সমান হয না। আবাব যদি উভযেই যোগ্য সেনাপতি হযে থাকেন, তবে তাদেব শৌর্য তখন পবস্পবেব স্পর্দ্ধাব কাবণ হযে উঠে।

আপনি সর্বদা আমাব হিতাকাঙ্ক্ষী এবং নীতিতে শুক্রাচার্যেব

ন্যায। আপনাকে কেউ আপনাব ইচ্ছা ব্যতীত বিনাশ কবতে পাববে না। আপনি ধার্মিক, সুতবাং আপনিই আমাদের প্রধান সেনাপতি হোন।

অতঃপর ভীষ্ম কযেকটি সর্ত্তে সেনাপতিপদ গ্রহণে সম্মত হোন। (ভীষ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি পাণ্ডু পুত্রদেব বধ কববেন না। হয় কর্ণ পূর্বে যুদ্ধ কববে, অথবা তিনি পূর্বে যুদ্ধ কববেন।

দুর্যোধন ভীষ্মেব সর্ত্ত মেনে নিযে সেনাপতি পদে তাঁব অভিষেক কবেন। তখন অশুভ আকাশবাণী শুনতে পাওয়া গেল। আকাশ হতে উল্কাপাত হল, আবও শত শত ভযানক উৎপাত আবম্ভ হল। এইভাবে দুর্যোধন সৈন্যদেব দ্বাবা পবিবৃত হয়ে ও ভীষ্মকে অগ্রে বেখে ভ্রাতৃগণেব সঙ্গে হস্তিনাপুব হতে বর্হিগত হলেন।

গুরুজনদেব উপদেশ, কৃষ্ণব উপদেশ, তিবস্কাব কোন কিছুই দুর্যোধনকে তাঁব সঙ্কল্প হতে বিচ্যুত কবতে পাবলো না। তিনি পাণ্ডবদেব যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কববাব জন্য উলূককে দূতরূপে পাঠালেন। তিনি কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিব সঙ্গে পবামর্শ কবে উলূককে নির্জনে ডেকে বললেন তুমি যুধিষ্ঠিবকে বলবে—

ধার্মিক হযে অধর্মে কেন মনোনিবেশ কবছ? (কথং বা ধার্মিকো ভূত্বা ত্বমধর্মে মনঃ কৃথাঃ) আমাব বিশ্বাস ছিল, তুমি সমস্ত প্রাণীদেব অভয দান কবেছ; কিন্তু এখন দেখছি যে, তুমি এক নির্দয় ব্যক্তিব মত সমস্ত জগতকেই বিনাশ কবতে চাচ্ছ। তুমি কৃষ্ণকে দিয়ে কৌবব সভায সংবাদ পাঠিযেছিলে যে শান্তি ও যুদ্ধ—এই উভয়েব জন্য তুমি প্রস্তুত আছ। সেই যুদ্ধেব সময এসেছে। যুধিষ্ঠিব এই যুদ্ধেব জন্য আমি সব কিছু কবেছি। (এতদর্থং মযা সর্বং কৃতমেতদ্ যুধিষ্ঠিব।)

কিং নু যুদ্ধাৎ পবং লাভঃ ক্ষত্রিয়ো বহু মন্যতে।
কিঞ্চ ত্বং ক্ষত্রিয় কুলে জাতঃ সম্প্রথিতো ভুবি॥ (লঃ) ১৬০।৫১

—ক্ষত্রিয যুদ্ধ হতে অন্য কোন লাভকে বড় বলে মনে কবে না। তুমিও তো সেই ক্ষত্রিয কুলেই জন্মে এই পৃথিবীতে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ কবেছ।

দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যেব নিকট হতে অস্ত্রবিদ্যা পেয়ে জাতি এবং বলে আমাব ন্যায় হয়েও তুমি কৃষ্ণেব আশ্রয় নিয়েছ।

উলূক, তুমি কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য কবে বলবে, জনার্দ্দন, এখন পুবোপুবি প্রস্তুত হয়ে নিজেব ও পাণ্ডবদেব মঙ্গলেব জন্য আমাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কব।

সভামধ্যে চ যদ্ রূপং মাযযা কৃতবানসি।

তৎ তথৈব পুনঃ কৃত্বা সার্জুনো মামভিদ্রব॥ (উঃ) ১৬০।৫৪

—সভামধ্যে মাযা দ্বাবা যে বিকৃত রূপ ধাবণ কবেছিলে, তুমি পুনবায় সেইরূপ রূপ ধাবণ কবে অর্জুনেব সঙ্গে আমার উপব যুদ্ধেব জন্য ধাবিত হও।

উলূককে তিনি আবও বললেন -

বযমপ্যুৎসহেম ত্বাং খঞ্চ গচ্ছেম মায়য়া।

বসাতলং বিশামোহপি ঐন্দ্রং বা পুবমেব তু॥ (উঃ (১৬০।৫৬)

—আমবা মাযা বলে আকাশে উডতে পাবি, অন্তবীক্ষে যেতে পাবি এবং বসাতলে ও ইন্দ্রপুরীতে ও প্রবেশ কবতে পাবি।

কেবল তাই নয়। আমবা আমাদেব শবীবে বহু রূপ প্রকাশ কবতে পাবি। কিন্তু এই সব দিযে আমাদেব কোনও অভীষ্ট কার্য সিদ্ধি হবে না। এবং আমাদেব শত্রুবাও মানবীযা বুদ্ধি অর্থাৎ ভয় পাবে না।

একমাত্র বিধাতাই নিজের মানসিক সঙ্কল্প মাত্রেই সমস্ত প্রাণীদেব বশীভূত কবতে পাবেন। (মনসৈব হি ভূতানি ধাতৈব কুরুতে বশে।)

উপবোক্ত উক্তি হতে মনে হচ্ছে দুর্যোধন যত দুর্জনই হোক না কেন, তিনি যথেষ্ট যোগাভ্যাস কবতেন, তাই তিনিও অনেক যৌগিক ক্ষমতাব অধিকাবী।

তিনি কৃষ্ণব উদ্দেশ্যে আবও বলে পাঠালেন। তুমি ধৃতবাষ্ট্র পুত্র-দেব নিহত কবে তাদেব বাজ্য পাণ্ডবদেব দেবে। তুমি যাব একমাত্র সহায়ক সেই সব্যসাচী অর্জুনেব সঙ্গে আমাদেব শত্রুতা হযেছে। অতএব আজ সত্যপ্রতিজ্ঞ হযে পাণ্ডবদেব জন্য পরাক্রম প্রকাশ

কব। এখন দেখছি পৃথিবীতে অকস্মাৎ তোমাব যশ চাবিদিকে বিস্তৃত হযেছে কিন্তু এখন আমাব সে বিষযে জ্ঞান জন্মেছে যে, যাবা তোমাব পূজক, তাবা প্রকৃতপক্ষে পুরুষত্বেব চিহ্নধাবী ক্লীব।

সন্নাহং সংযুগে কর্তুং কংসভৃত্যে বিশেষতঃ।

তঞ্চ তূববকং বালং বহ্বাশিনমবিদ্যকম্॥ (উং) ১৬০/৬৪

—আমাব ন্যায একজন (নৃপতি) তোমাব ন্যায ব্যক্তিব সঙ্গে বিশেষতঃ যে একদিন কংসেব ভৃত্যেব কাজ কবেছিল, যুদ্ধ কববাব জন্য কবচ ধাবণ কবত যুদ্ধ ভূমিতে যাওবা কোন রূপেই শোভনীয নয।

শক্তি মদে মত্ত ও উদ্ধত দুর্যোধনই কেবল ভগবান কৃষ্ণকে এমন অবজ্ঞা ভবে কথা বলবাব স্পর্দ্ধা বাখে।

তিনি ভীমেব উদ্দেশ্যে উলূক মাধ্যমে বলে পাঠালেন। পূর্বে কৌবব সভায তুমি যে প্রতিজ্ঞা কবেছিলে, তা মিথ্যায় পবিণত কব না। যদি তোমাব শক্তি থাকে, তবে যুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে দুঃশাসনেব রক্ত পান কব। (দুঃশাসনস্য রুধিবং পীযতাং যদি শক্যতে।) তুমি বলেছিলে যে কৌববদেব সকলকে নিহত কববে, আজ সেই সময উপস্থিত হযেছে।

তিনি শ্লেষ কবে ভীমেব উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন, তুমি ভোজনে সকলেব চেযে পটু, সুতবাং অধিক ভোজনে ও পানে তুমি পুবস্কাব পাবাব যোগ্য। কোথায যুদ্ধ কব এবং নিজেব পুরুষকায় দেখাও। তুমি যুদ্ধে আমাব হাতে নিহত হযে নিজেব গদা আলিঙ্গন কবে চিবকালেব জন্য ভূতলে শযন কববে। তুমি সভায যে বীবত্বেব সঙ্গে লম্ফঝম্ফ কবেছিলে, তা সবই আজ ব্যর্থ হযে যাবে।

নকুলেব উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন, তুমি যুদ্ধ কব। আমি তোমাব পৌরুষ দেখব। তুমি যুধিষ্ঠিবেব প্রতি তোমাব অনুবাগ, আমাব উপব দ্বেষ ও দ্রৌপদীব ক্লেশকেও ভালভাবে স্মবণ কবতে থাক।

সহদেবেব উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন, পূর্বেব দুঃখেব কথা স্মবণ কবে তুমি যত্নেব সঙ্গে যুদ্ধ কব।

অতঃপব বিবাট ও দ্রুপদকে বলবে—

ন দৃষ্টপূর্বা ভর্ত্তাবো ভৃত্যৈবপি মহাগুণৈঃ ॥

তথার্থপতিভির্ভৃত্যা যতঃ সৃষ্টাঃ প্রজাস্ততঃ।

অশ্লাঘ্যোঽয়ং নবপতিষু্র্বযোবিতি চাগতম্ ॥ (উঃ) ১৬০।৭৩-৭৪

—বিধাতা যে সময প্রজাদেব সৃষ্টি কবেছেন সেই সময হতে উত্তম গুণবান্ ভৃত্যবাও নিজেব প্রভুদের পূর্ব হতে পবীক্ষা করে দেখেনি যে তাঁদেব গুণ আছে কি তাঁবা নির্গুণ। এইৰূপ প্রভুবাও পূর্ব হতেই ভৃত্যেব গুণাগুণ পবীক্ষা কবেন না। সেজন্য যুধিষ্ঠিব শ্রদ্ধাব যোগ্য না হলেও আপনাবা উভযে তাকে নিজেদেব বাজা মনে করে যুদ্ধ কববাব জন্য এসেছেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নব উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন - এখন তোমাব যোগ্য সময় উপস্থিত হযেছে। তুমি আচার্য দ্রোণকে নিজেব সম্মুখেই লাভ কববে।

শিখণ্ডীব উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন—ভীষ্ম তোমাকে স্ত্রী মনে কবে বধ কববে না। এজন্য তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ কববে এবং বণাঙ্গনে যত্ন সহকাবে পবাক্রম প্রকাশ কববে। আমি তোমাব পৌরুষ দেখব।

অর্জুনেব উদ্দেশ্যে দুর্যোধন বলে পাঠালেন—হয় তুমি আমাদের সকলকে পবাজিত কবে এই পৃথিবীকে শাসন কব অথবা আমাদের দ্বাবা পবাভূত হযে বণভূমিতে চিবতবে শয়ন কব। বাজ্য হতে নির্বাসিত হযে বনবাসেব ক্লেশ ভোগ কবে ও দ্রৌপদীব অপমানেব কথা স্মবণ কবে প্রকৃত পৌরুষ দেখাও। তুমি যে মহত্বপূর্ণ নানা কথা বলেছিলে, তা কাজে পবিণত কবে দেখাও। যে ব্যক্তি কার্যতঃ কিছু কবে না কেবল মুখেই নানা প্রকাব কথা বলে, তাকে সজ্জন পুরুষবা কাপুরুষ বলে থাকে। (অকর্মণা কত্থিতেন সন্তঃ কুপুরুষং বিদুঃ)

অমিত্রাণাং বশে স্থানং বাজ্যঞ্চ পুনরুদ্ধব।

দ্বাবর্থে যুদ্ধকামস্ত তস্মাৎ তৎ কুরু পৌরুষম্ ॥ (উঃ) ১৬০।৮৭

- তোমাব স্থান ও বাজ্য শত্রুদেব বশে এসেছে। তুমি তাকে

পুনবায উদ্ধাব কব। যুদ্ধেব ইচ্ছা পোষণকাবী বীর পুরুষেব এই দুইটিব প্রয়োজন দেখা যায়। অতএব উহাবই সাফল্যেব জন্য পৌরুষ প্রদর্শন কব।

বাজ্য হতে নির্বাসন, বনবাস ও দ্রৌপদীব অপমানজনিত ক্লেশেব কথা স্মবণ কবে প্রকৃত পুরুষ হও। আমবা বাববার তোমাদেব প্রতি অপ্রিয় বাক্য বলেই যাচ্ছি তাব জন্য তোমবা অন্ততঃ আমাদেব উপব অমর্ষ দেখাও। কাবণ অমর্ষতাই হল পুরুষকার।

এইভাবে দুর্যোধন পাণ্ডবদেব এবং তাঁদেব পক্ষে প্রত্যেকটি বীবকে যুদ্ধে প্রবোচিত কববাব জন্য প্রত্যেককে নানা বাক্যবাণে তাঁদেব পৌরুষে ঘা দিলেন, যাতে তাঁবা এভাবে আহত হয়ে যুদ্ধ না কবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থাকেন।

তিনি পাণ্ডবদেব উদ্দেশ্যে উলূক মাধ্যমে বলে পাঠালেন—

ন তু পর্য্যাযধর্মেণ সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
মনসৈবানুকূলানি ধাতৈব কুরুতে বশে॥ (উঃ) ১৬০।১০৯

—কোনও মানুষই নাম মাত্র ধর্মেব দ্বাবা সিদ্ধি লাভ কবতে পাবে না, কেবল বিধাতাই মানসিক সঙ্কল্প দ্বাবা সব কিছু নিজের অনুকূলে ও অধীনে আনতে পাবেন।

তোমবা কেবল বিলাপ কবতে কবতেই কাল কাটালে। আব আমি ত্রযোদশ বৎসব যাবৎ তোমাদেব বাজ্য ভোগ কবলাম, এখন আমি বন্ধু বান্ধবদেব সঙ্গে তোমাদেব বধ কবে আগামী দিনগুলিও এই বাজ্য শাসন কবব। অর্জুন, যখন আমবা পাশার দানে তোমাদের পবাজিত কবছিলাম, সেই সময় তোমাব গাণ্ডীব কোথায ছিল? ভীমেব বলই বা তখন কোথায গেল? তোমবা সকলে অমানুষোচিত দৈন্য দশায় পড়েছিলে, সেই সময দ্রুপদ কন্যা কৃষ্ণাই দাসত্বেব সঙ্কট হতে তোমাদেব সকলকে মুক্ত কবেছিল। আমি সেই দিন তোমাদেব নপুংসক ক্লীব বলে অভিহিত কবেছিলাম, তা যথার্থই হযেছিল। কাবণ অজ্ঞাতবাসেব সময অর্জুনকে মস্তকে বমণীব ন্যায বেণী বাঁধতে

হয়েছিল। ভীমকেও বিবাটেব বন্ধন গৃহে পাচকেব কাজ করতে হয়েছে। এ সবই আমাব পৌরুষ।

এবমেব সদা দণ্ডং ক্ষত্রিযাঃ ক্ষত্রিযে দধুঃ। (উঃ) ১৬০।১১৬

—সর্বদা ক্ষত্রিযবা নিজেব বিবোধী ক্ষত্রিযদেব এই প্রকাবে দণ্ড দান কবে থাকে।

ফাল্গুনি, কৃষ্ণ বা তোমাব ভযে আমি বাজ্য ফিবিযে দেব না। তুমি কৃষ্ণেব সঙ্গে এসে যুদ্ধ কব। বাজ্য লাভ কবা তোমাদেব পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। যে তপস্যা কবেনি, সে যেমন তবু স্বর্গে যেতে ইচ্ছা কবে, তেমনি তুমিও বাজ্য (ইচ্ছা কবছ) চাচ্ছ।

দুর্যোধনেব এই সব উক্তি শুনে পাণ্ডববা তাব যথাযথ উত্তব দিলেন। অতঃপব পাণ্ডব, বিবাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিব সংবাদ নিযে উলূক প্রত্যাবর্ত্তন কবল। উলূকেব মুখে পাণ্ডবদেব প্রত্যুত্তব শুনে যুদ্ধেব জন্য দুর্যোধন সৈন্য সমাবেশেব আদেশ দিলেন। তিনি দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বললেন, সব বাজা ও মিত্রদেব সৈন্য বাহিনীকে আদেশ দাও যাতে আগামী সূর্যোদযেব পূর্বেই সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অপেক্ষা কবে।

দুর্যোধন ভীষ্মকে কুরু পাণ্ডবেব বথী অতিবথী ও মহাবথীদের শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কবলে ভীষ্ম প্রত্যেকেব শক্তিব পবিচয দিলেন। ('ভীষ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণকে দিযে শান্তিব প্রস্তাব পাঠাবাব সময ভীম দুর্যোধন সম্বন্ধ বলেছিলেন :—

অপ্যযং নঃ কুরুণাং স্যাদ্ যুগান্তে কালসম্ভৃতঃ।
দুর্যোধনঃ কুলাঙ্গাবো জঘন্যঃ পাপপূরুষঃ॥ (উঃ) ৭৪।১৮

—দুর্যোধন কুলাঙ্গাব, নীচ, পাপপুরুষ। দ্বাপব যুগে শেষে কাল প্রেবিত হযে আমাদেব কুরুকুল বিনাশেব নিমিত্ত তাব জন্ম।

ভীমেব এই উক্তিব সমর্থন পাওয়া যায ভীষ্ম পর্বে বেদব্যাস ধৃতবাষ্ট্রকে দুর্যোধন সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকে—

কালোঽহং পুত্ররূপেণ তব জাতো বিশাম্পতে। (ভীঃ) ৩।৫৭

—কালই তোমাব এই পুত্র রূপে জন্মেছে।

শকুনি পুত্র উলূককে দুর্যোধন দূত রূপে পাঠিয়ে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদেব যুদ্ধে উত্তেজিত কবতে কটূক্তি কবাব যেরূপ তালিম দিযে পাঠিয়ে ছিলেন, তা একমাত্র দুর্যোধনেব মত উদ্ধত অশিষ্টেব পক্ষেই সম্ভব।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সুরু হবাব প্রাবম্ভে দুর্যোধন দুঃশাসনকে ভীষ্মকে বক্ষা কববাব জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন বহু বছব ধরে কুরু পাণ্ডবেব সম্মিলিত যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম, সেই ঈপ্সিত যুদ্ধ এখন উপস্থিত। ভীষ্মকে বক্ষা কবাই আমাদেব প্রধান কর্ত্তব্য বলে আমি মনে কবি। কাবণ ভীষ্ম বক্ষা পেলে তিনি (ভীষ্ম) পাণ্ডবদেব, সোমক ও সৃঞ্জযবংশীযদেব বধ কববেন। ভীষ্ম বলেছেন, তিনি শিখণ্ডীকে বধ করবেন না। কাবণ পূর্বে সে নাবী ছিল। এজন্য তিনি শিখণ্ডীকে বর্জন কববেন। তাই শিখণ্ডীব নিকট হতে ভীষ্মকে বক্ষা কবা আমাদেব কর্ত্তব্য।

অবক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাবলম্।

মা সিংহং জম্বুকেনেব ঘাতয়ামঃ শিখণ্ডিনা॥ (ভীঃ) ১৫।১৮

—কাবণ বক্ষা না কবলে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রও মহাবল সিংহকে বধ কবতে পাবে, সুতবাং আমবা যেন শৃগাল রূপ শিখণ্ডীব দ্বাবা সিংহরূপ ভীষ্মেব বধেব হেতু না হই।

দুঃশাসন, অর্জুন বক্ষা কববে শিখণ্ডীকে, শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করতে চেষ্টা কববে এবং ভীষ্ম তাকে বর্জন কববেন। এই ক্ষেত্রে শিখণ্ডী যাতে ভীষ্মকে বধ কবতে না পাবে তুমি তাবই ব্যবস্থা কব।

অতঃপব কৌবব সৈন্যেবা যুদ্ধে এলো। তাদের ব্যূহ বচনা হল। বহু প্রকাবেব বাহন ও ধ্বজে যুদ্ধক্ষেত্র সুশোভিত হলো।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব তৃতীয দিনে কৌবব—পাণ্ডববা ব্যূহ বচনা ও যুদ্ধাবম্ভ কবেন। উভয পক্ষেব সৈন্যদেব মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সুরু হ'ল। পাণ্ডবদেব দ্বাবা সৈন্য ক্ষয় হতে দেখে যুদ্ধেব তৃতীয দিনে

দুর্যোধন ভীষ্মকে অনুযোগ কবে বললেন, আপনি, দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য বেঁচে থাকতে আমাব সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন কবছে। এটা আপনাদের উপযুক্ত কাজ বলে মনে কবি না। আমি কোন প্রকাবেই ভাবতে পাবি না পাণ্ডববা সংগ্রামে আপনাব, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামাব সমান শক্তিমান বা দক্ষ।

অনুগ্রাহ্যাঃ পাণ্ডুসুতাস্তব নূনং পিতামহ।
যথেমাং ক্ষমসে বীব বধ্যমানাং বরূথিনীম্॥ (ভীঃ) ৫৮।৩৭

—বীব পিতামহ, নিশ্চয়ই পাণ্ডববা আপনাব কৃপাব পাত্র। তা না হলে আমার সৈন্যবা নিহত হচ্ছে, আব আপনি নীববে তাদেব দুর্দশা সহ্য কবে যাচ্ছেন।

যদি পাণ্ডবদেব আপনি দযা করবেন তবে যুদ্ধ আবম্ভ হবাব পূর্বে আমাকে কেন বলে দেননি যে, আপনি বণাঙ্গনে পাণ্ডুপুত্রদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন না। সেই অবস্থায আমি আপনার, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যেব কথা শুনে কর্ণেব সঙ্গে পবামর্শ কবে নিজেব কর্ত্তব্য স্থিব কবতাম। যুদ্ধে আপনাদেব দুইজনকে পবিত্যাগ কবা আমি সমীচিন মনে কবছি না। দ্রোণাচার্য ও আপনি, উভয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। স্বীয যোগ্য পবাক্রম প্রকাশ কবে যুদ্ধ করুন।

ভীষ্মেব মত পিতামহকে নিজেব অদূবর্শিতাব ও অক্ষমতাব পবিণামেব জন্য এই ভাবে অভিযুক্ত কবা কেবল অন্যায় নয়, ধৃষ্টতাবও প্রবিচাযক। নিজেব অক্ষমতাব দোষ অন্যেব উপব চাপান দুর্বল চবিত্রেব লক্ষণ। দুর্যোধন চবিত্রেই একমাত্র এই স্বভাব বিদ্যমান।

দুর্যোধনেব অভিযোগ ভীষ্ম প্রথমে হেসে উডিযে দিযে পবে ক্রুদ্ধ হযে বললেন, আমি তোমাকে বহুবাব বলেছি যুদ্ধে পাণ্ডবদেব ইন্দ্রাদি দেবতাবাও জয কবতে পাববে না। তথাপি আমি বৃদ্ধ হযেও আমার পক্ষে যা কবার যোগ্য আমি যথাশক্তি তা কবব। তুমি তোমাব বন্ধুদেব সঙ্গে তা দেখ। আজ আমি একা সকলেব সামনে পাণ্ডবদেব অগ্রগতি বোধ কবব।

চতুর্থ দিনেও ব্যূহ নির্মাণ করে উভয় পক্ষের এবং ভীষ্ম ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন নন্দন অভিমন্যুর পরাক্রম ও উল্লেখ যোগ্য। (অভিমন্যু চরিত্র দ্রষ্টব্য) উভয় পক্ষেই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শল্য প্রভৃতি বীরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দুর্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় হস্তের নৈপুণ্য দেখিয়ে দুর্যোধন প্রভৃতি প্রত্যেক যোদ্ধাকে পঁচিশটি করে বাণে বিদ্ধ করলেন। সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীম দুর্যোধনকে দেখে গদা হাতে নিলেন। ভীমকে দেখে দুর্যোধনের ভ্রাতারা পালিয়ে গেলেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মগধের দশ হাজার বেগশালী হস্তি সৈন্য যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। মগধ রাজাকে পুরো ভাগে রেখে দুর্যোধন ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে হস্তী সৈন্যদের বিতাড়িত করলেন। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য) ভীমের এই গদা যুদ্ধ এক আশ্চর্য্য যুদ্ধ।

সেই বিশাল হস্তী সৈন্য নিহত হলে দুর্যোধন সমস্ত সৈন্যদের সমবেত করে ভীমকে আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। এ যুদ্ধে ভীমের সঙ্গে ভীষ্মের একদিকে ও সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার অন্যদিকে পরাক্রম প্রশংসনীয়। চতুর্থ দিনের যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে প্রবল বেগে আক্রমণ করেন। দুর্যোধনও প্রত্যাঘাত করেছিলেন। ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে পক্ষ-যুক্ত ক্ষুরপ্রবাণ যোজনা করলেন এবং তা দিয়ে দুর্যোধনের ধনু ছিন্ন করেন। তিনি ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দুর্যোধনও ভীমের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে ভীম ও তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ যথেষ্ট পরাক্রম দেখিয়ে কৌরবদের পরাজিত করে চতুর্থ দিনের যুদ্ধের অবসান ঘটান। এই যুদ্ধে ভ্রাতাদের মৃত্যুতে দুর্যোধন অশ্রু মোচন করতে করতে চিন্তা মগ্ন হলেন।

তিনি ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি, দ্রোণাচার্য, শল্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, ভগদত্ত— এঁরা সকলেই মহারথী, সকলেই কুলীন এবং আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। আমার ধারণা আপনারা সকলে যদি মিলিত হন,

তবে তিন লোককেও আপনারা জয় কবতে পারেন। কিন্তু পাণ্ডবদেব সামনে কেন আপনারা দাঁড়াতে পারছেন না। কার আশ্রয় পেয়ে পাণ্ডববা প্রতি ক্ষণে আমাদেব জয় কবছে ?

ভীষ্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কববাব প্রস্তাব দিযে বললেন, ত্রিলোকে এমন কেউ জন্মায়নি এবং জন্মাবেও না যিনি ভগবান কৃষ্ণ দ্বাবা সুবক্ষিত এই সব পাণ্ডবদের জয় করতে পাবেন। অতঃপব তিনি নাবায়ণ অবতাব কৃষ্ণ ও নব অবতাব অর্জুনের মহিমা প্রকাশ কবলেন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বিস্তৃত ভাবে পাণ্ডবদেব শক্তি কোথায় নিহিত তা ব্যক্ত কবে পুনরায় বললেন পাণ্ডববা তোমাব বীর ভ্রাতা। তুমি তাদেব সঙ্গে মিলিত ভাবে পৃথিবী বাজ্য ভোগ কব। নতুবা ভগবান নব-নারায়ণকে অবহেলা করে তুমি ধ্বংস হবে। ঐ সাবধান বাণী শুনিয়ে তিনি দুর্যোধনকে বিদায় দিলেন।

পঞ্চম দিনেব যুদ্ধে ভীষ্ম মকবব্যূহ বচনা করেন এবং তাঁব সৈন্য-বাহিনী চাবদিক থেকে বক্ষা করতে লাগলো। পাণ্ডববা তাঁদেব সৈন্য-বাহিনীব দ্বাবা শ্যেনব্যূহ নির্মাণ করলে যুদ্ধ আরম্ভ হল।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বললেন, আপনি এমন যুদ্ধ করুন যাতে পাণ্ডবরা নিহত হয। আমবা আপনাব ও পিতামহ ভীষ্মেব আশ্রয়ে দেবতাদেরও যুদ্ধে জয়লাভ করবার আশা করি। কিন্তু সেইস্থলে বল ও পরাক্রম হীন পাণ্ডববা জয়লাভ করছে। সুতবাং আপনি এরূপ চেষ্টা করুন যাতে পাণ্ডবরা ধ্বংস হয়।

প্রতাপে ও চরিত্রে দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মেব ও গুরু আচার্যেব নিকট বালক মাত্র। তা সত্ত্বেও দুর্যোধনের এই দুই গুরুজনকে যুদ্ধের জন্য এবম্প্রকার নির্দেশ দেওয়া বাতুলতা মাত্র।

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি মূর্খ। সেজন্য পাণ্ডববা কিরূপ শক্তিশালী তা বুঝতে পাবছ না? মহাবল পাণ্ডবদের যুদ্ধে জয় কবা অসম্ভব। (ন শক্যা হি যথা জেতুং পাণ্ডবা হি মহাবলাঃ।) তবু আমি স্বীয় বল ও বিক্রম অনুসারে তোমাব কাজ করে যাবো।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ কবলেন। উভয় পক্ষই সমান বিক্রম প্রদর্শন কবলেন। এই ভাবে উভয পক্ষেব মহাবথীদেব মধ্যে প্রবল যুদ্ধ আবম্ভ হল। ভীষ্ম অর্জুনেব তুমুল যুদ্ধ সকলেব বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন কবেছিল। উভয় পক্ষেব সৈন্যের মধ্যেও ঘোরতব যুদ্ধ হল। বিবাট ভীষ্ম, অশ্বত্থামা অর্জুন, দুর্যোধন ভীমসেনেব ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল।

দুর্যোধন শিলাতে শান দিযে ধাবাল গৃধ্র পক্ষযুক্ত ও স্বর্ণ পক্ষযুক্ত দশটি বাণ নিক্ষেপ কবে ভীমকে আঘাত কবলেন। ভীমও সবলগামী বেগবান ও তীক্ষ্ণ বাণেব দ্বাবা দুর্যোধনেব বক্ষ গভীব ভাবে বিদ্ধ কবলেন। ভীমেব এই আক্রমণ দুর্যোধন সহ্য কবতে পাবলেন না। তিনিও ভীমকে প্রত্যাঘাত করলেন এবং পাণ্ডব সৈন্যদেব ভীত কবে তুললেন। সেই বণক্ষেত্রে দুর্যোধন ও ভীম পবস্পব যুদ্ধ কবে অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে দেবতাদেব মত শোভা পেতে লাগলেন। দুই পক্ষেব তুমুল যুদ্ধেব পব পঞ্চম দিনেব যুদ্ধেব অবসান হল।

ষষ্ঠ দিনেব যুদ্ধে পাণ্ডববা মকব ব্যূহ এবং কৌবববা ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্মাণ কবলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ আবম্ভ হল এবং উভয পক্ষেব বীববা এ যুদ্ধে সমান অংশ নিলেন।

দুর্যোধন ভীমেব বুকে তীক্ষ্ণ একটি নাবাচ ক্ষেপনে গভীব ভাবে আঘাত কবলেন। ভীমও ক্রুদ্ধ হযে তিনটি বাণে দুর্যোধনেব দুই বাহু ও বক্ষে আঘাত কবলেন। উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। দুই পক্ষের বীববা এই দুই যোদ্ধাকে সাহায্য কবতে এগিযে এলেন। দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র বিষধব সর্পতুল্য আকাব বিশিষ্ট ভযঙ্কর বাণ দ্বাবা দুর্যোধনেব অগ্রগতি বোধ কবলেন। দুর্যোধনও তীক্ষ্ণ বাণ দ্বাবা দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রহাব কবলেন। তাঁদেব পুনবায আঘাতে তিনি বক্তাক্ত হলেন।

উভয সৈন্যদেব মধ্যে যুদ্ধে প্রবল উৎসাহ দেখা গেল। দুর্যোধন ও ভীমকে বধ কববাব জন্য তাঁব দিকে ধাবিত হলেন। ভীম দুর্যোধনকে তাঁব কৃত অপবাধ এক এক কবে স্মরণ কবিয়ে দিয়ে তার ফল নিতে

বলে অগ্নি শিখাতুল্য ছাব্বিশটি বাণ দুর্যোধনেব উপব নিক্ষেপ কবলেন। ভীম দুই বাণে দুর্যোধনেব ধনু ছিন্ন কবলেন, দুই বাণে সাবথিকে আঘাত কবলেন এবং চাব বাণে বেগবান অশ্বগুলিকে নিহত কবলেন। ভীম পুনবায় ধনু আকর্ষণ কবে দুটী বাণে দুর্যোধনেব ছত্রটী কেটে দিলেন। তাঁব ধ্বজটীকেও খণ্ডিত কবলেন। এই ভাবে ভীমেব নিকট দুর্যোধন পবাস্ত হলে জয়দ্রথ কিছু সৈন্য দ্বাবা পবিবৃত হয়ে দুর্যোধনেব পৃষ্ঠ ভাগ বক্ষা কবলেন। এ সময় কৃপাচার্য দুর্যোধনকে স্বীয় রথে তুলে নিলেন।

সপ্তম দিনে দুর্যোধন চিন্তামগ্ন হয়ে ভীষ্মকে বললেন, আমাব সৈন্যরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কব এবং উগ্র মূর্তি। তাদেব ব্যূহ বচনাও সর্বোত্তম, ধ্বজেব সংখ্যাও বেশী। তবু পাণ্ডব বীববা এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ কবে তীব্র বেগে আমাব সৈন্যদেব নিহত ও আহত কবে চলে যাচ্ছে। তাবা যুদ্ধে সকলকে মোহিত কবে নিজ কীর্তি বিস্তার করছে। ভীমসেন দুর্ভেদ্য মকব ব্যূহেব মধ্যে প্রবেশ কবে মৃত্যু দণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কব বাণেব দ্বাবা বণভূমিতে আমাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। ভীমকে ক্রুদ্ধ দেখে আমি ভযে ব্যাকুল হয়ে উঠি। আজ আমি শান্তি পাচ্ছি না।

ইচ্ছে প্রসাদাৎ তব সত্যসন্ধ
প্রাপ্তুং জয়ং পাণ্ডবেযাংশ্চ হন্তুম্ ॥ (ভীঃ) ৮০।৬

—সত্য প্রতিজ্ঞ পিতামহ! আমি আপনাবই কৃপাতে পাণ্ডবদেব বধ কবতে এবং তাদেব উপব বিজয লাভ কবতে ইচ্ছা কবছি।

ভীষ্ম তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে দুর্যোধনের জন্য তিনি প্রাণেব মাযা ত্যাগ কবে শত্রুদেব সঙ্গে যুদ্ধ কববেন। কিন্তু বিপক্ষ দল বল ও পবাক্রমে প্রচণ্ড এবং তাঁব (দুর্যোধনেব) সঙ্গে শত্রুতাবদ্ধ। তাই এদের সহসা পরাজিত কবা সম্ভব হবে না। তিনি আবও বললেন, আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ কবে তোমাব সম্পূর্ণ প্রিয় কাজ কবব। (তান্ পাণ্ডবান্ যোধিযিষ্যামি বাজন্ প্রিয়ঞ্চ তে সর্বমহং কবিষ্যে।)

অতঃপব দুর্যোধন প্রসন্ন হয়ে সমস্ত বাজাদেব ও সৈন্যদেব বললেন, যুদ্ধেব জন্য বের হও। তাঁব আজ্ঞা পেযে সহস্র সহস্র হস্তী পদাতি ও রথে পূর্ণ সমস্ত সৈন্য দ্রুত যুদ্ধেব জন্য শিবিব হতে বণক্ষেত্রাভিমুখে গেলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে পুনবায বললেন তোমাকে সর্বদা হিতকব বাক্য বলা উচিত। সেজন্য বলছি, পাণ্ডবদেব ইন্দ্রসহ সমগ্র দেবতা-বৃন্দও জয কবতে সমর্থ নয়।

বাসুদেবসহাযাশ্চ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ।
সর্বথাহং তু বাজেন্দ্র কবিষ্যে বচনং তব॥ (ভীঃ) ৮১।৯

—বাজেন্দ্র, একে ত তাবা ইন্দ্রতুল্য পবাক্রমশালী, তাব উপবে বাসুদেব সহাযক, তথাপি আমি সর্বতোভাবে তোমাব বাক্য পালন কবব। আমি হয পাণ্ডবদেব যুদ্ধে জয় কবব, অথবা পাণ্ডববাই আমাকে জয কববে—এই কথা বলে ভীষ্ম বিশল্যকবণী নামে শুভ ও শক্তিশালিনী ওষধি প্রদান কবলেন। এই অষুধেব প্রভাবে দুর্যোধনেব দেহে প্রবিষ্ট বাণ ব্যথা দিযে বেব হল এবং আঘাতেব ক্ষত ও তার কষ্ট হতে মুক্ত হলেন।

কৌবববা মণ্ডল ব্যূহ ও পাণ্ডববা বজ্রব্যূহ নির্মাণ কবলেন। উভয় পক্ষেব বীববা প্রবল যুদ্ধে ব্যস্ত। এই যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনকে বাণেব দ্বাবা আচ্ছাদিত কবে ফেলেছিলেন। দুর্যোধনও পবাক্রমে সমান তাব নিদর্শন বাখলেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনেব বথেব চাবটী অশ্বকে নিহত কবেন। দুর্যোধন বথ হতে লাফিযে পড়েন। এবং তববাবি উত্তোলন কবে ধৃষ্টদ্যুম্নব দিকে দৌডাতে লাগলেন। তখন শকুনি দুর্যোধনকে তাঁব বথে তুলে নিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বাজা দুর্যোধনকে পবাজিত কবে কৌবব সৈন্যদেব বিনাশ কবতে লাগলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ আবম্ভ হল।

অষ্টম দিনেব যুদ্ধে ভীষ্ম এক মহাব্যূহ নির্মাণ কবেছিলেন। পাণ্ডববাও অনুরূপ একটী বৃহৎ ব্যূহ নির্মাণ কবেছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম যথেষ্ট পবাক্রম দেখিযেছিলেন। ভীম সেদিন ধৃতবাষ্ট্রেব

আট পুত্রকে নিহত কবেছিলেন। ভ্রাতাদেব মৃত্যুতে দুর্যোধন খুবই দুঃখ পেযে সৈন্যদেব ভীমকে বধ কবতে আদেশ দিলেন। দুর্যোধনেব অন্যান্য ভ্রাতাবা চিন্তা কবলেন, দিব্যদর্শী বিদুব আমাদেব কুশল ও হিতেব জন্য যে সব কথা বলেছিলেন, সেই সবই আজ সত্যে পবিণত হচ্ছে।

সেই সময দুর্যোধন ভীষ্মেব নিকট গিবে অত্যন্ত দুঃখে শোকাভিভূত চিত্তে বিলাপ কবে বললেন, (দুঃখেন মহতাবিষ্টো বিললাপ সুদুঃখিতঃ।) পিতামহ, যুদ্ধে ভীম আমাব বীব ভ্রাতাদেব নিহত কবছে এবং আমাব সৈন্যবাও ভযঙ্কব যুদ্ধ কবেও ভীমেব হাতে নিহত হয়েছে।

আপনি মধ্যস্থ হযে বয়েছেন বলে সর্বদা আমাদেব উপেক্ষা কবছেন। সেই আমি কুপথে চলেছি। আপনি আমাব দুর্ভাগ্য দেখুন। (সোঽহং কুপথমারূঢ়ঃ পশ্য দৈবমিদং মম।)

এইখানে বাবণের মত দুর্যোধনেব ভ্রাতৃ বৎসল ভাব প্রকাশ পেযেছে। বাবণ যেমন বীব ভ্রাতাদেব মৃত্যুতে অভিভূত হযেছিলেন, দুর্যোধনও তেমনি ভ্রাতাদেব মৃত্যুতে শোকাভিভূত হযেছেন।

কিন্তু এই শোকেব মধ্যেও তাঁব শ্রদ্ধেয় পিতামহকে অভিযুক্ত কবাব ক্রূবতা বা প্রবণতা কিছু মাত্র হ্রাস পায়নি। নিজেব দোষ ত্রুটী অন্যব উপব ন্যস্ত কবে, অন্যকে দোষযুক্ত কবতে বোধ কবি আব কেউ তাঁব মত পাবে না।

ভীষ্ম চোখেব জলে দুর্যোধনকে বললেন, আমি দ্রোণ বিদুব ও গান্ধাবী পূর্বেই একথা তোমাকে বলেছি। তুমি তা বোঝনি। আমি পূর্বেই আমাব সিদ্ধান্ত জানিযেছিলাম যে আমাকে ও দ্রোণকে যুদ্ধে নিযুক্ত কবা উচিত হবে না। (কাবণ আমাদেব নিকট পাণ্ডব ও কৌরবরা সমান স্নেহ ভাজন।) তোমাকে এই সত্য কথাও বলেছি যে ভীম যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব সামনে দেখতে পেলেই অবশ্যি তাদেব বধ কববে। অতএব স্বর্গকেই অন্তিম আশ্রয মনে কবে রণভূমিতে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (যোধয়স্ব বণে পার্থান্ স্বর্গং

কৃত্বা পবাযণম্।) ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ও অসুরবা মিলিত হযেও পাণ্ডবদেব জয় কবতে সমর্থ হবে না। সুতবাং যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ কব।

প্রতিবাব দুর্যোধন গুরুজনদেব তাঁব পবাজযেব জন্য অভিযুক্ত কবেছেন, কিন্তু প্রতিবাব ভীষ্ম জানিযেছেন ত্রিলোকে পাণ্ডবরা অজেয়। সন্ধিব পবামর্শ দিযেছেন। কিন্তু দুর্যোধন কখনও কাবও পবামর্শ গ্রাহ্য কবেননি। কিন্তু তাব ফলাফল খাবাপ হলে দোষাবোপ কবেছেন অন্যের উপব।

উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয এবং ভয়ানক লোকক্ষয় হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন উলূপীব পুত্র ইবাবান যথেষ্ট পবাক্রম দেখিয়েছেন এবং শকুনিব ভ্রাতাদেব তিনি নিহত কবেন।

এদের মৃত্যুতে দুর্যোধন ভীত ও ক্রুদ্ধ হযে বাক্ষস অলম্বুষেব শবণাপন্ন হযে বললেন, বীব অর্জুনেব এই বলবান পুত্র মায়াবী। সে আমাব ক্ষতি কবে আমাব সৈন্যদেব সংহাব কবছে। তুমি ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র বিচবণে সক্ষম এবং মাযাময় অস্ত্রেব প্রযোগে নিপুণ। বকাসুব বধ কবে ভীম তোমাব সঙ্গে শত্রুতা কবেছে। অতএব তুমি ইবাবানকে বধ কব।

দুই মাযাবীব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। যুদ্ধক্ষেত্রে বহু নাগদেব দ্বাবা পবিবৃত ইবাবান বিশাল শবীবধাবী শেষ নাগেব ন্যায বিশাল রূপ ধাবণ কবলেন। তারপব বহু নাগেব দ্বাবা বাক্ষসকে আচ্ছাদিত কবে ফেললেন। বাক্ষস অলম্বুষ নাগদেব দ্বারা আচ্ছাদিত হবে কিছুক্ষণ চিন্তা কবে গরুড়েব রূপ ধাবণ কবে নাগদেব খেযে ফেললো এবং মাযাবী ইবাবানকে তববারিব সাহায্যে নিহত কবল।

ইবাবানেব মৃত্যুতে কৌববদেব আনন্দ হল। ইবাবানের মৃত্যুতে ভীম নন্দন ঘটোৎকচ চতুর্দিক প্রকম্পিত কবে উচ্চৈঃস্ববে সিংহনাদ কবতে লাগলেন। দুর্যোধনেব সঙ্গে ঘটোৎকচেব ভীষণ যুদ্ধ হল। (ঘটোৎকচ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

ইবাবানেব মৃত্যুতে অর্জুন দুঃখে বিলাপ কবতে থাকেন। (অর্জুন চবিত্র দ্রষ্টব্য) ভীম ধৃতবাষ্ট্রেব নয়টি পুত্রকে সংহাব কবেন। অভিমন্যু ও অম্বষ্ঠেব ভযানক যুদ্ধে অষ্টম দিনেব যুদ্ধেব সমাপ্তি ঘটে।

অতঃপব দুর্যোধন শকুনি, দুঃশাসন, কর্ণ মিলিত হয়ে পবামর্শ করলেন। এঁদেব মন্ত্রণাব মুখ্য বিষয় ছিল—পাণ্ডবদের কিভাবে পবাজিত কবা সম্ভব। তিনি বললেন—

দ্রোণো ভীষ্মঃ কৃপঃ শল্যঃ সৌমদত্তিশ্চ সংযুগে।

ন পার্থান প্রতিবাধন্তে ন জানে তচ্চ কাবণম্॥ (ভীঃ) ৯৭।৪

—দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, শল্য এবং ভূবিশ্রবা—এঁবা সকলে পাণ্ডবদেব প্রতিবন্ধক হচ্ছেন না। এব কাবণ কি আমি বুঝতে পাবছি না।

পাণ্ডববা নিজেবা অবধ্য হয়ে সৈন্যদেব সংহাব কবছে। এইরূপ যুদ্ধে আমাব সৈন্য ও অস্ত্র সব ক্ষয হচ্ছে। পাণ্ডববা শৌর্যশালী বীব ও দেবতাদের অবধ্য। তাদেব দ্বাবা পরাজিত হয়ে আমি জীবনেব সংশয়ে পতিত হযেছি। এ অবস্থায যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিরূপে যুদ্ধ কবব ?

কর্ণ তখন তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন ভীষ্ম যদি অস্ত্র ত্যাগ কবেন, তবে কর্ণ ভীষ্মেব সামনেই পাণ্ডবদেব সমস্ত সোমকদেব সঙ্গে বধ কববেন। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি কর্ণকে জানালেন তিনি অতি—দ্রুত ভীষ্মকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে অপসাবণ কববেন এবং তখন কর্ণ শত্রুদেব আক্রমণ কববেন।

অতঃপর তিনি ভীষ্মেব নিকট গিযে বললেন, আমবা আপনাব আশ্রয নিয়ে যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবমণ্ডলী ও অসুরদেবও জয কববাব উৎসাহ বাখি। সুতবাং পাণ্ডবদেব জয় কববাব বিষযে আব কি বলবাব আছে ? প্রভু, আপনি আমাব উপব কৃপা করুন। ইন্দ্র যেমন দানবদেব সংহাব কবেন। সেইরূপ আপনি বীব পাণ্ডবদেব বধ করুন। (জহি পাণ্ডুসুতান বীবান্ মহেন্দ্র ইব দানবান্)। আপনি সকলকে বধ কববাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনাব এই কথা সত্য হোক।

যুদ্ধে পাণ্ডবদেব ও সোমকদেব বধ করে আপনাব কথা সত্যে পবিণত করুন।

দযয়া যদি বা বাজন্ দ্বেষ্যভাবান্মম প্রভো।
মন্দভাগ্যতয়া বাপি মম বক্ষসি পাণ্ডবান্॥
অনুজানীহি সমবে কর্ণমাহবশোভিণম্।
স জেষ্যসি বণে পার্থান্ সসুহৃদগণবান্ধবান্॥ (ভীঃ) ৯৭।৪১-৪২

—বাজন, যদি পাণ্ডবদেব প্রতি দযাভাব অথবা আমাব দুভার্গ্যবশতঃ আমাব প্রতি দ্বেষভাব বেখে আপনি পাণ্ডবদেব বক্ষা কবতে থাকেন, তবে সমব শোভী কর্ণকে যুদ্ধেব জন্য অনুমতি দিন। তিনি সুহৃদবর্গ ও বান্ধবদেব সঙ্গে কুন্তী পুত্রদের অবশ্যই জয় কববেন।

দুর্যোধন ব্যতীত কেউ ভীষ্মেব ন্যায় পিতামহকে এমন রূঢ় ভাষায কথা বলতে সক্ষম ছিল না।

ভীষ্ম দুঃখে, বোষে, ক্রোধে ক্ষুব্ধ হলেও নিজেকে সংযত কবে উত্তবে বললেন, দুর্যোধন, তুমি এরূপ বাক্যবাণে আমাকে কেন আঘাত কবছ? আমি যথাশক্তি শত্রুদেব জয় কববাব চেষ্টা কবে যাচ্ছি এবং তোমাব প্রিয কাজে সর্বদা নিবত আছি। তোমাব প্রিয় কাজ কববাব জন্য প্রাণ আহুতি দিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমাব নিশ্চিত মনে আছে যে সময় অর্জুন ইন্দ্রকে পবাজিত কবে খাণ্ডব বনে অগ্নিকে পবিতৃপ্ত কবেছিল, তাহাই তাব অজেযতাব প্রকৃষ্ট উদাহবণ। যে সময় গন্ধর্বগণ তোমাকে বল পূর্বক ধবে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়েও অর্জুনই তোমাকে মুক্ত কবেছিল! তাব অতুলনীয় পবাক্রমেব ইহাই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

দ্রবমাণেষু শূবেষু সোদবেষু তব প্রভো।
সূতপুত্রে চ বাধেযে পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শণম্॥ (ভীঃ) ৯৮।৮

সেই সময়ও তোমবা শৌর্যশালী বীব ভ্রাতাবা ও বাধা নন্দন সূতপুত্র কর্ণ যুদ্ধ ত্যাগ কবে পালিযেছিল। তোমাদেব ঐ পরাজয অর্জুনেব অদ্ভুত শক্তিব পর্য্যাপ্ত নিদর্শন।

আমরা যখন বিরাট নগরে এক সঙ্গে সমবেত হয়ে যুদ্ধের অপেক্ষা করছিলাম, তখন অর্জুন একাই আমাদের উপর আক্রমণ করে-ছিল। এটাই তার অপরিমিত পরাক্রমের যথেষ্ট উদাহরণ। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণ ও আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করে সকলের বস্ত্র গ্রহণ করেছিল। এটাই তার অমিত সামর্থ্যের পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত। (বাসাংসি চ সমাদত্ত পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।) গো গ্রহণের সময়ে অর্জুন অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যকেও পরাজিত করেছিল, এই নিদর্শনেও তাকে বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট।

বিজিত্য চ যদা কর্ণং সদা পুরুষমানিনম্।
উত্তরায়ৈ দদৌ বস্ত্রং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥ (ভীঃ) ৯৮।১২

—সেই সময় সর্বদা নিজের পুরুষার্থের উপর অভিমানী কর্ণকেও জয় করে তার বস্ত্র গ্রহণ করে উত্তরাকে দিয়েছিল। এই দৃষ্টান্ত আমি পর্য্যাপ্ত মনে করি।

যে নিবাতকবচদিগকে পরাজিত করা সাক্ষাৎ ইন্দ্রের পক্ষেও কঠিন ছিল, অর্জুন যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেছিল। সুতরাং তার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বুঝবার এটাও একটি দৃষ্টান্ত। বাসুদেব যার রক্ষাকর্ত্তা, সেই বেগশালী বীর অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হবে ?

এই কথা নারদাদি মহর্ষিগণ বহুবার তোমাকে বলেছেন। কিন্তু তুমি কোন কথাই বুঝতে পারছ না।

Edmund Burke বলেছেন— Obstinacy is certainly a great vice, and in the changeful state of political mischief. It happens, however, very unfortunately, that almost the whole line of the great and masculine virtues—constancy, gravity, magnanimity, for titude, fidelity, and firmness—are closely allied to this disagreeable quality, of which you have so just

an abhorrence ; and in their excess, all these virtues very easily fall into it. এই উক্তিটি দুর্যোধন চরিত্রে বিশেষ প্রযোজ্য। তাঁর একরোখা স্বভাবের জন্যই কৌরব বংশ ধ্বংস হয়েছিল। পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য বিদুর, জননী গান্ধারী, পিতা ধৃতরাষ্ট্র, আচার্য দ্রোণ প্রভৃতি সকলেই তাঁকে বার বার পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছেন। কিন্তু তিনি প্রতিবারই তাঁদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে কৌরব বংশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে বার বারই পাল্টা অনুযোগ করেছেন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে।

পিতামহ ভীষ্ম আরও বললেন —

মুমূর্ষু্র্হি নরঃ সর্বান্ বৃক্ষান্ পশ্যতি কাঞ্চনান্।
তথা ত্বমপি গান্ধারে বিপরীতানি পশ্যতি ॥ (ভীঃ) ৯৮।১৭

—গান্ধারীনন্দন, মরণাপন্ন মানুষরা যেমন সব বৃক্ষকেই স্বর্ণ ভ্রম করে, তেমনি তুমিও সব কিছুই বিপরীত দেখছ।

তুমি নিজেই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দের সঙ্গে ভীষণ শত্রুতা করেছ, অতএব এখন তুমিই যুদ্ধ কর। আমরা সকলে তা দেখতে থাকি। তুমি স্বয়ং প্রথমে পৌরুষের পরিচয় দাও। ইন্দ্রও পাণ্ডবদের জয় করতে পারবেন না।

আমি শিখণ্ডীকে ছাড়া রণক্ষেত্রের সব সোমক ও পাঞ্চালদের বধ করব। যুদ্ধে হয় আমি তাদের হাতে নিহত হব অথবা তাদের নিহত করে তোমাকে আনন্দ দেবো। শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে কেন তিনি বিমুখ তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পিতামহ বললেন, শিখণ্ডী প্রথমে কন্যা হয়ে জন্মেছিল, পরে পুরুষ হয়। সুতরাং আমার প্রাণ সঙ্কট হলেও আমি তাকে বধ করব না। তুমি এখন গিয়ে নিদ্রা উপভোগ কর। কাল আমি ভীষণ যুদ্ধ করব।

অতঃপর দুর্যোধন তাঁকে প্রণাম করে নিজ শিবির অভিমুখে চলে গেলেন। তিনি পরদিন দুঃশাসন ও দ্বাবিংশতি সংখ্যক সৈন্যকে তাঁদের রক্ষায় নিযুক্ত করলেন। এবং ভীষ্ম দ্বারা বিপক্ষ দলের সকলেই নিহত

হবে—এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি দুঃশাসনকে বললেন—

অবক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাহবে।

মা বৃকেণেব গাঙ্গেয়ং ঘাতযেম শিখণ্ডিনা ॥ (ভীঃ) ৯৮।৪১

—যদি এই মহাযুদ্ধে (ভীষ্ম রূপ) সিংহকে রক্ষা করা না হয়, তবে (শিখণ্ডী রূপ) একটি বৃক তাকে বিনাশ করে ফেলবে। কিন্তু আমরা বৃক সদৃপ শিখণ্ডীর হাতে সিংহ তুল্য ভীষ্মকে নিহত হতে দেব না।

অতএব শকুনি, শল্য, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য- এঁরা সকলেই সাবধান হযে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। তিনি সুরক্ষিত হলেই আমাদের নিশ্চয়ই জয়লাভ হবে।

তারপর দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন, অর্জুনের বাম চক্রের রক্ষক যুধামন্যু এবং দক্ষিণ চক্রের রক্ষক উত্তমৌজা। অর্জুনের এই দুই রক্ষক। এবং অর্জুন স্বয়ং শিখণ্ডীর রক্ষক। শিখণ্ডী যাতে পিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা কর। দুঃশাসনও দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে কাজ করলেন।

নবম দিনের যুদ্ধের জন্য উভয় পক্ষের সৈন্যের ব্যূহ রচনা সম্পূর্ণ। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং নানা অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। উভয় পক্ষের বীরদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। তন্মধ্যে ভীষ্মও ভীষণ যুদ্ধ করে অজস্র পাণ্ডব সৈন্য নাশ করতে থাকেন। পাণ্ডব সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকে।

অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেখে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ স্বযং ভীষ্মকে বধ করতে উদ্যত হলে, অর্জুন তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে নিজেই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন বলে তাঁকে নিবারণ করলেন। নবম দিনের যুদ্ধের সমাপ্তি হলে, রাত্রিতে পাণ্ডবরা এক গুপ্ত মন্ত্রণায বসলেন। এবং তাঁরা ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বধের উপায় জেনে নিলেন।

দশম দিনে উভয় পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ভীষ্ম ও

শিখণ্ডীবও সংযোগ হলো এবং ভীষ্মকে বধ কববাব জন্য অর্জুন শিখণ্ডীকে উৎসাহ দিতে থাকেন। অর্জুন যুদ্ধে জয়লাভ কবছে দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন—

অর্জুন, যাব সাবথি কৃষ্ণ আমাব সমস্ত সৈন্যকে এমন ভাবে দগ্ধ কবছে যেমন দাবানল বনকে দগ্ধ কবে। আমাব সৈন্যবা চাবদিকে পলাযণ কবছে।

যথা পশুগণান্ পালঃ সঙ্কালয়তি কাননে।

তথেদং মামকং সৈন্যং কাল্যতে শক্রতাপন॥ (ভীঃ) ১০৯।১৮

—শক্রতাপন, যেমন পশুবক্ষক বনে পশুদেব তাড়িযে নিয়ে যায়, তেমনি অর্জুন আমাব সৈন্যদেব তাডিযে নিযে যাচ্ছে।

সৈন্যবা ব্যূহ ভেঙ্গে যত্র তত্র পলায়ন কবছে। ভীমসেনও পশ্চাদ্‌ভাগ হতে তাদেব বিতাড়িত কবছে। সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও সৈন্যদেব বিতাডিত কবছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচও হঠাৎ এই বণক্ষেত্রে এসে আমাব সৈন্যদেব তাড়িযে দিচ্ছে। এই পলাযমান সৈন্যদেব আপনি ব্যতীত আব কেউ বক্ষা কবতে পাববে না। আপনি আমাদেব সকলকে বক্ষা করুন বলে ভীষ্মেব পৌরুষকে উদ্দীপ্ত কবতে থাকেন।

দুর্যোধনেব কথা শুনে ভীষ্ম কিছুকাল চিন্তা কবে বললেন, সুস্থিব হয়ে তুমি এই বিষয়টি শোন। আমি প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম প্রতিদিন দশ হাজাব মহাত্মা ক্ষত্রিযদেব বধ কবব। আমাব সেই প্রতিজ্ঞা আজ অবধি পালন কবেছি। আজও আমি সেই মহান্ কাজ কবব। আজ আমি হয নিহত হযে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শযন কবব, না হয পাণ্ডবদেব সংহাব কবব। (অহং বাদ্য হতঃ শেষ্যে হনিষ্যে বাদ্য পাণ্ডবান্।)

অদ্য তে পুরুষব্যাঘ্র প্রতিমোক্ষ্যে ঋণং তব।

ভর্তৃপিণ্ডকৃতং বাজন্ নিহতঃ পৃতনামুখে॥ (ভীঃ) ১০৯।২৯

— পুরুষ শ্রেষ্ঠ বাজন, তুমি আমাব পোষণ কর্তা, আমাব মধ্যে তোমাব অন্নেব ঋণ আছে। আজ যুদ্ধেব সম্মুখ ভাগে নিহত হযে তোমাব সেই ঋণ পবিশোধ কবব।

ভীষ্মেব ন্যায বৃদ্ধ পিতামহ যে কতটা ব্যথিত হয়ে এই প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন তা সহজেই উপলব্ধি কবা যায। দুর্যোধনকে বাব বাব পাণ্ডবদেব শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কবিযে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পবাজযেব গ্লানি ভীষ্মেব উপব দিচ্ছিলেন সেই দুঃখ ও অপমানেই ভীষ্মের মত জ্ঞান বৃদ্ধেব মুখ দিযে এমন কঠিন শপথ বের হযেছিল।

তাবপব ভীষ্ম এক প্রচণ্ড সংগ্রামে এক লক্ষ পাণ্ডব সৈন্য বধ কবলেন। শিখণ্ডীও অর্জুনেব উৎসাহে উৎসাহিত হযে ভীষ্মকে আক্রমণ কবলেন। উভয পক্ষেব বীবদেব মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হল। অর্জুনেব সঙ্গে দুঃশাসনেব ভযঙ্কব যুদ্ধ হল। কৌবব ও পাণ্ডবদেব বীব ও মহাবথীদেব মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সুরু হল। দ্রোণাচার্য চতুর্দিকে অশুভ চিহ্ন দেখে ভীষ্মকে বক্ষাব জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নব সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জন্য অশ্বত্থামাকে আদেশ দিলেন। ভীম একা কৌববদেব দশ প্রধান মহাবথীব সঙ্গে যুদ্ধ কবে অদ্ভুত বীবত্ব প্রদর্শন কবছিলেন। অর্জুন ও কৌবব মহাবথীদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে তাঁব পৌরুষেব পবিচয় দিযেছিলেন। (অর্জুন চবিত্র দ্রষ্টব্য) ভীষ্মেব আদেশে যুধিষ্ঠিব সসৈন্যে তাঁব উপব আক্রমণ কবলেন। (ভীষ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য।) শিখণ্ডীও ভীষ্মকে ভূপাতিত কববাব জন্য বিশেষ চেষ্টা কবতে লাগলেন। দুর্যোধনেব আজ্ঞা পেয়ে বিভিন্ন দেশেব বাজাবা নিজ নিজ বিশাল সৈন্য বাহিনীব সঙ্গে দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে সঙ্গে নিযে ভীষ্মেব সহায়তায শিখণ্ডী ও পাণ্ডব সৈন্যদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। ভীষ্ম প্রবল পবাক্রম দেখালেন। দুঃশাসনও পবাক্রম প্রদর্শন কবেন। অর্জুনেব সঙ্গে ভীষ্মেব প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। ভীষ্ম যখন দিব্যাস্ত্র নিযে অর্জুনেব দিকে ধাবিত হলেন, তখন শিখণ্ডী ভীষ্মকে আক্রমণ কবলেন। ভীষ্ম অস্ত্র সংববণ কবলেন। ভীষ্ম মূর্ছিত হযে পডলেন। তিনি অদ্ভুত পবাক্রম দেখাতে দেখাতে ভীষ্মেব কৌবব সৈন্য সংহাব কবলেন। (ভীষ্ম চবিত্র দ্রষ্টব্য)

ভীষ্ম কৌবব পক্ষেব প্রধান প্রধান মহাবথী বীব দ্বাবা সুবক্ষিত থাকলেও অর্জুন তাঁকে বথ হতে ভূপাতিত কবেন। তিনি শবশয্যায

শযন কবলেন। সূর্যদেব উত্তবায়ণে গমন করা পর্য্যন্ত মৃত্যুব জন্য অপেক্ষা কবতে লাগলেন।

শবশয্যায় শাযিত ভীষ্মকে অর্জুন যখন তাঁব যোগ্য উপাধান ও তৃষ্ণাব জল দিলেন, তখন ভীষ্ম তাঁর প্রভূত প্রশংসা কবে বলেছিলেন—আমি, বিদুব, দ্রোণাচার্য, পবশুবাম, কৃষ্ণ এবং সঞ্জয বাবংবাব দুর্যোধনকে যুদ্ধ না কববাব জন্য পরামর্শ দিযেছিলাম। কিন্তু দুর্যোধন আমাদের কথা শোনেনি।

পরীতবুদ্ধির্হি বিসংজ্ঞকল্পো
দুর্যোধনো ন চ তচ্ছ্রাদ্দধাতি।
স শেষ্যতে বৈ নিহতাশ্চিবায
শাস্ত্রাতিগো ভীমবলাভিভূতঃ॥ (ভীঃ) ১২১।৩৭

—দুর্যোধনেব বুদ্ধি বিপবীত হয়েছে, সে যেন জ্ঞান হারিয়েছে। সেজন্য সে আমাদেব কথা বিশ্বাস কবতে পাবেনি। সে শাস্ত্রেব মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন কবে চলেছে, সেই জন্য ভীমসেনেব বলে পবাজিত হযে মৃত্যু-ববণ কববার জন্য সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শুযে থাকবে। দুর্যোধনেব এক—রোখামি এই দুঃখজনক পবিণতিব কাবণ।

ভীষ্মেব এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হযেছিল! Barton-এব Obstinacy and vehemency in opinion are the surest proofs of stupidity উক্তিটি যেন দুর্যোধনেব চবিত্র অবলম্বনে বলা হযেছে।

ভীষ্মেব ভবিষ্যৎ বাণী শুনে দুর্যোধন দুঃখিত হলেন। ভীষ্ম তাঁব দিকে দৃষ্টিপাত কবে বললেন, বাজন, আমাব কথা শোন এবং ক্রোধ ত্যাগ কব।

বুদ্ধিমান অর্জুন যেভাবে শীতল, অমৃততুল্য মধুব এবং সুগন্ধ জলধাবা প্রবাহিত কবল, তুমি তা প্রত্যক্ষ কবলে। এ সংসাবে এমন পরাক্রম-শালী বীব নেই। তিনি বহু অস্ত্রেব নাম কবে বললেন, একমাত্র অর্জুন বা কৃষ্ণই এ সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে সমর্থ। অন্য কেউ এ সব অস্ত্র জানে না। অর্জুনকে যুদ্ধে কোন রূপেই জয কবা সম্ভব নয়। যে

মহাত্মা পুরুষেব এই অলৌকিক কাজ প্রত্যক্ষ দেখা গেল, সেই অর্জুনেব সঙ্গে তোমাব শীঘ্রই সন্ধি কবা উচিত। এতে কোন প্রকাবেই বিলম্ব কববে না। যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ স্বীয় অনুবক্তগণেব অধীনে থাকবেন, সেই সমযেব মধ্যেই অর্জুনেব সঙ্গে তোমাব সন্ধি স্থাপন কবাব উপযুক্ত সময়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্জুন আনতপর্বযুক্ত বাণের দ্বাবা তোমাব সম্পূর্ণ সৈন্য-বাহিনীকে বিনাশ কবে না ফেলে, সেই অবসবেব মধ্যেই অর্জুনেব সঙ্গে তোমাব সন্ধি স্থাপনকে যোগ্য কাজ বলে বিবেচিত হোক। তোমাব অবশিষ্ট ভ্রাতাবা ও বহু সংখ্যক নৃপতিগণ যতক্ষণ বেঁচে আছেন, সেই সমযেব মধ্যেই তুমি অর্জুনেব সঙ্গে সন্ধি কব। যুধিষ্ঠিব বণক্ষেত্রে ক্রোধে প্রজ্বলিত নেত্রে তোমাদেব ভস্ম কববাব পূর্বেই তুমি সন্ধি কব। নকুল-সহদেব-ভীম এঁবা সকলে মিলিত হযে সৈন্যদেব ধ্বংস কববাব পূর্বেই তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন কব—এটাই আমাব অভিপ্রায়। আমাব সঙ্গেই যেন এ যুদ্ধেব অবসান ঘটে। তুমি পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কব। (যুদ্ধং মদন্তমেবাস্তু তাত সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ।) আমাব জীবনেব দ্বাবা কুরু—পাণ্ডবেব মধ্যে সৌহার্দ্য ভাব স্থাপিত হোক। আমি যে প্রস্তাব দিলাম তা তোমাব রুচিকব হোক। সন্ধিই তোমাব ও সমগ্র কৌবব কুলেব কল্যাণ বলে মনে কবি। তুমি পাণ্ডবদেব অর্ধবাজ্য প্রদান কব। যুধিষ্ঠিব ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুক। তাহলে তুমি বাজাদের মধ্যে মিত্রদোহী ও নীচ বলে অভিহিত হবে না এবং তোমাকেও পাপী বলে অপযশ কুড়াতে হবে না।

আমাব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদেব মধ্যে শান্তি স্থাপিত হোক। সব বাজাই প্রসন্ন হযে পবস্পব মিলিত হোক।

যদি তুমি মোহাবিষ্ট হযে নিজেব মূর্খতাবশতঃ আমাব সমযোচিত কথা না শোন, তবে শেষে তোমাকে অনুতাপ কবতে হবে এবং যুদ্ধে তোমাদেব সকলেবই বিনাশ হবে। আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলে দিলাম। (সত্যামেতাং ভাবতীমীবয়ামি।) ভীষ্ম দুর্যোধনকে এই উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন।

কিন্তু দুর্যোধনের ভীষ্মের এই ন্যায় ও অর্থপূর্ণ এবং পরম হিতকর ভবিষ্যদ্বানী ভাল লাগলো না। যেমন মুমূর্ষু রোগীর ঔষধ ভাল লাগে না (মুমূর্ষুরিব ভেষজম্।)

ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ানকালীন দুর্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি (কর্ণ) যাঁকে সেনাপতি বলে যোগ্য মনে করবেন, দুর্যোধনরা সকলে মিলিত হয়ে নিঃসন্দেহে তাকেই সেনাপতি পদে বরণ করবেন। কর্ণ বললেন সমস্ত যোদ্ধাদের আচার্য, বয়োবৃদ্ধ গুরু এবং অস্ত্রধারী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণই এখন সেনাপতি হবার যোগ্য। অতএব আপনি আচার্য দ্রোণকে সেনাপতি পদে বরণ করুন।

কর্ণের পরামর্শ শুনে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বললেন, আপনি সমস্ত সদ্‌গুণের আকর। আপনার মত যোগ্য রক্ষা কর্ত্তা এই রাজাদের মধ্যে কেউ নেই। অতএব ইন্দ্র যেমন সমস্ত দেবতাদের রক্ষা করে থাকেন, তেমনি আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার নেতৃত্বে থেকে শত্রুদের জয় করতে অভিলাষী হয়েছি। দুর্যোধন, নানা ভাবে দ্রোণাচার্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে এগার অক্ষৌহিনী সৈন্যের সেনাপতির পদ গ্রহণে অনুরোধ করলেন। অন্যান্য রাজারাও জয়ধ্বনি দিয়ে দুর্যোধনের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

দ্রোণাচার্যের অভিষেক হলো। দ্রোণ বলেছিলেন সেনাপতি পদে থাকলেও তিনি দ্রুপদ কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবেন না, কারণ তিনি দ্রোণের বধের জন্য উৎপন্ন হয়েছেন।

সেনাপতির পদ লাভ করবার পর দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে বলে-ছিলেন, ভীষ্মের পর তুমি আমাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে যে সম্মান দেখালে এজন্য আমি তোমার কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব, তুমি যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।

দুর্যোধন বলেছিলেন—

দদাসি চেদ্ বরং মহ্যং জীবগ্রাহং যুধিষ্ঠিরম্।
গৃহীত্বা রথিনাং শ্রেষ্ঠং মৎসমীপমিহানয়॥ (দ্রোঃ) ১২।৬

—যদি আপনি আমাকে বরদানে ইচ্ছুক হোন, তবে রথী বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে আসুন।

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন তুমি তাকে বধ করতে চাইলে না কেন? দুর্যোধন বললেন, যুধিষ্ঠিরকে বধ করলে, তার অন্যান্য ভ্রাতারা আমাদের সংহার করবে। আমার জয়লাভ হবে না। সমস্ত দেবতারাও যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় করতে পারবে না। যদি পাণ্ডবদের সপুত্র বধ করতে পারা যায় তবে কৃষ্ণ সমস্ত নৃপতিদের স্বীয় বশে এনে সমুদ্র ও বনভূমি সহ এই পৃথিবীকে জয় করে দ্রৌপদী বা কুন্তী দেবীকে প্রদান করবেন। অথবা পাণ্ডব পক্ষের যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারাও আমাদের বেঁচে থাকতে দেবে না।

সত্য প্রতিজ্ঞে ত্বানীতে পুনর্দ্যূতেন নির্জিতে।
পুনর্যাস্যন্ত্যরণ্যায় পাণ্ডবাস্তমনুব্রতাঃ॥ (দ্রোঃ) ১২।১৭

—সত্য প্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে নেবার পর পুনরায় যদি তাকে পাশা খেলায় পরাজিত করা যায়, তবে তার উপর ভক্তি ভাবাপন্ন পাণ্ডবেরা পুনর্বার বনে গমন করবেন।

সোঽয়ং মম জয়ো ব্যক্তং দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি।
অতো ন বধমিচ্ছামি ধর্মরাজস্য কর্হিচিৎ॥ (দ্রোঃ) ১২।১৮

—আমার স্থির বিশ্বাস—এই রূপে আমার জয় লাভ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেজন্য কোন প্রকারেই আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে চাই না।

উপরের উক্তিগুলি হতে দুর্যোধনের কুটিল হীন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের সঙ্গে এইখানে উভয়ের সাদৃশ্য। রাবণ যেমন সীতাকে রামের ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়ে কৌশলে সীতাকে বশে এনে শত্রু রামকে পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন। এখানেও দুর্যোধন কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে জয়লাভ করতে চাচ্ছেন। তবে রাবণ আপন পরাক্রমেই শত্রুকে দমন করবার শক্তি রাখতেন। কিন্তু দুর্যোধন পরোমুখাপেক্ষী। তাই যাঁদের শৌর্যের উপর তিনি নির্ভরশীল, তাঁদের নিকট তাঁর হীন প্রচেষ্টা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

দ্রোণ জানিয়েছিলেন অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিবকে বক্ষা না কবে তবে তিনি যুধিষ্ঠিবকে বন্দী কববেন। সুতবাং অর্জুনকে যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে দূবে সবিয়ে বাখা হয়।

দুর্যোধন জানতেন যে পাণ্ডবদেব প্রতি দ্রোণাচার্যেব দুর্বলতা আছে। সেজন্য তিনি দ্রোণাচার্যেব এই প্রতিজ্ঞা স্থিব বাখবাব জন্য এই গুপ্ত অভিপ্রায চাবদিকে প্রচাব কবে দিলেন।

এইটিও দুর্যোধন চবিত্রেব এক হীন মনোভাবেব অভিব্যক্তি। নতুবা যাঁকে সেনাপতিব পদে অভিষিক্ত কবেছেন—তাঁব প্রতিও আস্থা বাখতে পাবছেন না।

দ্রোণাচার্যেব প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখে দুর্যোধন সন্তুষ্ট হযে কর্ণকে বললেন, নিশ্চযই আজ জীবন ও বাজ্য হতে নিবাশ হযে এই দুর্মতি পাণ্ডুপুত্র সাবা জগৎকে দ্রোণমযই দেখছে।

ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয যোদ্ধা বিহীন হযে আমাব সৈন্যদেব দ্বাবা পবিবেষ্টিত হযেছে। ভীমেব এই অবস্থা আমাব আনন্দ বর্দ্ধন কবছে।

কর্ণ জানালেন, ভীম কখনও কৌবব সৈন্যদেব সিংহনাদ সহ্য কববে না। পাণ্ডববা বীব, অস্ত্র বিদ্যায নিপুণ এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হযে সংগ্রাম কবে। তাবা কখনই বণভূমি হতে পলাযন কববে না। পাণ্ডববা ভীমকে বক্ষা কববাব জন্য দ্রোণাচার্যকে চাবদিকে কেমন ঘিবে ফেলেছে, যেমন মেঘ সূর্যকে আবৃত কবে থাকে। (পবীস্পন্তঃ সূর্যমভ্রগণা ইব।)

অতঃপব উভয পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয। ভীমেব সঙ্গে কৌবব বীবদেব যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয ঘটে। দ্রোণাচার্যেব উপব পাণ্ডববা আক্রমণ কবেন। অর্জুন ও কর্ণেব মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয। অর্জুন কর্ণেব ভ্রাতাদেব নিহত কবেন এবং কর্ণ ও সাত্যকিব মধ্যে সংগ্রাম চলে। শত্রুদেব অভ্যুদযে দুর্যোধন মনে অত্যন্ত দুঃখিত হযেছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হযে যোদ্ধাদেব শুনিযে শুনিয়ে আচার্য দ্রোণকে বলেছিলেন—

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নিশ্চয়ই আমবা আপনাব দৃষ্টিতে শত্রুবর্গেব অন্তর্গত। (নূনং বযং বধ্যপক্ষে ভবতো দ্বিজসত্তম) এব কাবণ হল—যুধিষ্ঠিব আপনাব অত্যন্ত নিকটে আসলেও আপনি তাকে বন্দী কবেন নি। যুদ্ধে কোন শত্রু যদি আপনাব নজবে পড়ে তবে দেবতাদেব সঙ্গে পাণ্ডববা তাকে বক্ষা করতে পাববে না। আপনি প্রসন্ন হযে আমাকে বব দিযেছিলেন, পবে তাব বিপবীত আচবণ কবলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষবা কোন প্রকাবেই নিজেদেব ভক্তেব আশা ভঙ্গ কবে না। (আশাভঙ্গং ন কুর্বন্তি ভক্তস্যার্য্যা কথঞ্চন।)

দ্রোণাচার্য বললেন অর্জুন যাকে বণক্ষেত্রে বক্ষা কবছে তাকে দেবতা, অসুব, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ এবং বাক্ষসদেব সঙ্গে মানুষবাও জয় কবতে পাববে না। কৃষ্ণ ও অর্জুন যেখানকাব সেনানাযক সেখানে কাবও শক্তিই সমর্থ হয না। তিনি প্রতিজ্ঞা কবলেন সেদিন পাণ্ডবদেব যে কোন এক শ্রেষ্ঠ মহাবথীকে বধ কববেন। আজ আমি সেই ব্যূহ নির্মাণ কবব যাকে দেবতাবাও ভেদ কবতে পাববেন না। কিন্তু যে কোন উপাযে অর্জুনকে আজ দূবে সবিযে বাখো। কাবণ যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন কোন বিষযই নেই. যা অর্জুনেব অজ্ঞাত বা অসাধ্য। কাবণ সে এই মর্ত ও স্বর্গেব যুদ্ধেব সব বিষয়েরই জ্ঞান লাভ কবেছে।

দ্রোণাচার্য্য এক অসাধাবণ ব্যূহ বচনা কবলেন। যা ভেদ কবাব পথ দু একজন ছাড়া অন্য যোদ্ধাদেব জানা ছিল না।

দ্রোণাচার্যেব ব্যবস্থানুযায়ী সংশপ্তকবা দক্ষিণ দিকে গিযে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান কবলেন। অর্জুন ও কৃষ্ণেব অবর্তমানে যুধিষ্ঠিবেব আজ্ঞায অভিমন্যু সেই ব্যূহ ভেদ কবেছিলেন। (অভিমন্যু চবিত্র দ্রষ্টব্য)

অর্জুন যখন সংশপ্তকদেব সঙ্গে যুদ্ধ শেষ কবে ফিবে এসে যুধিষ্ঠিবেব মুখে অভিমন্যুব বধ বৃত্তান্ত শুনলেন, তখনই তিনি জযদ্রথকে বধ কববাব জন্য প্রতিজ্ঞা কবলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) জয়দ্রথই ব্যূহ দ্বাব বক্ষা করে কোন পাণ্ডব সেনা বা পাণ্ডব ভ্রাতাকে অভিমন্যুব

সহায়তা করবার জন্য ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে দেননি। অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করে দ্রোণাচার্য তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন।

অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে জয়দ্রথ ভীত হয়ে স্বীয় রাজধানীতে ফিরে যাবেন বললেন। দুর্যোধন ভগ্নিপতি জয়দ্রথকে অভয় দিয়ে বললেন, তুমি ভীত হইও না। রণক্ষেত্রে তুমি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে থাকলে কেউ তোমাকে বধ করতে পারবে না। সব মহারথীরা ও আমার একাদশ অক্ষৌহিনী (যদিও তখন তাঁর বহু সৈন্য নিহত হয়েছে) সৈন্য তোমাকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত আছে। তুমি নিজে একজন শ্রেষ্ঠ বীর, তুমি পাণ্ডুপুত্রদের ভয় করছ কেন?

অতঃপর অর্জুন বহু কৌরব সৈন্য হতাহত করে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য দ্রোণাচার্য ও কৃতবর্মার সৈন্যবাহিনীকে ভেদ করে কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন। কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও পরাক্রমশালী শ্রুতায়ুধকে অর্জুন নিহত করলেন। সমস্ত কৌরবরা পলায়ন করতে লাগল। সৈন্যদের পলায়ন করতে দেখে দুর্যোধন দ্রোণের নিকট গিয়ে তাঁকে বললেন—

অর্জুন আমাদের সৈন্যবাহিনীকে মন্থন করে ব্যূহের মধ্যে চলে গেল। আপনি স্থির করুন অর্জুনের বিনাশের জন্য কি করণীয়? এই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়ে যাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, সেইরূপ উপায় স্থির করুন। আমাদের একমাত্র আশ্রয় আপনিই।

যখন অর্জুন আপনার সৈন্যব্যূহ ভেদ করে আপনাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হল, তখন হতেই জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য যোদ্ধারা মহাসংশয়ে পড়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অর্জুন আপনাকে জয় না করে, আপনাকে অতিক্রম করে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। এখন আমার মনে হচ্ছে আমার এই সৈন্যদের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

জানামি ত্বাং মহাভাগ পাণ্ডবানাং হিতে রতম্।
তথা মুহ্যামি চ ব্রহ্মন্ কার্য্যবত্তাং বিচিন্তয়ন্॥ (দ্রোঃ) ৯৪।১১

—মহাভাগ, ব্রহ্মণ, আমি জানি যে আপনি পাণ্ডবদেব হিতে নিবত আছেন। সেইজন্য আমি নিজ কার্য্যেব গুরুত্বেব কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা কবে চিন্তিত হয়ে পড়ছি।

যথাশক্তি চ তে ব্রহ্মণ্ বর্তয়ে বৃত্তিমুত্তমাম।
প্রীণামি চ যথাশক্তি তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে॥ (দ্রোঃ। ৯৪।১২

—আমি যথাশক্তি আপনাব জন্য উত্তম জীবিকাবৃত্তিব ব্যবস্থা কবেছি এবং শক্তি অনুসাবে আপনাকে প্রসন্ন বাখবাব চেষ্টা কবেছি। কিন্তু এসব বিষযকে আপনি কোন প্রকার গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

অস্মানেবোপজীবংস্ত্বমস্মাকং বিপ্রিয়ে রতঃ।
ন হ্যয়ং ত্বাং বিজানামি মধুদিগ্ধমিব ক্ষুবম্॥ (দ্রোঃ) ৯৪।১৪

—আমাব নিকট হতে আপনাব জীবিকা চলছে, তথাপি আপনি আমাবই অপ্রিয কার্যে বত আছেন। আমি পূর্বে তা জানতে পাবিনি যে আপনি মধুলিপ্ত একটি ক্ষুবসদৃশ।

যদি আপনি অর্জুনকে প্রতিবোধ কববাব বর আমাকে না দিতেন, তা হলে আমি সিন্ধুবাজ জযদ্রথকে স্বীয বাজ্যে ফিবে যেতে নিষেধ কবতাম না। মূর্খ আমি আপনাব নিকট হতে বক্ষা পাবাব আশা কবে সিন্ধুবাজ জযদ্রথকে এখানেই থাকতে বলেছি এবং এই ভাবে মোহবশতঃ আমি তাকে মৃত্যুব মুখে ঠেলে দিযেছি।

দুর্যোধনেব ক্ষুবধাব বসনা হতে গুরু দ্রোণও মুক্তি পাননি। দ্রোণেব প্রতি দুর্যোধনেব এইরূপ রূঢ় ভাষণ শুধু অভদ্রোচিত নয। সংযম ও শিষ্টাচাব বিরুদ্ধ। দ্রোণাচার্যেব মত বৃদ্ধ আচার্যকে জীবিকাব গঞ্জনা কেবল রূঢতা নয়—নীচতাবও পবিচায়ক।

মানুষ যমবাজেব দন্তেব মধ্যে পতিত হয়েও হযত মুক্ত হতে পাবে। কিন্তু বণাঙ্গনে অর্জুনেব বশীভূত হযে এই জযদ্রথের প্রাণ থাকতে পাবে না।

আপনি জয়দ্রথকে মৃত্যুব কবল হতে বাঁচান, আর্ত্ত আমি যা কিছু

বলেছি তার জন্য আপনি ক্রোধ করবেন না। যে কোন প্রকারেই হোক জয়দ্রথকে আপনি রক্ষা করুন।

দ্রোণ উত্তরে কেবল জানালেন অর্জুনের সারথি কৃষ্ণের অশ্বগুলি দ্রুতগামী। তাই অল্প একটু সুযোগ পেলেই সে তৎক্ষণাৎ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করছে। বার্ধক্যের জন্য তিনি দ্রুত রথ চালাতে পারেন না। তা ছাড়া তিনি ক্ষত্রিয়দের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবেন। সেই সময় অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট ছিল না। সুতরাং আমার ব্যূহ দ্বার ত্যাগ করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য যাব না।

অর্জুনও তোমার মত উচ্চকুলজাত এবং পরাক্রমশালী। সে একাকী এবং তুমি সহায়ক পরিবেষ্টিত হয়ে তার সঙ্গে নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। তুমিই পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা স্থাপন করেছ, সুতরাং তুমি স্বয়ং অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

দুর্যোধন উত্তরে বললেন, অস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যকে অর্জুন অতিক্রম করে গেছে। সেই অর্জুনকে প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইন্দ্রকেও সময়ে জয় করা যায়। কিন্তু অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব। (নার্জুনঃ সমরে শক্যো জেতুং পরপুরঞ্জয়ঃ।) তবু যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনি উচিত মনে করেন তবে আপনি আমার যশকে রক্ষা করুন।

এখানে রাবণের সঙ্গে দুর্যোধনের পার্থক্য। রাবণ কখনও কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভীত হননি বা কাউকে অপরাজেয় মনে করেননি। দুর্যোধন অপর যোদ্ধাদের শক্তির উপর নির্ভর করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাবণের মত আপন বীর্যের উপর তাঁর ভরসা ছিল না। তিনি স্বয়ং নির্ভর কখনো ছিলেন না।

তখন দ্রোণ অতি সত্বর আচমন করে সেই মহাযুদ্ধে দুর্যোধনের বিজয় লাভের জন্য তাঁর শরীরে বিধি অনুসারে মন্ত্রজপের সঙ্গে অত্যন্ত তেজস্বী ও অদ্ভুত কবচ বেঁধে দিলেন। অতঃপর দুর্যোধন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁর রথের দিকে চললেন।

রণক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুনকে দেখে কৌরব সৈন্যরা ভীত হলে, দুর্যোধন তাদের অভয় দিয়ে বললেন, তোমাদের ভয় দূর হোক। আমি কৃষ্ণার্জুনকে এখন নিহত করব। অতঃপর তিনি অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি যদি পাণ্ডুপুত্র হও, তবে তুমি যে সব লৌকিক ও দিব্য অস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেছ, সেই সমস্ত আমার উপর প্রয়োগ কর। আমি তোমার পৌরুষ কতটা তা পরখ করতে চাই।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধলো। অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছিলেন, আমার মনে হয় দুর্যোধনের দেহে দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন। এর বন্ধন রীতি আমিও ইন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি। কিন্তু দুর্যোধনের এ কবচ থাকলেও আমি তাকে পরাজিত করব। অর্জুন শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনের এই ভাবে পরাজয় ঘটলো। তাঁর সাহায্যে ভূরিশ্রবা, কর্ণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি সসৈন্যে এসে অর্জুনকে বেষ্টন করলেন।

ঘন ঘন অর্জুনের ধনুকের টঙ্কার ধ্বনি ও কৃষ্ণের শঙ্খ ধ্বনি শুনে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অর্জুনের সহায়তার জন্য পাঠান। যুদ্ধে সাত্যকির প্রবল পরাক্রমের নিকট দুর্যোধন পরাজিত হয়ে ভ্রাতৃবৃন্দ সহ পলায়ন করলেন।

অর্জুন, ভীম, সাত্যকি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য অগ্রসর হলে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে অনুযোগ করে বললেন, আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে এই তিন মহারথী জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। এদের কেউ প্রতিরোধ করতে পারছে না। সেখানেও এরা সকলে অপরাজিত থেকে আমার সৈন্যদের অস্ত্র প্রহার করছে। (ব্যাযচ্ছন্তি চ তত্রাপি সর্ব এবাপরাজিতাঃ) মেনে নিলাম যে মহারথী অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু এরা কিরূপে অতিক্রম করল ? এদের কাছে আপনার পরাজয়।

আশ্চর্য্যভূতং লোকেঽস্মিন্ সমুদ্রস্যেব শোষণম্॥ (দ্রোঃ) ১৩০।৭

—সমুদ্রকে শুষ্ক করে দেওযাব ন্যায ইহা জগতে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলে আমি মনে কবি।

এটা কি দুর্যোধনেব শ্লেষ না দ্রোণেব সদিচ্ছাব প্রতি কটাক্ষ।

আজ সব লোকই এই বিষযে আলোচনা কবছে। আপনার এই পবাজয সব লোকেবই নিকট অবিশ্বাসনীয। (ইত্যেবং ব্রুবতে যোধা অশ্রদ্ধেযমিদং তব।) আমাবই ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ। এবা তিন মহাবথী যখন আপনাব মত পুরুষ শ্রেষ্ঠকে অতিক্রম করে অগ্রসব হতে পাবলো, তখন যুদ্ধে আমাব বিনাশই অবশ্যম্ভাবী। (যত্র ত্বাং পুরুষব্যাঘ্রং ব্যতিক্রান্তাস্ত্রযো বথাঃ। এই অবস্থায যা অবশ্য কবণীয তা করুন।

নিজেব দোষেব যে অবশ্যম্ভাবী পবিণতি ঘটতে চলেছে তাব জন্য বাব বাব দুর্যোধন কখনো পিতামহ ভীষ্মকে কখনো বা গুরু দ্রোণাচার্যকেই দাযী কবেছেন। এই প্রসঙ্গে **English divine and poet Georgc Herbert** এব কথাটি মনে পড়ে—**The virtue of a coward is suspicion.** নিজেব অক্ষমতা দুর্যোধনকে একটা সন্দেহেব মোহে আচ্ছাদিত বেখেছিল। তাই তিনি বাব বাব অন্যকে সন্দেহ কবেছেন।

উত্তবে দ্রোণাচার্য বললেন, কৌবব সৈন্যবা অগ্রভাগে ও পশ্চাদ-ভাগে শত্রুদেব আক্রমণেব মুখে পতিত হযেছে। শকুনিব বুদ্ধিতে পাশা খেলাব কথা স্মবণ কবিযে দিযে তিনি বললেন, কৌবব বাজসভায যে পাশা খেলা হযেছিল, প্রকৃতপক্ষে তা পাশা ছিল না, তা ছিল দুর্ধর্ষ বাণ। (অক্ষান্ স মন্যমানঃ প্রাক্ শবাস্তে হি দুবাসদাঃ) জযদ্রথেবই জীবন পণ বেখে শত্রুদেব সঙ্গে আমাদেব ভযঙ্কব অক্ষ ক্রীড়া আবম্ভ হযেছে। যেখানে মহাধনুর্ধববা জযদ্রথকে বক্ষা কবছে তুমি স্বযং সেদিকে শীঘ্র যাও এবং জযদ্রথেব বক্ষকদেব বক্ষা কব। দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। এবং যুধামন্যু ও উত্তমৌজাব সঙ্গে তাঁব প্রচণ্ড যুদ্ধ হয।

ক্রুদ্ধ অর্জুন জয়দ্রথেব দিকে অগ্রসব হচ্ছে দেখে দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, এখন যুদ্ধেব সময় হয়েছে। তুমি এখন তোমাব বল প্রদর্শন কব। কর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে জযদ্রথ যাতে অর্জুন দ্বাবা নিহত না হয তাব চেষ্টা কব। এখন দিনেব আব অল্পই অবশিষ্ট আছে। তুমি শত্রুকে আহত কবে তাব কাজে বাধা দাও। দিন কোন প্রকাবে শেষ হলেই আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। (দিনক্ষযং প্রাপ্য নব-প্রবীব ধ্রুবো হি নঃ কর্ণ জযো ভবিষ্যতি) সূর্যাস্ত পর্যন্ত যদি জযদ্রথ সুবক্ষিত থাকে, তবে স্বীয প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হওযাব জন্য অর্জুন অবশ্যই অগ্নিতে প্রবেশ কববে। তাবপব অর্জুনহীন এই যুদ্ধে তাব ভ্রাতাবা ও অনুগামীবা মুহূর্ত কালও জীবিত থাকতে পাববে না।

দৈবেব দ্বাবা উপহত হয়ে অর্জুনেব বুদ্ধি বিপবীত হযে গেছে। সেইজন্য সে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য কিছুব বিচাব না কবেই জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞা কবেছে। নিজেব বিনাশেব জন্যই এই প্রতিজ্ঞা সুনিশ্চিত।

বাধানন্দন, তোমাব ন্যায দুর্ধর্ষ বীব জীবিত থাকতে অর্জুন সূর্যাস্তেব পূর্বে জযদ্রথকে কিরূপে বধ কবতে সমর্থ হবে? শল্য ও কৃপাচর্যেব দ্বাবা সুবক্ষিত জয়দ্রথকে অর্জুন কিরূপে বধ কববে? আমি, দুঃশাসন ও অশ্বত্থামা যাকে (জয়দ্রথ) বক্ষা কবছি, অর্জুন তাকে কিরূপে বধ কববে? মনে হচ্ছে সে আজ কাল কর্তৃক প্রেবিত হয়েছে। (কথং প্রাপ্স্যতি বীভৎসুঃ সৈন্ধবং কালচোদিতঃ।)

ঐদিকে সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে, বহু সংখ্যক বীব যুদ্ধ কবছে, অতএব আমাব সন্দেহ হচ্ছে যে, অর্জুন সূর্যাস্তেব পূর্বে জযদ্রথেব নিকট উপস্থিত হতে পাববে না। তুমি সর্বশক্তি দিযে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ কব এবং তাব সব পবাক্রম ব্যাহত কব।

দুর্যোধনেব সব চেষ্টা ব্যর্থ কবে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ কবলেন। (অর্জুন চবিত্র দ্রষ্টব্য)

জয়দ্রথেব মৃত্যুতে দুর্যোধন শোকাভিভূত হযে পডলেন। এই যুদ্ধে কৌববদেব বিপর্যস্ত হতে দেখে দুর্যোধন চিন্তা কবলেন যে

কর্ণেব উপব আস্থা বেখে তিনি যুদ্ধেব জন্য সব অস্ত্র সংগ্রহ কববাব চেষ্টা কবেছেন, সেই কর্ণও যুদ্ধে পবাজিত হযেছে এবং জযদ্রথও নিহত হযেছে। যাব শক্তিকে আশ্রয কবে তিনি সন্ধি প্রার্থী কৃষ্ণকে তৃণেব ন্যায মনে কবেছিলেন, সেই কর্ণও আজ যুদ্ধে পরাজিত।

অতঃপব তিনি দ্রোণেব দর্শনার্থী হযে তাঁব নিকট গেলেন ও কৌববদেব গুরুতব পবাজযেব সমস্ত কথা বললেন এবং শক্রবা জযলাভ কবেছে, তাও জানালেন। তিনি আবও বললেন, আমাব পক্ষেব বাজাদেয গুরুতব ক্ষয লক্ষ্য করুন। আমাব পিতামহ ভীষ্ম হতে আবম্ভ কবে আজ পর্যন্ত বহু নৃপতি বিনষ্ট হযেছেন। অর্জুন আমাব সাত অক্ষৌহিনী সৈন্যকে সংহাব কবে জযদ্রথকে বধ কবেছে। যে সমস্ত নৃপতি আমাব জন্য পৃথিবী জয কবতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁবাও ভূতলে শযন কবেছেন।

দুর্যোধনেব অনুশোচনা প্রকাশ পেযেছে তাঁব পববর্তী উক্তিতে

সোঽহং কাপুরুষঃ কৃত্বা মিত্রাণাং ক্ষযমীদৃশম্।
অশ্বমেধসহস্রেণ পাবিতুং ন সমুৎসহে॥ (দ্রোঃ) ১৫০।১৭

—আমি কাপুরুষ, আমি স্বীয মিত্রদেব এভাবে সংহাব কবিযে হাজাব অশ্বমেধ যজ্ঞেব দ্বাবাও নিজেকে পবিত্র কবতে পাবব না।

ধর্মনাশক, পাপী ও লোভী আমাব জন্য যুদ্ধে জযলাভ কবতে ইচ্ছুক আমাব মিত্রবা কালেব কোলে শুযে পডেছে।

কথং পতিতবৃত্তস্য পৃথিবী সুহৃদাং দ্রুহঃ।
বিববং নাশকদ্ দাতুং মম পার্থিবসংসদি॥ (দ্রোঃ) ১৫০।১৯

—আচাব ভ্রষ্ট ও মিত্রদোহী আমাব জন্য এইসব বাজাদেব সভায এই ভূদেবী কেন বিদীর্ণ হযে যাচ্ছেন না, যাব ফলে আমি তাব মধ্যে প্রবেশ কবতে পাবি?

পিতামহ ভীষ্ম বক্তাপ্লুত হযে শবশয্যায শাযিত আছেন, কিন্তু আমি তাঁকে বক্ষা কবতে পাবলাম না। এই পবলোক বিজযী দুর্ধর্ষ

বীর ভীষ্মেব নিকট যদি আমি যাই, তবে নীচ, মিত্রদ্রোহী ও পাপাত্মা পুরুষ আমাকে তিনি কি বলবেন ?

আশ্চর্য, দেখুন আমাব জন্য প্রাণেব মোহ ত্যাগ কবে বাজ্য দান কবতে ইচ্ছুক মহাধনুর্ধব মহাবথী জলসন্ধকে সাত্যকি নিহত কবেছে। কম্বোজবাজ সুদক্ষিণ, বাক্ষস অলম্বুষ এবং অন্যান্য বহু সুহৃদকে নিহত হতে দেখেও আজ আব আমাব জীবিত থাকবাব প্রযোজন কি ? সব বীরবা আমাব জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাদেব ঋণ আমি কি ভাবে পবিশোধ কবব ? তাঁদেব সকলেব জন্য আজ আমি যমুনায তর্পণ কবব।

English humorist Bonnell Thornton লিখেছেন—True repentence consists in the heart being broken for sin and broken from sin. Some often repent, yet never reform ; they resemble a man travelling in a dangerous path, who frequentty starts and stops, but never, turns back. এই উক্তিটি দুর্যোধন চবিত্রে খুবই প্রযোজ্য। দুর্যোধনেব অনুতাপ যথার্থ আন্তবিক নয। সত্যিই যদি নিহত আত্মীয বন্ধুদেব জন্য তিনি অনুতপ্ত হতেন, তবে তিনি জযদ্রথেব মৃত্যুব পবই যুদ্ধ বন্ধ কবে পাণ্ডবদেব ন্যায্য বাজ্য তাঁদেব ফিবিযে দিতেন। তিনি নিজেব চবিত্রের যে বর্ণনা দিযেছেন তা অতিশযোক্তি নয়। ক্ষণকালেব জন্য তাঁব হৃদযে যে শ্মশান বৈবাগ্য দেখা গিযেছিল, পববর্তী উক্তি হতেই বোঝা যায তাঁব ঐ বৈবাগ্য কত ক্ষণস্থাযী।

আমি আমাব সমস্ত পূণ্য কর্ম, পবাক্রম, এবং পুত্রদেব শপথ নিযে আপনাব সামনে প্রতিজ্ঞা কবছি যে, এখন আমি পাণ্ডবদেব সঙ্গে সমস্ত পাঞ্চালদেব বধ কবে হয শান্তি পাবো অথবা আমাব সুহৃদবা যে লোকে গেছে, সেই লোকে যাব।

এখন যাবা আমাব সহায়ক আছেন, তাবা অবক্ষিত হযে পডায

আমার সহায়তা কবতে চাচ্ছে না। তাবা এখন আমাদেব অপেক্ষা পাণ্ডবদেব প্রতি অধিকতব কল্যাণকামী। ভীষ্ম স্বয়ংই নিজেব মৃত্যু স্বীকার কবেছেন। অর্জুন আপনাব প্রিয় শিষ্য সেজন্য আপনি আমাদেব উপেক্ষা কবছেন (ভবানুপেক্ষাং কুরুতে শিষ্যত্বাদর্জুনস্য হি।) সেজন্য আমাদেব সব যোদ্ধাই নিহত হয়েছে। একমাত্র কর্ণই আমাব জন্য জযাভিলাষী।

যো হি মিত্রমবিজ্ঞায় যাতাতথ্যেন মন্দধীঃ।
মিত্রার্থে যোজযত্যেনং সোহর্থোহবসীদতি॥ (দ্রোঃ ১৫০।৩২

—যে মূর্খ মনুষ্য মিত্রকে যথাযথ রূপে না জেনে তাকে মিত্র' কাজে নিযুক্ত কবে, তাব সেই কার্য নিষ্ফল হযে যায়।

আমাব পবমসুহৃৎ রূপে কথিত সেই পুরুষবা মোহ বশতঃ ধনপ্রার্থী লোভী, পাপী ও কুটিল আমাব এই কাজকে নষ্ট কবে দিচ্ছে। আমাব বন্ধুবা যুদ্ধে যে লোকে গমন করেছে সেখানে আমিও যাব। আপনি, পাণ্ডুপুত্রদেব আচার্য অতএব আমাকে যাবাব অনুমতি দিন।

কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে দুর্যোধনেব বিপর্যয় তাঁব পাপ মন ও চবিত্রেব জন্য। কিন্তু দ্রোণাচার্যেব মত অশীতিপব বৃদ্ধকে বাব বাব বাক্য বাণে লাঞ্ছিত কবা দুর্যোধনেব পক্ষে কেবল অন্যায নয গর্হিত ও বটে। যিনি বিবেকেব বিরুদ্ধে একমাত্র অন্ন ঋণ পবিশোধেব জন্য এমন অন্যায যুদ্ধে হাজাব হাজাব সৈন্যকে নিহত কবেছেন, পক্ষপাত দুষ্ট বলে তাঁব প্রতি কটাক্ষ একমাত্র দুর্যোধনেব মত নিষ্ঠুব কঠিন হৃদয়, রূঢ ব্যক্তিব পক্ষেই সম্ভব।

উত্তবে দ্রোণাচার্য বললেন, আমি সর্বদা বলেছি অর্জুন যুদ্ধে অজেয। অর্জুনেব দ্বাবা সুবক্ষিত বলেই শিখণ্ডীও যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত কবেছে। বিদুব তোমাকে কৌবব সভায় বাব বাব বলেছিলেন, শকুনিব পাশাব গুটিগুলি একদিন তীক্ষ্ণ বাণে পবিণত হবে। সেই পাশাই আজ অর্জুনেব দ্বাবা নিক্ষিপ্ত বাণ হযে আমাদেব বধ কবছে।

যোঽবমন্য বচঃ পথ্যং সুহৃদামাপ্তকারিণাম্।
স্বমতং কুরুতে মূঢ়ঃ স শোচ্যো নচিরাদিব॥ (দ্রোঃ) ১৫১।১৪

—যে মূর্খ স্বীয় হিতৈষী মিত্রগণের হিতকর বাক্যকে অবহেলা করে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে থাকে, সেই ব্যক্তি অল্প দিনের মধ্যেই শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়।

কৌরব সভায় পাণ্ডবদের অহেতুক লাঞ্ছিত করা ও কপট উপায়ে পাণ্ডবদের পরাস্ত করে বনবাসে পাঠান, বিদুরের উপদেশ উপেক্ষা ইত্যাদির ফলেই দুর্যোধনকে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে বলে তিনি দুর্যোধনকে জানালেন। তিনি আরও বললেন—এরূপ অবস্থায় তুমি স্বয়ং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে আমাকে কেন বাক্য বাণে ছিন্ন করছ? আমি ত নিজেই এজন্য অনুতপ্ত।

দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে আরও বললেন, ভীষ্মের সুবর্ণময় ধ্বজকে যুদ্ধক্ষেত্রে উড়তে না দেখেও তুমি জয়লাভের আশা কিরূপে করছ? যেখানে জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা নিহত হয়েছে, সেখানে তুমি আর কার কথার উপর নির্ভর করছ! দুঃশাসনের সামনেই ভীষ্মকে পরাজিত হতে দেখে, তখন হতেই আমি এই চিন্তা করছি যে, এই পৃথিবী আর তোমার অধিকারে থাকবে না।

August W. Hare বলেছেন—Never put much confidence in such as put no confidence in others. A man prone to suspect evil is mostly looking in his neighbour for what he sees in himself. As to the pure all things are pure, even so to the impure all things are impure দুর্যোধন সম্বন্ধেও কি এই প্রকার বলা যায় না? পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, বন্ধু কর্ণ—কারো প্রতিই তাঁর আস্থা ছিল না। নিজের মন দিয়ে অন্যের মনকে বিচার করতেন বলেই সারা জীবন সুখ, শান্তি, বিশ্বাস কিছুই উপভোগ করতে পারেননি।

এই দেখে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যরা একত্রে মিলিত হয়ে এই সময়

আমাব উপব আক্রমণ কবছে। এখন আমি সমস্ত পাঞ্চালদেব বধ না কবে আমাব কবচ ত্যাগ কবব না। এখন তোমাব বাক্য বাণে পীড়িত হয়ে মহাযুদ্ধেব জন্য শত্রুদেব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ কবেছি। যদি তোমাব শক্তি থাকে, তবে সৈন্যদেব বক্ষা কব। কাবণ এই সময় ক্রুদ্ধ কৌববগণ ও সৃঞ্জয়গণ বাত্রি কালেও যুদ্ধ কববে।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যেব দ্বাবা যুদ্ধ কববাব জন্য প্রেবিত হয়ে কর্ণেব নিকট দ্রোণাচার্যেব বিরুদ্ধে অভিযোগ কবে বললেন যে অর্জুন ববাবব দ্রোণাচার্যেব পবম প্রিয়। সেজন্য তিনি যুদ্ধ না কবেই তাকে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কবাব পথ কবে দিয়েছেন। তিনি আবও অনুযোগ কবে বললেন জয়দ্রথ স্বীয় জীবন বক্ষাব জন্য শিবিবে যিবে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন দ্রোণাচার্যেব অভয় পেয়ে তাঁকে নিবৃত্ত কবেন। শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধাবা অর্জুনেব বাণে যমলোকে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র বথেব সাহায্যে অর্জুন আমাব এই সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে ও জয়দ্রথকে বধ কবল। এটা কি কবে সম্ভব হল? ভীম আজ আমাব ভ্রাতা চিত্রসেনাদেব বধ কবেছে।

কর্ণ উত্তবে জানালেন, আচার্যেব নিন্দা কবা উচিত নয়। তিনি নিজেব বল, শক্তি ও উৎসাহ অনুসাবে প্রাণেব মায়া ত্যাগ কবে যুদ্ধ কবেছিলেন। অর্জুন তাঁব ব্যূহে প্রবেশ কবলে দ্রোণাচার্যেব কোন দোষ নেই। তিনি এখন বৃদ্ধ, দ্রুত গতিতে চলতে অসমর্থ। বাহুদ্বয় এখন পূর্বেব ন্যায় কর্মঠ নেই, সেইজন্য অর্জুন যাব সাবথি কৃষ্ণ দ্রোণাচার্যকে অতিক্রম কবে যেতে পেবেছে। এ বিষয়ে আমি দ্রোণেব কোন দোষ দেখছি না। (তস্য দোষং ন পশ্যামি দ্রোণস্যানেন হেতুনা)।

দৈবাদিষ্টেঽন্যথাভাবো ন মন্যে বিদ্যতে ক্বচিৎ।

যতো নো যুধ্যমাননাং পবং শক্ত্যা সুযোধন॥ (দ্রোঃ) ১৫২।২৩

দুর্যোধন, দৈবেব বিধানকে কেউই কখনও পবিবর্তন কবতে সমর্থ হয় না, আমি তা মনে কবছি, কাবণ আমবা সকলে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ

কবে যুদ্ধ কবেছি, তথাপি বণাঙ্গণে জয়দ্রথ নিহত হলেন। এ বিষযে আমি দৈবকেই প্রধান বলে মনে কবছি।

যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাব সঙ্গে আমবা সকলে জয় লাভেব জন্য সর্বদা চেষ্টায আছি। তথাপি দৈব আমাদেব সব পুরুষকাবকে নষ্ট কবে দিয়ে আমাদেবে পশ্চাদভাগে ঠেলে দিযেছে।

দৈবোপসৃষ্টঃ পুরুষো যৎ কর্ম কুরুতে ক্বচিৎ।

কৃতং কৃতং হি তৎ কর্ম দৈবেন বিনিপাত্যতে॥ (দ্রোঃ) ১৫২।২৬

—দৈব বা ভাগ্য দ্বাবা পবিত্যক্ত পুরুষ যে কোন স্থানে যা কিছু কাজ কবে তাব প্রত্যেক কাজই দৈব নষ্ট কবে দেয়।

সর্বদা উদ্যোগ সহকাবে নিঃশঙ্কচিত্তে মানুষেব কর্ত্তব্য কবে যেতে হয, কিন্তু সেই কাজেব সিদ্ধিলাভ দৈবেব অধীন।

পাণ্ডবদেব সঙ্গে কত প্রকাবে কি ভাবে শত্রুতা কবা হযেছে তাব উল্লেখ কবে তিনি বললেন যে সে সব চেষ্টাকেই দৈব নষ্ট কবে দিযেছে। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি আশঙ্কা কবলেন যে দুর্যোধনেব সৈন্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও, পাণ্ডববা তাঁদেব সৈন্য ধ্বংস কবেন। সুতবাং দৈবই তোমাব সকল পুরুষকাব নষ্ট কবে দিচ্ছে। (শঙ্কে দৈবস্য তৎ কর্ম পৌরুষং যেন নাশিতম্)

কর্ণকে দৈবেব উপব নির্ভবশীল হতে দেখা যাচ্ছে। যথার্থই সাবা জীবন তাঁব পুরুষকাব দৈবেব নিকট নিগৃহীত হযেছে। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) অতঃপব কৌবব ও পাণ্ডব সৈন্যদেব মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিবেব. মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম আবম্ভ হয়। জযদ্রথেব মৃত্যুতে দুঃখিত চিত্তে দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদেব সঙ্গে ভযঙ্কব সংগ্রাম কবে সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যদেব বিনাশ কবতে লাগলেন। দুর্যোধন এ সমযে এক আশ্চার্য্যজনক সংগ্রাম কবলেন।

দ্রোণাচার্য কর্ণ ও কৃপাচার্যেব নিষেধ অমান্য কবে তিনি পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ কবলেন। এবং সহস্র সহস্র বাণেব দ্বাবা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সৈন্যদেব আহত কবলেন। দুর্যোধনেব দ্বাবা আক্রান্ত হতে

দেখে পাঞ্চাল সৈন্যরা ভীমকে অগ্র ভাগে বেখে দুর্যোধনকে আক্রমণ কবল।

সেই সময দুর্যোধন বহু বাণে ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধিষ্ঠিব এবং কেকয ও চেদিদেশীয় সৈন্যদেব বিদ্ধ কবলেন।

অতঃপব তিনি সাত্যকিকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ কবে দ্রৌপদীব পুত্রদেব তিনটি তিনটি বাণে প্রহাব কবলেন। তাবপব ঘটোৎকচকে সমাবঙ্গণে আহত কবে দুর্যোধন সিংহেব ন্যায় গর্জন কবতে লাগলেন।

সেই মহাসমবে হস্তীদেব সঙ্গে শত শত অন্য যোদ্ধাগণকে ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সেই ভাবে নিহত কবলেন, যে ভাবে যমবাজ প্রজাদেব বিনাশ কবে থাকেন। এবং পাণ্ডব সৈন্যবা আক্রান্ত হযে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো।

অতঃপব বাজা যুধিষ্ঠিব ক্রুদ্ধ হযে দুর্যোধনকে বিনাশ কববাব ইচ্ছায তাঁব দিকে ধাবিত হলেন। দুই কুরু বংশীয বীব দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিব নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধিব জন্য পবাক্রম প্রকাশ কবতে কবতে পবস্পব যুদ্ধে মিলিত হলেন।

তখন দুর্যোধন দশটি বাণেব দ্বাবা যুধিষ্ঠিবকে আহত কবে ফেললেন এবং একটি বাণেব দ্বাবা তাঁব ধ্বজ ছেদন কবলেন। তিনি তিনটি বাণেব দ্বাবা যুধিষ্ঠিবেব সাবথি ইন্দ্রসেনেব ললাট বিদ্ধ কবলেন। যুধিষ্ঠিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিমেষেব মধ্যেই অপব ধনু দ্বাবা সবেগে দুর্যোধনকে প্রতিবোধ কবলেন। তিনি দুটি ভল্লেব দ্বারা যুদ্ধবত দুর্যোধনেব সুবর্ণময পৃষ্ঠভাগ বিশিষ্ট বিশাল ধনুকটিকে তিন ভাগে ছেদন কবলেন। দশটি তীক্ষ্ণ বাণে দুর্যোধনকেও আহত কবলেন। সেই সব বাণ দুর্যোধনেব বক্ষে লেগে তা বিদীর্ণ কবে ভূমিতে প্রবেশ কবল। তাবপব পলাযনপব পাণ্ডব সৈন্যবাও ফিবে এসে যুধিষ্ঠিবকে পবিবৃত কবে অবস্থান করতে লাগল।

তখন যুধিষ্ঠিব অত্যন্ত ভযঙ্কব এবং অনিবাবণীয বাণ সমূহ এই বলে

নিক্ষেপ কবলেন যে, তুমি নিহত হলে। দুর্যোধন আহত হযে মূর্ছিত হযে পডলেন।

তখন পাঞ্চাল সৈন্যবা বাজা দুর্যোধন নিহত হযেছে বলে চাবদিকেই মহাকোলাহল কবতে লাগল। তখন সেখানে বাণেব ভযঙ্কব শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

তাবপব দ্রোণ অতি দ্রুত যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসলেন। এদিকে দুর্যোধনও হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হযে ধনু গ্রহণ কবে 'দাঁডাও' 'দাঁডাও' বলে যুধিষ্ঠিবেব উপব আক্রমণ চালালেন। তখন পাঞ্চাল সৈন্যবা দুর্যোধনেব সম্মুখীন হবাব জন্য অগ্রসব হল, কিন্তু দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে বক্ষা কববাব জন্য তাদেব সেইভাবে নষ্ট কবে দিলেন, যেরূপ প্রচণ্ড বাযুব দ্বাবা উড্ডীযমান মেঘ মণ্ডলকে সূর্য নষ্ট কবে থাকে, (চণ্ডবাতোদ্ধুতান্ মেঘান্ নিঘ্নন্ বশ্মিমুচো যথা।) এই ভাবে যুধিষ্ঠিবেয নিকট দুর্যোধনেব পবাজয় ঘটল।

বাত্রি যুদ্ধে দ্রোণাচার্যেব উপব পাণ্ডব সৈন্যবা আক্রমণ কবলে তিনি তাদেব সংহাব কবেন। যুধিষ্ঠিব ও ভীম কৌবব ভ্রাতা, আত্মীয ও সৈন্যদেব এবং মহাবথীদেব নিহত কবায কৌবব সৈন্য ছত্র ভঙ্গ হযে পডে। দুর্যোধন ও দ্রোণচার্যেব নিষেধ অমান্য কবেই তাবা পালাতে লাগল।

দুর্যোধন অতঃপব কর্ণকে বললেন, ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় এবং পাণ্ডব মহাবথীবা ভযঙ্কব হযে উঠেছে। তাদেব দ্বাবা চাবদিকে আবৃত আমাব সমস্ত মহাবথী যোদ্ধাদেব আজ তুমি বক্ষা কব।

কর্ণ সেদিন অর্জুনকে বধ কববেন বললেন। কর্ণেব উক্তিতে কৃপাচার্য তাঁব ক্ষমতা সম্বন্ধে কটাক্ষ কবায কর্ণ তাঁকে অপমান কবেন। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) ইহাতে অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হযে দুর্যোধনেব সম্মুখে তববাবি দ্বাবা কর্ণকে আক্রমণ কবলেন এবং তাঁব আত্মস্তবিতা ও অর্জুনেব গুণাবলীব প্রশংসা কবেন। কৃপাচার্য অশ্বত্থামাব মাতুল। তিনি কর্ণেব মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কবতে মনস্থ কবেছেন বললেন।

তখন দুর্যোধন ও কৃপাচার্য তাঁকে নিবস্ত কবেন। তখন অশ্বত্থামা কর্ণকে বললেন আমবা তোগাব অপবাধ ক্ষমা কবলাম। কিন্তু অর্জুনই তোমাব দর্প চূর্ণ কববেন। দুর্যোধন তখন অশ্বত্থামাকে নানা ভাবে প্রসন্ন কবলেন। অর্জুন কর্ণকে পবাজিত কবেন। (অর্জুন চবিত্র দ্রষ্টব্য) এবং দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে পাঞ্চালদেব বধ কবতে অনুবোধ কবেন।

অশ্বত্থামাব সঙ্গে যুদ্ধে ঘটোৎকচ আহত হওযায দ্রোণেব বথেব দিকে যুদ্ধবত ভীমকে আসতে দেখে দুর্যোধন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বাবা তাঁকে বিদ্ধ কবতে লাগলেন। উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল, অবশেযে ভীম গদাঘাতে দুর্যোধনেব চাবটি অশ্ব, সাবথি এবং রথকে ধ্বংস কবলেন। দুর্যোধন ভীমেব ভযে পালিযে নন্দকেব বথে আর্বোহণ কবেছিলেন। ভীম দুর্যোধনকে নিহত মনে কবে উচ্চৈঃস্ববে সিংহনাদ কবে উঠলেন।

কৌবব সৈন্যদেব পাণ্ডব বীবদেব অস্ত্রাঘাতে পলাযন কবতে দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এবং দ্রোণাচার্য ও কর্ণেব নিকট গিযে বললেন, অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত কবায ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাবা দুজনে রাত্রেও যুদ্ধ কবছেন। কিন্তু পাণ্ডব সৈন্য দ্বাবা আমাব বিশাল সৈন্য-বাহিনী নষ্ট হচ্ছে, আব আপনাবা তাদেব জয় কবতে সমর্থ হযেও তা কবছেন না। আপনাবা আমাকে ত্যাগ কবাই যদি উচিত মনে কবেন তবে সেই সময পাণ্ডবদেব জয় কববাব প্রতিশ্রুতি দেওযা উচিত হয়নি। তবে আমি পাণ্ডবদেব সঙ্গে শক্রতা কবতাম না—যা সমস্ত যোদ্ধাদেব পক্ষে বিনাশকাবী হচ্ছে। যদি আপনাবা আমাকে ত্যাগ কবতে না চান, তবে আপনাবা নিজ নিজ যোগ্য পবাক্রম প্রকাশ কবে যুদ্ধ করুন।

দুর্যোধন নিজেব দুর্ভাগ্যেব জন্য বাব বাব তাঁব হিতাকাঙ্ক্ষীদেব বাক্য বাণে জর্জবিত কবেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি বাবংবাব তাঁব পবাজযেব জন্য ভ্রান্ত সন্দেহে দাযী কবেছেন তাঁব পক্ষীয মহাবথীদেব।

দ্রোণাচার্য ও কর্ণ দুর্যোধনের বাক্যবাণে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অপর পক্ষে অর্জুন ও ভীম কৌরব সৈন্যদের উপর আক্রমণ শুরু করলেন।

উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছিল। ঘটোৎকচ অলায়ুধকে বধ করেন। অলায়ুধের মৃত্যুতে দুর্যোধন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ অলায়ুধ নিজেই এসে গুরুতর শত্রুতার কথা স্মরণ করে দুর্যোধনের সামনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে যুদ্ধে ভীমকে বধ করবে। ইহাতে রাজা দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিহত করায় তিনি ভীমের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করেন। (ঘটোৎকচ চরিত্র দ্রষ্টব্য) ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরব সৈন্য ধ্বংস করতে থাকেন। দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের আক্রমণ করেন। ক্রমাগত যুদ্ধে পাণ্ডব সৈন্যরা ও মহারথী যোদ্ধারাও নিদ্রায় অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন অর্জুন সকলকে যুদ্ধ বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে বললেন। এবং তিনি আরও বললেন, চন্দ্রোদয় হলে বিশ্রামান্তে নিদ্রাহীন হয়ে উভয় পক্ষের যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হবে। এই প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করলেন। উভয় পক্ষই যুদ্ধ হতে বিরত হলো।

কিন্তু কুটিল দুর্জন দুর্যোধনের এই প্রস্তাব মনঃপূত হলো না। তাই তিনি পুনরায় দ্রোণাচার্যকে কটাক্ষ করে বললেন, পাণ্ডব সৈন্যদের বিশ্রাম করতে দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে আমরা সহায়তা করলাম মাত্র। আজ আমরা সর্বতোভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়েছি এবং এই পাণ্ডবরা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি যে সব দিব্যাস্ত্র রয়েছে, তাতে পাণ্ডবরা, আমরা বা অন্য কোন ধনুর্ধর আপনার সম্মুখীন হতে পারে না। আপনি ইচ্ছা করলে এইসব দিব্যাস্ত্র দ্বারা দেবতা, অসুর ও গন্ধর্বদের সঙ্গে এই সমস্ত লোককেই বিনাশ করতে পারেন—এতে কোনও সংশয় নেই। (সর্বাস্ত্রবিদ্ ভবান্ হন্যাদ্ দিব্যৈরস্ত্রৈর্ন সংশয়ঃ।) যে পাণ্ডবরা আপনাকে

সর্বদা ভয কবে থাকে, তারা আপনাব শিষ্য এজন্যই কি আপনি তাদেব আমাব দূর্ভাগ্যবশতঃ উপেক্ষা কবছেন ?

সন্দেহেব বীজ একবাব যাব মনে উপ্ত হযেছে, জীবনে সে সন্দেহেব হীন নীচ মনোভাব হতে কখনো মুক্তি পায না। দুর্যোধন চবিত্রেও বাব বাব এই বিষক্রিযা দেখা গেছে—যাব জন্য সাবা জীবন তিনি সুখ শান্তি বা আনন্দ উপভোগ কবতে পাবেননি।

দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হযে বললেন, আমি বৃদ্ধ হযেছি, তবু যুদ্ধে আমি নিজেব পূর্ণ শক্তি প্রযোগ কবে তোমাব জয লাভেব জন্য চেষ্টা কবেছি। এখন তোমাব জযেব জন্য আমাকে নীচ কাজও কবতে হবে। (দ্রোণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি পুনবায অর্জুন অবধ্য এবং তাঁব শক্তিব প্রশংসা কবায দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হযে বললেন।

অহং দুঃশাসনঃ কর্ণঃ শকুনির্মাতুলশ্চ মে ॥
হনিষ্যামোঽর্জুনং সংখ্যে দ্বিধা কৃত্বাদ্য ভাবতীম্।
(তিষ্ঠ স ত্বং মহাবাহো নিত্যং শিষ্যঃ প্রিয়স্তব।) (দ্রোঃ)
১৮৫।২২-২৩

—আমি, দুঃশাসন, কর্ণ এবং আমাব মামা শকুনি কৌববদেব দুই ভাগে বিভক্ত কবে আজ যুদ্ধে অর্জুনকে সংহাব কবব। আপনি নীরবে অবস্থান করুন। কাবণ অর্জুন সর্বদাই আপনাব প্রিয শিষ্য।

দুর্যোধনেব এই রূঢ় কথা শুনে দ্রোণাচার্য হেসে তাঁব সে কথা অনুমোদন কবলেন এবং তাঁব কল্যাণ হোক বলে পুনবায দুর্যোধনকে অর্জুনেব অতুল বীর্যেব কথা স্মবণ কবিযে দিযে বললেন তাকে কুবের ইন্দ্র, যম, বরুণ, অসুব, নাগ ও বাক্ষসবাও বধ কবতে পাবে না।

তুমি যা কিছু বলছ তা মূর্খবাই বলে থাকে। যুদ্ধে অর্জুনেব সম্মুখীন হযে কোন যোদ্ধা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কবতে পাবে ?

ত্বং তু সর্বাভিশঙ্কিত্বান্নিষ্ঠুবঃ পাপনিশ্চযঃ ॥
শ্রেযসস্ত্বদ্বিতে যুক্তাংস্তত্তদ্ বক্তুমিহেচ্ছসি। (দ্রোঃ) ১৮৫।২৭-২৮

—তুমি নিষ্ঠুব ও তোমাব মন পাপপূর্ণ সেজন্য তোমাব মনে সকলেব

উপব সন্দেহ, আব এইজন্য তোমাব হিতে তৎপব শ্রেষ্ঠ পুরুষদেবও তুমি এরূপ বাক্য শুনাতে ইচ্ছা কব।

English Statesman Lord Bolingbroke বলেছেন—Always to think the worst, I have ever found to be the mark of a mean spirit and a base soul দুর্যোধন চবিত্র দ্রোণাচার্য যেভাবে বিশ্লেষিত কবেছেন তা Bolingbroke এব উক্তিব প্রতিধ্বনি।

তুমি যাও' নিজেব মঙ্গলেব জন্য অর্জুনকে দ্রুত বধ কব। তুমিও তো কুলীন ক্ষত্রিয়। তোমাব মধ্যেও যুদ্ধ কববাব শক্তি বয়েছে। সুতবাং এই সর্বপ্রকাব নিবপবাধ ক্ষত্রিয়দেব কেন নিহত কবাবে?

তুমিই এই শত্রুতাব মূল অতএব স্বযং তুমি অর্জুনেব সম্মুখীন হও। তোমাব মামা কপট দ্যূত ক্রীডাবিদ, অত্যন্ত ধূর্ত এবং ক্ষত্রিয ধর্মে তৎপব। সুতরাং সেই এই যুদ্ধে অর্জুনকে আক্রমণ করুক। কুটিলতা, শঠতা ও ধূর্ততা ও তাব মধ্যে সর্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সে দ্যূতক্রীডক এবং ছল বিদ্যাও ভালভাবে জানে। সে নিশ্চয পাণ্ডবদেব জয় কববে।'

দুর্যোধন তুমি পূর্ণ সভা মধ্যে ধৃতবাষ্ট্রকে বাব বাব বলেছিলে,

অহঞ্চ তাত কর্ণশ্চ ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ মে ॥
পাণ্ডুপুত্রান্ হনিষ্যামিঃ সহিতাঃ সমবে এয।
ইতি তে কথমানস্য শ্রুতং সংসদি সংসদি ॥ (দ্রোঃ ১৮৫।৩৪-৩৫

—তাত, আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন এই তিন জনেই সমবাঙ্গনে একত্রে মিলিত হয়ে পাণ্ডবদেব বধ কবব। তোমাব এইরূপ আত্ম-শক্তিব উল্লেখ সভায সভায় সভাসদ্গণ শুনেছে।

তুমি নিজেব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কব। তুমি তাদেব সঙ্গে সত্যবাদী হও। এই অর্জুন তোমাব সামনে বয়েছে, তুমি ক্ষত্রিযেব ন্যায যুদ্ধে জয লাভ অপেক্ষা অর্জুনেব হাতে যদি তোমাব মৃত্যুও হয, তবু তোমাব পক্ষে তা প্রশংসনীয।

তুমি বহু দান কবেছ, ভোগ্য বস্তু ভোগ কবেছ, স্বাধ্যায কবেছ, এবং অভিলষিত ঐশ্বর্যও ভোগ কবেছ। এখন তুমি কৃতকৃত্য এবং দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হতে মুক্ত হয়েছ, অতএব ভীত্ হইও না। অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ কব।

এই কথা বলে দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে যে দিকে শত্রুবা অবস্থান কবছিল, সেইদিকেই প্রত্যাবর্ত্তন কবলেন। উভযপক্ষে তুমুল যুদ্ধ আবম্ভ হল। পাণ্ডববা দ্রোণাচার্যেব উপব আক্রমণ কবেন। দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য ও দুঃশাসন—এই চাব মহাবথী চাব পাণ্ডবেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছিলেন।

দুর্যোধন দুঃশাসনেব সঙ্গে নকুল ও সহদেবেব সঙ্গে সংগ্রামে বত হন। কর্ণ ভীম ও দ্রোণাচার্য অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকেন। এই মহাবথীদেব সেই ভয়ঙ্কব, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও অমানুষিক সংগ্রাম সব লোকে দর্শন কবছিল। দুর্যোধনেব সঙ্গে নকুলেব যুদ্ধ আবম্ভ হলে নকুল দুর্যোধনকে দক্ষিণ দিকে বেখে তাঁব উপব শত শত বাণ বর্ষণ কবতে লাগলেন। তখন পুনবায মহাকোলাহল ধ্বনি উঠল। যুদ্ধে নকুল দুর্যোধনকে দক্ষিণ ভাগে কবতে দেখে তা তিনি সহ্য কবতে পাবলেন না। তিনি দ্রুত নকুলকে দক্ষিণ ভাগে আনবাব চেষ্টা কবলেন।

যুদ্ধেব বিচিত্র পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ নকুল যখন দেখলেন যে দুর্যোধন তাঁকে দক্ষিণ ভাগে আনবাব চেষ্টা কবছেন তখন সহসা তিনি দুর্যোধনকে প্রতিবোধ কবলেন। নকুল শবাঘাতে দুর্যোধনকে পীড়িত কবতে কবতে সবদিক রুদ্ধ কবে যুদ্ধ বিমুখ কবে দিলেন। তখন সমস্ত সৈন্যরা তাঁব প্রশংসা কবতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্রেব সেই কুমন্ত্রণা এবং নিজেদেব সব বকম দুঃখেব কথা চিন্তা কবে নকুল দুর্যোধনকে সম্বোধন কবে বললেন দাঁড়াও, দাঁড়াও। কিন্তু দুর্যোধন পবাজিত হযে পলায়ন কবলেন।

যে দুর্যোধন সর্বদা অর্জুনকে পবাজিত কববাব অহংকাব করতেন, তিনি নকুলেব নিকটও দাঁড়াতে না পেবে পলায়ন কবলেন।

তুর্যোধনকে আবাব দেখা গেল বণক্ষেত্রে সাত্যকিব মুখোমুখি। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যেব দিকে অগ্রসব হচ্ছেন. এবং কৌরব চাব বীবকে নকুল-সহদেবেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে দেখে বাজা তুর্যোধন শবাঘাত কবতে কবতে তাঁদেব মাঝখানে আসলেন। তা দেখে সাত্যকি সত্বব তুর্যোধনেব সামনে আসলেন। তাঁবা উভযেই সিংহতুল্য পবাক্রমশালী ছিলেন। কুরুবংশীয তুর্যোধন ও মধুবংশীয সাত্যকি পবস্পব পবস্পবের প্রতি হাস্য সহকাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বাল্যকালেব সমস্ত বৃত্তান্ত স্মবণ কবে এই তুই বীর পবস্পবেব প্রতি প্রীতি পূর্ণ দৃষ্টিপাত কবে হাসলেন।

অতঃপব তুর্যোধন তাঁব নিজেব সমস্ত ঘটনাব নিন্দা কবে নিজের প্রিয সখা সাত্যকিকে বললেন—

ধিক্ ক্রোধং ধিক্ সখে লোভং ধিঙ্মোহং ধিগমর্ষিতম্।
ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচাবং ধিগস্তু বলমৌবসম্॥ (দ্রোঃ) ১৮৯।২৩

—সখে ক্রোধকে ধিক, লোভকে ধিক, মোহকে ধিক, অমর্ষকে ধিক, এই ক্ষত্রিযোচিত আচাবকে ধিক্ এবং স্ববীর্য সম্ভূত বলকে ধিক।

এই ক্রোধ ও লোভেব বশে তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে শবাঘাতে প্রহাব কবছি। কিন্তু হায, একদিন তুমি, আমাব প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলে এবং আমি সর্বদা তোমাব প্রাণ অপেক্ষা অত্যন্ত প্রিয ছিলাম। (ত্বং হি প্রাণৈঃ প্রিযতবো মমাহঞ্চ সদা তব।)

আমাদেব উভযেবই মধ্যে বাল্যকাল হতে যে পাবস্পবিক প্রীতির ব্যবহাব চলে আসছে, সে সমস্তই আমি এখন স্মবণ কবছি। কিন্তু এ বণক্ষেত্রে আমাদেব সেই সব প্রীতিপূর্ণ মনোভাব ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে। (তানি সর্বাণি জীর্ণানি সাম্প্রতং নো বণাজিবে।)

আজকেব এই যুদ্ধে ক্রোধ ও লোভ ব্যতীত অন্য কিছুব স্থান নাই। সাত্যকি হেসে তীক্ষ্ণ বাণ যোজন কবে তুর্যোধনকে বললেন, বাজা, এটা সভা নয বা আচার্যেব ভবনও নয, যেখানে আমবা সকলে একত্রে খেলা কবেছি।

দুর্যোধন বললেন, আমাদেব বাল্যকালেব সেই ক্রীড়া কোথায চলে গেল এবং যুদ্ধ কোথা হতে এসে পড়ল ? হায কালকে অতিক্রম কবা অত্যন্ত কঠিন (কালো হি দুবতিক্রমঃ) আমাদেব ধনেব দ্বাবা বা ধন-লাভেব ইচ্ছায কোন প্রয়োজন সাধিত হবে ? যাব জন্য আমবা সকলে এখানে ধনেব লোভে একত্রে সমবেত হযে পবস্পবকে বধ কবছি।

দুর্যোধনেব মুখে এই খেদোক্তি যথার্থই হাস্যকব। বাজসূযযজ্ঞে পাণ্ডবদেব ঐশ্বর্য দেখাব পব হতে দুর্যোধন হিংসা ঈর্ষ্যায দগ্ধ হচ্ছিলেন, এবং কি প্রকাবে তাঁদেব ঐশ্বর্য আয়ত্ব করা যায সেই চিন্তায় তিনি কৃশ হচ্ছিলেন। তিনি ঐ ঐশ্বর্যেব অধিকাবী হতে না পাবলে জীবন-পাত কববাব সিদ্ধান্ত কবেছিলেন। সেই দুর্যোধনেব মুখে এই ধবণেব উক্তি ভূতেব মুখে বাম নামেব মত শোনাচ্ছে। গুরুজনদেব সবাব নিষেধ অমান্য কবে তিনি মাতুল শকুনি, সখা কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনেব সঙ্গে পবামর্শ কবে এই ভযাবহ যুদ্ধে নেবেছেন। যাব জন্য হাজার হাজাব বথী মহাবথী কত বাজবাজা প্রাণ হাবিযেছেন। ভীষ্মের শব শয্যা শযনেব পবও তাঁব মধ্যে এই বৈবাগ্য দেখা যাযনি। তবে এই বৈবাগ্যেব হেতু কি—পবাজয়েব আশঙ্কা। দুর্যোধনেব বিবেক হঠাৎ এরূপ ভাবে দংশন কবল কেন তা পাঠকদেব বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। এটাও তাঁব কূটনৈতিক চাল। সাত্যকিকে এভাবে দুর্বল কববাব একটা ব্যর্থ প্রযাস।

উত্তবে সাত্যকি বললেন—বাজা, ক্ষত্রিযদেব সনাতন ধর্ম এই যে, তাঁবা গুরুজনদেব সঙ্গেও যুদ্ধ কবেন। যদি আমি তোমার প্রিয হই, তবে তুমি শীঘ্র আমাকে সংহাব কব, আব বিলম্ব কব না।

তোমাব সাধ্য মত শক্তি ও বল আছে, তা সমস্তই তুমি শীঘ্রই আমাব উপব প্রযোগ কব। কাবণ আমাব মিত্রদেব এই মহাসঙ্কট দেখতে আমি ইচ্ছুক নই। এই কথা বলে সাত্যকি অগ্রসব হলেন। দুর্যোধন তখন তাঁকে প্রতিবোধ কবলেন এবং শবাঘাতে তাঁকে আচ্ছাদিত কবে ফেললেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। সাত্যকি

বহু সংখ্যক শবাঘাতে দুর্যোধনকে পীড়িত করলেন। সেই সময দুর্যোধন সাত্যকিব বাণাঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত হলেন এবং বথেব অভ্যন্তবে চলে গেলেন। তাবপব দুর্যোধন পুনবায কিছুটা সুস্থ হযে সাত্যকিব উপব আক্রমণ কবলেন এবং তাঁব বথেব উপব বাণজাল বিস্তাব কবলেন। সাত্যকিও দুর্যোধনেব বথেব উপব সর্বদা বাণ বর্ষণ কবলেন। এতে সেই যুদ্ধ ব্যাপক যুদ্ধেব আকাবে পবিণত হল। এই যুদ্ধে সাত্যকিকে প্রবল হতে দেখে কর্ণ দুর্যোধনেব সাহায্যেব জন্য আসলেন। এতক্ষণ ভীমেব সঙ্গে কর্ণেব যুদ্ধ চলছিল। ভীম এই কাজ সহ্য কবতে না পেবে কর্ণেব দিকে ধাবিত হলেন। উভয পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। বহু কৌবব সৈন্য ধ্বংস হওযায দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হযে ব্রহ্মাস্ত্র প্রযোগ কবলেন ফলে পাণ্ডব পক্ষে বহু সৈন্য ও বাহন নিহত হয। অতঃপব ভীম ও কৃষ্ণেব পবামর্শে যুধিষ্ঠিব মিথ্যা ভাষণেব দ্বারা দ্রোণকে অস্ত্র ত্যাগ কবালেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ কবেন। (দ্রোণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কাশীদাসী মহাভাবতে দ্রোণাচার্য নিহত হলে দুর্যোধন কেঁদে আকুল হয়ে বলেছেন—

দুর্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ।
কোন জন কিবা ৰূপে কবিবে তাবণ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহাবিল বণে।
কে তাবিবে কে মাবিবে পাণ্ডবেব গণে॥
পিতামহ বীব ছিল ভুবন দুর্জয়।
তাঁহাকে পাণ্ডবগণ নিল যমালয়॥
যাহাব বিক্রমে ভৃগুবাম নহে স্থিব।
হেন পিতামহে মাবে ধনঞ্জয বীব॥ (দ্রোঃ)

দ্রোণাচার্যেব জন্য দুর্যোধনেব এই শোক কতটা আন্তবিক?

দ্রোণ নিহত হলে সব সৈন্যদেব বক্তলিপ্ত অস্ত্রগুলি হাত হতে পড়ে গেল। তাবা প্রাণ হীনেব ন্যায নিশ্চল হযে পড়লো। তখন বুদ্ধিমান

দুর্যোধন সৈন্যদেব উৎসাহ ফিবিয়ে যুদ্ধে পুনবায় উজ্জীবিত কববাব জন্য বললেন—

বীববা, আপনাদেব বাহুবলেব উপব নির্ভব কবে আমি যুদ্ধেব জন্য পাণ্ডবদেব আহ্বান কবেছি। যুদ্ধ আবম্ভ হযেছে। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতে সব সৈন্যই বিষাদগ্রস্ত হযে পড়েছে লক্ষ্য কবছি। যুদ্ধে যুদ্ধবত প্রায সৈন্যবাই নিহত হয়ে থাকে। বণক্ষেত্রে যুদ্ধবত বীববা কখনও জযলাভ কবে, আবাব কখনও পবাজিত হয। অতএব আপনাবা সকলে সর্বদিকে মুখ বেখে উৎসাহ ভবে যুদ্ধ কবতে থাকুন।

তিনি যুদ্ধে উৎসাহিত কববাব জন্য উচ্চ কণ্ঠে বললেন, দেখুন মহাধনুর্ধব ও মহাবল কর্ণ নিজেব দিব্যাস্ত্র দ্বাবা কিরূপে যুদ্ধ কবতে কবতে বিচবণ কবছে, সিংহেব সামনেব থেকে মৃগ যেমন পালিযে যায়, যুদ্ধে কর্ণেব ভযে অর্জুন সর্বদা সেইভাবে নিবৃত্ত হচ্ছে। (নিবর্ততে সদা মন্দঃ সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগো যথা।) যিনি দশ হাজাব হাতীব ন্যায শক্তি-শালী ভীম সেনকে মানব যুদ্ধেব দ্বাবাই দুববস্থায ফেলেছিলেন, যিনি যুদ্ধে ভযঙ্কব গর্জনকাবী দিব্যাস্ত্র সমূহে অভিজ্ঞ বীব ও মাযাবী ঘটোৎকচকে নিজেব অজেয শক্তি দ্বাবা বধ কবেছেন, যাঁব পবাক্রম নিবাবণ কবা দুঃসাধ্য, সেই সত্য প্রতিজ্ঞ বুদ্ধিমান কর্ণেব অক্ষয বাহুবল আজ আপনাবা সকলে দেখবেন। দ্রোণপুত্র অশ্বথামা ও বাধানন্দন কর্ণ—উভযেব পবাক্রম দেখবেন। আপনাবা সকলেই পাণ্ডুপুত্রদেব যুদ্ধে বধ কবতে সমর্থ। তা ছাড়া আপনাবা সংগঠিত হযে যুদ্ধ কবলে কি না কবতে পাবেন, আজ আপনাবা প্রত্যেকে আপনাদেব পৌরুষ দেখান। এই কথা বলে দুর্যোধন নিজেব ভ্রাতাদেব সঙ্গে পবামর্শ কবে অশ্বথামাব প্রস্তাবে কর্ণকে সেনাপতি রূপে ববণ কবলেন। কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত কবে দুর্যোধন বললেন কর্ণ, আমি তোমাব পবাক্রম জানি এবং এটাও জানি যে আমাব প্রতি তোমাব প্রীতিও আছে। তবু তোমাব মঙ্গলেব জন্য আমি কিছু বলতে চাই। আমাব কথা শুনে তুমি নিজেব ইচ্ছানুসাবে তোমাব যা ভাল লাগবে তা

কববে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সর্বদা আমাব পবম আশ্রয়। (ভবান্ প্রাজ্ঞতমো নিত্যং মম চৈব পবা গতিঃ।)

আমাব দুই সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ। এঁরা উভযে মহাবথী হয়েও যুদ্ধে নিহত হযেছেন। এখন তুমি আমার সেনাপতি হও। কারণ তুমি এঁদেব দুজন অপেক্ষাও অধিকতব শক্তিশালী। সেই দুজন মহাধনুর্ধব হলেও বৃদ্ধ হযেছিলেন এবং অর্জুনেব প্রতি তাঁদেব উভযেব মনে স্নেহ বা দুর্বলতা ছিল। আমি তোমাব কথাতেই সেই দুই বীবকে সেনাপতি কবেছিলাম।

পিতামহ ভীষ্ম এই মহাসমবে দশ দিন পাণ্ডবদেব বক্ষা কবেছেন। এই সব দিনে তুমি নিজে অস্ত্র পবিত্যাগ কবেছিলে। অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে বেখে ভীষ্মকে পবাজিত কবেছে। ভীষ্ম অত্যন্ত আহত হয়ে শর শয্যায় শয়ন কববাব পব তোমাব ইচ্ছামত আচার্য দ্রোণকে সেনাপতি রূপে ববণ কবেছিলাম। আমাব মনে হয় তিনিও শিষ্য পাণ্ডবদেব বক্ষা কবেছেন। এই বৃদ্ধ আচার্যও ধৃষ্টদ্যুম্নব দ্বাবা নিহত হযেছেন।

এই পবাক্রমশালী সেনাপতিদ্বযেব মৃত্যুব পর আমি বণক্ষেত্রে তোমাব সমান অন্য কোন যোদ্ধা দেখতে পেলাম না। আমাদেব মধ্যে একমাত্র তুমিই শত্রুদেব জয় কবতে সমর্থ, এতে কোনও সংশয় নেই। তুমি পূর্বে মধ্যেও পশ্চাতে আমাদেব হিতই কবেছ। (পূর্বং মধ্যে চ পশ্চাচ্চ তথৈব বিহিতং হিতম্) তুমি চতুব পুরুষেব ন্যায় রণক্ষেত্রে সৈন্য পবিচালনাব ভার বহন কববাব যোগ্য, সেইজন্য তুমি নিজেই সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও। স্কন্দ যেমন দেবতাদেব সেনাপতি ছিলেন, তেমনি তুমিও ধৃষ্টবাষ্ট্র পুত্রদেব সৈন্যদেব সেনাপতি হও। দেববাজ ইন্দ্র যেমন দানবদেব সংহাব কবেছিলেন, সেইরূপ তুমিও সমস্ত শত্রুদিগকে বধ কব। দানববা যেমন বিষ্ণুকে দেখে পলাযন কবে, সেইরূপ পাণ্ডবেবা পাঞ্চাল মহাবথী যোদ্ধাবা তোমাকে যুদ্ধে সেনাপতি রূপে দেখে পলাযন কববে। অতএব তুমি এই বিশাল কৌবব সৈন্যদেব সঞ্চালন কব।

এইভাবে দুর্যোধন কর্ণকে নানা আনন্দ বর্দ্ধক প্রীতি বাক্যে তুষ্ট কবে তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ জয কববাব চেষ্টা কবলেন। কর্ণও দুর্যোধনেব আশা পূর্ণ কববাব প্রতিশ্রুতি দিলেন। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) অভিষেকান্তে সূর্যোদয হলে সৈন্যদেব যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হবাব আদেশ দিলেন।

কর্ণেব সেনাপতিত্বে কৌবব সৈন্যদেব যুদ্ধেব জন্য প্রস্থান, মকর ব্যূহ নির্মাণ এবং পাণ্ডব সৈন্যদেব অর্দ্ধ চন্দ্রাকাব ব্যূহ বচনাব পব যুদ্ধ আবম্ভ হল। সে এক তুমুল যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে হঠাৎ দুর্যোধনকে সামনে দেখে যুধিষ্ঠিব তাঁকে বাণ বিদ্ধ কবে বললেন দাঁড়াও, দাঁড়াও। এতে দুর্যোধনেব অতিশয় ক্রোধ হল। তিনিও যুধিষ্ঠিবকে নয় বাণে বিদ্ধ কবে প্রতিশোধ নিলেন এবং তাঁব সাবথিকে একটি ভল্ল প্রহাব কবলেন। তখন যুধিষ্ঠিব তেবটি বাণ দুর্যোধনেব উপব নিক্ষেপ কবলেন। এই বাণেব মধ্যে যুধিষ্ঠিব চাবটি বাণে দুর্যোধনেব চাবিটি অশ্বকে সংহাব কবলেন অপব পাঁচটি বাণে তাঁব সাবথিব মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কবলেন। তাবপব যুধিষ্ঠিব ছযটি বাণে দুর্যোধনেব ধ্বজ সাতটি বাণে তাঁব ধনু এবং আটটি বাণে তাঁব খড়্গটি ছেদন কবে ভূতলে পাতিত কবলেন।

অতঃপব আবও পাঁচটি বাণে যুধিষ্ঠিব দুর্যোধনকে প্রচণ্ড আঘাত কবলেন। অশ্বহীন বথ হতে লাফ দিয়ে মাটিতে পডে দুর্যোধন ভীষণ বিপদেব সম্মুখীন হয়েও সেখানে অবস্থান কবতে লাগলেন।

তাঁকে সঙ্কটাপন্ন দেখে কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য প্রভৃতি বীববা দুর্যোধনকে বক্ষা কববাব জন্য যুধিষ্ঠিবেব নিকট এসে উপস্থিত হলেন, তাবপব সমস্ত পাণ্ডববাও যুধিষ্ঠিবকে সব দিকে পবিবেষ্টিত কবে তাঁব অনুসবণ কবতে লাগলেন। ফলে উভয পক্ষেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ পুনঃ চলতে লাগল।

যখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হযে যুদ্ধ কবে আহত হল, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দুর্যোধন অন্য বথে উঠে যেখানে

যুধিষ্ঠিব অবস্থান করছেন, সেখানে শীঘ্র বথ নিয়ে যাবাব জন্য সাবথিকে নির্দেশ দিলেন। বাজা যুধিষ্ঠিবও তাঁব সাবথিকে আজ্ঞা দিলেন, যেখানে দুর্যোধন আছে সেদিকে চল।

অতঃপব দুই মহাবথী ভ্রাতা পবস্পবেব সম্মুখীন হয়ে ক্রুদ্ধ হযে পবস্পবেব উপব বাণ বর্ষণ কবতে লাগলেন। দুর্যোধন একটি ভল্লেব দ্বাবা যুধিষ্ঠিবেব ধনু ছেদন কবলেন। যুধিষ্ঠিব এ অপমান সহ্য কবতে পাবলেন না। তিনি সৈন্যদেব সামনেই দুর্যোধনেব ধনুও ধ্বজ ছিন্ন কবলেন। দুর্যোধনও অপব একটি ধনু দিয়ে যুধিষ্ঠিবকে বাণ বিদ্ধ কবলেন। দুই বীব পবস্পরেব উপব অজস্র অস্ত্র বর্ষণ আবম্ভ কবলেন। উভয়েব মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হল। দুর্যোধন নযটি ভল্লেব দ্বাবা যুধিষ্ঠিবকে আঘাত কবলেন। যুধিষ্ঠিবও দুর্যোধনকে লক্ষ্য কবে অনুরূপ বাণ গ্রহণ কবলেন এবং দুর্যোধনেব প্রতি তা নিক্ষেপ কবলেন। সেই বাণে দুর্যোধন মূর্ছিত হয়ে পডলেন। ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সবেগে গদা উঠিযে যুধিষ্ঠিবকে আক্রমণ করলেন। দুর্যোধনকে গদা উঠাতে দেখেই যুধিষ্ঠিব অত্যন্ত বেগশালী একটি মহাশক্তিব দ্বারা প্রহাব কবলেন। সেই মহাশক্তি দুর্যোধনেব বর্ম বিদীর্ণ কবে বক্ষে বিদ্ধ হল এবং তিনি ভূতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এরূপে পাণ্ডব অগ্রজ ও ধৃতবাষ্ট্র অগ্রজ প্রমাণ কবলেন বীবত্বে তাঁরাও অবজ্ঞেয় নয়।

সেই সময় ভীম নিজেব প্রতিজ্ঞাব কথা স্মবণ কবিযে দিযে যুধিষ্ঠিবকে বললেন অগ্রজ, দুর্যোধন আপনার বধ্য নয়। ভীমের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠিব দুর্যোধনকে বধ করতে বিমুখ হলেন।

তখন কৃতবর্মা দুর্যোধনকে সাহায্য কববাব জন্য দ্রুত তাঁর দিকে এগিযে এলেন। ভীমও গদা হাতে কৃতবর্মাকে আক্রমণ কবলেন। পুনবায উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। অর্জুন কৌবব সৈন্যদেব সংহাব কবেন এবং পাণ্ডবদেব জয় ঘোষিত হল।

পবদিন প্রাতঃকালে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, আজ আমি অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ করব। এই যুদ্ধে হয় আমি তাকে বধ কবব অথবা সে

আমাকে বিনাশ কববে। আমাব ও অর্জুনেব মধ্যে নানা বকম কাজ এসে উপস্থিত হযেছিল, সেজন্য তার সঙ্গে আমাব দ্বৈবথ যুদ্ধ এখনও হয়নি। আজ আমি বণে অর্জুনকে বধ না কবে ফিববো না। (অনিহত্য রণে পার্থং নাহমেষ্যামি ভাবত।)

আমাদেব সৈন্যবাহিনীব প্রধান বীববা নিহত হয়েছেন। অতএব আমি যখন যুদ্ধে সৈন্যদেব মধ্যে থাকবো, তখন অর্জুন আমাকে ইন্দ্র-দত্ত শক্তি বর্জিত জেনে অবশ্যই আমাব উপব আক্রমণ কববে। এখন যা হিতকব হবে, তা শোন। আমাব ও অর্জুনেব নিকট দিব্যাস্ত্র সমূহেব বল সমানই আছে। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) পরশুবাম আমাকে এই ধনু দিযেছেন। আজ আমি এই ধনুব দ্বাবা অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ করব। তিনি আবও বললেন যুদ্ধে কৃষ্ণেব ন্যায় কার্যে নিপুণ মদ্রবাজ শল্য যদি আমাব সাবথি হন, তবে তোমার অবশ্যই জয়লাভ হবে। বাহুবলে মদ্রবাজ শল্যেব তুল্য অপব কেউ নেই। সেরূপ অস্ত্র বিদ্যায আমাব সমান আব কেউ নেই। কর্ণ আপন শৌর্যেব প্রশংসায় মুখব হযে ভগ্ন হৃদয় দুর্যোধনকে উৎসাহিত কবতে চেষ্টা কবলেন।

কর্ণেব কথায় দুর্যোধন উৎসাহিত হলেন। তারপব তিনি কর্ণকে বললেন, তুমি যা করণীয বলে মনে কববে, তদনুসাবে আমি অবশ্যই তা সম্পন্ন করব। যুদ্ধক্ষেত্রে আমবা এবং সমস্ত ভূপতিবা ও তোমাব অনুগমন কবব। এই কথা বলে তিনি শল্যেব নিকট গেলেন এবং বললেন, আপনি কর্ণেব সাবথি হলে, কর্ণ আমাব শত্রুদেব জয কববে। কর্ণেব বথেব রশ্মি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ ধারণ কবতে সমর্থ নয়। আপনি যুদ্ধে বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ তুল্য। (ঋতে হি ত্বাং মহাভাগ বাসুদেবসমং যুধি) যেমন ব্রহ্মা সারথি হয়ে মহাদেবকে বক্ষা কবেছিলেন এবং যেরূপ সর্বপ্রকাবে সঙ্কটকালে কৃষ্ণ অর্জুনকে বক্ষা কবে থাকে, তেমনি আপনি সর্বপ্রকাবে কর্ণকে বক্ষা করুন। এ ভাবে দুর্যোধন শল্যেব আবাধনা কবলেন এবং আবও বললেন—

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, আপনি, কৃতবর্মা, শকুনি, অশ্বত্থামা এবং আমি—এঁবাই আমাদেব বল। আমাদের সৈন্যদেব নযভাগে বিভক্ত কবা হয়েছে। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য বৃদ্ধ। তাঁবা যুদ্ধে শত্রুদের দ্বাবা ছলনায নিহত হযেছেন। অন্যান্য বীববাও শত্রুদেব দ্বাবা নিহত হযেছেন। আমাব কৌবব বাহিনীকে পাণ্ডববা নষ্ট কবেছে। এখন আমাব অবশিষ্ট সৈন্যবা যাতে ধ্বংস না হয, তাব কোন উপায় স্থিব করুন।

পুরুষ শ্রেষ্ঠ শল্য, আপনি বিশ্ব বিখ্যাত মহাবথী হযেও আমাদেব মঙ্গল কামনা কবছেন। আজ বণক্ষেত্রে কর্ণ অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ কববে স্থিব কবেছে। সে যুদ্ধ জয়েব আশা নির্ভব কবে উপযুক্ত সাবথিব উপব। কিন্তু এই মর্ত ভূমিতে আপনি ব্যতীত কেহই তাঁব সাবথি হবাব যোগ্য নয। কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের সাবথি, তেমনি আপনিও কর্ণেব সাবথি হোন।

পূর্বে অর্জুন কখনও শত্রুদেব এইভাবে বধ কবতে পাবেনি। বর্ত্তমানে কৃষ্ণ তাব সহাযক থাকায়, তাব শক্তি আবও বৃদ্ধি পেযেছে। প্রতিদিন অর্জুন আমাব বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত কবছে! এখন কর্ণ ও আপনাব ভাগেই অবশিষ্ট আছে। অতএব আপনি কর্ণেব সঙ্গে একত্রে অবস্থান কবে শত্রু সৈন্যদেব নষ্ট করুন। যেমন সূর্য ও অরুণকে দেখেই অন্ধকাব তিরোহিত হযে যায, সেইরূপ আপনাদেব উভযকে দেখে কুন্তী পুত্রবা, পাঞ্চালবা ও সৃঞ্জয়বা নষ্ট হয়ে যাবে। (তথা নশ্যন্তু কৌন্তেযাঃ সপাঞ্চালাঃ সসৃঞ্জযাঃ।)

বথিনাং প্রববঃ কর্ণো যন্তৃণাং প্রববো ভবান্।
সংযোগো যুবযোর্লোকে নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি॥ (কর্ণ) ৩২।২৭

—কর্ণ বথীদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনি সাবথিদেব মধ্যে প্রধান। এ জগতে আজ আপনাদেব দুই প্রধানেব এই যে সংযোগ, তা কখনও হযনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।

কৃষ্ণ যেমন সব অবস্থায় অর্জুনকে বক্ষা কবে থাকে। আপনি তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণকে বক্ষা করুন। আপনি কর্ণেব সারথি হলে,

কর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাদেব পক্ষেই অজেয় হযে দাঁড়াবে, সুতবাং পাণ্ডবদেব কথা ছেড়েই দিলাম।

দুর্যোধনেব এই প্রস্তাবে শল্য খুবই ক্রুদ্ধ হযে বললেন—আমি সমস্ত পৃথিবীকে বিদীর্ণ কবতে পাবি। পর্বতদেব চূর্ণ বিচূর্ণ কবতে পাবি এবং নিজেব তেজে সমুদ্রকে শুষ্ক কবতে পাবি। আমাকে সাবথিব পদে প্রস্তাব সমীচীন নয। শ্রেষ্ঠ হযে অত্যন্ত নীচ পাপী পুরুষ কর্ণেব ভৃত্য আমি হতে পাবব না।

সূতজাতিবা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযদেব সেবক রূপে নিযুক্ত হযেছে। ক্ষত্রিয সূতদেব সেবক এটা কোথাও শোনা যায না।

অহং মূর্ধাভিষিক্তো হি বাজর্ষিকুলজো নৃপঃ।
মহাবথঃ সমাখ্যাতঃ সেব্যঃ স্তুত্যশ্চ বন্দিনাম্॥ (কর্ণ) ৩২।৪৯

—বাজর্ষিকুলে আমাব উৎপত্তি, মূর্ধাভিষিক্ত নবপতি, বিশ্ব বিখ্যাত মহাবথী বীব, সূতদেব দ্বাবা সেব্য এবং বন্দীদেব দ্বাবা স্তুতিব যোগ্য।

এরূপ প্রতিষ্ঠিত এবং শত্রু সৈন্যদেব ক্ষযকাবী আমি যুদ্ধক্ষেত্রে সূত পুত্রব সাবথি হতে পাবব না। আজ আমি এরূপ অপমানিত হযে কোন রূপে যুদ্ধই কবব না। অতএব তোমাব নিকট অনুমতি চাচ্ছি, আজই স্বগৃহে প্রত্যাগমন কবি।

এ প্রসঙ্গে দুর্যোধনেব বিচক্ষণতাব দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা খুবই উপভোগ্য হবে।

মদ্রবাজ শল্য পাণ্ডু পুত্র নকুল ও সহদেবেব মাতুল। 'পাণ্ডবদেব দূতেব নিকট কুরু পাণ্ডবেব মধ্যে এক সংঘর্ষ অনিবার্য জেনে মদ্রবাজ শল্য মহাবীব পুত্রদেব সঙ্গে বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বাবা পবিবৃত হয়ে পাণ্ডবদেব উদ্দেশ্যে বওনা হলেন। তাঁব সৈন্য বাহিনীব সংখ্যা ছিল অক্ষৌহিনী এবং সহস্র সহস্র বীব ক্ষত্রিযেব দ্বাবা ঐ সৈন্যবাহিনী সংঘটিত ছিল।

মহাবথ দুর্যোধন শল্যেব আগমনেব খবব শুনে শল্যকে স্বাগত জানাবাব জন্যে শল্যেব চলাব পথে এক বমনীয স্থানে বহু সভাগৃহ

নির্মাণ কবালেন। এবং ঐগুলিকে মনোবম দ্রব্যাদিব দ্বাবা সুসজ্জিত কবালেন।

বাজা শল্য ঐ স্থানে উপস্থিত হলে দুর্যোধনেব মন্ত্রীবর্গেব নিকট দেবতাব ন্যায সমাদব লাভ কবলেন। বাজা শল্য এভাবে সমাদৃত হলেন যে দেববাজ ইন্দ্রকেও তিনি তাঁব থেকে তুচ্ছ মনে কবলেন।

তখন তিনি উপস্থিত মন্ত্রীবৃন্দকে জিজ্ঞেস কবলেন যুধিষ্ঠিবেব কোন ব্যক্তিবা এ সমস্ত সভাগৃহ নির্মাণ কবেছেন? তিনি তাদের দেখতে চান ও পুবস্কৃত কবতে চান। বাজা শল্য ঐ সংবর্ধনাব দ্বাবা এত প্রীত ও আনন্দিত হলেন যে প্রতিদানে তিনি তাঁব জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হলেন।

এ সময দুর্যোধন প্রচ্ছন্ন বেশে বাজা শল্যেব নিকট উপস্থিত হলেন এবং প্রকাশ কবলেন তাঁর ইচ্ছায় ও তাঁব প্রযত্নে ঐ সমস্ত সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে। এ কথা শুনে শল্য তাঁকে আনন্দেব আবেগে আলিঙ্গন কবলেন এবং তাঁব নিকট থেকে দুর্যোধনেব বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা কবতে বললেন।

তখন দুর্যোধন গদগদ ভাবে বললেন, সত্যবাদী আপনাব কল্যাণ হোক। আপনি আমাব সেনাবাহিনীব অধিনায়ক হোন। দুর্যোধন নিজেকে অত্যন্ত দীন কবে বাজা শল্যের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বাজা শল্যও তাই হবে বলে কথা দিলেন। (দদামি তে প্রীত এবমেতদ্ ভবিষ্যতি)

দুর্যোধনকে এরূপ আশ্বাস দিয়ে তিনি যুধিষ্ঠিবেব উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং বিবাট নগবে উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডব শিবিবে উপস্থিত হযে তিনি পাণ্ডবদেব সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানে যথাবীতি পাণ্ডবদেব দ্বাবা আপ্যাযিত হযে পঞ্চ পাণ্ডবকে আলিঙ্গন কবলেন। তাবপর পবস্পব পবস্পবকে কুশল প্রশ্নেব পব বাজা শল্য পাণ্ডুপুত্রগণকে তাদের দুষ্কব বনবাস যাপনের জন্য অভিনন্দিত কবেন। এবং তাঁদেব এ মহা-দুঃখেব কাবণ শত্রুদেব বিনাশ কবে সুখভোগেব জন্য উদ্যত হতে

বললেন। তিনি যুধিষ্ঠিবেব যাবতীয় গুণাবলীব পুনবাবৃত্তি কবে তাঁব দুর্যোধনেব সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দুর্যোধনকে ববদানেব ঘটনাব বর্ণনা কবেন।

যুধিষ্ঠিব বাজা শল্যেব মুখে দুর্যোধনকে বব দানেব কথা শুনে বললেন, মহাবাজ শল্য, আপনি দুর্যোধনেব ব্যবহাবে প্রসন্ন হয়ে যে বব দিয়েছেন তা উত্তম কাজই কবেছেন। আমিও আপনাব দ্বাবা এক কাজ কবাতে ইচ্ছা কবি।

মম ত্ববেক্ষয়া বীব শৃণু বিজ্ঞাপযামি তে।
ভবানিহ চ সাবথ্যে বাসুদেবসমো যুধি॥
কর্ণার্জুনাভ্যাং সম্প্রাপ্তে দ্বৈবথে বাজসত্তম।
কর্ণস্য ভবতা কার্য্যং সাবথ্যং নাত্র সংশযঃ॥
তত্রপাল্যোঽর্জুনো বাজন্ যদি মৎ প্রিযমিচ্ছসি।
তেজোবধশ্চ তে কার্য্যং সৌতেবস্মজ্জযাবহঃ॥
অকর্ত্তব্যমপি হ্যেৎ কর্তুমর্হসি মাতুল। (উঃ) ৮।৪২-৪৪

—হে বীব, আমাব কথা শুনুন। এ পৃথিবীতে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি সাবথি ৰূপে বাসুদেবেব সমকক্ষ। যখন কর্ণার্জুনেব দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে, তখন এটা নিশ্চিত যে, আপনাকে কর্ণেব সাবথি হতে হবে। আপনি যদি আমাব প্রিযকামী হোন, সেই যুদ্ধে অর্জুনকে বক্ষা কববেন। আপনি এইৰূপ কাজ কববেন যা দ্বাবা কর্ণেব উৎসাহে বাধা পড়বে। তাতেই আমাদেব জয ঘটবে। যদি ও এৰূপ কাজ আপনাব পক্ষে কবণীয না হয, তবুও আমাব জন্য আপনাকে তা কবতে হবে।

উত্তবে বাজা শল্য বললেন—

শৃণু পাণ্ডব তে ভদ্রং যদ্ ব্রবীষি মহাত্মনঃ।
তেজোবধনিমিত্তং মাং সূতপুত্রস্য সঙ্গমে॥
অহং তস্য ভবিষ্যামি সংগ্রামে সাবথিধ্রুবম্।
বাসুদেবেন হি সমং নিত্যং মাং স হি মন্যতে॥
তস্যাহং কুরুশার্দ্দূল প্রতীপমহিতং বচঃ।
ধ্রুবং সংকথযিষ্যামি যোদ্ধকামস্য সংযুগে॥

যথা স হৃতদর্পশ্চ হৃততেজাশ্চ পাণ্ডব।

ভবিষ্যতি সুখং হন্তুং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা তাত ত্বমাত্থ মাম্।

যচ্চান্যদপি শক্ষ্যামি তৎ করিষ্যামি তে প্রিয়ম॥ (উঃ ৮।৪৫-৪৯

—হে পাণ্ডুনন্দন, আমার কথা শোন। যুদ্ধে সূতপুত্রের তেজ নষ্ট করবার জন্যে তুমি যা বলেছ তা যথার্থই। কারণ এটা নিশ্চিত যে, কর্ণ নিজেও আমাকে বাসুদেবের ন্যায় মনে করে, অতএব সেই যুদ্ধে আমি তার সারথি হবো। যখন কর্ণার্জুন যুদ্ধ উপস্থিত হবে, তখন অবশ্যই অহিতকর বাক্য বলতে থাকব, যাতে তার অভিমান ও তেজ নষ্ট হয় এবং তোমরা সুখে তাকে বিনষ্ট করতে পার। আমি তোমাকে এ সত্য কথা বললাম। এটা ছাড়াও যদি আরও কিছু তোমাদের প্রিয় কাজ সম্ভব তাও আমি অবশ্যই করব।

শল্য কর্ণের সারথি হবে পূর্বাহ্নেই তা স্থির হয়ে রয়েছে। দুর্যোধনের প্রস্তাবে শল্যের এরূপ উষ্মা প্রকাশ—প্রচ্ছন্ন ছলনা নয় কি?

বুদ্ধিমান দুর্যোধন বুঝতে পারলেন শল্যর ন্যায় মহারথী তাঁর পক্ষ ত্যাগ করলে তাঁর সমূহ বিপদ হবে। তাই তিনি শল্যকে প্রসন্ন করবার জন্য নানা ভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন—

মহারাজ শল্য, আপনি আপনার সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে কোনও সংশয় নেই। কর্ণ আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ নয় এবং আমিও আপনাকে কোনরূপ সন্দেহ করি না। মদ্ররাজা শল্য এমন কোন কাজ করবেন না, যা তাঁর সত্য প্রতিজ্ঞার বিপরীত হবে। আপনার পূর্বপুরুষরা শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ছিলেন এবং সর্বদা সত্য কথাই বলতেন, সেজন্য আপনাকে আর্তায়নি বলা হয়। এটাই আমার ধারণা। (তস্মাদার্তয়নিঃ প্রোক্তো ভবানিতি মতির্মম।)

ধূর্ত দুর্যোধন উপরের বাক্য বাহুল্যের দ্বারা শল্যকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যাতে তিনি তাঁর নিজের ভাগ্নে পাণ্ডবদের

পক্ষে যোগ না দেন। দুর্যোধনেব এই দ্ব্যর্থ বোধক উক্তিতে তাঁব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো।

তিনি শল্যকে খুসী কববাব অভিপ্রাযে আবও বললেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদেব পক্ষে শল্য স্বরূপ, সেইজন্য এ সংসাবে আপনাব নাম শল্য (কণ্টক) হযেছে। আপনি পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিযেছেন, তা পূর্ণ করুন। আপনাব অপেক্ষা কর্ণ বা আমি বলবান নই। আপনি অশ্ব বিদ্যায শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। সেইজন্য এই যুদ্ধস্থলে আপনাকে বরণ কবছি। আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক গুণবান মনে কবি এবং এই জগৎ আপনাকে কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে কবে। কর্ণ অর্জুন অপেক্ষা কেবল অস্ত্র জ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনি কৃষ্ণ অপেক্ষা অশ্ব বিদ্যা ও বল এই উভযেই শ্রেষ্ঠ। আপনি কৃষ্ণ অপেক্ষা অশ্ব বিদ্যায দ্বিগুণ অভিজ্ঞ।

দুর্যোধনেব এই ধবণেব তোষামোদীতে শল্য সন্তুষ্ট হলেন এবং দুর্যোধনেব প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

অতঃপব দুর্যোধন শল্যেব নিকটে ত্রিপুবেব উৎপত্তি বর্ণনা কবেন এবং ত্রিপুব হতে ভীত ইন্দ্রাদি দেবতাদেব সঙ্গে ব্রহ্মা ভগবান শঙ্কবেব নিকট গিযে তাঁব স্তুতি কবে বলেন, শঙ্কবেব আদেশে ব্রহ্মা দানবদেব বর দিযেছিলেন এবং সেই বব লাভ কবে তাবা তাদেব সীমা অতিক্রম কবেছে। তিনি মহাদেবকে আবও বললেন যে স্বযং শঙ্কব ব্যতীত অন্য কেউ তাদেব বধ কবতে পাববে না। তাদেব বধ কবতে আপনিই একমাত্র প্রতিপক্ষ শত্রু হতে পাবেন। তিনি সব দেবতাদেব সঙ্গে শঙ্কবকে দানবদেব সংহাব কবতে অনুবোধ কবেন। মহাদেব তাঁদেব অনুবোধ বাখলেন এবং সেই যুদ্ধে স্বযং ব্রহ্মা শঙ্কবেব বথেব সাবথি হযেছিলেন। সেই যুদ্ধে মহাদেব ক্রুদ্ধ হযে ত্রিপুবকে এবং তাব মধ্যে বসবাসকাবী অসুবদেব দগ্ধ কবে ফেললেন। তখন সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ এবং ত্রিলোকেব প্রাণীবা নিশ্চিন্ত হলেন।

এই উদাহবণ দিযে দুর্যোধন শল্যকে বললেন পিতামহ ব্রহ্মা যেমন

রুদ্রের সারথি হয়েছিলেন, তেমনি আপনিও অতি শীঘ্র মহাত্মা রাধা—পুত্র কর্ণের অশ্বদের নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, কর্ণ ও অর্জুন হতেও শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ রুদ্রের ন্যায় এবং আপনিও নীতিতে ব্রহ্মার সদৃশ। অতএব আপনি সেই অসুরদের ন্যায় আমার এই শত্রুদের জয় করতে সমর্থ।

দুর্যোধন শল্যকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আরও বললেন, যেমন আপনার উপরই আমার রাজ্য প্রাপ্তির অভিলাষ ও জীবনের আশা নির্ভর করছে, তেমনি আপনি যদি কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেন, তবে আজ জয়লাভ ও তার সফলতা আপনারই উপর নির্ভর করে। আপনারই উপর কর্ণ, রাজ্য, আমরা এবং আমাদের জয় লাভ—এ সমস্তই নির্ভরশীল। সেই-জন্য আজ আপনি এই সংগ্রামে কর্ণের সারথি হোন।

উপরোক্ত ভাবে শল্যকে প্রীত ও আনন্দিত করবার চেষ্টা করে পরিশেষে তিনি রাজা শল্যকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে কর্ণ নীচ কুলজাত নয়। যদি কর্ণে কোন পাপ বা দোষ থাকতো তবে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তাকে দিব্যাস্ত্র দান করে অনুগৃহীত করতেন না। তিনি আরও বললেন, তিনি কোন প্রকারেই বিশ্বাস করেন না যে কর্ণের সূতকুলে জন্ম, তাকে ক্ষত্রিয় কুলজাত দেবপুত্র বলেই মনে করি। (দেবপুত্রমহং মন্যে ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্ ভবম্।) আমার বিশ্বাস তার জননী নিজের গুপ্তরহস্য গোপন করবার জন্য তাকে অন্য কুলের বালক বলে পরিচয় দেবার জন্যই সূতকুলে পরিত্যাগ করেছে। (বিসৃষ্টমববো-ধার্থং কুলস্যেতি মতির্মম।) আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি যে কর্ণ সূত বংশে জন্ম গ্রহণ করেনি।

সকুণ্ডলং সকবচং দীর্ঘবাহুং মহারথম্॥

কথমাদিত্যসদৃশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি। (কর্ণ) ৩৪।১৬১-১৬২

—এই মহাবাহু, মহারথী ও সূর্যতুল্য তেজস্বী কবচকুণ্ডল ভূষিত পুত্রকে সূত জাতির স্ত্রী কি করে লাভ করবে? কোন হরিণী কি নিজ উদরে ব্যাঘ্রকে জন্ম দিতে পারে?

দুর্যোধন শল্যকে বললেন, বথেব সাবথি ত তাঁকেই কবতে হয়, যিনি বথাবোহী যোদ্ধা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। অতএব আপনি বণক্ষেত্রে কর্ণেব সাবথি হোন। দেবতাবা যেমন ব্রহ্মাকে শঙ্কবেব সাবথি পদে ববণ কবেছিলেন, তেমনি আমবাও আপনাকে কর্ণেব সাবথি পদে ববণ কবছি।

অতঃপব মদ্রবাজ শল্য একটি সর্ত্তে কর্ণব সাবথি পদ গ্রহণ কবতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন আমি আমাব ইচ্ছানুসাবে কর্ণব নিকট সব কিছু বলতে পাবব। এবং আমি কর্ণেব মঙ্গলেব জন্য যে সব প্রিয বা অপ্রিয কথা বলব তা তুমি ও কর্ণ ক্ষমা করবে।

এই সর্ত্ত দিযে বুদ্ধিমান শল্য নিজেব দ্বিমুখো সত্য বক্ষা কববাব উপায কবলেন।

শল্যবাজা সাবথি হযে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসাবে নানা ভাবে অর্জুন ও কৃষ্ণেব প্রশংসায মুখব হযে কর্ণব বিরূপ সমালোচনা কবে তাঁকে উত্তেজিত কবে তাঁব শক্তি খর্ব কববাব চেষ্টা কবলেন। প্রত্যুত্তবে কর্ণ মদ্রবাসিদেব নিন্দা কবলেন। ফলে উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডা স্বরু হযে গেল।

তখন দুর্যোধন কর্ণ ও শল্য উভযকেই এই বাক্ যুদ্ধ হতে বিবত থাকতে অনুবোধ কবেন। তিনি কর্ণকে বন্ধুভাবে নিষেধ করলেন এবং শল্যবাজাকে কৃতাঞ্জলি হযে নিবাবণ কবলেন।

দুর্যোধন নিষেধ কবলে পব কর্ণ কোন উত্তব দিলেন না। শল্যও শত্রুদেব দিকে মুখ ফেবালেন। অতঃপব উভযপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্বরু হল। নকুল ও সহদেব দুর্যোধনেব উপব ভযঙ্কব বাণ বর্ষণ কবতে লাগলেন। দুর্যোধনও ক্রুদ্ধ হযে তাঁদেব উপব প্রচুব বাণ বর্যণ কবতে লাগলেন। তখন পাণ্ডব সেনাপতি দ্রুপদ পুত্র মহাবথী ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে বাজা দুর্যোধন ছিলেন সেখানে এসে দুর্যোধনেব প্রতি বাণাঘাত কবতে লাগলেন। উভযেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনেব সাবথি এবং অশ্বদেব নিহত কবে একটি ভল্লেব দ্বাবা তাঁব স্বর্ণ ভূষিত ধনুটিকে

খণ্ডন কবলেন। তাবপব ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনেব সমস্ত সামগ্রীব সঙ্গে বথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছেদন কবলেন। তখন কবচ ও অস্ত্রহীন দুর্যোধনকে তাঁব ভ্রাতাবা সর্ব দিক হতে বক্ষা কবলেন। এবং তাঁদেব বথে কবে দুর্যোধনকে বণভূমি হতে দূবে নিযে যাওযা হল। এই ভাবে দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নব নিকট পবাজিত হলেন।

এই যুদ্ধে বহু কৌবব বীব সেনা নিহত হয়। তখন দুর্যোধন সৈন্যদেব উৎসাহ দিযে কর্ণ ও অন্যান্য নৃপতিদেব ওজস্বিনী বাক্যে বললেন, স্বর্গেব উন্মুক্ত দ্বাব স্বরূপ এই যুদ্ধ, সুখী ক্ষত্রিয়বাই তা লাভ কবে। তোমরা সকলে যুদ্ধে পাণ্ডবদেব বধ কবে ভূতলের সমৃদ্ধিশালী বাজ্য লাভ কববে অথবা শত্রুদেব দ্বাবা যুদ্ধে নিহত হয়ে বীব গতি লাভ করবে।

দুর্যোধনেব এই প্রকাব উৎসাহে যোদ্ধাবা সন্তুষ্ট হযে সিংহনাদ কবতে লাগল এবং সর্বপ্রকাব বাদ্য বাজাতে আবম্ভ কবল।

পুনবায় যুদ্ধ আরম্ভ হলো। শিখণ্ডীকে কর্ণ পবাজিত কবেন, দুঃশাসন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বৃষসেন ও নকুলেব সঙ্গে যুদ্ধ হয। উলূককে সহদেব ও শকুনিকে সাত্যকি পবাজিত কবেন। যুধামন্যুকে কৃপাচার্য ও উত্তমৌজাকে কৃতবর্ম পরাজিত কবেন। ভীম দুর্যোধনকে পবাজিত কবেন। সাত্যকিব বাণাঘাতে কৌবব সৈন্যবা দশদিকে পলায়ন কবতে লাগল। অনেকে নিহত হয়ে বণক্ষেত্রে পডে গেল। দুর্যোধন ভীমেব সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভীমসেন মুহূর্ত্ত কালেব মধ্যেই দুর্যোধনকে অশ্বগণ, সারথি, বথ ও ধ্বজ হতে বঞ্চিত কবে দিলেন, এতে সকল ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হলেন। তখন দুর্যোধন ভীমেব উপব আক্রমণ কবলেন। ভীম শত শত বাণেব দ্বাবা দুর্যোধনকে যুদ্ধ হতে বিমুখ কবে হস্তী সৈন্যদেব উপব তীব্রবেগে আক্রমণ কবলেন।

অর্জুন অশ্বত্থামাকে পবাজিত কবলে কৌবব সৈন্যবা পলাযন কবতে থাকে। তখন দুর্যোধন পলায়মান সৈন্যদেব দেখে বললেন, কর্ণ দেখ, পাঞ্চাল যোদ্ধাবা আমাব এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস

কবছে। তুমি জীবিত থাকতে আমাব সৈন্যবা পলায়ন কবছে। বর্ত্তমানে যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কব, তাই কব। পাণ্ডবদেব দ্বাবা বিতাড়িত সহস্র সহস্র কৌবব সৈন্যবা সমরাঙ্গণে তোমাকে আহ্বান কবছে। দুর্যোধনেব কথা শুনে কর্ণ পাঞ্চাল যোদ্ধাদেব বধ কববেন বলে প্রতিজ্ঞা কবলেন।

অর্জুন কৌবব সৈন্যদেব সংহাব কবতে আবম্ভ কবলেন। প্রাচীন কালে দেবতাদেব সঙ্গে অসুবদেব যেমন যুদ্ধ হযেছিল, তেমনি পাণ্ডবদেব সঙ্গে কৌববদেব যুদ্ধ চলতে লাগল। অর্জুন ও কর্ণেব মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলল। অর্জুন কৌবব পক্ষেব অশ্ব, হস্তী ও বথসমূহ এবং যুদ্ধে তৎপব সেই শত্রুদেবও নিহত কবে ধবাশাযী কবলেন।

তা দেখে দ্রোণাচার্যেব পুত্র অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে পুনবায় পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কববাব প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, বিবোধ কবে কোন লাভ হবে না। তোমাব গুরুদেব দ্রোণাচার্য অস্ত্র বিদ্যায বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি যদিও ব্রহ্মসম ছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধে নিহত হযেছেন। ভীষ্মেব ভাগ্যও একই পথে গেছে। আমিও মাতুল কৃপাচার্য অবধ্য। অতএব এখন তুমি পাণ্ডবদেব সঙ্গে মিলিত হযে চিবকাল বাজ্য শাসন কব। আমি নিষেধ কবলে অর্জুন শান্ত হবে। কৃষ্ণও তোমাদেব সঙ্গে বিবোধ কামনা কবেন না। (জনার্দনো নৈব বিবোধমিচ্ছতি।) যুধিষ্ঠিব তো সকল প্রাণীব মঙ্গল কামনা কবেন। অতএব তিনিও আমাব কথা গ্রহণ কববেন। ভীম এবং নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিবেব বশবর্ত্তী। এই ভাবে পাণ্ডবদেব সঙ্গে তোমাব সন্ধি হলে পব সমস্ত প্রজাদেব কল্যাণ হবে। তোমাব ইচ্ছায অবশিষ্ট বন্ধুবা নিজ নিজ বাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করুক এবং সমস্ত সৈন্যবা যুদ্ধ হতে বিবত হোক। যদি তুমি আমাব এই প্রস্তাব গ্রহণ না কব, তবে নিশ্চযই যুদ্ধে শত্রুদেব দ্বাবা নিহত হবে এবং তখন তুমি অনুতাপ কববে।

যুধিষ্ঠিব সামর্থ্যশালী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধৈর্যবান এবং সমস্ত শাস্ত্রেবই তত্ত্ব সমূহে অভিজ্ঞ। অতএব তোমাব পক্ষে যতটা বাজ্য ভাগ পাওয়া

উচিত, তিনি অবশ্যই সেই বাজ্য শাসন কববাব জন্য তোমাকে স্বয়ংই দেবেন। যুধিষ্ঠিব শত্রুতা ইচ্ছা করেন না। কাবণ আত্মীয় স্বজন যদি কোন কিছু দোষ কবেও থাকেন, তবে তা ক্ষমাব অযোগ্য বলে তিনি মনে কবেন না। কৃষ্ণ চান না যে তোমাদেব মধ্যে বিবাদ বিবাজ কবে, তিনি স্বজনদেব উপব সর্বদা সন্তুষ্ট।

ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এবা সকলেই কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিবের অনুগত। সুতবাং তাঁদেব উভযেব আদেশকে গুরুত্ব দিযে যুদ্ধ বন্ধ কব।

বক্ষ দুর্যোধনাত্মাণমাত্মা সর্বস্ব ভাজনম্॥

জীবনে যত্নমাতিষ্ঠ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।

বাজ্যং শ্রীশ্চৈব ভদ্রং তে জীবমানে তু কল্পতে॥ (কর্ণঃ) ৮৮।২৪(৫-৬)

—দুর্যোধন, তুমি নিজেই নিজেকে বক্ষা কব। আত্মাই সব সুখেব আধাব। তুমি নিজেব জীবন বক্ষাব জন্য চেষ্টা কব। জীবিত থেকেই মানুষ কল্যাণ দর্শন কবে থাকে।

তুমি যদি জীবিত থাকতে পাব, তবেই তুমি বাজ্য ও লক্ষ্মী লাভ কবতে সমর্থ হবে। মৃত ব্যক্তিব বাজ্যলাভ কববাব সুযোগই থাকে না। সুতবাং তাব সুখ লাভ কিরূপে হবে? (মৃতস্য খলু কৌবব্য নৈব বাজ্যং কুতঃ সুখম্।) পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কব এবং কুরু বংশেব শেষ বক্ষা কব।

আমার এই উপদেশ ধর্মেব অনুকূল, বাজা ও বাজকুলেব পক্ষে অত্যন্ত হিতকব। এবং তা কৌবব বংশেব বৃদ্ধিব অনুকূলে। আমার এই কথা প্রজাদেব পক্ষেও হিতকব, এই বংশেব পক্ষে সুখদাযক, লাভজনক এবং ভবিষ্যতেও মঙ্গলকাবক হবে। আমাব দৃঢ় ধাবণা কর্ণ কখনো নবোত্তম অর্জুনকে জয কবতে পাববে না। অতএব আমাব এই বাক্য তোমাব প্রিয হোক। (মমৈতদ্ বচনং শুভম্।) অন্যথা গুরুতব ধ্বংস উপস্থিত হবে।

তিনি আবও বললেন অর্জুন একাকী যে বকম পবাক্রম দেখাচ্ছে তা ইন্দ্র বা যমবাজ বা যক্ষবাজ কুবেবেব পক্ষেও সম্ভব নয়। আমাদেব

উভযেব মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বযেছে, সেই জন্যই আমি তোমাব নিকট এই প্রস্তাব কবলাম। যদি তুমি স্বীকৃত হও, তবে আমি কর্ণকেও যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত কবব।

বদন্তি মিত্রং সহজং বিচক্ষণা—
স্তথৈব সাম্না চ ধনেন চার্জিতম্।
প্রতাপতশ্চোপনতং চতুর্বিধং
তদস্তি সর্বং তব পাণ্ডবেষু॥ (কঃ) ৮৮।২৮

—বিদ্বান পুরুষবা চাব প্রকাবেব মিত্রেব কথা বলেন। এক সহজ মিত্র (যাব সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই মিত্রতা থাকে) দুই সন্ধিব দ্বাবা মিত্রতা, তিন-ধনেব দ্বাবা মিত্রতা স্থাপন এবং চতুর্থ হল—কাবও প্রবল প্রতাপে প্রভাবিত হযে স্বতঃই তাঁব শবণাপন্ন হওযা। পাণ্ডবদেব সঙ্গে তোমাব সব বকম মিত্রতাই সম্ভব।

অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে যথার্থই সমযোচিত ও উপযুক্ত প্রস্তাব দিযেছিলেন। কিন্তু দাম্ভিক দুর্যোধন তা গ্রহণ কবলেন না।

তিনি অশ্বত্থামাব কথা শুনে বিশেষ চিন্তিত হযে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবে মনে মনে দুঃখিত হযে উত্তব দিলেন, সখা, তুমি যা বললে তা যথার্থই। কিন্তু ভীম সিংহেব ন্যায় হঠাৎ দুঃশাসনকে বধ কবে যে কথা বলেছে, তা তোমাব অজানা নয়। এই সময় সেইসব কথা মনে পডায আমি চিন্তিত হয়েছি। এরূপ অবস্থায় কিভাবে সন্ধি সম্ভব? তাছাডা প্রচণ্ড বাযু যেমন মহাপর্বত মেরুব সম্মুখীন হতে পাবে না, তেমনি অর্জুনও এই যুদ্ধে কর্ণেব বেগ সহ্য কবতে পাববে না। আমরা বার বাব যে শত্রুতা কবেছি, পাণ্ডববা সেজন্য আমাকে বিশ্বাস কবে না। কর্ণকে যুদ্ধ বন্ধ কববাব কথা বলা তোমাব উচিত নয়। কাবণ অর্জুন বর্ত্তমানে অত্যন্ত ক্লান্ত হযে পডেছে। অতএব কর্ণ তাকে বলপূর্বক নিহত কবতে পাববে। এই কথা বলে দুর্যোধন নিজেব সৈন্যদেব আদেশ দিলেন, তোমবা নীববে বসে আছ কেন? আমার শত্রুদেব উপব আক্রমণ কব।

অশ্বথামাব সমস্ত যুক্তি, শুভ চেষ্টা ব্যর্থ হল। দুর্যোধন তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল বইলেন। অর্জুনেব ক্ষমতা দেখেও নিজেব ভ্রান্ত বিশ্বাসেব উপব নির্ভব কবে বইলেন।

কিন্তু যে কর্ণেব উপব দুর্যোধনেব এত আস্থা, সেই কর্ণকেও ভীষ্ম, দ্রোণেব মত বাক্য বাণে বিদ্ধ কবতে তিনি কুণ্ঠা বোধ কবেননি।

কাশীদাসী মহাভাবতে—

দুর্যোধন বলে শুন সূর্যেব তনয।
তোমা হতে হৈল মম কুরুকুল ক্ষয॥
প্রতিজ্ঞা কবিলে তুমি জিনিবে পাণ্ডবে।
সেনাপতি কবিলাম বুঝি অনুভবে॥
তোমাব বচনে আমি যুদ্ধ কৈনু পণ।
তুমি জয কবি দিবে পাণ্ডুব নন্দন॥
পুনঃ পুনঃ কহিলে যে কবি অহঙ্কাব।
আমাব সাক্ষাতে সেই পাণ্ডব কি ছাব॥
তোমাব সামর্থ্য যত সব ব্যর্থ হৈল।
তব আগে পার্থ মোব সৈন্য নিপাতিল॥
যদ্যপি কহিতে আগে জিনিতে নারিবে।
শবণ নিতাম আমি পাণ্ডবেব তবে॥ (কর্ণ)

—Roman Monk Saint Augustine বলেছেন Suspicion is the poison of true friendship দুর্যোধন সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযোজ্য। নতুবা যিনি জননী কুন্তীব অনুবোধ, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণেব অনুবোধ উপেক্ষা কবে দুর্যোধনেব পক্ষে প্রাণ মন দিযে যুদ্ধ কবে যাচ্ছিলেন, পবাজযেব গ্লানিতে অবশেষে সেই প্রিয় ও অকৃত্রিম বন্ধুকেও দুর্যোধনেব এরূপ সন্দেহ কি সমীচীন হযেছে?

অশ্বথামাব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবে দুর্যোধন যুদ্ধ চালিযে যান। কিন্তু অর্জুন ও কর্ণেব যুদ্ধে কৌবব সৈন্যবা পবাজিত ও নিহত হওযায তাবা পলায়ন কবতে থাকে। তখন দুর্যোধন তাদেব উদ্দেশ্যে বললেন,

তোমবা সকলে শৌর্যশালী বীব এবং সর্বদা ক্ষত্রিয় ধর্মে নিবত আছ। সুতবাং কর্ণকে ত্যাগ কবে পলাযন কবা তোমাদেব উচিত হচ্ছে না। কিন্তু দুর্যোধনেব এই কথা শুনেও সৈন্যবা বিবত হল না।

কর্ণকে অর্জুন নিহত করাব পব কৌবব সৈন্যবা যখন ভযে পালাতে লাগল, তখন দুর্যোধন একাই সমস্ত পাণ্ডব যোদ্ধাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। সেই সময বুদ্ধিমান দুর্যোধন যখন দেখলেন কৌবব সৈন্যবা হতাশ হযে পড়েছে, তখন তাদেব যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কববাব জন্য তিনি বললেন, তোমবা সকলে ভযে পলায়ন কবছ। কিন্তু আমি এমন কোন স্থান দেখছি না, যেখানে তোমরা পালিযে বক্ষা পাবে। কাবণ ভীমার্জুন কোথাও তোমাদেব বাঁচতে দেবে না। ববং শত্রুদেব এখন অল্প সৈন্য আছে। কৃষ্ণার্জুন অত্যন্ত আহত হযেছে। আজ আমি এদেব সকলকে সংহাব কবব। কিন্তু তোমবা যদি পৃথক পৃথক ভাবে পলাযন কব, পাণ্ডববা অপবাধী তোমাদেব পশ্চাদ্ধাবন কবে হত্যা কববে। এই অবস্থায আমি যুদ্ধে নিহত হওযাই কল্যাণকব মনে কবি। অতএব নিজেদের পিতৃ পিতামহেব আচবিত ক্ষত্রিয় ধর্মকে তোমবা পবিত্যাগ কব না। (পিতামহৈবাচবিতং ন ধর্মং হাতুমর্হথ।) ক্ষত্রিযদেব নিকট যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কবে পলাযন কবা অপেক্ষা অপব কোন মহাপাপ নাই এবং যুদ্ধধর্ম পালন কবা অপেক্ষা স্বর্গ প্রাপ্তিব অপব কোন কল্যণকব পথও নেই। সুতরাং তোমবা যুদ্ধে নিহত হযে শীঘ্র উত্তম লোকে সুখ ভোগ কব। দুর্যোধনেব এই আবেদন পলায়ন বত যোদ্ধাদেব নিবৃত্ত কবতে পাবল না। তাবা চাবদিকে, পলায়ন কবতে লাগলো।

কর্ণ নিহত হওযাব পব কৃপাচার্য পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি কববাব জন্য বলেছিলেন—দুর্যোধন, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মহাবথী কর্ণ, জযদ্রথ, তোমাব ভ্রাতাবা এবং তোমাব পুত্র লক্ষ্মণও জীবিত নেই। এমন কোন ব্যক্তি জীবিত আছে যাব উপর আমবা নির্ভব কবব? যাদেব উপব বাজ্য লাভেব আশা কবেছিলাম, সেই বীববা সকলেই

নিহত হযেছেন। যখন সকল লোকই জীবিত ছিল, তখনও অর্জুন কাবও দ্বাবা পবাজিত হযনি। কৃষ্ণেব ন্যায সাবথি থাকায অর্জুন দেবতাদেবও অজেয। অর্জুন যখন জযদ্রথকে আক্রমণ কবে, তখন তোমাব কর্ণ কোথায গিযেছিল? নিজেব অনুগামীদেব সঙ্গে দ্রোণাচার্য কোথায ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? তুমি কোথায় ছিলে? কৃতবর্মা কোথায গিযেছিল এবং ভ্রাতৃবৃন্দেব সঙ্গে তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনও কোথায ছিল? তোমাব সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহাযক ও মাতুল—এবা সকলে তখন দেখেছিল যে অর্জুন তাদেব সকলকে পবাজিত কবে সকলেব সামনেই জযদ্রথকে বধ কবল। এখন আব কাব উপব আস্থা বাখব? কে অর্জুনকে জয কবতে সমর্থ হবে?

অন্য দিকে সাত্যকি ও ভীমসেনেব যে বেগ, তা সমস্ত পর্বতকে বিদীর্ণ কবতে পাবে এবং সমুদ্রকেও শুষ্ক কবতে পাবে। দ্যূত সভায ভীম যা বলেছিল তা সত্যে পবিণত হচ্ছে।

পাণ্ডববা সাধু পুরুষ, তথাপি তোমবা অকাবণেই তাদেব সঙ্গে বহু অন্যায ব্যবহাব কবেছ, তোমাব তাব ফলপ্রাপ্তি হযেছে। তুমি নিজেব বক্ষাব জন্য সম্পূর্ণ জগতেব লোককে একত্রে সমবেত কবেছিলে, কিন্তু তথাপি তোমার জীবনের সংশয উপস্থিত হযেছে। দুর্যোধন, এখন নিজেব দেহকে বক্ষা কব। কাবণ আত্মাই সমস্ত সুখেব আধাব। (বক্ষ দুর্য্যোধনাত্মানমাত্মা সর্বস্ব ভাজনম্।)

হীযমানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন বা।

বিগ্রহো বর্ধমানেন মতিবেষা বৃহস্পতেঃ॥ (শঃ ৪।৪৩

– বৃহস্পতিব অনুশাসন যখন নিজেব বল ক্ষয হচ্ছে ধাবণা হবে, তখন শত্রুব সঙ্গে সন্ধি কববে। সংগ্রাম সেই সময ক্রমশঃ বাডাবে, যখন নিজেব বল শত্রু বল অপেক্ষা অধিক।

আমবা বল ও শক্তিতে পাণ্ডবদেব অপেক্ষা হীন হযে পডেছি, অতএব এই অবস্থায আমি পাণ্ডবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কবাকেই

উচিত বলে মনে করি। যে রাজা শীঘ্রই রাজ্য হতে চ্যুত হয়, তার কখনও কল্যাণ লাভ হয় না।

যুধিষ্ঠির দয়ালু। সে ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষ্ণের অনুরোধে তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীমকে যা বলবেন, এরা সকলে নিঃসংশয়ে তা মেনে নেবে। ধৃতরাষ্ট্রের কথা কৃষ্ণ অমান্য করবেন না। এবং কৃষ্ণের আজ্ঞা যুধিষ্ঠির অমান্য করবে না—এটাই আমার বিশ্বাস।

আমি এই সন্ধিকেই তোমার পক্ষে কল্যাণকর মনে করি। আমি কাতরতা বশতঃ বা প্রাণ রক্ষার চিন্তায় এই কথা বলছি না, তোমার হিতের জন্যই বলছি। তুমি মরণাপন্ন অবস্থায় আমার এই কথা স্মরণ করবে।

কৃপাচার্যের কথা শুনে দুর্যোধন মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আপনি শুধু আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদই নন, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আমার মঙ্গলের জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তবু আপনার প্রস্তাব মনোমত হচ্ছে না, যেমন মরণাপন্ন ব্যক্তির ঔষধে রুচি নেই। (ন মাং প্রীণাতি তৎ সর্বং মমূর্ষোরিব ভেষজম্।)

আমরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছলনা করেছি। তাঁকে অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত করেছি। এরূপ অবস্থায় তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করবেন কেন? কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে আমাদের নিকট এসেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছি। তিনিই বা আমার কথা মান্য করবেন কেন? সভায় বল পূর্বক দ্রৌপদীকে আনায় সে যে বিলাপ করছিল এবং পাণ্ডবদের যে রাজ্য অপহৃত হয়েছিল—এসব আচরণ কৃষ্ণ কখনই সহ্য করবেন না, কৃষ্ণ ও অর্জুন ভিন্ন দেহ হলেও এক প্রাণ। এবং উভয়ে উভয়েরই আশ্রিত। পূর্বে আমি যে সমস্ত কথা শুনেছি, এখন তা প্রত্যক্ষ করছি। নিজের ভাগ্নে অভিমন্যুর হত্যার কথা শুনে কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যেতে পারেননি। আমরা সকলে তাঁর নিকট অপরাধী। সুতরাং তিনি আমাদের কেন ক্ষমা করবেন?

অভিমন্যুব বিনাশে অর্জুনও সুখ নিদ্রা ছেড়েছিল, সে আমাব মঙ্গল-জনক কাজ কববে কেন ? অত্যন্ত কঠিন স্বভাবেব ভীম যে ভযঙ্কব প্রতিজ্ঞা কবেছে, তা সে কার্যকবী কববেই। নকুল সহদেবও যমবাজেব ন্যায ভযঙ্কব বলবান। এবাও আমাকে শত্রু বলেই মনে কবে। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীব সঙ্গে ও আমাব শত্রুতা বযেছে। অতএব এবাই বা মঙ্গল কাজ কববে কেন ? দ্রৌপদীব প্রতি দুঃশাসন যে দুর্ব্যবহাব কবেছিল, পাণ্ডববা আজও তা স্মবণ কবে থাকে। দ্রৌপদী পতিদেব অভিষ্ট সিদ্ধিব জন্য কঠোব তপস্যা কবেছে। কৃষ্ণেব ভগ্নি সুভদ্রাও তাকে দাসীব মত সেবা কবেছে। এইভাবে আমাদেব সব বকম গর্হিত কাজই শত্রুতাব ও প্রতিহিংসাব আগুন সর্বদা প্রজ্বলিত বেখেছে, যা কোন প্রকাবেই শান্ত কবা যাবে না। (ইতি সর্বং সমুন্নদ্ধং ন নির্বাতি কথঞ্চন।)

সমস্ত বাজাদেব উপব সূর্যেব ন্যায দেদীপ্যমান থেকে এখন দাস সদৃশ যুধিষ্ঠিবেব অনুগামী কিরূপে হব ? স্বয়ং বহু কিছু উপভোগ কবে এবং প্রভূত ধন দান কবে এখন কি ভাবে দীন দবিদ্রদেব ন্যায দীনতা পূর্ণ জীবন আশ্রয গ্রহণ কবে জীবন-যাপন কবব ?

এখন আব কোন প্রকাবেই সন্ধি স্থাপনেব সুযোগ নেই। আমি সর্বতো ভাবে যুদ্ধ কবাই উত্তম নীতি মনে কবি। আমাদেব এখন কাতব হওযাব সময় নেই। উৎসাহেব সঙ্গে যুদ্ধ কবাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

আমি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান কবেছি এবং ব্রাহ্মণদেব পর্যাপ্ত দান ধ্যানও কবেছি। সমস্ত কামনা আমাব পূর্ণ হযেছে। সব বেদ শুনেছি। শত্রুদেব মস্তকে পা বেখেছি। আশ্রিত ব্যক্তিদেব প্রতিপালনেব ব্যবস্থা কবেছি। দীনজনেব উদ্ধাব কার্যও সম্পন্ন কবেছি। অতএব আমি পাবণ্ডদেব সঙ্গে এইভাবে সন্ধিব জন্য প্রার্থনা করতে পাবব না।

দুর্যোধন তাঁব সুকর্মেব আবও তালিকা দিয়ে বললেন—

ন ধ্রুবং সুখমস্তীতি কুতো বাষ্ট্রং কুতো যশঃ।
ইহ কীর্তির্বিধাতব্যা সা চ যুদ্ধেন নান্যথা॥ (শঃ) ৫।৩১

—সংসাবে কোন সুখই সত্য নয়। অতএব বাষ্ট্র বা যশই বা কিৰূপে স্থিব থাকবে? এ জগতে কীর্তিই উপার্জন কবতে হয় এবং সেই কীর্তি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপাযে লাভ কবা যায না।

গৃহে শয্যাব উপব স্বচ্ছন্দে মৃত্যু ক্ষত্রিযেব পক্ষে নিন্দিত বলে কথিত হযেছে। যে ব্যক্তি মহাযজ্ঞ সমূহ অনুষ্ঠান কবে বনে কিংবা যুদ্ধ স্থলে দেহ ত্যাগ কবে, সেই ক্ষত্রিযই মহত্ত্ব লাভ কবে।

যাঁবা নানা প্রকাব ভোগ ত্যাগ কবে উত্তম গতি লাভ কবেছেন। এই সময় যুদ্ধেব দ্বাবা আমিও তাঁদেবই লোকে গমন কবব।

যে সব বীব আমাব জন্য নিহত হযেছে, তাদেব এই উপকাব সর্বদা স্মবণ কবে সেই ঋণ হতে মুক্ত হবাব চেষ্টা কবে আমি বাজ্যে মনঃ-সংযোগ কবতে পাবব না। মিত্রগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও ভীষ্মদিগকে বধ কবিয়ে যদি আমি নিজেব প্রাণকে বক্ষা কবি, তবে সমগ্র জগত নিশ্চয়ই আমাব নিন্দা কববে। বন্ধু-বান্ধব এবং মিত্র হতে বঞ্চিত হযে যুধিষ্ঠিবের পদে নত হযে আমাব যে বাজ্য লাভ হবে তা কিৰূপ উপভোগ্য হ'বে?

সোঽহমেতাদৃশং কৃত্বা জগতোঽস্য পবাভবম্।
স্বযুদ্ধেন ততঃ স্বর্গং প্রাপ্স্যামি ন তদন্যথা॥ (শঃ) ৫।৪৭

—এ কাবণে জগতেব এৰূপ বিনাশ কবে—এখন আমি উত্তম যুদ্ধ দ্বাবাই স্বর্গলোক লাভ কবব। আমাব সদগতিব পক্ষে অন্য কোন পথ নাই।

উপবোক্ত উক্তি হতে ইহাই স্পষ্ট যে দুর্যোধনও আত্মপক্ষব পবাজয সম্বন্ধে এক বকম নিশ্চিত হযেছেন। তবু পৌরুষ ও অহমিকায নতি স্বীকাব কবতে বাজী হলেন না। পবাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি পাণ্ডবদেব কাছে নতি স্বীকাব কবে তাঁব পৌরুষকে মলিন কবলেন না। তাঁব বিবেক অটুট। তিনি তখন আত্মীযহীন বান্ধবহীন এবং তাঁব জন্যই সবাই যুদ্ধে নিহত। অতএব যুদ্ধ এড়িয়ে এখন বেঁচে থাকাব বা বাজ্য ভোগ কবা অর্থহীন।

রাবণ ও হনুমানকে দেখে নন্দীর ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ করেছিলেন। পরাক্রমশালী রামের বিক্রম দেখে মহারাজ অনরণ্য, রম্ভা, বেদবতীর অভিশাপের কথা স্মরণ করে নিজের মৃত্যু সুনিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুরুষকার তাঁকে অবিচল রেখেছিল, তাই উভয়েই পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। এবং ইহাই ক্ষত্র ধর্ম। প্রশ্ন উঠতে পারে রাক্ষসরাজ রাবণ আবার ক্ষত্রিয় হল করে? এ প্রসঙ্গে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রণিধান যোগ্য। ঐশ্বর্যে বীর্যে এবং বংশ গৌরবে রাবণকে তিনি রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে অঙ্কিত করেছেন। মুনি বিশ্রবার ঔরসে রাবণের জন্ম। ব্রহ্মা হতে উদ্ভূত বিশ্রবার বংশ সদ্বংশ পর্যায়ভুক্ত। তাঁর অপর পুত্র কুবের দেবতার শ্রেণীতে আসন পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথাও স্মরণীয়। রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মহত্যা রূপ পাপ হতে মুক্ত হবার জন্য রামকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হয়েছিল।

দুর্যোধনের এই উদাত্ত বাণী শুনে সব ক্ষত্রিয়রা পরাজয়ের শোক ভুলে যুদ্ধের জন্য পুনরায় সঙ্কল্প করল। কর্ণের অবর্ত্তমানে দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে জিজ্ঞেস করলেন কাকে সেনাপতি করা উচিত। তখন অশ্বত্থামা মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করবার প্রস্তাব দিলেন। দুর্যোধনও শল্যর ভূয়সী প্রশংসা করে সেনাপতির সম্মান নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। শল্যও দুর্যোধনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

মদ্ররাজ শল্যর সঙ্গে পাণ্ডবদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নর হাতে পরাজিত হন। দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমের ও যুদ্ধ হয়।

যখনই পাণ্ডব যোদ্ধাদের হাতে হাজার হাজার কৌরব সৈন্য নিহত হয়ে পলায়নরত, তখন দুর্যোধন তাদের ক্ষাত্র ধর্ম ও পরলোকে বীর-লোক প্রাপ্তির উজ্জ্বল আশা এবং ভীত হয়ে পলায়নে পাণ্ডবদের হাতে পশুর মত নিহত হবার আশঙ্কা দেখিয়ে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন।

শল্যের সেনাপতিত্বে দুর্যোধন পাণ্ডব যোদ্ধা চেকিতানকে নিহত করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুর্যোধনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উভয়ে সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করেন পরস্পরের প্রতি। দুর্যোধন পাঁচটি তীরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করে পুনরায় আরও সাতটি বাণে তাঁকে আহত করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সত্তরটি তীরাঘাতে দুর্যোধনকে পীড়িত করলেন। দুর্যোধনকে আক্রান্ত হতে দেখে তাঁর ভ্রাতারা বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিবৃত করল। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র চালনায় নৈপুণ্য দেখাতে দেখাতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন।

অতঃপর দুর্যোধনকে আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীমের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে দেখা যায়। ভীম দুর্যোধনের বক্ষে রথ শক্তি বর্ষণ করলেন, এই আঘাতে দুর্যোধন মূর্ছিত হয়ে রথের পশ্চাদ ভাগে বসে পড়লেন। তিনি মূর্ছিত হলে ভীম তাঁর সারথির মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। সারথি নিহত হলে তাঁর অশ্বগণ রথ নিয়ে চতুর্দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল। সেই সময় কৌরব সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। তখন অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে রক্ষা করতে ছুটে আসলেন। কৌরব সৈন্যদের মধ্যে ভয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা গেলো। অর্জুন তখন কৌরব সৈন্যদের নিহত করতে লাগলেন।

দ্বৈরথ যুদ্ধে সাত্যকি কৃতবর্মার বক্ষে একটি ভল্লের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করলেন। সাত্যকি কৃতবর্মাকে রথ ও সারথি বিহীন করায় কৃতবর্মা তখন রথ ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিতে অবস্থান করতে লাগলেন। কৃতবর্মাকে রথহীন হতে দেখে কৌরব সৈন্যরা অত্যন্ত ভীত হল। দুর্যোধনও অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কৃপাচার্য সাত্যকিকে এই অবস্থায় বধ করতে এসে, কৃতবর্মাকে নিজ রথের উপর তুলে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে সরিয়ে নিলেন। তখন কৌরব সৈন্যরা রণ বিমুখ হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

দুর্যোধন একাই তখন প্রবল বিক্রমে শত্রু সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। এই সময় প্রবল বীরত্ব দেখিয়ে তিনি শত্রু সৈন্যদের

একাকীই প্রতিবোধ কবতে লাগলেন। সেই সময় দুর্যোধন কোনরূপ বিচলিত না হযেই পাণ্ডবদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল, কেকয, সোমক এবং সৃঞ্জয যোদ্ধাদেব উপব তীবাঘাত কব্তে লাগলেন এবং নির্ভযে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান কবতে থাকেন। পাণ্ডব সৈন্যদেব এমন কোন সৈন্য, বথ, অশ্ব ও হস্তী ছিল না, যাবা সেই সময দুর্যোধনেব বানে ক্ষত বিক্ষত হযনি। তিনি অতি দ্রুত বাণ নিক্ষেপ কবে বণভূমি বাণময় কবে ছিলেন।

তেষু যোধসহস্রেষু তাবকেষু পবেষু চ।
একো দুর্যোধনো হ্যাসীৎ পুমানিতি মতির্মম॥ (শঃ ২২।৭

দুর্যোধনেব এরূপ পবাক্রম বর্ণনা কবতে গিযে সঞ্জয ধৃতবাষ্ট্রকে বললেন,—আপনাব এবং শত্রুপক্ষেব সহস্র সহস্র যোদ্ধাদেব মধ্যে তখন একমাত্র দুর্যোধনকেই বীব পুরুষ বলে আমাব মনে হচ্ছিল।

দুর্যোধনেব এই অদ্ভুত পবাক্রম দেখে সমস্ত পাণ্ডববা একত্রে মিলিত হযেও সেই বীবেব সম্মুখীন হতে পাবলেন না। তিনি পাণ্ডবদেব সব বীবদেব সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। দুর্যোধনের নৈপুণ্য, অস্ত্র চালনাব সুন্দব পদ্ধতি এবং পবাক্রম সকলেই দর্শন কবতে লাগলেন। তখন কৌবব সৈন্যবা কবচাদিতে সুসজ্জিত হযে দুর্যোধনেব চাবিদিক পবিবৃত কবল। পুনবায দুর্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্নব মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডব যোদ্ধাদেব সঙ্গে কৌবব যোদ্ধাদেবও তুমুল যুদ্ধ হল।

এই ভীষণ যুদ্ধে পাণ্ডব যোদ্ধাবা কৌবব সৈন্যদেব বণে ভঙ্গ দিযে পলাযন কবতে বাধ্য কবেছিল। সেই পলাযনবত মহাবথী যোদ্ধাদেব বিশেষ যত্ন সহকাবে বিবত কবতে দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে লাগলেন।

তখন ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিব দুর্যোধন ও তাঁব ভ্রাতাদেব জয় কববাব অভিপ্রাযে যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। তিনি তিন বাণে কৃপাচার্যকে বিদ্ধ করে চারটি নাবাচেব দ্বাবা কৃতবর্মাব অশ্বদেব বিনাশ কবলেন। এবপর

দুর্যোধন সাত শত বথী যোদ্ধাকে বণক্ষেত্রে যেখানে যুধিষ্ঠিব আছেন, সেই স্থলে প্রেবণ কবলেন, তাবা যুধিষ্ঠিবেব দিকে ধাবিত হলে, তা দেখে ক্রুদ্ধ শিখণ্ডী প্রভৃতি যোদ্ধাবা যুধিষ্ঠিবকে রক্ষা করবাব জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। উভয পক্ষে ভয়ঙ্কব সংগ্রাম আবম্ভ হল। এই যুদ্ধে দুর্যোধনেব যুদ্ধ দর্শনীয।

এদিকে দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডব যোদ্ধাবা মদ্র দেশেব যোদ্ধাদেব সংহাব কবে চলেছেন দেখে দুর্যোধনেব সৈন্যবা পুনবায যুদ্ধ বিমুখ হযে পলাযন কবল। তখন শকুনি সৈন্যদেব উদ্দেশ্য কবে বললেন, নিজ ধর্ম বিষযে অভিজ্ঞ পাপীবদল, এইভাবে পলাযন কবে তোমাদেব কি লাভ হবে? অতএব প্রত্যাবর্ত্তন কব এবং যুদ্ধ আবম্ভ কব।

সেই সময শকুনিব নিকট দশ হাজাব অশ্বাবোহী যোদ্ধা বিদ্যমান ছিল। তিনি তাদেব সঙ্গে নিযে পাণ্ডব সৈন্যদেব পশ্চাদ ভাগে গিযে তাদেব আক্রমণ কবলেন। সেই আক্রমণে পাণ্ডব সৈন্যদেব ব্যূহ ব্যাহত হল।

যুধিষ্ঠিব নিজ সৈন্যদেব ব্যূহ ভঙ্গ হতে দেখে সহদেবকে বললেন কবচ ধাবণ কবে তুমি দ্রৌপদীব পুত্রদেব সঙ্গে দুর্মতি শকুনিকে বধ কব। আমি পাঞ্চাল সৈন্যদেব সঙ্গে এখানে শত্রুদেব বথ ও সৈন্যদেব ভস্ম কবে ফেলব। তোমাব সঙ্গে সমস্ত গজাবোহী, অশ্বাবোহী যোদ্ধা এবং তিন হাজাব পদাতি সৈন্যও যাবে। তুমি এদের দ্বাবা পবিবৃত হযে শকুনিকে বধ কব। সহদেব প্রবলভাবে কৌবব সৈন্যদেব আক্রমণ কবে নিহত কবতে লাগলেন। শকুনি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ কবে অবশিষ্ট জীবিত ছয হাজাব অশ্বাবোহী যোদ্ধাব সঙ্গে পলাযন কবলেন। শকুনি পুনবায অল্প সংখ্যক অশ্বাবোহী যোদ্ধাব সঙ্গে পাণ্ডবদেব আক্রমণ কবলেন এবং পাণ্ডবদেব দ্বাবা প্রবলভাবে আক্রান্ত হলেন।

শকুনি সাত শত অশ্বাবোহী সৈন্য সহ কৌবব সৈন্যদেব নিকটস্থ হযে যুদ্ধে তাদেব উদ্বুদ্ধ কবতে থাকেন। দুর্যোধনকেও বথ সৈন্যদেব বিনাশ কবতে বললেন। শকুনিব কথা শুনে কৌবব সৈন্যবা পাণ্ডব

সৈন্যদেব আক্রমণ করল। তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আপনি অশ্বদের পবিচালনা করুন এবং সৈন্য সাগরে প্রবেশ করুন। আমি আজ শত্রুদেব নিহত করব। তিনি বললেন—

সমুদ্রকল্পঞ্চ বলং ধার্তবাষ্ট্রস্য মাধব।

অস্মানাসাদ্য সঞ্জাতং গোষ্পদোপমমচ্যুত ॥ (শঃ) ২৪।১৯

—মাধব, অচ্যুত, দুর্যোধনেব সমুদ্রেব ন্যায অনন্ত সৈন্যবাহিনী আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আজ গোষ্পদেব ন্যায় অত্যল্প হয়েছে।

অর্জুনেব এই উক্তি হতেই বোঝা যায়, দুর্যোধনেব পরাজয় অতি আসন্ন। অর্জুন কৌবব পক্ষেব শ্রেষ্ঠ মহাবথী ভীষ্ম, কর্ণ, জলসন্ধ, বাজা শ্রুতায়ুধ, ভূবিশ্রবা, শল্য, শাল্ব, জয়দ্রথ, বাহ্লীক সোমদত্ত, বাক্ষস অলাযুধ, ভগদত্ত, বীববব কম্বোজরাজ, ভ্রাতা দুঃশাসন প্রভৃতির নামেব উল্লেখ কবে বললেন, এঁদেব মৃত্যুতেও দুর্যোধন যুদ্ধ হতে প্রতিনিবৃত্ত হল না। জনার্দন দুর্যোধন নিশ্চিত নিজের কুলকে বিনাশ কববাব জন্যই জন্মগ্রহণ কবেছে। (কুলান্তকবণো ব্যক্তং জাত এষ জনার্দন) বিদুব আমাকে অনেকবাব বলেছেন এই দুর্যোধন জীবিত থাকতে বাজ্যেব ভাগ দেবে না। দুবুদ্ধি দুর্যোধনেব প্রাণ যে পর্যন্ত আছে, সে নিষ্পাপ তোমাদেব উপর (পাণ্ডব) পাপাচবণ কবতে থাকবে। যুদ্ধ ব্যতীত অপর অন্য কোন উপায়ে দুর্যোধনকে জয় কবা সম্ভব নয়।

যো হি শ্রুতা বচঃ পথ্যং জামদগ্ন্যাদ্ যথাতথম্।

অবামন্যত দুর্বুদ্ধি ধ্রুবং নাশমুখে স্থিতঃ॥ (শঃ) ২৪।৪৩

—যে দুর্মতি দুর্যোধন জমদগ্নি নন্দন পবশুবামেব মুখ হতে যথার্থ এবং হিতকব কথা শুনেও তাঁকে অবহেলা কবেছে, সে নিশ্চয়ই বিনাশেব মুখে পতিত হযেছে।

দুর্যোধনেব জন্মেব পবই সিদ্ধ পুরুষবা বাববাব বলেছিলেন যে, এই দুবাত্মাব জন্যই ক্ষত্রিয় জাতির বিনাশ ঘটবে। তাদের এই কথা আজ সত্য হচ্ছে। কাবণ দুর্যোধনেব জন্যই বহু বাজা বিনষ্ট হয়েছেন।

কৃষ্ণার্জুনের উপরোক্ত কথোপকথন থেকে উপলব্ধি করা যায়, দুর্যোধন কেবল কৌরব বংশ ধ্বংসের কারণ নয়, ক্ষত্রিয় জাতিরই বিনষ্টের কারণ।

কৌরব সৈন্যরা অর্জুনের শরাঘাতে নিহত ও আহত হয়ে দুর্যোধনের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করছিল। দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলে, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের চারটি অশ্বকে নিহত করলেন। একটি ভল্লের দ্বারা তার সারথির মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। এইভাবে তাঁর রথ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে দুর্যোধন একটি অশ্বপৃষ্ঠে করে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করলেন।

ভীম দুর্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে বধ করেছিলেন। সহদেব উলুক ও শকুনিকে বধ করার পর দুর্যোধন জীবিত সৈন্যদের সঙ্গে পদব্রজেই পলায়ন করেন। (পদাতয়শ্চৈব সধার্তরাষ্ট্রাঃ) পাণ্ডবরা কৌরবদের এক অক্ষৌহিনী সৈন্য ধ্বংস করলেন। সেই সময় একমাত্র আহত দুর্যোধন জীবিত ছিলেন। তখন তাঁর নিকট কোন সৈন্য ও বাহন ছিল না। পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কেবল দুই হাজার রথ, সাতশত হাতী, পাঁচ হাজার অশ্ব এবং দশ হাজার পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। এদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রণাঙ্গণে অবস্থান করতে লাগলেন। অন্য দিকে রাজা দুর্যোধন একাকী। রণক্ষেত্রে দুর্যোধন নিজের কোন সহায়ককে দেখতে পেলেন না। অপরদিকে শত্রুদের গর্জন শুনে এবং নিজের সৈন্যদের ধ্বংস হতে দেখে নিজের নিহত অশ্বকে সে স্থানে ত্যাগ করে ভীত হয়ে পূর্বদিকে পলায়ন করলেন।

একাদশচমূভর্তা পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
গদামাদায় তেজস্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হ্রদম্ ॥ (শঃ) ২৯।২৭

—যিনি একসময় একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন আপনার (ধৃতরাষ্ট্রের) সেই তেজস্বী পুত্র দুর্যোধন তখন কেবল গদা হাতে করে পদব্রজে সরোবরের দিকে গমন করলেন।

কিছুদূব অগ্রসব হযে দুর্যোধন বিদুবেব কথা স্মবণ কবলেন। তিনি চিন্তা কবলেন যে নিজ পক্ষেব ও ক্ষত্রিয় কুলেব যে প্রভূত ক্ষতি হল, -এটা বিদুব পূর্বেই দেখতে পেযেছিলেন ও বুঝতে পেযেছিলেন। নিজেব সৈন্যদেব সেইভাবে বিনষ্ট হতে দেখে দুর্যোধন দুঃখে ও শোকে সন্তপ্ত হলেন, এবং নিবাপদ মনে কবে হ্রদে আত্ম-গোপন কবলেন। অবশেষে দুর্যোধনেব সম্বন্ধে সঞ্জয় ধৃতবাষ্ট্রকে বলছিলেন, আমি পলাযমান, আহত দুর্যোধনকে গদা হাতে দাঁডিযে থাকতে দেখেছি। আমাব প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাঁব চোখ দুটো সজল হযে উঠল। তিনি আমাব দিকে তাকাতে পাবছিলেন না। আমিও যুদ্ধস্থলে শোকমগ্ন দুর্যোধনকে দেখে দুঃখ ভাবাক্রান্ত হওয়াতে কোন কথা বলতে পাবিনি।

: মুকুট যাঁব অঙ্গেব ভূষণ, সহস্র সহস্র মূর্ধাভিষিক্ত বাজন্যবর্গ যাঁব অধীনতা গ্রহণ কবে, বীব কর্ণ যাঁব জন্য চাব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত বত্নভূষিত পৃথিবীকে কবদানের ব্যবস্থা কবেছিলেন, কর্ণই অপব বাষ্ট্রে যাঁব আজ্ঞাব প্রসাব বৃদ্ধি কবিযেছিলেন, যে বাজা বাজ্য শাসন কববাব সময কখনো অস্ত্র তুলেননি, যিনি হস্তিনাপুবে থেকেই নিজেব কল্যাণময নিষ্কন্টক রাজ্য সর্বদা পালন কবতেন, যিনি নিজেব ঐশ্বর্যে কুবেবকেও স্মবণ কবতেন না, এ গৃহ হতে গৃহান্তরে বা দেবালয়ে যাতাযাতেব জন্য স্বর্ণপথ নির্মিত ছিল, ইন্দ্রতুল্য বলবান যে নৃপতি ঐবাবতেব ন্যায কান্তিমান গজ পৃষ্ঠে আবোহণ কবে মহৈশ্বর্যেব সঙ্গে যাত্রা কবতেন, সেই ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী বাজা দুর্যোধনকে অত্যন্ত আহত অবস্থায কেবল পদতলে ভূতলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাব অত্যন্ত কষ্ট হল। এমন প্রতাপশালী মহাবাজ দুর্যোধনকে ও এইরূপ বিপদাপন্ন হতে দেখে এটাই মনে হয যে বিধাতাই সর্বাপেক্ষা বলবান।

দুর্যোধন সম্বন্ধে সঞ্জয়েব এই উক্তি হতে মহাপ্রতাপশালী ঐশ্বর্যশালী দুর্যোধনেব যুদ্ধোত্তব পবিণতি অতীব দুঃখদায়ক। কিন্তু সঞ্জয়েব মতে

যা বিধাতাব বিধান বলা হযেছে—তা কি সত্য? দুর্যোধনেব পবিণতিব জন্য তাঁব হিংসা, ঈর্ষাকেই কি দাযী কবা যায না?

অতঃপব আমি যুদ্ধে আমাব বন্দী ও মুক্ত হবাব সব বৃত্তান্ত তাঁকে বললাম। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা কবে আমাকে তাঁব ভ্রাতাদেব ও সৈন্যদেব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জানতে পাবলাম কৌবব পক্ষে তিনজন মহাবথী—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কেবল জীবিত আছেন। এই কথা শুনে দুর্যোধন দীর্ঘশ্বাস যেলে আমাব দিকে দীনভাবে তাকিযে আমাকে স্পর্শ কবে বললেন—সঞ্জয, এই সংগ্রামে তুমি ব্যতীত আমাব অন্য কোন আত্মীয সম্ভবতঃ জীবিত নেই। (তদন্যো নেহ সংগ্রামে কশ্চিজ্জীবতি সঞ্জয) কাবণ অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। অপব দিকে পাণ্ডববা নিজেদেব সহাযক সম্পন্ন হযেছে।

তুমি মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্রকে বল যে, আপনাব পুত্র দুর্যোধন শক্তিশালী সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃহীন হযে হ্রদে প্রবেশ কবেছে। পাণ্ডববা যখন আমাব বাজ্য হবণ কবল, তখন আমাব মত ব্যক্তি কিরূপে জীবন ধাবণ কবতে পাবে? সঞ্জয, তুমি তাঁকে জানাবে দুর্যোধন, ক্ষত বিক্ষত দেহে জলপূর্ণ হ্রদে আত্মগোপন কবে আছে। এই কথা বলে দুর্যোধন বিশাল সবোববে প্রবেশ কবে মাযাব দ্বাবা তাব জল স্তম্ভিত কবে দিলেন।

দুর্যোধন জলে দণ্ডাযমান হলে কৌবব পক্ষেব জীবিত শেষ তিন মহাবথী সঞ্জযকে দুর্যোধনেব কুশল সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। সব শুনে তাঁবা তাঁব জন্য বিলাপ কবলেন। কিন্তু পাণ্ডবদেব আসতে দেখে তাঁবা সেই স্থান হতে পলাযন কবলেন। দুর্যোধনেব জীবিত মন্ত্রীবা বাজ-মহিলাদেব সঙ্গে নগবেব দিকে যেতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিবেব নির্দেশে বৈশ্য কুমাবীব পুত্র যুযুৎসু বাজকুলেব স্ত্রীদেব বাজধানী হস্তিনাপুবে নিযে গেলেন।

পাণ্ডবদেব বাহনবা দুর্যোধনেব অন্বেষণ কবতে ক্লান্ত হযে নিজ

শিবিবে ফিবে গেল। পাণ্ডববা যখন শিবিবে বিশ্রাম কবছিলেন, তখন কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা সেই হ্রদেব তীবে এসে উপস্থিত হয়ে ত্বর্যোধনকে বললেন, বাজা, তুমি উঠে এস এবং আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিবেব সঙ্গে যুদ্ধ কব। জয়লাভ কবে এই পৃথিবীব রাজ্য ভোগ কব অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে গমন কর। তুমিও তো পাণ্ডবদেব প্রায সব সৈন্যকে ধ্বংস কবেছ। অবশিষ্ট আহত সৈন্যবা ক্লান্ত। তুমি আমাদেব দ্বাবা সুবক্ষিত হয়ে তাদেব উপব আক্রমণ কববে, তখন তাবা তোমাব আক্রমণ সহ্য কবতে পাববে না। তুমি উঠে এসে যুদ্ধ কব।

ত্বর্যোধন উত্তবে বললেন, আমি কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে আপনাদের জীবিত দেখে অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করছি। আমরা সকলে বিশ্রাম কবে নিজেদেব ক্লান্তি দূর কবতে পারলে অবশ্যই জয়ী হব। আপনাবাও অত্যন্ত ক্লান্ত এবং আমিও অত্যন্ত আহত হয়েছি। অপব পক্ষে পাণ্ডবদের বল বৃদ্ধি হচ্ছে। এইজন্য বর্তমানে আমার যুদ্ধ কববাব ইচ্ছে নেই। (যুদ্ধং ন বোচয়ে) আপনাদেব যে যুদ্ধ কববাব উৎসাহ এসেছে, এটা কোন আশ্চর্যের বিষয নয়। আমাব উপব আপনাদেব অনুবাগ আছে। তথাপি এখন পবাক্রম প্রকাশ কববাব সময় নয়। আজ বাত্রে বিশ্রাম কবে আগামীকাল বণাঙ্গনে আপনাদেব সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ কবব—এতে কোন সংশয় নেই।

English dramatist Thomas Otway এব মতে **Ambition is a lust that is never quenched, but grows more inflamed and madder by enjoyment** এই কথাটি ত্বর্যোধন চবিত্রে খুবই প্রযোজ্য। তাই একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি মহাবথীদেব হাবিযে কেবল মাত্র অশ্বত্থামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাব সাহায্যে পুনবায যুদ্ধ কবে জযলাভ কববাব স্বপ্ন বাতুলতা মাত্র নয কি ?

ত্বর্যোধনের কথা শুনে অশ্বত্থামা বললেন, মহাবাজ, তুমি উঠ।

তোমার কল্যাণ হোক। আমরা শত্রুদের জয় করব। আমি আমার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম, দান, সত্য ও জপের শপথ করে বলছি যে, আজ সোমকদের আমি সংহার করব। যদি প্রাতঃকালে আমি যুদ্ধে শত্রুদের বধ করতে না পারি তবে আমার যেন সজ্জন পুরুষদের যোগ্য ও যজ্ঞকারীদের লভ্য পরম গতি লাভ না হয়। আমি সমস্ত পাঞ্চালদের বধ না ক্রে আমার কবচ খুলবো না, তা তোমাকে সত্য করে বললাম। আমার কথা তুমি শোন।

তাঁদের এরূপ কথোপকথন সময়ে মাংসের ভারে পরিশ্রান্ত হয়ে ব্যাধরা জলপান করবার জন্য হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা নির্জনে থেকে এঁদের (দুর্যোধনদের) বাক্যালাপ শুনলো। তাঁদের কথোপকথন হতে ব্যাধরা বুঝতে পারল যে রাজা দুর্যোধন এই সরোবরে আত্মগোপন করে আছেন।

পূর্বে পাণ্ডবরা যখন দুর্যোধনের অন্বেষণ করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির ব্যাধদের কাছে দুর্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞেস করেছিলেন। সুতরাং তারা স্থির করল দুর্যোধনের আত্মগোপনের সংবাদ ভীমের নিকট প্রকাশ করে পুরস্কৃত হবে।

স নো দাস্যতি সুপ্রীতো ধনানি বহুলান্যুত।

কিং নো মাংসেন শুষ্কেণ পরিক্লিষ্টেন শোষিণা॥ (শঃ) ৩০।৩৩

—ইহাতে তিনি অত্যন্ত খুসী হয়ে আমাদের বহু ধন দান করবেন। তখন আমাদের এই দেহের রক্ত শোষণকারী শুষ্ক মাংস বহন করে বৃথা কষ্ট করবার কি প্রয়োজন হবে?

এইরূপ স্থির করে তারা পাণ্ডব শিবিরের দিকে গেল। এদিকে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের খোঁজে চতুর্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলেন। গুপ্তচররা যুধিষ্ঠিরকে জানালো দুর্যোধন নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সেই সংবাদে যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হলেন। পাণ্ডবরা যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন, তখন ব্যাধরা ভীমের নিকট গিয়ে সরোবর তীরে যা যা দেখেছে ও শুনেছে, তা সব ব্যক্ত করল। ভীম তাদের বহু ধন দান করে যুধিষ্ঠিরকে সব জানালেন।

এই সংবাদ পেযে যুধিষ্ঠিব কৃষ্ণকে অগ্রে বেখে সত্বব দ্বৈপায়ন হ্রদেব নিকটে গেলেন। সোমক বীববা উৎফুল্ল হযে চাবদিকে চীৎকাব কবে বলতে লাগলেন যে ধৃতবাষ্ট্রেব পাপী পুত্র দুর্যোধনেব সংবাদ পাওয়া গেছে এবং তাকে দেখাও গেছে।

সেই সময অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল বীববা দুর্যোধনকে বন্দী কববাব ইচ্ছায সত্বব যুধিষ্ঠিবেব অনুগমন কবলেন। এঁদেব সঙ্গে সমস্ত অশ্বাবোহী, গজাবোহী ও শত শত পদাতি সৈন্যও ছিলেন। (যুধিষ্ঠিব চবিত্রে দ্রষ্টব্য)

কাশীদাসী মহাভাবতে কবি বলেছেন দুর্যোধনেব পক্ষে জীবিত এয়ী কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামাকে জীবিত দেখে দুর্যোধন বলছেন :—

আমি মাযা কবি থাকি জলেব ভিতব॥
রাত্রি অনুসাবে সবে হব এক স্থান।
যুধিষ্ঠিবে মাবি পুনঃ লভিব শ্মশান॥ (গঃ)

—কি দুর্জয আশা! এই কুহকিনী আশা দুর্যোধনেব বিবেক—বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন কবে বেখেছিল। তাঁব আত্মসম্মান ও দম্ভ তাঁব শুভ-বুদ্ধিকে পঙ্গু কবে যেলেছিল—যাব অনিবার্য পবিণতি তাঁকে ধ্বংসেব পথে টেনে নিয়েছে। ভীষ্মেব কথাব সত্যতা এ স্থানে প্রমাণিত হযেছে।

যুধিষ্ঠিব যখন দুর্যোধনকে বললেন তাঁব পঞ্চ ভ্রাতাব যে কোন একজনেব সঙ্গে তিনি যুদ্ধ কবতে পাবেন তখন দুর্যোধন ভীমেব সঙ্গে গদা যুদ্ধ কববাব বাসনা ব্যক্ত কবলেন। ভীমও পাণ্ডব পক্ষেব সকলেব শুভেচ্ছা নিযে গদা তুলে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুবকে যুদ্ধে আহ্বান কবেছিল, সেইরূপ দুর্যোধনকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান কবলেন।

কাশীদাসী মহাভাবতে যুধিষ্ঠিব যখন দুর্যোধনকে বন্ধু আত্মীয পবিজনেব মৃত্যু ঘটিযে দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন কবে থাকাব জন্য ধিক্কাব দিলেন—

প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন বলেলন ঃ—

নিষ্পাণ্ডব ধরা আজি করিব যে রণে ॥
শুন যুধিষ্ঠির তুমি সৈন্যেতে বেষ্টিত।
একেশ্বর আমি আছি পদাতি-রহিত ॥
একাকী করিব রণ শুন ধর্মরায়।
অনিয়ম রণ করিবারে না যুয়ায় ॥
একাকী সংগ্রাম করিবারে নাহি ভয়।
আসুক তোমার ভীম কিম্বা ধনঞ্জয় ॥
অপর তোমার যত নৃপতি সকল।
একেশ্বর পেয়ে বিনাশিব পরদল ॥ (গঃ)

অন্যদিকে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মৃত্যুতে দুর্যোধনের মধ্যে বৈরাগ্য (?) ভাব দেখা দিয়েছে, তাই তিনি বলেছেন ঃ—

ন হ্যুৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিব যোষিতম্ ॥ (শঃ) ৩১।৪৫

—বিধবার ন্যায় শ্রীহীন এই পৃথিবীকে উপভোগ করবার কোন উৎসাহ আমি পাই না।

অন্যত্র দুর্যোধন বলেছেন—

অহং বনং গমিষ্যামি হ্যজিনৈঃ প্রতিবাসিতঃ।
রতির্হি নাস্তি মে রাজ্যে হতপক্ষস্য ভারত ॥ (শঃ) ৩১।৫০

—ভরতনন্দন, আমি মৃগ চর্ম ধারণ করে বনে চলে যাব। আত্মপক্ষের সবাই নিহত হওয়ায় এখন এই রাজ্যে আমার সামান্য অনুরাগও নাই।

দুর্যোধনের মত দাম্ভিক, কটুভাষী, নীচাশয় স্বার্থপর লোকের মুখে উপরোক্ত উক্তি যেন বড়ই বিসদৃশ। যথার্থই দুর্যোধনের মধ্যে কি বৈরাগ্য ভাব এসেছিল? অথবা নিজের পরাজয়ের গ্লানিকে বৈরাগ্যের উত্তরীতে আচ্ছাদিত করে লোকলজ্জা হতে নিষ্কৃতি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

অন্যত্র দুর্যোধন বলেছেন, এই বীরশূন্য পৃথিবী তোমারই হোক।

ধনবত্ন সবই নিঃশেষিত। তুমি এখন বীরশূন্য, রত্নহীন, শ্রীহীন রাজ্য ভোগ কব।

দুর্যোধনেব এই উক্তির মধ্যেও দুষ্ট ব্যক্তিব পরিতৃপ্তি অনুভব কবা যাচ্ছে। প্রকাবান্তে তিনি যুধিষ্ঠিবকে যেন এটাই বোঝাতে চাইছেন যে যুধিষ্ঠিব জযী হলেও, ভোগ কববার মত কিছুই আব অবশিষ্ট বাখা হয়নি।

যুধিষ্ঠিবেব ভৎসনায তাঁব পৌরুষ পুনবায় জেগে উঠল। যুধিষ্ঠিব তাঁকে তাঁব বাঞ্ছিত অস্ত্র ও বাহন দিতে রাজী হলে, তিনি ভীমেব সঙ্গে গদাযুদ্ধে সম্মত হলেন।

ভীমেব আহ্বানে গদা হস্তে দুর্যোধনকে কৈলাস পর্বতেব ন্যায় মনে হচ্ছিল।

ন সম্ভ্রমো ন চ ভয়ং ন চ গ্লানির্ন চ ব্যথা।

আসীদ্ দুর্যোধনস্যাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে॥ (শঃ) ৩৩।৪১

—সেই সময় দুর্যোধনেব কোনরূপ বিভ্রান্তি ছিল না এবং ভয, গ্লানি বা ব্যথা ছিল না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহেব ন্যায় নির্ভযে অবস্থান কবছিলেন।

দুর্যোধনকে দেখে ভীম বললেন, তুমি এবং বাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদেব উপব যে সব অত্যাচাব কবেছ ও বাবণাবত নগবে যা ঘটেছিল, সেইসব পাপকর্মকে এখন স্মবণ কব। দুবাত্মা, তুমি সভামধ্যে বজস্বলা দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত কবেছ; শকুনিব পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠিবকে ছলে পাশা খেলায পবাজিত কবেছ। এবং নিবপবাধ কুন্তী পুত্রদেব উপব আবও অনেক পাপকর্ম ও অত্যাচাব কবেছ, সেই সব কাজেব ভয়ঙ্কব অশুভ ফল আজ তুমি প্রত্যক্ষ কববে। তোমাব জন্য আমাদেব পিতামহ শবশয্যায় শাযিত আছেন। তোমাবই অপবাধে দ্রোণাচার্য, কর্ণ শল্য এবং শত্রুতাব আদি স্রষ্টা শকুনি (বৈবস্য চাদির্কতাসৌ শকুনি নিহতো) এঁবা সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। তোমার ভ্রাতাবা, বীব পুত্রবা সৈন্যবা এবং বহু শক্তিশালী নৃপতিবা মৃত্যু ববণ

কবেছেন। দ্রৌপদীব ক্লেশদাতা পাপী প্রতিকামী ও বিনষ্ট হযেছে। (প্রতিকামী যথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশ কৃদ্ধতঃ।) এখন এই বংশেব নাশকাবী নবাধম একমাত্র তুমিই জীবিত আছ। আজ এই গদাব আঘাতে তোমাকেও বধ কবব—এতে কোনও সংশয নেই। আজ বণক্ষেত্রে আমি তোমাব সমস্ত দর্প চূর্ণ কবে দেব। তোমাব মনে বাজ্য লাভ কববাব যে তীব্র লালসা বযেছে, এবং পাণ্ডবদেব উপব তোমাব সব অত্যাচাবও নষ্ট কব্‌ব।

দুর্যোধন বললেন—বৃকোদর, তুমি অনেক লম্বা চওডা কথা বলছ, এতে কি লাভ হবে ? এসো আমাব সঙ্গে যুদ্ধ কব। আমি তোমাব যুদ্ধেব অভিলাষ পূর্ণ কবে দেবো। হে পাপী, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমি হিমালযেব শিখবেব ন্যায় বিশাল গদা হাতে নিযে যুদ্ধেব জন্য দণ্ডাযমান আছি। আজ এমন কোন্ শত্রু আছে, যে আমাব হাতে গদা থাকতে আমাকে বধ কবতে পাবে ? ন্যায যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পবাজিত কবতে পাববে না। শবৎকালেব নির্মল মেঘেব মত বৃথা গর্জন কর না। (মা বৃথা গর্জ কৌন্তেয শাবদাভ্রমিবা-জলম্।) আজ তোমাব যত শক্তি আছে, তা সমস্তই তুমি সম্মুখ যুদ্ধে দেখাও।

এইবূপ অবস্থায দুর্যোধনেব এই প্রকাব উক্তি শুনে সমস্ত পাণ্ডববা ও সৃঞ্জযবাও তাঁব তেজস্বীতাব প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁবা বাববাব হাততালি দিযে বাজা দুর্যোধনকে যুদ্ধে উৎসাহিত কবলেন।

দুর্যোধনেব উপবোক্তি হতে তিনি যে যথার্থই নির্ভীক ও বীব ছিলেন, তা বোঝা যায়। তাই আত্মীয় পবিজন, বন্ধু বান্ধবদেব হাবিয়েও আপন বীবত্বে দুর্যোধন জযী হবাব আশা বাখেন। স্বল্পক্ষণ পূর্বে তাঁব সঙ্গী যোদ্ধা অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য প্রভৃতিব সামনে যে শ্রান্তিব অনুযোগ কবেছিলেন ভীমেব আহ্বানে মুহূর্তের মধ্যে তা ভুলে প্রকৃত বীবেব মত কখে দাঁডালেন।

বলবাম তাঁব দুই শিষ্য সংগ্রামে প্রস্তুত হযেছে খবব পেযে তা

দেখবার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করে স্বাগত জানালেন। অন্যান্য সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীম ও দুর্যোধন উভয়ে গদা উচিয়ে বলরামের প্রতি সম্মান দেখালেন। বলরাম তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরাও তাঁদের গুরু বলরামকে বিধি অনুসারে পূজা করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির বললেন, বলরাম, আপনি দুই ভাই ভীম ও দুর্যোধনের মহাযুদ্ধ দেখুন।

ভীম ও দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন বলরাম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমি ঋষিদের মুখে শুনেছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পাবন পুণ্যময় তীর্থ। এই তীর্থ স্বর্গ প্রদায়ক। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণরা সর্বদা এর সেবা করে থাকেন। যে সেই স্থানে যুদ্ধ করতে করতে দেহ ত্যাগ করবে, তার নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সঙ্গে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ হবে। সুতরাং আমরা সকলে এখান হতে সমন্ত পঞ্চক তীর্থে গমন করব। এই ভূমি দেবলোকে প্রজাপতির উত্তরবেদি নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিলোক এই পূণ্যতম সনাতন তীর্থে যুদ্ধ করে মৃত মানুষ স্বর্গে যায়।

যুধিষ্ঠির বলরামের প্রস্তাবে সম্মত হলে সকলে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। দুর্যোধনও গদা হস্তে পাণ্ডবদের সঙ্গে পদব্রজে গেলেন।

কবচ বন্ধন করে দুই বীর ভীমসেন ও দুর্যোধন যুদ্ধভূমিতে দুটি ক্রুদ্ধ মদমত্ত হাতীর ন্যায় প্রকাশিত হলেন। দুর্যোধন যখন ভীমকে আহ্বান করলেন তখন নানা প্রকার ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হল। (প্রাদুরাসন্ সুঘোরাণি রূপাণি বিধিধান্যুত।) বিদ্যুতের শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ড বায়ু বইতে লাগল, চারদিক ধূলায় আচ্ছাদিত হয়ে উঠল। আকাশ হতে তীব্র এবং বজ্রের প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে রোমাঞ্চকর শত শত উল্কা ভূমি বিদীর্ণ করে পড়লো। অমাবস্যা ব্যতীতই রাহু সূর্যকে গ্রাস করে ফেললেন এবং বন ও বৃক্ষগুলি সহ ধরণী অত্যন্ত কাঁপতে লাগল। অধোভাগে ধূলি ও কাঁকর বর্ষণ করতে করতে রুক্ষ বাতাস বইতে লাগল, পর্বতগুলির শিখর খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ধরাতলে পড়ল। নানা

প্রকাব আকৃতি বিশিষ্ট মৃগবা দশদিকে ছুটতে লাগল। অত্যন্ত ভযঙ্কব ও ঘোবাকৃতি শৃগালবা মুখ হতে অগ্নি উদ্গীবণ কবতে কবতে নানা প্রকাব অমঙ্গল সূচক শব্দ কবছিল। অত্যন্ত ভযঙ্কব শব্দ উঠছিল। দিক গুলি যেন তখন প্রজ্বলিত হযে উঠল এবং মৃগবাও কোন এক আগামী অমঙ্গলসূচক শব্দ কবল। কূযাব জল সেই সময চাবদিক বর্দ্ধিত হল এবং উচ্চৈঃস্ববে চাবদিক হতে কোলাহল শোনা গেল। এইসব বহু অশুভ ইঙ্গিত দেখে ভীম যুধিষ্ঠিবকে বললেন—

ভাই, দুর্যোধন যুদ্ধে আমাকে কোন প্রকাবে পবাজিত কবতে পাববে না। আজ আমি আমাব দীর্ঘ কালেব ক্রোধ দুর্যোধনেব উপব আবোপ কবব, যেমন অর্জুন খাণ্ডব বনে অগ্নিব উপব নিক্ষেপ কবেছিল। আজ আপনাব হৃদযেব কণ্টক আমি দূব কবব। আজ গদাব আঘাতে পাপী দুর্যোধনকে বধ কবে তাব শবীবকে শত শত ভাগে খণ্ড খণ্ড কবে দেব। (ভীম চবিত্র দ্রষ্টব্য)

ভীম দুর্যোধনকে তাঁব পূর্ব পাপ কর্মেব কথা স্মবণ কবতে বললেন। দুর্যোধনও নির্ভযে বললেন, বৃকোদব এরূপ বড বড কথা বলে কি লাভ? তুমি আমাব সঙ্গে সংগ্রাম কব। আজ আমি তোমাব যুদ্ধ লিপ্সা পূর্ণ কবব। তোমাব মত কোন লোকই অন্য প্রাকৃত মানুষেব ন্যায দুর্যোধনকে কথাব দ্বাবা ভয দেখাতে পাববে না। দীর্ঘকাল ধবে তোমাব সঙ্গে গদা যুদ্ধেব যে অভিলাষ আমাব ছিল, সৌভাগ্যবশতঃ তা দেবতাবা পূর্ণ কবেছেন।

কিং বাচ্য বহুনোক্তেন কত্থিতেন চ দুর্মতে।
বাণী সম্পদ্যতামেষা কর্মণা মা চিবং কৃথাঃ॥ (শঃ) ৫৬।৪১

—দুর্মতে, বাক্যেব দ্বাবা নিজেব বহু প্রশংসা কবে কি লাভ হবে? তুমি যা কবতে পাববে, তা কার্যে পবিণত কবে দেখাও।

অতঃপব উভযেব মধ্যে তুমুল গদা যুদ্ধ শুরু হল, কৃষ্ণ অর্জুনকে জানালেন ন্যায যুদ্ধে ভীম কোন প্রকাবেই দুর্যোধনকে পরাজিত কবতে পাববে না। (কৃষ্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) সুতবাং ভীম গদাব দ্বাবা দুর্যোধনেব

দুই উরু ভঙ্গ কবে তাব প্রতিজ্ঞা পালন কবলেই একমাত্র জয় সম্ভব। এই কথা শুনে অর্জুন ভীমকে দেখিয়ে নিজেব বাম জঙ্ঘাতে হাত দিয়ে আঘাত কবতে লাগলেন।

এই সঙ্কেতে ভীম যুদ্ধে গদা দ্বারা দুর্যোধনেব সুন্দব উরুতে আঘাত কবে তাঁব উরু ভেঙ্গে দিলেন। দুর্যোধন সমস্ত আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত কবে ভূমিতে পড়ে গেলেন। দুর্যোধন পড়ে যাবাব সঙ্গে সঙ্গে আবাব প্রাকৃতিক নানা অশুভ ইঙ্গিত দেখা গেল। দুর্যোধন ধবাশাযী হলে ইন্দ্র সেস্থানে বক্ত ও ধূলি বর্ষণ কবতে লাগলেন, সেই সময আকাশে যক্ষ, বক্ষ ও পিশাচদেব মহা কোলাহল শোনা গেল।

ভীম ভূতলে পতিত দুর্যোধনেব গদা কেড়ে নিলেন এবং বাম পদেব দ্বাবা তাঁব মস্তক মর্দিত কবে তাঁকে ক্রুব ও কপট বলে তিবস্কাব কবলেন। ভীমেব এই আচবণে যুধিষ্ঠিব তাঁকে উল্টে তিবস্কাব কবলেন।

বলবাম ভীমেব এই আচবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নিজ দুই বাহু উপবে উঠিযে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ কবতে কবতে বললেন, ভীমসেন, তোমায ধিক্!

এই ধর্মযুদ্ধে নাভিব নিম্নে এই যে প্রহাব করা হযেছে, তা গদা যুদ্ধে কখনও দেখা যায নাই। নাভিব নীচে আঘাত কবা উচিত না। এটাই গদা যুদ্ধে শাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত। অতঃপব তিনি কৃষ্ণকে বললেন—

ন চৈষ পতিতঃ কৃষ্ণ কেবলং মৎসমোহসমঃ॥
আশ্রিতস্য তু দৌর্বল্যাদাশ্রযঃ পবিভৎ‍র্স্যতে। (শঃ) ৬০।৮-৯

—কৃষ্ণ, দুর্যোধন আমাব ন্যায় বলবান ছিল, গদা যুদ্ধে তাব সমান কেউই ছিল না। এস্থলে অন্যায কবে ভীমসেন কেবল দুর্যোর্ধনকেই ভূপতিত কবেনি, শবণাগতের দুর্বলতাব জন্য শবণদাতাকেও ভৎ‍র্সনা কবা হয়।

বলবামেব এই উক্তি গদা যুদ্ধে দুর্যোধনেব কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না তাই প্রমাণ কবে। বলবাম সেই সভাতে সর্ব সমক্ষে বললেন, দুর্যোধনকে অধর্ম উপাযে বধ কবে ভীম এ জগতে কপটী যোদ্ধা

যোদ্ধা ৰূপে বিখ্যাত হবে। দুর্যোধন সবলতাব সঙ্গে যুদ্ধ কবছিল, এই অবস্থায সে নিহত হয়েছে, অতএব সে সনাতন সদগতি প্রাপ্ত হবে—এই কথা বলে বলবাম দ্বাবকাভিমুখে প্রস্থান কবলেন।

পাণ্ডব সৈন্যবা ভীমেব প্রশংসা ও দুর্যোধনেব নিন্দা কবায কৃষ্ণ তাদেব বললেন, মৃত শত্রুকে পুনবায বধ কবা উচিত নয়। তোমবা এই মন্দমতি দুর্যোধনকে বাববাব কঠোব বাক্যের দ্বাবা আঘাত কবছ। এই নির্লজ্জ পাপীও সেই সমযেই নিহত হযেছিল, যখন সে লোভাকৃষ্ট হযে পাপী ব্যক্তিদেব নিজেব সহায়ক কবে বন্ধুদেব শাসন অতিক্রম কবেছিল। (লুব্ধঃ পাপসহাযশ্চ সুহৃদাং শাসনাতিগঃ।) বিদুব, দ্রোণ, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং সৃঞ্জযগণ বাববাব প্রার্থনা কবলেও এই দুর্যোধন পাণ্ডবদেব পৈত্রিক ভাগ দেযনি। এই নবাধম এখন কোন কিছুবই যোগ্য নয, এখন সে কাবও শত্রুও নয এবং কাবও মিত্রও নয। এই দুর্যোধন শুষ্ক কাষ্ঠেব তুল্য কঠিন। একে কটুবাক্যেব দ্বাবা অধিক নত কবে কি লাভ হবে? এখন শীঘ্র নিজ নিজ বথে উঠ। আমবা এখনই শিবিবে যাব। সৌভাগ্যবশতঃ এই পাপাত্মা নিজ মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও ভ্রাতা বান্ধবদেব সঙ্গে নিহত হয়েছে।

কৃষ্ণেব মুখে এৰূপ নিন্দা শুনে দুর্যোধন অমর্ষেব বশীভূত হযে পড়লেন এবং দুই হাতে ভূমি ভব কবে পশ্চাৎ ভাগেব সাহায্যে উঠে বসলেন। তাবপব কৃষ্ণেব দিকে ভ্রূভঙ্গী কবে যদিও শবীবে প্রাণান্তক বেদনা অনুভব কবছিলেন, তথাপি তা ভুলে গিযে দুর্যোধন কঠোব বাক্যে কৃষ্ণকে বললেন,

কংসদাসেব পুত্র, আমি যে অধর্ম উপাযে গদা যুদ্ধে নিহত হয়ে ভূপতিত হয়েছি, এই কুকীর্তিব জন্য কি তোমাব লজ্জা হচ্ছে না? আমাব উরু ভাঙ্গবাব জন্য তুমি অর্জুনকে দিযে ভীমকে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলে, তা কি আমি বুঝতে পাবিনি?

> ঘাতযিত্বা মহীপালানৃজুযুদ্ধান্ সহস্রশঃ॥
> জিহ্মৈরুপাযৈর্বহুভির্ন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা। (শঃ) ৬১।২৯-৩০

—সরলতাব সঙ্গে ধর্মানুকুল যুদ্ধরত সহস্র সহস্র ভূপতিদেব বহু সংখ্যক কুটিল উপায়েব দ্বাবা বিনাশ কবিযে তোমাব লজ্জা হচ্ছে না এবং এই নীচ কর্মেব জন্য তোমাব দয়াও হচ্ছে না।

যিনি প্রতিদিন সহস্র সহস্র বীব যোদ্ধাদেব ধ্বংস কবছিলেন, সেই ভীষ্মকে তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রে বেখে বিনাশ কবিযেছিলে, অশ্বত্থামা নামে এক হাতী নিহত হলে তাব নাম ব্যবহাব কবে তোমবা দ্রোণাচার্যকে ছলে অস্ত্র ত্যাগ কবিয়েছিলে – তা কি আমি জানতে পাবিনি ? এই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন পবাক্রমশালী দ্রোণাচার্যকে ঐ অবস্থায় ভূপতিত কবিযেছিল, যা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবেছ, কিন্তু তুমি তাকে নিষেধ করনি। অর্জুনকে বধ করবাব জন্য প্রার্থিত ইন্দ্রেব শক্তিকে ঘটোৎকচেব উপর নিক্ষেপ কবিয়েছ। তোমা অপেক্ষা অধিক মহাপাপী আব আছে ? (কস্ত্বত্তঃ পাপকৃত্তমঃ।) বলবান ভূবিশ্রবার হস্ত ছিন্ন হয়েছিল এবং সে আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ কবে উপবিষ্ট ছিল। এই অবস্থায় তোমাবই দ্বাবা প্রেবিত হয়ে মহাত্মা সাত্যকি তাঁকে বধ কবল। (ত্বযাভি স্তষ্টেন হতঃ শৈনেযেন মহাত্মনা) কর্ণ অর্জুনকে জয় কববার ইচ্ছায় যাচ্ছিল, সেই সময় নাগবাজ অশ্বসেন যে কর্ণেব বাণেব সঙ্গে অর্জুনকে বধ কববাব জন্য যাচ্ছিল, তুমি তাকে বধ করেছ। (ব্যংসনেনাশ্বসেনস্য পন্নগেন্দ্রস্য বৈ পুনঃ।) তাবপব যখন কর্ণেব বথেব চক্র ভূমিতে প্রোথিত হল এবং তা তুলবাব জন্য কর্ণ ব্যগ্র-ভাবে চেষ্টা করছিল, সেই সময় তাকে শঙ্কটাপন্ন ও পবাজিত জেনে তোমবা ভূপাতিত কবেছ। (পাতিতঃ সমবে কর্ণশ্চক্রব্যগ্রোহগ্রণীর্নৃণাম্।)

যদি মাং চাপি কর্ণঞ্চ ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ সংযুতৌ॥
ঋজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্যাদ্ বিজয়ো ধ্রুবম্।

(শঃ) ৬১।৩৭-৩৮

—যদি আমাব সঙ্গে এবং কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যেব সঙ্গে সরলভাবে তোমবা যুদ্ধ কবতে, তবে নিশ্চয়ই তোমাদেব পক্ষে জয়লাভ হত না।

তোমাব ন্যায় একজন অনার্য ব্যক্তি কুটিল পথের আশ্রয় নিয়ে স্বধর্ম পালনে আসক্ত আমাদেব এবং অন্যান্য বাজাদেব বিনাশ কবিয়েছে।

দুর্যোধনেব এই খেদ যে কোন পাঠকেব হৃদয় স্পর্শ কববে। দুর্যোধন যদিও সাবা জীবন পাণ্ডবদের সঙ্গে বৈবী ভাব নিয়ে জীবন যাত্রা কবছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে তিনি ন্যায় পথেই থেকেছেন। কৃষ্ণেব পবামর্শে পাণ্ডববা যদি দুর্যোধনেব উল্লেখিত অধর্ম উপায় যুদ্ধকালে অনুসবণ না কবতেন, তবে পাণ্ডবদেব জয় কখনই সম্ভব হ্ত না।

দুর্যোধনেব এই অভিযোগেব প্রত্যুত্তবে কৃষ্ণ বললেন, গান্ধারীনন্দন, তুমি পাপ পথে চলেছিলে, তাই তুমি ভ্রাতা, পুত্র, বান্ধব সেবক ও সুহৃদদেব সঙ্গে নিহত হযেছো। বীব ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য তোমাব দুষ্কর্মেব ফলেই নিহত হযেছেন। কর্ণ ও তোমাবই স্বভাবেব অনুসবণ করছিল, তাই যুদ্ধে নিহত হযেছে। (কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব শীলানুবর্তকঃ।) তুমি শকুনিব পবামর্শে আমাব পবামর্শ সত্ত্বেও পাণ্ডবদেব পৈতৃক সম্পত্তি তাদের প্রত্যর্পণ কবনি। তুমি যখন ভীমকে বিষ খাইযেছিলে, সমস্ত পাণ্ডবদের তাদেব জননীব সঙ্গে জতুগৃহে দগ্ধ কববাব ষড়যন্ত্র কবেছিলে, পাশা খেলায় পূর্ণ সভাকক্ষে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত কবেছিলে, তখন তোমাব বিবেক কোথায় ছিল ? তখনই তুমি বধ যোগ্য হয়েছিলে। (তদৈব তাবদ দুষ্টাত্মন্ বধ্যস্তং নিবপত্রপা।) তুমি পাশা খেলায় জুযাডী শকুনিব দ্বাবা পাশা খেলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধার্মিক যুধিষ্ঠিবকে কৌশলে পবাজিত কবেছিলে। সেই পাপে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হযেছো। (নিকৃত্যা যৎ পবাজৈষী-স্তস্মাদসি হতো বণে) পাণ্ডববা যখন মৃগযা কববার জন্য তৃণবিন্দুব আশ্রমে গিয়েছিল, সেই সময পাপী জযদ্রথ বনেব মধ্যে দ্রৌপদীকে যে লাঞ্ছিত কবেছিল, পাপাত্মা, তোমাবই অপবাধে বহু যোদ্ধা বালক অভিমন্যুকে যে বধ কবেছিল—এইসব কাবণেই আজ তুমি যুদ্ধে নিহত হযেছ। (ত্বদ্‌দোষৈর্নিহতঃ পাপ তস্মাদসি হতো রণে)।

যুদ্ধে অর্জুন কখনও কোন অন্যায় কাজ কবেনি। অর্জুন বহু সুযোগ পেযেও যুদ্ধে কর্ণকে বধ কবেনি, অতএব তুমি তাব বিষযে এই সব কথা বল না। দেবতাদেব অভিমত জেনে তাঁদেব প্রিয় ও মঙ্গল কববাব জন্য আমি অর্জুনেব উপব মহানাগাস্ত্র প্রযোগ হতে দিইনি। আমি তাকে ব্যর্থ কবেছি।

ত্বঞ্চ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দ্রৌনিস্তথা কৃপঃ।

বিবাটনগবে তস্য অনৃশংস্যাচ্চ জীবিতাঃ॥ (শঃ) ৬১।

—তুমি ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য বিবাটনগবে অর্জুনেব দয়ায জীবিত ছিলে।

তোমাদেব জন্য অর্জুন গন্ধর্বদেব উপব যে পবাক্রম প্রযোগ কবেছিল, পাণ্ডববা এখানে তোমাদেব সঙ্গে যে ব্যবহাব কবেছে তাতে কি অধর্ম হয়েছে? বীব পাণ্ডববা নিজেদেব বাহুবলে জয়লাভ কবেছে। তুমি পাপী তাই নিহত হযেছো। (জিতবন্তো বণে বীবা পাপোঽসি নিধনং গতঃ।)

অতঃপব কৃষ্ণ আত্মপক্ষ সমর্থন কবে বললেন—

যান্যকার্য্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে॥

বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্বং হি তদনুষ্ঠিতম্। (শঃ) ৬১।৪৭-৪৮

—তুমি যে সব কাজকে আমাব পক্ষে অনুচিত বলে বর্ণনা কবেছ, সে সমস্ত তোমাব গুরুতব অপবাধেব জন্যই কবতে হযেছে।

তুমি বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যেব নীতি সম্বন্ধীয় কথা শুননি, বৃদ্ধ পুরুষদেব সেবা কবনি বা তাঁদেব হিতকব বাক্যও শোননি। তুমি লোভের বশংবর্তী হযে যেমন কুকর্ম কবেছ, তাব পবিণাম তুমি নিজেই ভোগ কবলে।

কৃষ্ণ দুর্যোধনেব পাপেব ঝাঁপি তাঁব সামনে খুলে ধবে, কৌবব যোদ্ধাবা কেন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তাব কাবণ বিশ্লেষণ কবে সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনেব এই ভয়ঙ্কব পবিণতিব কাবণ নির্ণয কবলেন।

কৃষ্ণ এক এক করে দুর্যোধনেব কুটিল কাজ ও পথেব উল্লেখ কবে

তাঁকে বধ করার মধ্যে কারও কোন অন্যায় হয়নি তা বললেও দুর্যোধন তবু নিজের কাজকে সমর্থন করে বললেন,

অধীতং বিধিবদ্ দত্তং ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা ॥
মূর্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং কো নু স্বন্ততরো ময়া। (শঃ) ৬১।৫০-৫১

—আমি বিধি পূর্বক বেদাধ্যয়ন করেছি, দান করেছি, আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করেছি এবং শত্রুদের মস্তকের উপর পা রেখেছি। আমার মত ভাল পরিণাম কার হয়েছে ?

স্বধর্মের প্রতি ক্ষত্রিয় বন্ধুদের যা অভীষ্ট, আমি সেই মৃত্যু লাভ করেছি। অতএব আমা অপেক্ষা উত্তম পরিণাম আর কার হয়েছে ? যা অন্য রাজাদের পক্ষে দুর্লভ, সেই দেববৃন্দের পক্ষে সুলভ মানব ভোগ আমার লাভ হয়েছে। আমি উত্তম ঐশ্বর্য পেয়েছি, অতএব আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিণতি আর কার হয়েছে ? (ঐশ্বর্যং চোমত্তং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া।)

এ প্রসঙ্গে দুর্যোধন একটি মনোজ্ঞ কথা বলেছেন –

সসুহৃৎ সানুগশ্চৈব স্বর্গং গন্তাহমচ্যুত ॥
যূয়ং নিহতসঙ্কল্পাঃ শোচন্তে বর্তয়িষ্যথ। (শঃ) ৬১।৫৩-৫৪

—অচ্যুত, আমি সুহৃদ ও অনুগামীদের সঙ্গে স্বর্গলোকের পথে এবং তোমরা সকলে ভগ্ন মনোরথ হয়ে শোচনীয় জীবন বহন কর।

মৃত্যুর প্রাক্কালে দুর্যোধন যেন যুধিষ্ঠিরের অন্তরের বেদনা পূর্বাহ্নে বুঝতে পেরেছিলেন। এবং কুরু রাজ্যের ভবিষ্যৎ ছবি তাঁর চোখে ফুটে উঠেছিল। দুর্যোধনের অন্তরের এই সত্যের সঠিক ভাষা দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায়—

সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,
পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণ-সিংহাসনে।

স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধাব,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার,
রাজপুত্রবধূ যত অনাথাব
মর্ম-বিদার রব।
'জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়'
সাবি সারি দ্বাবী দাঁড়াইযা কয়,
পরিহাস বলে' আজি মনে হয।
মিছে মনে হয সব।

এইখানে রামায়ণেব বাম চবিত্রেব সঙ্গে যুধিষ্ঠিবের একটা স'দৃশ্য দেখা যায়। বাম যৌববাজ্যে অভিষিক্ত হবেন, তাঁব অধিবাস পর্যন্ত হয়ে গেছে—কিন্তু প্রভাতে উঠে তাঁকে চতুর্দশ বৎসবেব জন্য বনবাসে যেতে হল। লঙ্কা কাণ্ড কবে তিনি সীতাকে উদ্ধাব কবলেন বটে, কিন্তু অযোধ্যায় ফিবে প্রজাবঞ্জনেব জন্য তাঁকে পুনবায় বনবাসে পাঠাতে হল। অতঃপব আবার যখন তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন সীতা বসুমতীব গর্ভে অন্তর্হিত হয়েছেন। মহাভারত ও বামায়ণ এই দুই মহাকাব্য বাস্তবপক্ষে বিষাদভবা যদিও আংশিক মিলনেব মধ্যে যবনিকা পডেছে।

কবিগুরুব 'পুবস্কাব' কবিতায তিনি দুর্যোধনেব কথাব প্রতিধ্বনি কবে বামায়ণেব অনুরূপ পরিণতিতে আক্ষেপ কবে বলেছেন—

তা'ব পবে দেখ শেষ কোথা এব—
ভেবে দেখ কথা সেই দিবসেব,
এত বিষাদের এত বিবহেব
এত সাধনেব ধন,
সেই সীতা দেবী বাজসভা মাঝে
বিদায়-বিনযে নমি' রঘুবাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমান লাজে
হইলা অদর্শন।

ভাবতবর্ষেব এই দুই মহাকাব্যেব মিলনেব বা জয়েব মধ্যে নাই কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস, ববং বেদনার মূর্ছনা গুমবে গুমবে উঠেছে। তাই সীতাব অন্তর্ধানেব পব রাম বাজ্য ত্যাগ কবলেন। যুধিষ্ঠিবও ভীমকে বাজ্য দিযে বানপ্রস্থ ইচ্ছা কবেছিলেন। সুতবাং মৃত্যুব মধ্যে বাবণ ও দুর্যোধন যে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন, রণক্ষেত্রে বীব মৃত্যু ববণ কবে তাঁবা স্বর্গলোকে গেছেন। আব জয়ী বাম ও যুধিষ্ঠিব নিবানন্দেব সাগবে যেন ডুবে গেলেন। জয়েব মূর্ছনা তাঁদেব হৃদযে আনন্দের হিল্লোল তুলতে পাবে নি। ববং বিষাদেব করুণ বাগিনীতে মহাকাব্য-দ্বয়ে ট্র্যাজেডিব সুর ধ্বনিত হয়েছে।

দুর্যোধন আবও বলেছেন—

> ন মে বিষাদো ভীমেন পাদেন শিব আহতম্।
> কাকা বা কঙ্ক গৃধ্রা বা নিধাস্যন্তি পদং ক্ষণাৎ॥ (শঃ) ৬১।৫৩

— ভীম তাব পা দিয়ে আমার মস্তকে যে আঘাত কবেছে, এতে আমাব কোন খেদ নেই। কাবণ ক্ষণকালেব মধ্যেই ত কাক, কঙ্ক বা শকুনিবা এব উপব তাদেব পা বাখবে।

দুর্যোধনেব এই উক্তিতে যে কোন পাষাণ হৃদয়েব পাঠকেব ও বুক গলে যায়। কত না দুঃখে, কত না ক্ষোভে এরূপ মর্মন্তুদ উক্তি দুর্যোধনেব মত দাম্ভিক বীবের মুখ হতে বেব হযেছে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

দুর্যোধনেব এই কথা শেষ হওযাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁব উপব পবিত্র সুগন্ধ পুষ্প প্রবলভাবে বর্ষিত হতে লাগল। গন্ধর্ববা মনোরম বাদ্য ধ্বনি কবতে থাকেন এবং অপ্সবাব দল দুর্যোধনেব সুযশ গাইতে লাগলেন। এবং সিদ্ধগণ উত্তম, উত্তম বলে তাঁর প্রশংসা কবতে থাকেন। অতঃপব

> ববৌ চ সুবভির্বাযুঃ পুণ্যগন্ধোমৃদুঃ সুখঃ। (শঃ) ৬১।৫৭

—পবিত্র মনোহব মৃদু এবং সুখ প্রদাযক ও গন্ধবাহী বাযু বইতে

লাগল। সমস্ত দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং আকাশ বৈদূর্য্যমণিতুল্য নীলাভ হয়ে গেল।

অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্টা বাসুদেবপুরোগমাঃ।
দুর্যোধনস্য পূজাং তু দৃষ্টা ব্রীডামুপাগমন্॥ (শঃ) ৬১।৫৮

– বাসুদেবাদি সমস্ত পাণ্ডব পক্ষীয়গণ এই অদ্ভুত কথা ও দ্যুলোক দ্বাবা দুর্যোধনের অর্চনা দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন।

উপবোক্ত ঘটনা প্রমাণ কবে যে দুর্যোধন একেবাবে উপেক্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন না।

ভীষ্মাদি পরম আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী ও বীবদেব মৃত্যুতে পাণ্ডববা শোকগ্রস্ত হলে কৃষ্ণ তাঁদেব সান্ত্বনা দিযে বললেন—

দুর্যোধন দ্রুত অস্ত্র চালনায় পাবদর্শী। সুতবাং কেউই তাকে পবাজিত কবতে পাবত না। এবং ভীষ্মাদি বীববাও অত্যন্ত পবাক্রম-শালী ছিলেন। ধর্ম যুদ্ধে তোমবা তাঁদেব পবাজিত কবতে পাবতে না। তোমাদেব মঙ্গলেব জন্য আমি বাববাব মাযাব দ্বারা নানা উপাযে যুদ্ধক্ষেত্রে এঁদেব সকলকে বিনাশ কবেছি। আমি কপটাচাবণ না করলে তোমাদেব পক্ষে জযলাভ, বাজ্য ও ধন পাওযা সম্ভব হত না।

তথৈবাযং গদাপাণির্ধাতবাষ্ট্রো গতক্লমঃ।
ন শক্যো ধর্মতো হন্তুং কালেনাপীহ দণ্ডিনা॥ (শঃ) ৬১।৬৬

—এই গদাধাবী ধৃতবাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনও যুদ্ধের দ্বাবা পবিশ্রান্ত হত না। তাকে দণ্ডধাবী কালও ধর্মানুসারে যুদ্ধে বধ কবতে সমর্থ নন।

কৃষ্ণেব মুখে দুর্যোধনের এই প্রশংসাব মূল্য কম নয। কৃষ্ণেব এই অভিমতও অকৃত্রিম। যে দুর্যোধনকে তিনি কখনও পছন্দ কবেননি, ববং তাঁব অন্যায কাজেব জন্য বাববাব তিবস্কার কবেছেন আজ অকৃত্রিম প্রশংসায পঞ্চমুখ।

তিনি পাণ্ডবদেব আবও বললেন, তোমরা যে শত্রুদের বিনাশ কবছো, এজন্য মনে কোন প্রকাব খেদ রেখো না। শক্তিশালী বহু

সংখ্যক শত্রু নানাবিধ উপায় ও কূটনীতি প্রয়োগে বধ্য। (মিথ্যাবধ্যাস্তথাপায়ৈর্বহবঃ মাত্রবোঽধিকাঃ।) কৃষ্ণ নিজের দোষ স্খালনের জন্য পূর্ব কালের কথা উল্লেখ করে বললেন—

পূর্বৈরনুগতো মার্গো দেবৈরসুরঘাতিভিঃ।
সদ্ভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্বৈরনুগম্যতে॥ (শঃ) ৬১।৬৮

—অসুরহন্তা পূর্ববর্ত্তী দেবতারাও এই পথই অবলম্বন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথে যান, তা সকলে অনুসরণ করে থাকে।

অতঃপর কৃষ্ণ সন্ধ্যাকালে বিশ্রাম করবার জন্য সকলকে শিবিরে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। এবং দুর্যোধনকে নিহত দেখে সকলে হৃষ্ট চিত্তে প্রত্যাগমন করলেন।

মুমূর্ষু দুর্যোধন সঞ্জয়কে বললেন—ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শকুনি, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃতবর্মা আমার রক্ষক ছিলেন তথাপি আজ আমার এ দশা হয়েছে। কালকে অতিক্রম করা নিশ্চয় কঠিন। (কালো হি দুরতিক্রমঃ।) আমি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলাম। কিন্তু আজ আমার এই দশা হয়েছে।

কালং প্রাপ্য মহাবাহো ন কশ্চিদতিবর্ততে। (শঃ) ৬৪।১০

—প্রকৃতপক্ষে কালের কবলে পড়ে কেউই তাকে অতিক্রম করতে পারে না।

আমার পক্ষের জীবিত বীরদের বলবে যে ভীম গদা যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে আমাকে বধ করেছে। পাণ্ডবরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের প্রতি বহু জঘন্য নৃশংস কাজ করেছে। পাণ্ডবরা যে অন্যায় কাজ করেছে, তার জন্য তাদের সাধুগণের সভায় অনুতাপ করতে হবে। ছলের দ্বারা জয়লাভ করে কোন্ শক্তিশালী পুরুষ প্রসন্ন হতে পারে? অথবা যে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে, তার সম্মান কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ করবেন? অধর্ম দ্বারা জয়লাভ করে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি খুসী হয়, যেমন পাপী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন হয়েছে? উরু ভঙ্গ

হযে যখন আমি পডে আছি, এই অবস্থায় ভীম আমাব মস্তকে পদা-ঘাত কবেছে। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি ?

দুর্যোধনেব এই খেদ পাঠক মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ কবে। দুর্যোধনের মত মহাবথীকে অন্যায় যুদ্ধে পবাজিত করে তাঁব মস্তকে পদাঘাত কবা গর্হিত অপরাধ। এটা বীব ভীম চবিত্রেব একটি কলঙ্ক। কোন বীবই ভীমের উশৃঙ্খল আচরণকে সর্বান্তঃকবণে সমর্থন করতে পাবে না।

আমার পিতা মাতা যুদ্ধধর্মে অভিজ্ঞ। তাঁবা উভয়ে আমাব মৃত্যু সংবাদে দুঃখে পীড়িত হবেন। তুমি তাঁদেব জানাবে যে আমি বীর শয্যা গ্রহণ করেছি।

ইষ্টং ভৃত্যা ভৃতাঃ সম্যগ্ ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা। (শঃ) ৬৪।১৮

—আমি যজ্ঞ কবেছি, যাবা আমাব ভবণ পোষণ যোগ্য ছিল তাদের ভরণ পোষণ কবেছি এবং সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীকে ভালরূপে শাসন কবেছি।

আমি জীবিত শত্রুদেব মস্তকে পদার্পণ কবেছি, যথাশক্তি ধনদান ও মিত্রদেব প্রিয় কাজ সম্পন্ন কবেছি। এই সঙ্গে সমস্ত শত্রুদেব সর্বদা ক্লেশ দান কবেছি। জগতে এমন কোন পুরুষ আছে যাব বিনাশ আমাব বিনাশেব মত সুন্দবভাবে ঘটেছে ? (কো নু স্বন্ততবো মযা।)

মানিতা বান্ধবাঃ সর্বে বশ্যঃ সম্পূজিতো জনঃ॥
ত্রিতয়ং সেবিতং সর্বং কো নু স্বন্ততবো মযা। (শঃ) ৬৪।২০-২১

—আমি সমস্ত বন্ধুদেব সম্মান কবেছি। আমাব বশীভূত লোকদেব সৎকার করেছি এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম সবেরই সেবা কবেছি। আমাব ন্যায় সুন্দব মৃত্যু কাব হয়েছে ?

এইভাবে তিনি তাঁব সমস্ত কৃতকর্মেব উল্লেখ কবে বলেছেন, তিনি তাঁব জীবনেব সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কবে মৃত্যু বরণ কবেছেন। সুতবাং তাঁব মৃত্যুব ন্যায় কাব মৃত্যু এত সুন্দর ?

যুদ্ধ হতে তিনি পলায়ন কবেননি। পবাজয় ববণ কবে শত্রুতা

হতে কখনও পশ্চাদপসবণ কবেননি এবং কখনও কোনরূপ দুর্বুদ্ধিব আশ্রয় নিয়ে পবাজিত হননি—এটাই তাঁব জীবনের গৌবব।

সুপ্তং বাথ প্রমত্তং বা যথা হন্যাদ্ বিষেণ বা ॥
এবং ব্যুৎক্রান্তধর্মেণ ব্যুৎক্রম্য সময়ং হত। (শঃ) ৬৪।২৭-২৮

—যেমন কোন নিদ্রিত বা উন্মত্ত মানুষকে বধ করা হয কিংবা বিষ প্রযোগ কবে হত্যা কবা হয়, তেমনি ধর্ম-অতিক্রমকাবী পাপী ভীম গদা যুদ্ধেব নিযম ভঙ্গ কবে আমাকে বধ কবেছে।

অশ্বথামা, কৃতবর্মা, ও কৃপাচার্য—এদেব সকলকে আমাব কথা জানাবে। পাণ্ডববা বহুবাব যুদ্ধেব নিয়ম ভঙ্গ কবেছে। অতএব তাবা যেন কখনও তাদেব বিশ্বাস না কবেন।

এই সমস্ত বলার পব তিনি বললেন—তিনি তাঁব মৃত আত্মীয বন্ধু ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাদেব পদানুসরণ কবে বীব শয্যায শাযিত হচ্ছেন। তিনি নিজেব অবস্থাব তুলনা কবে বললেন আমার অবস্থা সেই পথিকেব মত হযেছে যে ব্যক্তি নিজেব সঙ্গীদেব নিকট হতে বিচ্যুত হযেছে।

দুর্যোধনেব এই বিলাপ শুনে সকলেব চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হযে উঠলো। সংবাদ বাহকেবা অশ্বত্থামাকে এই সংবাদ জানালো।

ধনাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যেবা যেমন শ্রেষ্ঠ বাজাকে পবিবৃত কবে থাকে, তেমনি মাংসভক্ষী ভযঙ্কব ভূতবা চাবদিকে দুর্যোধনকে পবিবৃত কবে বেখেছিল। তখন দুর্যোধনকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বিনষ্ট বাঘের ন্যায মনে হচ্ছিল। দুর্যোধনকে ভূতলে পতিত থাকতে দেখে কৃপাচার্যাদি সকলে তাঁর পার্শ্বে ভূমিতে বসে পডলেন। অশ্রুসিক্ত অশ্বত্থামা বললেন,—

ন নূনং বিদ্যতে সত্যং মানুষে কিঞ্চিদেব হি।
যত্র ত্বং পুরুষব্যাঘ্র শেষে পাংশুষু রূষিতঃ ॥ (শঃ) ৬৫।১৩

—এই মনুষ্যলোকে কিছুই সত্য নয। যেহেতু তোমাব ন্যায একজন পুরুষ ব্যাঘ্র ধূলায ধূসবিত হযে পতিত রযেছো।

তুমি পূর্বে সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সমগ্র ভূমণ্ডলের উপর আজ্ঞা প্রদান করতে। সেই তুমি আজ একাকী এই নির্জন বনে কি করে পতিত রয়েছ ?

দুঃখং নূনং কৃতান্তস্য গতিং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।

লোকানাঞ্চ ভবান্ যত্র শেষে পাংশুষু রূষিতঃ॥ (শঃ) ৬৫।১৬

—কাল ও লোক সকলের গতি জানা অত্যন্ত কঠিন। যার ফলে তুমি আজ কালের অধীন হয়ে ধুলিতে শয়ন করে আছ।

রাজাদের অগ্রগামী শত্রু তাপন মহারাজ দুর্যোধন তৃণসহ ধুলো গ্রাস করছে। এটা কালেরই বিপরীত গতি দেখ। (সতৃণং গ্রসতে পাংশুং পশ্য কালস্য পর্যয়ম্।)

তিনি দুর্যোধনকে আরও বললেন, তুমি ত নিজের সাম্রাজ্য লক্ষ্মীর দ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় ছিলে। আজ তোমার এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হল। এটা দেখে এই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কোনও মানুষেরই সম্পত্তি সর্বদা স্থির থাকে না। (শত্রু বিস্পর্ধিনো ভৃশম্।)

অশ্বত্থামার কথা শুনে দুর্যোধনের নেত্রদ্বয় হতে শোকাশ্রু বইতে লাগল। তিনি শোকাশ্রু মুছে কৃপাচার্যাদি সমস্ত বীরদের বললেন,

ঈদৃশো লোকধর্মোঽয়ং ধাত্রা নির্দিষ্ট উচ্যতে।

বিনাশঃ সর্ব ভূতানাং কালপর্যায়মাগতঃ॥ (শঃ) ৬৫।২৩

—মর্ত্যলোকে এটাই নিয়ম, বিধাতাই এটার নির্দেশ দিয়েছেন। এরূপ বলা হয়েছে। সেইজন্য কালক্রমে একদিন না একদিন সমস্ত প্রাণীদের বিনাশ হবে।

সেই বিনাশের সময় এখন আমারও উপস্থিত হয়েছে। যা আপনারা দেখছেন। একদিন আমি সমস্ত পৃথিবী পালন করেছি। আজ এই অবস্থায় উপনীত হয়েছি। তব এই বিষয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, যে কোন বিপদের সময় আমি কখনও পলায়ন করিনি। বিশেষতঃ পাপীরাই আমাকে ছলনা করে বধ করেছে। (দিষ্ট্যাহং নিহতঃ পাপৈশ্ছলেনৈব বিশেষতঃ) সৌভাগ্যবশতঃ আমি যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা

সংগ্রাম কববাব জন্য উৎসাহ দেখিয়েছি এবং জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধববা নিহত হবাব পব আমি স্বযং যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ কবছি। এতে আমাব অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। সৌভাগ্যেব বিষয এই যে, আমি আপনাদেব এই নবসংহাব হতে মুক্ত দেখছি। এই সঙ্গে আপনাবা কুশলে আছেন এবং কিছু কবতে সমর্থ—এটাও আমাব পক্ষে আনন্দেব বিষয। আপনাবা আমাকে স্নেহ কবেন, সেজন্য আমাব্ এই অবস্থায় এখানে আপনাবা দুঃখ কববেন না।

যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষযাঃ॥ (শঃ) ৬৫।২৮

—যদি আপনাদেব দৃষ্টিতে বেদশাস্ত্র প্রামাণিক হযে থাকে, তবে আমি অক্ষয়লোক অধিকাব করছি।

মন্যমানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণস্যামিতেজসঃ।

তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ॥ (শঃ) ৬৫।২৯

—আমি কৃষ্ণেব অদ্ভুত প্রভাবকে মানি এবং কখনও তাব প্রেবণায় ভালৰূপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ধর্ম হতে বিচলিত হইনি। আমি সেই ধর্মেব ফল পেযেছি।

অতএব আমি কোন প্রকাবেই শোকেব যোগ্য নই। আপনাবা সকলে নিজ নিজ সাধ্যানুসাবে পবাক্রম প্রকাশ কবেছেন এবং সর্বদা আমাকে জযী কববাব চেষ্টা কবেছেন। তথাপি দৈবেব বিধান অতিক্রম কবা সকলেবই পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। (যতিতং বিজযে নিত্যং দৈবং তু দুবতিক্রমম্।) এই কথা বলতে বলতে দুর্যোধনেব চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হল এবং তিনি বেদনায অত্যন্ত ব্যাকুল হযে নীবব হলেন। দুর্যোধনেব এই অবস্থা দেখে অশ্বত্থামা অগ্নিব মত প্রজ্বলিত হযে উঠলেন। ক্রুদ্ধ হযে তিনি হাত দিযে হাত ঘসতে লাগলেন এবং অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে দুর্যোধনকে বললেন, নীচ পাণ্ডববা অত্যন্ত নিষ্ঠুব ভাবে আমাব পিতাকে বধ কবিযেছে। কিন্তু আমি সেই জন্যও ততটা সন্তপ্ত হইনি, যেমন আজ তোমাব মৃত্যুতে আমাব কষ্ট হচ্ছে।

আমি আজ শপথ কবে যা বলছি, তা শোন। আমি আজ

প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ কৃষ্ণের সামনেই সমস্ত পাঞ্চালদের সর্ববিধ উপায়ে যমালয়ে প্রেরণ করব। এর জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

অশ্বত্থামার এই কথা শুনে দুর্যোধন কৃপাচার্যকে বললেন, আচার্য, আপনি অতি সত্বর জলপূর্ণ কলস নিয়ে আসুন।

দুর্যোধনের কথা শুনে কৃপাচার্য জলপূর্ণ কলস নিয়ে তাঁর নিকট আসলেন। তখন দুর্যোধন কৃপাচার্যকে বললেন, আপনি অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন। অশ্বত্থামার অভিষেক শেষ হলে অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে সিংহ ধ্বনি করে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করে প্রস্থান করলেন।

মুমূর্ষু অবস্থাতেও তখনও পাণ্ডবদের বিনাশের অভিপ্রায় দুর্যোধনের হৃদয় জুড়ে ছিল। তাই তিনি অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করে তাঁর জয়যাত্রা কামনা করলেন।

রজনীর অন্ধকারে অশ্বত্থামাও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চাল বীরদের হত্যা করে এসে সেই শুভ সংবাদ দিয়ে মুমূর্ষু দুর্যোধনের মুখে আনন্দের হাসি ফোটালেন।

কাশীদাসী মহাভারতে এই কাহিনীর অনুরূপ চিত্র আঁকা হয়েছে :

পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে ॥

— — —

পঞ্চ মুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে ॥

— — —

হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্যোধন ॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বোধে সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি ॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

— — —

একে একে পঞ্চ মুণ্ড ভাঙ্গে দুর্যোধন।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চ জন॥ (সৌ)

—পঞ্চ পাণ্ডবকে হত্যা করেছে, এই আনন্দে দুর্যোধন অন্তিম কালেও উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। কিন্তু অনায়াসে সেই সব বীরদের মস্তক ভাঙতে পেরে তিনি বুঝেছিলেন এরা পাণ্ডবের পঞ্চপুত্র পঞ্চ পাণ্ডব নয়। তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ—

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চ জনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য সাধিলে।
কুরুকুলে জল-পিণ্ড দিতে না রাখিলে॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি॥
নির্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে॥
এত বলি অনুতাপ করে বহুতর। (সৌ)

—মরণের পথিক দুর্যোধনের এ বিবেক দংশন লক্ষ্যণীয়।

বেদব্যাসের মহাভারতে সমস্ত পাঞ্চাল এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে হত্যা করে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা দুর্যোধনের নিকট প্রত্যাগমন করলেন। তাঁরা দেখলেন দুর্যোধন মৃতপ্রায় হয়ে ভূমিতে পড়ে রয়েছেন। তখনও তাঁর কিছু শ্বাস অবশিষ্ট ছিল। তারপর তাঁরা রথ হতে নেমে তাঁকে চারদিকে পরিবেষ্টিত করে উপবেশন করলেন।

তাঁরা দেখলেন দুর্যোধনে উরু বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর চেতনা প্রায় লোপ পাচ্ছে এবং তিনি মাটিতে রক্তবমি করছেন। তাঁর কাছে যাবার জন্য ভয়ঙ্কর বহু সংখ্যক হিংস্র প্রাণী ও কুকুর চারদিক পরিবেষ্টিত করে কিছু দূরে অবস্থান করছে। দুর্যোধন তাঁর ভক্ষণকারী এই সব হিংস্র প্রাণী হতে কোনরূপে অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করছেন। এই সময় তার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল, তিনি মৃত্যু শয্যায় ছটফট করছিলেন। দুর্যোধনের মত বীরের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে Shakespeare এর

একটি মূল্যবান উক্তি মনে পড়ে। Though it sleep long, the venom of great guilt, when death, or danger or detection comes, will bite the spirit fiercely. জীবনের এই চরম শোচনীয় মুহূর্ত্তে দুর্যোধনের মধ্যে নিশ্চয় আত্মগ্লানি এসেছিল। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের হিতোপদেশ উপেক্ষা করে লোভের আগুনে তিনি তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয় বন্ধুদের পোড়াননি, নিজেও সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

দুর্যোধনের মত মহাবীর ও অহঙ্কারী মহারাজার এই পরিণতি যথার্থই বেদনাদায়ক। দুর্যোধনের এই পরিণতি এই শিক্ষা দিচ্ছে যে—ভবিতব্যকে কোন রূপেই অস্বীকার করা যায় না। তাই তাঁর মত একজন মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তিকে আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত হয়ে ভূমি আশ্রয় করে সমরক্ষেত্রে একাকী শেষ মুহূর্তের ভয়াবহ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

কৃপাচার্য আক্ষেপ করে বললেন—বিধাতার পক্ষে কোন কিছুই করা কঠিন নয়। যিনি একদিন একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, এই সেই রাজা দুর্যোধন এখানে নিহত হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পতিত আছেন। তাঁর সুবর্ণ গদা, যা তিনি কখনও ত্যাগ করেননি, সেই গদাকে স্বর্গের পথে দুর্যোধন ত্যাগ করছেন। এইভাবে তিনি দুর্যোধনের যশ গান করে তাঁর বর্ত্তমান অবস্থার জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন।

. অশ্বত্থামা বিলাপ করে দুর্যোধনের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও পাণ্ডবদের নিন্দা করেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জন্য শোক করেন। তিনি আরও বললেন, মহারাজ দুর্যোধন, আপনি যদি জীবিত থাকেন, তবে এই আনন্দদায়ক কথা শুনে যান। পাণ্ডব পক্ষে সাতজন (পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং আমাদের পক্ষে তিন (কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা) জন জীবিত আছেন।

দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নর সব পুত্রই নিহত হয়েছে। সমস্ত পাঞ্চালদের

আমি সংহার কবেছি। এবং মৎস্য দেশের অবশিষ্ট সৈন্যবাও নিহত হয়েছে।

কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুত্রা হি পাণ্ডবাঃ।

সৌপ্তিকে শিবিবং তেষাং হতং সনববাহনম্॥ (সৌঃ) ৯।৫১

— আপনি দেখুন, শত্রুব কর্মের কিরূপ প্রতিশোধ নেওয়া হযেছে এবং পাণ্ডবদের সব পুত্রদেব বধ কবা হয়েছে। বাত্রিতে নিদ্রিত থাকবাব সময মানুষ ও বাহনদেব সঙ্গে তাঁদেব সমস্ত শিবিবকে নষ্ট কবে দেওয়া হযেছে।

আমি স্বয়ং বাত্রে শিবিবে প্রবেশ কবে পাপাচাবী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুব ন্যায কণ্ঠ বোধ কবে বধ কবেছি।

এই আনন্দদাযক সংবাদ শুনে দুর্যোধনেব পুনবায় চেতনা ফিবে এল এবং তিনি বললেন আজ আচার্য কৃপ ও কৃতবর্মাব সঙ্গে তুমি যে কাজ কবেছ তা ভীষ্ম, কর্ণ বা তোমাব পিতা দ্রোণাচার্যও কবতে পাবেননি। শিখণ্ডীসহ এই নীচ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যে নিহত হয়েছে, এতে আজ আমি নিশ্চযই নিজেকে ইন্দ্রতুল্য বলে মনে করছি। তোমাদেব সকলেব কল্যাণ হোক। এখন স্বর্গে আবাব আমাদেব পুনর্মিলন হবে, এই কথার সঙ্গে দুর্যোধনের শেষ নিঃশ্বাস বেবিয়ে গেল।

দুর্যোধন বাজ্য শাসনে দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রজাবঞ্জক নৃপতি। রূপেও খ্যাতি ছিল তাঁব। দুর্যোধন চবিত্রে নীচতা, স্বার্থপবতা, রূঢ়তা, আত্মম্ভবিতা যদি না থাকতো, তবে তিনি যে কোন বীবেব সমতুল্য হযে শ্রদ্ধাব পাত্র হতে পাবতেন। তাঁব চবিত্রেব কতকগুলি দোষ তাঁব সদ্‌গুণাবলিকে সাবা জীবন আচ্ছাদিত কবে তাঁকে লোক চোখে হেয় কবে বেখেছিল।

বাবণ ও দুর্যোধন ভাবতীয দুই মহাকাব্যেব দুই দুবাত্মা রূপে বর্ণিত হযেছে। তাঁদেব শেষ পবিণতি যেমন একই প্রকাব, তাঁদেব চবিত্রেও অনুরূপ বিচিত্র সাদৃশ্য আছে।

উভযেবই যেন আপন বংশ ধ্বংসেব জন্য জন্ম। উভযেবই জন্মক্ষণে

নানা অশুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। উভয়েই পরশ্রীকাতব, খল প্রকৃতি, ক্রূব স্বভাবের।

দুর্যোধনেব অন্যায় লোভ শুধু পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যেব প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল না। ঐ লোভ সুদূব প্রসাবী ছিল। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্মাব প্রবোচনায় বিনা শত্রুতাতেও দুর্যোধন বিরাট বাজ্য আক্রমণ কবেছিলেন। বিবাট বাজাব ঐশ্বর্য দুর্যোধনেব ঈর্ষাব হেতু হয়েছিল। কিন্তু তাব প্রতিফল তিনি ছদ্মবেশী অর্জুনেব নিকট হতে পেয়েছেন।

দুর্যোধনেব আক্রমণেব প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল পঞ্চপাণ্ডব। বাবণেব তুলনায় দুর্যোধনের দুষ্কর্ম সীমাবদ্ধ ছিল।

রাবণ স্বভাবতঃই দুশ্চবিত্র। পবপীড়ণেই ছিল তাঁর স্বাভাবিক আনন্দ। সীতা শূর্পনখার বিবাদ একটা ছলনা মাত্র। কাবণ বিনা প্রবোচনায় তিনি বহু নাবীকে লাঞ্ছিত কবেছেন।

রাবণেব সঙ্গে বামেব বিবাদ ঘটাবাব যথেষ্ট কারণ ছিল। বাবণের অত্যাচাবে মুনিগণ শঙ্কিত, দেবকুল নিঃশঙ্ক থাকতে পাবতেন না। মুনিদেব বক্ষার্থেও রাম বাবণের যুদ্ধ অনিবার্য হয়েছিল। তেমনি পৃথিবীব ভাব লাঘব করবার জন্য যুদ্ধ অনিবার্য হয়েছিল এবং দুর্যোধন ও তাঁব ভ্রাতা, আত্মীয ও বান্ধবদেব জন্য সেই যুদ্ধ ঘটানো হযেছিল। সুতবাং দেখা যাচ্ছে দৈবই তাদেব ভাগ্য রূপ ঘুড়ির সূতা টেনেছিল।

বাবণ বৈমাত্রেয় ভাই কুবেবকে পবাজিত কবে তাঁব পুষ্পক রথ হবণ কবে ছিলেন। বিনা কাবণে যমপুবীতে গিযে যমবাজকে যুদ্ধে পবাস্ত কবেছিলেন। দেববালা হবণ কবে নিজেব ভোগ লালসা চবিতার্থ কবাও রাবণেব অন্যতম দুষ্কর্ম ছিল। বাবণেব লক্ষ্য ছিল দেবকুল, দুর্যোধনেব ছিল দেবাশ্রিত পঞ্চপাণ্ডব।

বাবণ ও দুর্যোধন উভযেই ছিলেন অশিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহাব বর্জিত। পূজনীয় ব্যক্তিদেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অনীহা। এটাই এই দুই চবিত্রেব বৈশিষ্ট্য। শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় বন্ধুদের উভয়েই পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত কবেছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পঞ্চ পাণ্ডবের শরে বিপর্যস্ত হয়ে দুর্যোধন বারবার ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণপ্রভৃতির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন যে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধ করছেন না বা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। তাই কৌরব সৈন্যরা যুদ্ধে এত নিহত হচ্ছে এবং কৌরব বীররাও পরাজিত হচ্ছেন। তেমনি রাবণকে তাঁর মাতামহ মাল্যবান সীতাকে সমর্পণ না করলে রাবণ বংশ ধ্বংস হবার আশঙ্কার কথা জানালে, রাবণ কঠোর ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করে শত্রুর প্রতি পক্ষপাতিত্বের দোষে অভিযুক্ত করেন। জননী নিকষা ও ভাই বিভীষণকেও সৎ পরামর্শের জন্য লাঞ্ছিত করেন। মায়ামৃগ রূপ নিয়ে রামকে বিভ্রান্ত করতে রাবণ মারীচকে আদেশ দিলেন। মারীচ রামের শক্তি ও গুণের বর্ণনা করে রাবণকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলে, রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ পালন না করলে তাকে হত্যা করবেন বলে ভয় দেখান।

দুর্যোধনের চরিত্রেও একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ধৃতরাষ্ট্র যখন সৎ উপদেশ দিয়ে পুত্রের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন, তখন তাঁকেও অশালীন ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন। পিতৃবৎ বিদুরের সৎ পরামর্শের জন্যও দুর্যোধন তাঁকেও ভর্ৎসনা করেছেন। পিতামহ ভীষ্ম, জননী গান্ধারী, পিতৃবৎ বিদুর ও আচার্য দ্রোণ ও কৃপ বার বার যুদ্ধ পরিহার করে শান্তির কথা বলেছেন, কিন্তু দুর্যোধন কারো কথাতেই গুরুত্ব দেননি। তিনি অপরকে সম্মান দেখাতে যেমন জানেন না, তেমনি বৃদ্ধ ও প্রজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছেন বার বার।

দূত সর্বদা অবধ্য ও মাননীয়। কুরু সভায় কৃষ্ণ আসছেন শুনে দুর্যোধন তাঁকে বেঁধে রাখবেন মনস্থ করেছিলেন। কারণ তিনি নাকি পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতী। তেমনি রাবণ দূত হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতিকে বধ করবার হুকুম দিয়েছিলেন, নানা ভাবে তাঁদের লাঞ্ছিত করেছেন। কূট রাজনীতিজ্ঞ হয়েও, উভয়েই নীতি বিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন।

দুর্যোধনেব অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও অদূবদর্শিতায় অভাবেব ফলে কুরুপক্ষেব পবাজয় হতে থাকায়, দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মেব প্রতি সন্দিহান হযে যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছেন, আপনি যদি আমাব প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ কবেন, তবে কর্ণকে সেনাপতি হবাব অনুমতি দিন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিকে যুদ্ধ ত্যাগ কবতে বলা চবম অপমান। সর্বজন পূজ্য বৃদ্ধ পিতামহকে এইভাবে অপমান করতে দুর্যোধন দ্বিধা বোধ কবেননি। এব দ্বাবা তাঁর অশিষ্ট. অভদ্র ব্যবহাবেবই পবিচয পাওযা যায।

যে কোন প্রকারে শত্রুর মনোবল নষ্ট কবে তাকে হতোদ্যম কবা বাবণ ও দুর্যোধনেব অন্যতম বণ কৌশল। যুদ্ধে বামেব জয যখন সুনিশ্চিত তখন বাবণ বামেব মাযা ছিন্ন মস্তক দেখিযে সীতাব মনোবল নষ্ট কববাব প্রযাস কবেন। সেই প্রকাব মায়া সীতা তৈবী কবে বাবণ পুত্র মেঘনাদেব হনুমানেব সামনে ঐ মস্তক ছিন্ন কবে বামেব মনোবল নষ্ট করাই উদ্দেশ্য ছিল।

পঞ্চপাণ্ডব বনবাসেব ক্লেশ ও অপমান সহ্য কবেছেন, কিন্তু তা;তেও দুর্যোধন সন্তুষ্ট নন। তাই কূট প্রকৃতিব মাতুল শকুনিব পবামর্শে পঞ্চ পাণ্ডবকে আবও নানাভাবে ক্লেশ ও বিব্রত কববাব চেষ্টা কবেছেন। অসমযে দুর্বাসা মুনিকে পাণ্ডবদেব আতিথ্য গ্রহণেব জন্য পাঠিয়ে-ছিলেন। অবশ্য কৃষ্ণেব কৃপায় পঞ্চপাণ্ডব সেই যাত্রায বক্ষা পেয়ে-ছিলেন।

বাবণ ও দুর্যোধন উভয়েই যোদ্ধা। বাবণ একক শক্তিতে নির্ভবশীল, দুর্যোধন মিত্রশক্তিব উপব আস্থাবান। বাবণেব পক্ষাবলম্বী যোদ্ধাগণ সকলেই তাঁব আত্মীয়বর্গ বা অমাত্যবর্গ। দুর্যোধনেব যোদ্ধাগণ আত্মীয, বন্ধু ও ভিন্ন দেশীয নৃপতিবা।

বানী মন্দোদবী বাবণকে বাব বাব সীতাকে প্রত্যর্পণ কবে বংশ বক্ষা কবতে পবামর্শ দিযেছেন। কিন্তু বাবণ সেই পবামর্শ প্রত্যাখ্যান কবেছেন। কারণ সীতাকে ফেবৎ দিলে বিভীষণ হাসবে, দেবতাবা

তাঁকে দুর্বল মনে কববে—এই অপবাদ অপেক্ষা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুও তাঁর কাছে শ্রেয়ঃ। তেমনি দুর্যোধনও যুদ্ধে সবংশে নিধন অবশ্যম্ভাবী জেনেও অন্যেব পবিহাসেব কাবণ হবেন মনে কবে যুদ্ধ হতে তিনি বিবত হননি। এমন কি যখন সকলেই প্রায় নিহত হল, তখনও যুদ্ধ হতে কেউ তাঁকে নিবৃত্ত কবতে পাবেনি।

প্রিযজনদেব ও সন্তানদেব মৃত্যুতে উভযকেই শোকাতুব হতে দেখা গেছে। কিন্তু তবু দুষ্ট প্রবৃত্তি তাঁবা পবিত্যাগ কবতে কখনও পাবেন নি।

বাবণেব অমিত বিক্রমেব কথা সর্বজন জ্ঞাত। দুর্যোধনেব পবাক্রম সম্বন্ধে স্বয়ং কৃষ্ণ অর্জুনেব কাছে প্রশংসা কবেছেন। স্ত্রীপর্বে সঞ্জয় ধৃতবাষ্ট্রকে দুর্যোধন সম্বন্ধে বলেছেন—

> ন ধর্মঃ সৎকৃতঃ কশ্চিন্নিত্যং যুদ্ধমভীপ্সতা।
> অল্পবুদ্ধিবহঙ্কবী নিত্যং যুদ্ধমিতি ব্রুবন।
> ক্রুবো দুর্মর্ষণো নিত্যমসন্তুষ্টশ্চ বীর্যবান্॥ (স্ত্রী) ১।৩১

—তিনি সদা যুদ্ধ ইচ্ছা কবতেন, সেজন্য তিনি কখনও কোন ধর্মেবই সমাদবেব সঙ্গে অনুষ্ঠান কবেন নাই। এই দুর্যোধন অল্পবুদ্ধি ও অহঙ্কাবী ছিলেন। সেইজন্য তিনি নিত্য যুদ্ধ যুদ্ধ বলেই চীৎকাব কবতেন। তাঁব হৃদয ক্রুবতায পূর্ণ ছিল। ইনি সর্বদা অমর্ষে পবিপূর্ণ ছিলেন এবং প্রবল পরাক্রমী হলেও, কখনো নিজ অবস্থায সন্তুষ্ট ছিলেন না।

স্ত্রীপর্বে শোকার্তা গান্ধাবী কৃষ্ণকে বলছেন—

> দুর্যোধনাপবাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
> কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ কৃতোঽযং কুরুসংক্ষযঃ॥ (স্ত্রী) ১৪।১৬

—কুরুকুলেব এই সংহাব ও দুর্যোধন, আমাব ভ্রাতা শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনেব অপবাধেই হযেছে।

L' Estrange এব মতে Wickedness may prosper for

a while, but in the long run he that sets all knaves at work will pay them.

এই উক্তিটি রাবণ ও দুর্যোধন উভয়ের চরিত্রে প্রয়োগ করা চলে। রাবণ বংশ ধ্বংস ও কুরুবংশ ধ্বংসের মাধ্যমে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

সমাপ্ত